কবিতা পাঠ

16. এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে
17. নারী
18. বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে
19. নাজমা

শব্দার্থ ও টীকা

16

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে

জীবনানন্দ দাশ

16.1 প্রস্তাবনা

কবি জীবনানন্দ দাশ একজন প্রকৃতিপ্রেমিক। তাঁর কাব্যে বাংলার নদ-নদী, বাংলার পশুপাখি, শঙ্খচিলের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে ভোরের আকাশে নবীন সূর্যের উদয় আকাশকে রক্তরাঙ্গা করে তোলে। গঙ্গাসাগরের বুকে চৈত্র মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে পুণ্য বারুণীর স্নানে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী পুণ্য অর্জন করে। আবার বর্ষায় কর্ণফুলী, ধলেশ্বরী, পদ্মা, জলঙ্গীর মতো নদীগুলি কানায় কানায় জলে ভরে ওঠে। প্রকৃতিকে শস্যশ্যামলা করে তোলে। তখন ধানের গন্ধে লক্ষ্মীপেঁচা উড়ে আসে। গাছের শাখা সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘাসের উপর নত হয়ে পড়ে। প্রকৃতির এইসব অপরূপ রূপের সঙ্গে সঙ্গে কবির মনে ভেসে ওঠে বাংলায় অগণিত রূপকথার কাহিনি। কবি বর্ণিত এইসব লৌকিক কাহিনি, রূপকথা একদিন বিস্তারলাভ করেছিল বাংলার কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল গাছের ছত্রছায়ায়। এইভাবে কবি কল্পিত নায়িকা শঙ্খমালারও আবির্ভাব ঘটেছিল। সেই নায়িকা একদিন বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গেছে।

16.2 উদ্দেশ্য

এই কবিতা পাঠ করলে আপনারা —

- বাংলার পল্লি প্রকৃতির অপরূপ রূপের আভাস পাবেন।
- কবিতায় উল্লিখিত বাংলার নদনদী ও গাছপালা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বাংলার বিভিন্ন পাখির সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- রূপকথার কিছু প্রচলিত কাহিনি জানতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা

16.3 মূল পাঠ

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে

জীবনানন্দ দাশ

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে — সব চেয়ে সুন্দর করুণ :
সেখানে সবুজ ডাঙা ভরে আছে মধুকূপী ঘাসে অবিরল;
সেখানে গাছের নাম : কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল;
সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ;
সেখানে বারুণী থাকে গঙ্গাসাগরের বুকে, — সেখানে বরুণ
কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলঙ্গীরে দেয় অবিরল জল;
সেইখানে শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল,
সেইখানে লক্ষ্মীপেঁচা ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট, তরুণ;

সেখানে লেবুর শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকারে ঘাসের উপর;
সুদর্শন উড়ে যায় ঘরে তার অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে;
সেখানে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে রূপসীর শরীরের 'পর —
শঙ্খমালা নাম তার; এ-বিশাল পৃথিবীর কোনো নদী ঘাসে
তারে আর খুঁজে পাবে নাকো — বিশালাক্ষী দিয়েছিল বর,
তাই সে জন্মেছে নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর।

ডাঙা = উচ্চভূমি, স্থল।

নাটা = গোলাকার ছোট ফল বা তার বীজ, করঞ্জের বীচি।

বারুণী = সমুদ্র, জল, বৃষ্টি ও পশ্চিমদিকের অধিদেবতা।

সুদর্শন = চিল

শঙ্খমালা = নায়িকা।

বিশালাক্ষী = আয়তলোচনা, দুর্গাদেবী।

16.4 বিষয়ের রূপরেখা

16.4.1

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে — সব চেয়ে সুন্দর করুণ :
সেখানে সবুজ ডাঙা ভরে আছে মধুকূপী ঘাসে অবিরল;
সেখানে গাছের নাম : কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল;
সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ;
সেখানে বারুণী থাকে গঙ্গাসাগরের বুকে, — সেখানে বরুণ
কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলঙ্গীরে দেয় অবিরল জল;
সেইখানে শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল,
সেইখানে লক্ষ্মীপেঁচা ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট, তরুণ;

গদ্যরূপ:

এই পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর ও করুণ এক স্থান আছে। সেখানকার সবুজ ডাঙা সবসময় মধুকূপী ঘাসে ভরে আছে। সেখানে কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল নামে গাছ আছে। সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো সূর্য জেগে ওঠে। সেখানে গঙ্গাসাগরের বুকে জলের দেবতা বারুণী থাকে। তাই কর্ণফুলী, ধলেশ্বরী, পদ্মা, জলঙ্গীর বুকে সব সময় জল পাওয়া যায়। সেখানে শঙ্খচিল পানের বনের হাওয়ায় চঞ্চল হয়ে ওঠে।

সেখানে নতুন ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট তরুণ লক্ষ্মীপেঁচার আবির্ভাব ঘটে।

বক্তব্যসার:

বাংলার রূপমুগ্ধ কবি আলোচ্য কবিতাটিতে বাংলার অপরূপ রূপের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন — বাংলার রূপ সবচেয়ে সুন্দর করুণ। বাংলার ধানসিড়ি নদী, বাংলার রূপশালী ধান, বাংলার শ্যামা, দোয়েল, খঞ্জনা পাখি, বাংলার কর্ণফুলী, ধলেশ্বরী, পদ্মা, জলঙ্গী নদী এবং বাংলার জাম, বট, অশ্বত্থ, হিজলের গাছ কবিমনে আনন্দের হিন্দোল জাগায়। আবার বাংলার করুণ কাহিনি বা রূপকথার শঙ্খমালা, মানিকমালা সেইসব বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য, প্রাচীন সংস্কৃতি কবির মনকে সকরুণ করে তোলে। তাই বাংলার রূপ কবির কাছে সুন্দর, করুণ। এখানে চৈত্র মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে গঙ্গা সাগরের বুকে পুণ্য সাগর-স্নান অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী সাগরজলে স্নান করেন। বরুণদেব বাংলার নদীকে প্রচুর জলে ভরে দেন।

সেখানে রুদ্র বৈশাখের প্রচণ্ড দাবদাহের পর মৃদুমন্দ বাতাসে কচিৎ কখনও পানের বন দুলে ওঠে, তেমনি অকস্মাৎ শঙ্খচিলের ঘটে আবির্ভাব। আবার নবীন ধানের গন্ধে লক্ষ্মীর শুভবার্তা নিয়ে আবির্ভাব ঘটে লক্ষ্মীপেঁচার।

পাঠগত প্রশ্ন : 16.1

ঠিক উত্তরটিতে (✓) চিহ্ন দিন:

1. 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' — স্থানটি
   - (i) ম্লান অকরুণ।
   - (ii) সুন্দর করুণ।
   - (iii) অস্ফুট তরুণ।
2. সেখানে বারুণী থাকে —
   - (i) বঙ্গোপসাগরের বুকে।
   - (ii) ভারত মহাসাগরের বুকে।
   - (iii) গঙ্গাসাগরের বুকে।
3. ''সেখানে কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলঙ্গীরে দেয় অবিরল জল'' — কে অবিরল জল দেয়—
   - (i) অরুণ।
   - (ii) বারুণী।
   - (iii) বরুণ।
4. **প্রতিটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ—**
   - (i) ''এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে — সবচেয়ে সুন্দর করুণ'' — কবি স্থানটি একবার বলেছেন সুন্দর, আবার বলেছেন করুণ। কেন বলেছেন বুঝিয়ে দিন।
   - (ii) সেখানে সবুজ ডাঙা কীসে ভরে থাকে?
   - (iii) 'সেখানে গাছের নাম' — ক্রম অনুসারে গাছগুলির নাম লিখুন।
   - (iv) বরুণ দেবের দানে কোন কোন নদী জলে ভরে ওঠে?

শব্দার্থ ও টীকা

(v) সেইখানে লক্ষ্মীপেঁচা কখন আসে?

16.4.2

সেখানে লেবুর শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকারে ঘাসের উপর;
সুদর্শন উড়ে যায় ঘরে তার অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে;
সেখানে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে রূপসীর শরীরের 'পর —
শঙ্খমালা নাম তার; এ-বিশাল পৃথিবীর কোনো নদী ঘাসে
তারে আর খুঁজে পাবে নাকো — বিশালাক্ষী দিয়েছিল বর,
তাই সে জন্মেছে নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর।

গদ্যরূপ:

সেখানে অন্ধকার ঘাসের উপর লেবুর শাখা নুয়ে পড়ে, অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে সুদর্শন তার ঘরে উড়ে যায়। সেখানে শঙ্খমালা নাম্নী এক রূপসীর শরীরে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে। এই বিশাল পৃথিবীর কোনও নদী ঘাসে তাকে আর তুমি খুঁজে পাবে না। (কারণ) বিশালাক্ষী তাকে বর দিয়েছিল। সেই বরে সে ঘাস আর ধান হয়ে নীল বাংলায় জন্মেছে।

বক্তব্যসার:

আনত = নুয়ে পড়া।

পরবর্তী স্তবকে কবি পূর্ববর্তী বাংলার অপরূপ রূপের বর্ণনা প্রসঙ্গে এনেছেন — অন্ধকারে ফলভারে আনত নেবু গাছের চিত্রকল্প, হলুদশাড়ি পরা শঙ্খমালার বর্ণনা। বাংলার লোকসাহিত্যে কথিত আছে যে দেবী বিশালাক্ষী রূপসী নায়িকা শঙ্খমালাকে বর দিয়েছিলেন শঙ্খমালা ধান আর ঘাস হয়ে রূপসী বাংলার বুকে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত থাকবে।

মন্তব্য:

সনেট = চতুর্দশপদী কবিতা।

চিত্রকল্প = কল্পনায় ছবি ফুটে ওঠা।

রূপকল্প = বিশেষ কোনো রূপ কল্পনা করা।

কবিতাটি সনেট আকারে লেখা হলেও বাংলার পল্লীপ্রকৃতির রূপ বর্ণনাই কবিতাটিতে অধিক ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। কবিতাটির কেন্দ্রস্থলে রয়েছে প্রকৃতি। বাংলার প্রকৃতির রূপমুগ্ধ কবি কবিতাটিতে বাংলার রূপকথা, লোকসাহিত্য থেকে কতগুলি রূপকল্প সংগ্রহ করে কবিতাটিকে একটি উচ্চ সাহিত্য পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। এই কবিতাটিতে ব্যবহৃত কতগুলি চিত্রকল্পের উল্লেখ করা যায়।

যেমন, — ১। সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ
২। শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল।
৩। লক্ষ্মীপেঁচা ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট, তরুণ
৪। সেখানে নেবুর শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকার সন্ধার বাতাসে
৫। সেখানে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে রূপসীর শরীরের 'পর —

কবিতাটির মূল সুর প্রকৃতি হলেও কবিতাটির নামকরণ সংগতিহীন নয়। বরঞ্চ কবিতার প্রথম পংক্তি উদ্ধৃত করে নামকরণ হওয়ায় তা আরও ব্যঞ্জনাধর্মী এবং যথার্থ হয়েছে।

পাঠগত প্রশ্ন : 16.2

ঠিক উত্তরটিতে (✓) চিহ্ন দিন:

1. 'অন্ধকারে ঘাসের উপর নুয়ে থাকে' —
   (i) নেবুর শাখা। (ii) ধানের শিস্। (iii) বটের শাখা।
2. ''শাড়ি লেগে থাকে রূপসীর শরীরের 'পর'' — কোন্ রঙ্-এর শাড়ি?
   (i) লাল রঙ্-এর (ii) হলুদ রঙ্-এর (iii) সবুজ রঙ্-এর
3. ''তারে আর তুমি খুঁজে পাবে নাকো'' — কেন?
   (i) তিনি অন্যসব রূপসী নায়িকাদের মতোই কবির কল্পনার বস্তু।
   (ii) তিনি রূপকথার নায়িকাদের মতো রাজপুত্রের সঙ্গে চলে গেছেন।
   (iii) বিশালাক্ষীর বরে বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর জন্মেছেন।
4. (i) সেখানে নেবুর শাখা নুয়ে থাকে কেন? (ii) সুদর্শন কখন তার ঘরে উড়ে যায়?
   (iii) রূপসী নায়িকার নাম কি?

16.5 আপনি যা শিখলেন

1. বাংলার পল্লী প্রকৃতির রূপ বৈচিত্র্যের বর্ণনা;
2. নদীমাতৃক বাংলাদেশের বিভিন্ন নদীর নাম;
3. বাংলার কয়েকটি গাছ-গাছালি ও পশুপাখির নাম;
4. বাংলার কোনও কোনও রূপকথা ও লোকগাথার কথা।

16.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. ''এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে'' — কবিতাটি কী ধরণের কবিতা?
2. সেখানে গঙ্গাসাগরের বুকে কী হয়ে থাকে?
3. কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা আর জলঙ্গী কী করে অবিরল জল পায়?
4. শঙ্খমালা কে? তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না কেন?
5. বিশালাক্ষী তাকে কী বর দিয়েছিল?
6. কবিতাটির ভাষা অলংকার ও চিত্রকল্প সম্পর্কে আলোচনা করুন।

16.9 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

16.1

1. (ii) সুন্দর করুণ।
2. (iii) গঙ্গাসাগরের বুকে।
3. (iii) বরুণ।
4. (i) কবি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনায় স্থানটিকে সুন্দর বলেছেন, আবার লৌকিক কাহিনি কবিকে বিষাদমগ্ন করে, তাই এটি করুণ।
   (ii) সেখানে সবুজ ডাঙা মধুকুপী ঘাসে ভরে থাকে। (iii) কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল।

শব্দার্থ ও টীকা

(iv) কর্ণফুলী, ধলেশ্বরী, পদ্মা, জলঙ্গী। (v) নতুন ধানের গন্ধে লক্ষ্মী পেঁচা আসে।

16.2

1. (i) নেবুর শাখা।
2. (ii) হলুদ রঙ্-এর।
3. (iii) বিশালাক্ষীর বরে বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর জন্মেছেন।
4. (i) সেখানে ফলভারে নেবুর শাখা নুয়ে থাকে। (ii) অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে সুদর্শন উড়ে যায়।
   (iii) রূপসী নায়িকার নাম শঙ্খমালা।

কবি পরিচিতি

কবি জীবনানন্দ দাশ একালের একজন বিশিষ্ট কবি। তিনি ১৮৯৯ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সত্যানন্দ দাশ, মাতা কুসুমকুমারী। বরিশালে ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজ থেকে পাশ করে তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরাজি সাহিত্যে সাম্মানিক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী সাহিত্যে এম. এ. পাশ করেন। তিনি কলকাতা সিটি কলেজ, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ, বড়িশা বিবেকানন্দ কলেজ, হাওড়া গার্লস কলেজ প্রভৃতি কলেজে অধ্যাপনা করেন। তাঁর রচিত 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থ আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'ঝরাপালক', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'সাতটি তারার তিমির' এবং 'রূপসী বাংলা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও তিনি 'মাল্যবান' নামে একখানি উপন্যাস রচনা করেন।

১৯৫৪ সালের ২২শে অক্টোবর কলকাতার রাসবিহারী এভিনিউতে এক শোচনীয় ট্রাম দুর্ঘটনায় কবি আহত হয়ে পরলোক গমন করেন।

16.8 সমধর্মী রচনা

কোথাও দেখি নি, আহা, এমন বিজন ঘাস — প্রান্তরের পারে
— জীবনানন্দ দাশ

কোথাও দেখিনি, আহা, এমন বিজন ঘাস — প্রান্তরের পারে
নরম বিমর্ষ চোখে চেয়ে আছে — নীল বুকে আছে তাহাদের
গঙ্গাফড়িঙের নীড়, কাঁচপোকা, প্রজাপতি, শ্যামাপোকা ঢের,
হিজলের ক্লান্ত পাতা — বটের অজস্র ফল ঝরে বারে বারে
তাহাদের শ্যাম বুকে; — পাড়াগাঁর কিশোরেরা যখন কান্তারে
বেতের নরম ফল, নাটাফল খেতে আসে, ধুন্দুল বীজের
খোঁজ করে ঘাসে ঘাসে, — বক তাহা জানে নাকো, পায় নাকো টের
শালিখ খঞ্জনা তাহা; — লক্ষ লক্ষ ঘাস এই নদীর দু'ধারে

নরম কান্তারে এই পাড়াগাঁর বুকে শুয়ে সে কোন দিনের
কথা ভাবে; তখন এ জলসিড়ি শুকায় নি, মজে নি আকাশ,
বল্লাল সেনের ঘোড়া — ঘোড়ার কেশর ঘেরা ঘুঙুর জিনের
শব্দ হ'ত এই পথে — আরো আগে রাজপুত্র কত দিন রাশ
টেনে টেনে এই পথে — কি যেন খুঁজেছে, আহা হয়েছে উদাস;
আজ আর খোঁজাখুঁজি নাই কিছু — নাটাফলে মিটিতেছে আশ —

শব্দার্থ ও টীকা

17

নারী

কাজী নজরুল ইসলাম

17.1 প্রস্তাবনা

আপনারা দৈনিক সংবাদপত্রে প্রায় রোজই বধূহত্যা, বধূনির্যাতন, নারীনিগ্রহ, কন্যাভ্রূণহত্যা, পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ ইত্যাদির খবর দেখেন। আমাদের সমাজে নারীরা দীর্ঘকাল যাবৎ নানা রকমের অত্যাচার-অবিচার, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করে আসছেন। মধ্যযুগ থেকে তার সূত্রপাত, আজও তা শেষ হয়নি। সমাজে পরিবারে পুরুষেরা যে সব অধিকার, স্বাধীনতা, সুযোগ ভোগ করেন নারীরা তা অনেক ক্ষেত্রে পান না। এই বৈষম্যের অবসান আজও হয়নি। কাজী নজরুল ইসলাম এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করেছেন 'নারী' কবিতায়। তিনি নারী ও পুরুষের মধ্যে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন।

বৈষম্য = প্রভেদ।

'নারী' সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছের একটি অংশ। সাম্যবাদী প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালে। নজরুল তখন কৃষক শ্রমিক পার্টির একজন নেতা এবং ঐ দলের মুখপত্র 'লাঙল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ঐ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় পুরো 'সাম্যবাদী' কবিতা প্রকাশিত হয়। কেবল নারী পুরুষের অসাম্য নয়, ধনী দরিদ্রের অসাম্য, মালিক শ্রমিকের অসাম্য দূর করার দাবিও তিনি করেছেন সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছের বিভিন্ন কবিতায়।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় — সবচেয়ে আগে অধিকার হারিয়েছে নারী। নানা বাধা-নিষেধে তাকে বেঁধে ফেলা হয়েছে। তার স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে। আমাদের দেশে সমাজ সংস্কারের আন্দোলন শুরুই হয়েছে নারীমুক্তির আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। রাজা রামমোহন রায় আজ থেকে প্রায় দুশ বছর আগে আন্দোলন করে সতীদাহ নিষিদ্ধ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মেয়েদের উপর অত্যাচার বন্ধের জন্য বিধবা বিবাহ আন্দোলন করেন। রবীন্দ্রনাথ নারী স্বাধীনতার দাবি জানিয়েছেন নানা কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে।

সতীদাহ = সদ্য বিধবাদের মৃত স্বামীর সঙ্গে দাহ করা।

'নারী' কবিতায় একদিকে নারীর প্রতি বহু যুগ ধরে চলে আসা অত্যাচার লাঞ্ছনার চিত্র যেমন আঁকা হয়েছে, তেমনি নারীর গুণ, মহত্ত্ব প্রবল আবেগের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এই অবিচার বন্ধ করার ডাক দেওয়া হয়েছে। কবি অত্যন্ত চড়া গলায় তাঁর বিশ্বাস ও দাবি উত্থাপন করেছেন। এ কবিতা কেবল উপভোগের নয়, এ কবিতা বাঁধন ছেঁড়ার প্রেরণা জোগায়। এ কবিতা নারী মুক্তির সনদ। স্বাধীনতা আন্দোলনের সৈনিক নজরুলের প্রথম যুগের কবিতাগুলি আন্দোলনের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় কবিতার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে; আবেগ পাঠকের মনকে স্পর্শ করেছে। বহু উপমায় তিনি নারী জাতির মহিমা ফুটিয়ে

প্রত্যয় = গভীর বিশ্বাস।

শব্দার্থ ও টীকা

তুলেছেন। নারী বিদ্বেষীদের প্রতি ঘৃণা জাগ্রত করেছেন।

17.2 উদ্দেশ্য

এই কবিতাটি পাঠ করে আপনারা—

- এতকাল সমাজের ভালমন্দ যা কিছু হয়েছে তা পুরুষ ও নারী উভয়ে মিলেই করেছে। যে সব কাজ করার ক্ষমতা পুরুষের আছে তা নারীরও আছে তা উপলব্ধি করতে পারবেন;
- মেয়েরা কোনো কাজে পুরুষের থেকে যে অযোগ্য নয় সে বিষয়ে সচেতন হবেন;
- সমাজের অর্ধেক মানুষ নারী। তাদের পিছিয়ে রেখে যে সমাজের অগ্রগতি হতে পারে না তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন;
- আজ যে শাসনব্যবস্থায় নারীদের বিশেষ স্থান দেবার চেষ্টা চলছে তার যৌক্তিকতা বুঝতে পারবেন;
- নারীর মর্যাদা ও সমান অধিকারের জন্য যে চেষ্টা চলেছে তা শক্তিশালী করার জন্য উদ্বুদ্ধ হবেন।

17.3 মূল পাঠ

নারী

কাজী নজরুল ইসলাম

সাম্যের গান গাই
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণ-কর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী। অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা কিছু এল পাপ তাপ বেদনা অশ্রুবারি
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।
নরককুণ্ড বলিয়া কে তোমা' করে নারী হেয় জ্ঞান?
তারে বল আদি-পাপ নারী নহে, সে যে নর শয়তান।
অথবা পাপ যে — শয়তান যে — নর নহে নারী নহে,
ক্লীব সে, তাই সে নর ও নারীতে সমান মিশিয়া রহে।

সাম্য = সমতা, সমান অধিকার।
সাম্যের গান = সাম্যের গুণকীর্তন করা বা তাকে সমর্থন করা।
ভেদাভেদ = পার্থক্য।
চির-কল্যাণকর = চিরস্থায়ী মঙ্গলজনক।
পাপ = খারাপ কাজ।
তাপ = হিংসাত্মক কাজ অর্থে।
অশ্রুবারি = ব্যথা, দুঃখ।
নরক-কুণ্ড = (কুণ্ড - গর্ত) জঘন্য বস্তু।
হেয় জ্ঞান = অবজ্ঞা।
ক্লীব = যাদের মধ্যে পুরুষের বা নারীর কোনও গুণ নেই।
রহে = (গদ্যে) থাকে।

শব্দার্থ ও টীকা:

তোমা = তোমাকে।
অথবা পাপ যে = এখানে পাপী বোঝাতে পাপ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।
আদি পাপ = প্রথমে যে মানুষ পাপ করেছিল।

এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল,
নারী দিল তাহে রূপ-রস-মধু-গন্ধ সুনির্মল।
তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখিয়াছ তার প্রাণ?
অন্তরে তার মোম্‌তাজ নারী, বাহিরেতে শাজাহান।
জ্ঞানের লক্ষ্মী গানের লক্ষ্মী শস্যলক্ষ্মী নারী,
সুষমা-লক্ষ্মী নারীই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারি।

সে যুগ হয়েছে বাসি,
যে যুগে পুরুষ দাস ছিল নাক' নারীরা আছিল দাসী।
বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি,
কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও উঠিছে ডঙ্কা বাজি'।

শব্দার্থ ও টীকা

তাহে = তাহাতে (গদ্যে)।
সুনির্মল = বিশুদ্ধ।
ফিরিছে = বিকিরণ করছে।
সঞ্চারি = (গদ্যে) সঞ্চারণ করে, ছড়িয়ে দিয়ে।
'জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী' = জ্ঞান, বিদ্যা, গানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
শস্যলক্ষ্মী = লক্ষ্মীকে বলা হয় শস্য বা ধন সম্পদের দেবী।
সুষমা লক্ষ্মী = সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী।

বাসি = পুরানো, এখানে অর্থ অতীত।
ছিল নাক = ছিল না, (আঞ্চলিক বাংলায় ব্যবহৃত হয়)।
আছিল = ছিল, (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত হত)।
দাস = কেনা গোলাম।
দাসী = চাকরানি।
ডঙ্কা = জয়ঢাক বাজিয়ে ঘোষণা।
বাজি = বেজে, ধ্বনিত হয়ে।

17.4 বিষয়ের রূপরেখা

'নারী' কবিতায় কবি বলেছেন — সভ্যতার অগ্রগতির জন্য আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মহৎ কাজ হয়েছে, যত সৃষ্টিশীল কীর্তি, উন্নত ভাব পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়ে তুলেছে তাতে পুরুষের অবদান যতটা নারীরও ততটাই। আবার যত হীন, ধ্বংসাত্মক কাজ হয়েছে তার জন্য নারী ও পুরুষ সমানভাবে দায়ী। নারী বা পুরুষ কাউকেই জাতিগতভাবে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট বলে চিহ্নিত করা অন্যায়। শয়তান পুরুষও নয়, নারীও নয়, শয়তানের জাতই আলাদা। মানুষের মনকে সুন্দর, কোমল-মধুর করে গড়ে তোলায় নারীর ভূমিকাই সব থেকে বেশি। অতীতে নারী ছিল পরাধীন, অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত। কিন্তু আধুনিক যুগ হল সমান অধিকারের যুগ, নারী মুক্তির যুগ। নারীর স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শুরু হয়েছে। তাদের আর পদানত রাখা চলবে না।

17.4.1 সাম্যের গান গাই . . . . . সমান মিশিয়া রহে

গদ্যরূপ:

(আমি) সাম্যের গান গাই। আমার চক্ষে পুরুষ (ও) রমণী(-র মধ্যে) কোনো ভেদাভেদ নাই। বিশ্বে যা কিছু মহান ও চির কল্যাণকর সৃষ্টি তার অর্ধেক নারী করিয়াছে। তার (আর) অর্ধেক পুরুষ (করিয়াছে)। বিশ্বে যা কিছু পাপ, তাপ, বেদনা, অশ্রুবারি তার অর্ধেক নর আনিয়াছে। তার (আর) অর্ধেক নারী (আনিয়াছে)। (হে) নারী, তোমা (কে) নরককুণ্ড বলিয়া কে হেয়জ্ঞান করে? তারে বল — আদি পাপী যে সে নারী নহে, সে যে শয়তান নর। অথবা যে পাপী যে শয়তান সে নর(-ও) নহে, নারী(-ও) নহে, সে ক্লীব; তাই সে নর ও নারীর (মধ্যে) সমান (ভাবে) মিশিয়া রহিয়াছে।

শব্দার্থ ও টীকা

বক্তব্যসার :

মানব সমাজের অর্ধেক হচ্ছে পুরুষ আর অর্ধেক নারী। উভয়ের মধ্যেই একই রকমের গুণ, ক্ষমতা ও যোগ্যতা রয়েছে। কেউ কোনও অংশে কারো থেকে ছোটো বা বড়ো নয়। সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষের যেমন ভূমিকা আছে, নারীরও রয়েছে তেমনই ভূমিকা। আবার পৃথিবীতে নিকৃষ্ট কাজ যারা করেছে তাদের মধ্যে পুরুষ ও নারী দুই-ই রয়েছে। তাই কারুকে শ্রেষ্ঠ আর কারুকে নিকৃষ্ট বলাটা অযৌক্তিক ও অসংগত। সমাজে অপরাধমূলক কাজ যারা করে তাদের পুরুষ বা নারী বলে চিহ্নিত না করে তাদের অপরাধী বা শয়তান শ্রেণির লোক বলাই উচিত। কারণ পুরুষ বা নারীর কোনও গুণেরই অধিকারী তারা নয়। পুরাকালে নারীজাতিকে হীন নীচ বলে গণ্য করা হত। এটা মিথ্যা শুধু নয়, নারীর প্রতি অবিচার, পুরুষপ্রধান সমাজে নারীকে পদানত রাখার চেষ্টা।

পাঠগত প্রশ্ন : 17.1

শূন্যস্থানে সঠিক কথাটি বসান —

1. নারী কবিতায় কবি _____ গান গেয়েছেন।

ক. প্রেমের
খ. পূজার
গ. সাম্যের

2. পৃথিবীর যত মহৎ কাজ হয়েছে তা করেছে _____।

ক. পুরুষেরা
খ. পুরুষ ও নারী মিলে
গ. নারীরা

একটি বাক্যে উত্তর দিন —

3. 'আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই' — কার চক্ষে?

4. 'তারে বল, আদি-পাপ নারী নহে' — কাকে বলতে হবে?

5. তিনটি বা চারটি বাক্যে উত্তর লিখুন —

i) নারী ও পুরুষের মধ্যে যে কোনো পার্থক্য নেই তা কবিতার কোন্ অংশে বলা হয়েছে?

ii) পুরাকালে নারীকে নরককুণ্ড বলা ঠিক নয় কেন?

iii) শয়তানদের কবি কোন্ শ্রেণিতে ফেলেছেন?

iv) নারী ও পুরুষ যে একই রকম ক্ষমতার অধিকারী তার একটি দৃষ্টান্ত দিন।

17.4.2 এ বিশ্বে যত ফুল . . . . . রূপে রূপে সঞ্চারি

গদ্যরূপ:

এ বিশ্বে যত ফুল ফুটেছে, যত ফল ফলেছে তাতে নারী সুনির্মল রূপ-রস-মধু-গন্ধ দিল। তাজমহলের

শব্দার্থ ও টীকা

পাথর দেখেছ, তার প্রাণ দেখেছ। (তার) বাইরে শাজাহান (কিন্তু) তার অন্তরে নারী — মোম্‌তাজ। নারী (হচ্ছে) জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্য লক্ষ্মী। নারীই রূপে রূপে সুষমা-লক্ষ্মী সঞ্চার করে ফিরেছে।

বক্তব্যসার:

ফুলে আছে নিষ্পাপ সৌন্দর্য। তার রঙ, রূপ ও গন্ধ মনকে আনন্দে ভরিয়ে দেয়। নারীর প্রেম স্নেহ ভালবাসা সেইরকম নির্মল, সুন্দর, তৃপ্তিদায়ক। নারীজাতির মন সুমিষ্ট ফলের মত মধুর। তার মাধুর্যে পৃথিবী সুন্দর হয়ে ওঠে। তাজমহলের অনবদ্য ইমারত নির্মাণ করেছিলেন শাজাহান। শ্বেত পাথরের এই আশ্চর্য সৌধ দেখতে সুন্দর। বাইরে থেকে যারা দেখে তারা তো কেবল এর স্থির স্থাপত্য সৌন্দর্যই দেখে। সবাই শাজাহানের নির্মাণটাই দেখে। বাইরের এই সৌন্দর্য শাজাহান ও তার পত্নী মমতাজের অমর প্রেমের স্পর্শে জীবন্ত। এ কেবল পাথরের ইমারত নয়, প্রেমের সৌধ। মমতাজই তার প্রাণ। নারীকে কল্পনা করা হয়েছে জ্ঞান, বিদ্যা, সংগীতের দেবী রূপে। লক্ষ্মীর মতো শান্ত শিষ্ট ধ্যান মগ্ন এই দেবী। আবার শস্য ও ধন সম্পদের দেবী হচ্ছেন লক্ষ্মী, তিনিও নারী। কবি কল্পনা করছেন — পৃথিবীর যেখানে যত সৌন্দর্য তার মূলে রয়েছে নারীর স্পর্শ। নারীই নানারূপে পৃথিবীকে সুন্দর করেছে।

পাঠগত প্রশ্ন : 17.2

শূন্যস্থানে সঠিক কথাটি বসান —

1. তাজমহল নির্মিত হয়েছিল _____ স্মৃতিরক্ষার জন্য।

(ক) নূরজাহানের
(ক) জাহানারার
(গ) মমতাজের

2. শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হচ্ছেন _____।

(ক) সরস্বতী
(ক) লক্ষ্মী
(গ) দুর্গা

3. উত্তর লিখুন —

(i) নারীর প্রকৃতির সঙ্গে ফুলের ও ফলের কেমন সাদৃশ্য কবি দেখেছেন?

(ii) কবি নারীকে কোন্ অর্থে 'গানের লক্ষ্মী' বলেছেন?

(iii) তাজমহলের 'পাথর' ও 'প্রাণ'কে কবি কীভাবে দেখেছেন?

17.4.3 সে যুগ হয়েছে বাসি . . . . . ডঙ্কা বাজি।

গদ্যরূপ :

যে যুগে পুরুষ দাস ছিল না, (কিন্তু) নারীরা দাসী ছিল সে যুগ বাসি হয়েছে। আজ বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ। (আজ) ডঙ্কা বেজে উঠেছে। (এ যুগে) কেউ কারও বন্দি থাকবে না।

শব্দার্থ ও টীকা

বক্তব্যসার:

সমাজে পরিবারে পুরুষের ছিল আধিপত্য; তারা ছিল স্বাধীন। কিন্তু নারীদের জীবনে কোনো স্বাধীনতা ছিল না। তারা ছিল পুরুষের পরাধীন। নানারকম বিধিনিষেধ, প্রথা ও আচারের বন্ধনে তাদের বেঁধে রাখা হত। কিন্তু আধুনিক যুগ হল গণতন্ত্রের যুগ, মানবাধিকারের যুগ, সমানাধিকারের যুগ। এ যুগে কেউ কাউকে পদানত রাখতে পারে না। নারী ও পুরুষের সমান মর্যাদা, সমান অধিকার, সমান সুযোগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটাই প্রকৃত মানবিকতা, প্রকৃত গণতন্ত্র। আমাদের সমাজে তা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে হবে। লড়াইয়ের কষ্ট দুঃখ বরণ করতে হবে। আজ চারিদিকে সেই লড়াই-এর ঘোষণা শোনা যাচ্ছে। কবিও সেই লড়াই-এর ডাক দিয়েছেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 17.3

সঠিক উত্তরে টিক দিন—

1. অতীতে পুরুষ যখন স্বাধীন ছিল নারীরাও তখন স্বাধীন ছিল। হাঁ / না
2. বর্তমানে চলছে গণতন্ত্রের যুগ। হাঁ / না
3. **তিনটি বাক্যে উত্তর লিখুন —**
   - (i) বর্তমান যুগকে কবি 'বেদনার যুগ' বলেছেন কেন?
   - (ii) আজকের যুগকে কবি 'মানুষের যুগ' বলেছেন কেন?
   - (iii) 'উঠিছে ডঙ্কা বাজি' — কিসের ডঙ্কা কেন বেজে উঠেছে?

17.5 আপনি যা শিখলেন

1. নারীর জীবন যাপনে বৈষম্যের অতীত ইতিহাস জানতে পারলেন।
2. মানব জীবনে নারীর বিশেষ ভূমিকা উপলব্ধি করলেন।
3. সমাজে নারীর সমানাধিকারের যৌক্তিকতা বুঝতে পারলেন।
4. জনসংখ্যার অর্ধেককে দাবিয়ে রেখে সমাজ যে এগিয়ে যেতে পারে না তাও বুঝতে পারলেন।
5. বর্তমান সময়ে গণতন্ত্র, সাম্য ও মানবতার স্বার্থে নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা যে সারা পৃথিবীতে চলছে তাও জানতে পারলেন।

17.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

পাঁচটি বাক্যে উত্তর লিখুন —

1. পুরুষ ও নারীর মধ্যে সামাজিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে যে কোনো বৈষম্য থাকা উচিত নয় তার স্বপক্ষে 'নারী' কবিতায় কোন্ কোন্ যুক্তি দেখানো হয়েছে?
2. 'নারী' কবিতায় কবি শয়তানদের 'ক্লীব' বলা হয়েছে কেন তা ব্যাখ্যা করুন।
3. বর্তমান যুগকে 'বেদনার যুগ' বলা হয়েছে কেন?

4. 'মানুষের যুগ' 'সাম্যের যুগের' সঙ্গে নারী-স্বাধীনতার সম্পর্ক কী?

5. নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া উচিত — এ সম্পর্কে আপনার মতামত কারণসহ লিখুন।

17.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

17.1

1. (গ)
2. (খ)
3. কবি নজরুল ইসলামের
4. যে নারীকে নিন্দা করে
5. (i) পৃথিবীতে ভাল ও মন্দ সকল কাজেই উভয়ের ভূমিকা সমান।
   (ii) পুরুষ প্রধান সমাজে নারীকে পদানত রাখার এটি একটি কৌশল। মা ভালো না হলে ছেলে ভাল হবে কী করে?
   (iii) পুরুষ বা নারীর কোনো সদ্‌গুণ যাদের নেই — তাদের মানসিকভাবেভাবে ক্লীব বলা যায়।
   (iv) পুরুষ ও নারী যে একই রকম গুণের অধিকারী তার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত মাদাম কুরি ও পিয়ের কুরি।

17.2

1. (গ)
2. (খ)
3. (i) নারীর মানসিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সুন্দর ফুল ও সুস্বাদু ফলের কমনীয়তার মিল রয়েছে।
   (ii) লক্ষ্মী একদিকে দেবী, শব্দটি আবার শান্তশিষ্ট অর্থে ব্যবহার করা হয়।
   (iii) বাইরে থেকে দেখলে তাজমহল শ্বেত পাথরের সৌধ মাত্র। কিন্তু এর পিছনে রয়েছে গভীর এক ভালোবাসার বেদনা।

17.3

1. না
2. হ্যাঁ।
3. (i) যে কোনো বাধার বিরুদ্ধে লড়াই-ই কষ্টকর, পরাধীনতার বিরুদ্ধে লড়াই আরো কঠিন।
   (ii) বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের — তার মানে সমান অধিকারের — সব মানুষকে সমান ভাবে দেখার।
   (iii) সারা পৃথিবীতে সমস্ত মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের ভেরি বেজে উঠেছে।

শব্দার্থ ও টীকা

লেখক পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে মে অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে। বাল্যে পিতৃহারা নজরুলকে খুব অল্প বয়সে লেখাপড়া ছেড়ে রোজগারের জন্য বেরিয়ে পড়তে হয়। পরে বেশি বয়সে আবার পড়াশোনা শুরু করেন। কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষার আগেই সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করে করাচির সেনানিবাসে চলে যান। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি কবিতা, গল্প, নাটক, গান লেখা ও গান গাওয়ায় পারদর্শী হয়ে উঠতে থাকেন। সৈনিকের কাজের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহিত্য রচনাও করে যান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। উদ্দীপনাময় কবিতা, গান লিখে, গান গেয়ে, সংবাদপত্র প্রকাশ করে দেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেন। ইংরেজ সরকার তাঁর কবিতা, সংগীতের বই নিষিদ্ধ করে। তাঁকে কারাগারে বন্দি করে। নানা ভাবের বহু কবিতা তিনি রচনা করেছেন। অজস্র গান তিনি লিখেছেন এবং তাতে সুর দিয়েছেন। সমাজের অচল অনড় নিয়ম-কানুন, আচাব-আচরণ, বৈষম্য ও অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন বলে তাঁকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়। বাংলাদেশ তাঁকে জাতীয় কবির স্বীকৃতি দিয়েছে।

শেষ জীবনে তিনি বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেন। ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট বাংলাদেশেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর কয়েকখানি গ্রন্থ - অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশি, সর্বহারা, ছায়ানট ইত্যাদি।

সমধর্মী রচনা

কবিতা — ‘সবলা’ - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছোটো গল্প — ‘স্ত্রীর পত্র’ - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

18

বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে

শামসুর রাহমান

18.1 প্রস্তাবনা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের সব মানুষের কাছে একটা যুগান্তকারী ঘটনা। দীর্ঘকাল ধরে মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার স্বপ্ন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য একটা গভীর ব্যাকুলতা তাঁরা লালন করেছেন। 'বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে' কবিতাটিতে কবি শামসুর রাহমান বাঙালির সেই প্রত্যাশা পূরণের ছবিটি ফুটিয়ে তুলেছেন। মাতৃভাষার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কবির বিচিত্র অভিজ্ঞতা, আবাল্য মধুর স্মৃতিতে কবিচিত্ত বিভোর; মর্মস্পর্শী আবেগ কবিতাটির ছত্রে ছত্রে। পড়লে বোঝা যায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে মাতৃভাষা বাঙালির কত প্রিয়। শৈশবের শিক্ষা, প্রিয়জনের আদর প্রভৃতি যেন স্মৃতিতে নতুন করে জেগে ওঠে কবিতার উচ্চারণে।

বাংলা ভাষা কবির আজন্মের সঙ্গী। বাংলা ভাষা তাঁর সত্তা জুড়ে। নিকানো উঠোন, সকালের রোদ যেন বাংলা ভাষার আলপনা; বাউলের গান, নদীর চলা, শৈশবে মায়ের, দাদির বাৎসল্য এবং সেই সঙ্গে একুশে ফ্রেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার মুক্তিক্ষণ কবি চিত্তকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। শহিদ ভাষা-প্রেমীদের বুকের রক্তে রাঙা সেই সকাল কবির কাছে আজও অলৌকিক ভোর। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় বাংলা ভাষা দিবসকে ইউনেস্কো বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস বলে ঘোষণা করেছে। বাংলা ভাষার এই মহৎ মর্যাদালাভ প্রধানত বাংলাদেশের চেষ্টায় ও আন্তরিক উদ্যোগে।

18.2 উদ্দেশ্য

এই কবিতাটি পড়ার পর আপনি—

- বাংলা ভাষার প্রতি কবির ভালোবাসার কথা বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলার পল্লি ও প্রকৃতির প্রতি কবির অনুরাগের কথা অনুভব করতে পারবেন;
- বাংলা ভাষার সঙ্গে বাঙালি শিশুর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বিষয় বুঝতে পারবেন;
- বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলনের কথা স্মরণ করতে পারবেন;
- বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের কথা অনুভব করতে পারবেন।

18.3 মূল পাঠ

বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে

শামসুর রাহমান

বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে নিকোনো উঠোনে ঝরে
রৌদ্র, বারান্দায় লাগে জ্যোৎস্নার চন্দন। বাংলা ভাষা
উচ্চারিত হলে অন্ধ বাউলের একতারা বাজে
উদার গৈরিক মাঠে, খোলা পথে, উত্তাল নদীর
বাঁকে বাঁকে, নদীও নর্তকী হয়। যখন সকালে
নতুন শিক্ষার্থী লেখে তার বাল্যশিক্ষার অক্ষর,
কাননে কুসুমকলি ফোটে, গো-রাখালের বাঁশি
হাওয়াকে বানায় মেঠো সুর, পুকুরে কলস ভাসে।

বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে চোখে ভেসে ওঠে কত
চেনা ছবি: মা আমার দোলনা দুলিয়ে কাটছেন
ঘুমপাড়ানির ছড়া কোন্ সে সুদূরে; সত্তা তার
আশাবরী। নানি বিষাদসিন্ধুর স্পন্দে দুলে দুলে
রমজানি সাঁঝে ভাজেন ডালের বড়া, আর
একুশের প্রথম প্রভাতফেরি— অলৌকিক ভোর।

শব্দার্থ ও টীকা:

রমজানি সাঁঝ = ইদল ফেতরের আগের একমাস সময়কে বলা হয় রমজান মাস। মুসলমানদের কাছে এই একমাস খুব পবিত্র মাস। এইসময় তাঁরা দিনের বেলা উপোস করেন সন্ধ্যার পর উপবাস ভেঙে খাওয়া-দাওয়া করেন। রমজান মাসের প্রতিটি সন্ধ্যা 'রমজানি সাঁঝ'।

শব্দার্থ ও টীকা

নিকানো = মেঝে, দেওয়াল লেপা।

বাউল = এক বিশেষ শ্রেণির গায়ক ও সাধক সম্প্রদায়।

গো-রাখাল = গরু চরায় যারা।

'কাননে কুসুমকলি ফোটে' = বাল্যশিক্ষা বই-এর অন্তর্গত 'প্রভাত বর্ণন' কবিতার একটি লাইন। মূল লাইনটি 'কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল'।

ঘুম পাড়ানিয়া গান = যে গান গেয়ে, মা তার শিশুকে ঘুম পাড়ায়।

সত্তা = অস্তিত্ব।

আশাবরী = সংগীতের প্রাতঃকালীন রাগিনীবিশেষ।

বিষাদ সিন্ধু = মীর মোশারফ হোসেনের লেখা গ্রন্থ। এই গ্রন্থের বিষয় কারবালা প্রান্তরে হাসান আর হোসেনের সঙ্গে এজিদের যুদ্ধের ঘটনা।

18.4 বিষয়ের রূপরেখা

18.4.1 বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে . . . পুকুরে কলস ভাসে।

গদ্যরূপ:

বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে নিকানো উঠোনে রৌদ্র ঝরে। বারান্দায় জ্যোৎস্নার চন্দন লাগে। বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে উদার গৈরিক মাঠে বাজে অন্ধ বাউলের একতারা। খোলা পথে, উত্তাল নদীর বাঁকে বাঁকে নদীও হয় নর্তকী। যখন সকালে নতুন শিক্ষার্থী তার 'বাংলা শিক্ষার' অক্ষর লেখে 'কাননে কুসুমকলি ফোটে'। গো রাখালের বাঁশি হাওয়াকে মেঠো সুর বানায়। পুকুরে কলস ভাসে।

শব্দার্থ ও টীকা

বক্তব্যসার:

'বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে' কবিতাটি কবি শামসুর রাহমানের 'কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি' কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত। আলোচ্য কবিতাটিতে কবি শামসুর রাহমানের বাংলাদেশ ও বাংলাভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। বাংলা ভাষা কবির আজন্মের সখা, তাঁর সত্তায়। বাংলা ভাষার কথা উচ্চারিত হলেই কবির চোখে ভেসে ওঠে নিকানো উঠোনে ঝলমলে রোদের আল্পনা আঁকা আর রাতের বারান্দায় জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলো। বাংলা ভাষার কথা হলে কবির চোখে ফুটে ওঠে বাংলার প্রকৃতি, নদী, মাঠ পরিচিত ছবি। মনে যেন বেজে ওঠে অন্ধ বাউলের একতারার সুর। কবির মনে পড়ে যায় সেই শৈশবের কথা। সংস্কৃত পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কবিতা 'কাননে কুসুমকলি' ফোটার কাহিনিটি। মনে পড়ে যায় পল্লী বাংলার মেয়েদের কলস নিয়ে জল আনতে যাওয়া, গল্পে মসগুল মেয়েদের পুকুরে কলস ভেসে যাওয়ার পরিচিত দৃশ্য।

মন্তব্য:

বাংলা ভাষার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে আছে বাংলার মানুষ ও প্রকৃতি, বাংলা ভাষা আপামর বাঙালির মতো কবিরও মাতৃভাষা। বাংলা ভাষার কথা হলেই কবির স্মৃতিতে ফুটে ওঠে শৈশবের শিক্ষা, বাংলার মাঠ ঘাট প্রভৃতি। কবিতায় সেই ছবিটি ফুটে উঠেছে।

পাঠগত প্রশ্ন 18.1

1) নীচের শূন্যস্থানে ঠিক শব্দ বসান—

(i) বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে কবি নিকোন উঠোনে '..... .....'।

(ii) বাউলের একতারার সুরে 'নদীও ....'।

(iii) রাখালের বাঁশি হাওয়াকে বানায় ....'।

2) নীচের শব্দগুলির অর্থ ডানদিক থেকে বেছে নিয়ে পাশে পাশে লিখুন—

(i)	উঠোন	(a)	প্রভাতে
(ii)	উত্তাল	(b)	আঙিনা
(iii)	সকালে	(c)	ভয়ানক তরঙ্গপূর্ণ
(iv)	কুসুমকলি	(d)	ফুলের কুঁড়ি

3) নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর হ্যাঁ বা না দিন—

(i) বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে কবির নিকানো উঠোনে ঝরে রোদ।

(ii) কবিতাটিতে কবির ইংরেজি ভাষার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে।

(iii) বারান্দায় লাগে সূর্যের আলো।

(iv) রাখালের বাঁশির সুরে তরুলতা হয় নর্তকী।

4) নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দিন—

(i) কবি জ্যোৎস্নার সঙ্গে কীসের তুলনা করেছেন?

(ii) কবিতায় বাড়ির উঠোন আর বারান্দায় কোন ছবি ফুটে উঠেছে?

শব্দার্থ ও টীকা

(iii) 'গৈরিক' কথাটির সঙ্গে কার সম্পর্কের উল্লেখ আছে?

(iv) কবিতায় গো-রাখালের কোন্ বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে?

5) প্রত্যেকের সম্বন্ধে লিখুন—

(i) বাউল

(ii) বাল্যশিক্ষা

(iii) গো-রাখাল

18.4.2 বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে . . . অলৌকিক ভোর।

গদ্যরূপ:

বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে কত চেনা ছবি ভেসে ওঠে। কোন সে সুদূরে আমার মা সেই ছোটোবেলায় দোলনা দুলিয়ে ঘুম পাড়ানিয়া ছড়া কাটছেন। তার সত্তা (যেন) আশাবরী। নানি রমজানের সাঁঝে 'বিষাদসিন্ধু'র স্পন্দে দুলে দুলে ভাজেন ডালের বড়া। একুশের প্রথম প্রভাত ফেরি (যেন) অলৌকিক ভোর।

বক্তব্যসার:

বাংলা ভাষার উচ্চারণে কবির স্মৃতিতে জেগে ওঠে শৈশবের কত চেনা ছবি। মায়ের ঘুম পাড়ানিয়া ছড়া। ছেলেবেলার সেই স্মৃতিতে কবি দেখেন মা দোলনা দুলিয়ে ঘুম পাড়ানিয়া গানের ছড়া কাটছেন আশাবরী রাগে। শিশু মায়ের বাংলা ভাষার সুরটি হৃদয়ে গেঁথে ফেলে। এভাবেই সে পরিচিত হয় মায়ের সঙ্গে আপনজনের সঙ্গে। গড়ে ওঠে মাতৃভাষার সঙ্গে শিশুর যোগ। রমজানি সন্ধ্যার স্মৃতিও কবি ভুলতে পারেন না। নানি রমজানি সন্ধ্যায় মীর মোশারফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু'র সুরটিতে দুলে দুলে ভাজেন ডালের বড়া। সেই সঙ্গে একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার মুক্তিযুদ্ধ কবির চিত্তকে মথিত করে। ১৯৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য রাস্তায় নেমেছিল ভাষাপ্রেমীদের স্রোত। বাংলাদেশ তখন পাকিস্তানের অধীন। পাকিস্তানের শাসক বর্গের বাংলা ভাষা ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির প্রতিবাদে আন্দোলনকারীদের ওপর শাসক গোষ্ঠীর নির্বিচার গুলিতে সেদিন সকালে ফুলের মত অনেক প্রাণ ঝরে গিয়েছিল। সেই একুশে ফেব্রুয়ারির ভোরকে অলৌকিক ভোর রূপে কবির স্মৃতিকে আন্দোলিত করে।

মন্তব্য:

বাংলা ভাষার সঙ্গে কবির নাড়ির যোগ। বাংলা ভাষার কথা হলে কত চেনা ছবি স্মৃতিতে ভেসে ওঠে— মায়ের স্নেহ, নানির আদর, ১৯৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারি মুক্তিযুদ্ধ। স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই খণ্ডিত বাংলার পূর্ব অংশের নাম হয়ে যায় পূর্ব পাকিস্তান। শাসকবর্গ উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণার বিরুদ্ধে মাতৃভাষাপ্রেমী পূর্বপাকিস্তানের বাঙালিরা ভাষা আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাস্তায় নেমেছিল ভাষাপ্রেমীদের স্রোত। পাকিস্তানের শাসকবর্গের বাংলা ভাষা ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির প্রতিবাদে আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশের গুলি চলে। পুলিশের নির্বিচার গুলিতে সেদিন সকালে নিহত হয় বরকত, সালাম, রফিক, জব্বর, শফিউল্লাহ। একুশে ফেব্রুয়ারির ভোর কবির সেই স্মৃতিতে আন্দোলিত হয়ে ওঠে।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 18.2

1) নীচের বাক্যগুলির মধ্যে রেখাঙ্কিত শব্দগুলির শূন্যস্থানে ঠিকমতো লিখুন—

(i) বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে _____ (a) রমজানি সাঁঝে

(ii) ঘুম পাড়ানিয়া ছড়া _____ (b) নিকোনো উঠোনে ঝরে রোদ

(iii) নানি _____ ভাজেন ডালের বড়া। (c) কোন্ সে সুদূরে

2) নীচের শব্দগুলির বিপরীত শব্দ লিখুন—

(i) ভেসে—

(ii) চেনা—

(iii) দূরে—

(iv) সাঁঝে—

3) নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দিন—

(i) কখন কবির চোখে চেনা ছবি ভেসে ওঠে?

(ii) আশাবরী কী?

(iii) নানির কোন স্মৃতি কবির চোখে ভেসে ওঠে?

(iv) কোন বছরের একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাত ফেরির কথা স্মৃতিকে আন্দোলিত করে?

4) নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন—

(i) বিষাদসিন্ধু কী?

(ii) রমজানি সাঁঝ বলতে কী বোঝান হয়েছে?

(iii) কবি একুশের প্রথম প্রভাত ফেরির কী গুরুত্ব বুঝিয়েছেন?

18.7 আপনি যা শিখলেন

1. বাংলা ও বাংলাদেশের প্রতি বাংলাভাষী মানুষ ও কবির ভালোবাসা;
2. বাংলাদেশের প্রকৃতি, মাঠ, ঘাট, নদী, প্রভৃতির প্রতি কবির অনুরাগের দৃষ্টান্ত;
3. বাংলার লোকসংস্কৃতির কিছু পরিচয়;
4. বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য ১৯৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারির আন্দোলন।

18.8 পাঠান্ত প্রশ্ন

নীচের প্রশ্নগুলির অনধিক ৮টি বাক্যে উত্তর দিন—

1. ‘নদী ও নর্তকী হয়’— অন্ধ বাউলের একতারার সুরে নদীও কীভাবে নর্তকী হয়, ‘বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে’ কবিতাটি অবলম্বনে লিখুন।
2. বাংলা অক্ষর পরিচয়ের মাধ্যমে শিশু শিক্ষার্থীটি কী ভাবে বাংলা ভাষার জ্ঞান অর্জন করে লিখুন।
3. ‘কাননে কুসুমকলি ফোটে’— এই অংশটিতে কবি শৈশবের কোন প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন?

শব্দার্থ ও টীকা

4. বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে কবির চোখে কোন চেনা ছবি ফুটে ওঠে?

5. 'রমজানি সাঁঝের' সঙ্গে কবির কোন্ স্মৃতি জড়িয়ে আছে লিখুন।

6. 'একুশের প্রথম প্রভাতফেরী'— লাইনটির মধ্যে দিয়ে কবি যে বাংলা ভাষা আন্দোলনের ঘটনার উল্লেখ করেছেন তা লিখুন।

18.9 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

18.1

1) (i) ঝরে রোদ

(ii) নর্তকী হয়

(iii) মেঠো সুর

2) (i) (b)

(ii) (c)

(iii) (a)

(iv) (d)

3) (i) হ্যাঁ।

(ii) না।

(iii) না।

(iv) না।

4) (i) চন্দনের।

(ii) মাঠের রোদ, বারান্দায় জ্যোৎস্নার আলো।

(iii) মাঠের।

(iv) মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'প্রভাত বর্ণন' কবিতার কথা।

(v) হাওয়াকে মেঠো সুর বানানোর কথা।

5) (i) বাউল উদাসকণ্ঠে একতারা বাজিয়ে গান গায়।

শব্দার্থ ও টীকা

(ii) বাল্যশিক্ষা রামসুন্দর বসাকের লেখা শিশুশিক্ষার বই।

(iii) গো রাখাল— গোরু চরাবার কাজে নিযুক্ত যারা।

18.2

1) (i) (b)

(ii) (c)

(iii) (a)

2) (i) ডুবে।

(ii) অচেনা।

(iii) কাছে।

(iv) সকালে।

(v) লৌকিক।

3) (i) বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে।

(ii) সঙ্গীতের একটি রাগ বিশেষ।

(iii) রমজানি সাঁঝে দুলে দুলে বিষাদসিন্ধুর সুর।

(iv) ১৯৫২-র।

কবি পরিচিতি

কবি শামসুর রাহমান-এর জন্ম বাংলাদেশের ঢাকার মাহুটুলিতে। কবি ১৯৪৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। ১৯৫৩তে বি.এ. পাশ করে এম.এ.তে ভর্তি হলেও পরীক্ষা দেননি। বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই কবি 'দৈনিক বাংলা'র সম্পাদক ছিলেন, বাংলা আকাদেমির সভাপতি ছিলেন। তিনি কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, শিশু সাহিত্য রচনায় দক্ষতা অর্জন করলেও তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি একজন কবি। তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশ হয় 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় ১৯৪৯ সালে। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি 'প্রথম গান', 'দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে', 'বিধ্বস্ত নীলিমা', 'নিজ বাসভূমে', 'বন্দী-শিবির থেকে', 'প্রতিদিন ঘরহীন ঘর', 'কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কবি নিজের দেশে এবং বিদেশে বহুবার বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য পুরস্কারগুলি হল 'আদমজি পুরস্কার', 'বাংলা আকাদেমি পুরস্কার', 'জীবনানন্দ পুরস্কার', 'মিতসুবিসি পুরস্কার' প্রভৃতি।

শব্দার্থ ও টীকা

সমধর্মী কবিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি সমধর্মী কবিতা উল্লেখিত হল—

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।।
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, ফাগুনে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।।
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে। নদীর কূলে কূলে।

19

নাজমা

নবনীতা দেবসেন

19.1 প্রস্তাবনা

মাঝে মাঝে আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে দেখি—এক ধর্মের কিছু মানুষ অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে।

ধর্ম মানুষে মানুষে মিলন ঘটায়। কিন্তু ধর্মান্ধতা অনেক সময়েই মানুষের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করে। এক সম্প্রদায়ের মানুষ অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। এরই ফলে সৃষ্টি হয় সাম্প্রদায়িকতা।

এক সম্প্রদায়ের মানুষ তখন অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে সহ্য করতে পারে না।

সাম্প্রতিককালে গুজরাট শহরে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল তারই পটভূমিকায় ২০০২ সালের জুলাই মাসে কবি নবনীতা দেবসেন 'নাজমা' কবিতাটি লেখেন। কবিতাটি কবির রচিত 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।

নাজমা নামক একটি মেয়ের তরুণ স্বামীকে দিনের বেলা প্রকাশ্য রাজপথে বিভেদ সৃষ্টিকারী কিছু বর্বর মানুষ হত্যা করে। গায়ে পেট্রল ঢেলে তাকে পুড়িয়ে মারে। আমাদের দেশের একটা বড়ো অংশ জুড়ে আজ চলছে এরকম পৈশাচিক হত্যালীলা, যার ফলে নাজমার স্বামীর মতো অনেক মানুষকেই বিনা কারণে প্রাণ দিতে হচ্ছে।

এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে কবি এখানে রুখে দাঁড়িয়েছেন। সমাজের সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়েছেন।

19.2 উদ্দেশ্য

এই কবিতাটি পড়ার পর:

- সাম্প্রদায়িক বিভেদের নগ্ন রূপের সঙ্গে পরিচিত হবেন;
- ধর্মান্ধ মানুষেরা অনেক সময়ই নিজেদের মানবিকতা বিসর্জন দিয়ে অপর মানুষের খুনি হয়ে

ওঠে—একথা আপনারা জানতে পারবেন;

- জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষার পার্থক্য ভুলে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে সচেতন করবেন;
- সুস্থ জীবন গঠনে সাধারণ মানুষই যে শেষ কথা বলে একথা আপনারা বোঝাতে পারবেন।

19.3 মূল পাঠ

শব্দার্থ ও টীকা

বাসা = বাসস্থান।

উধাও = নিরুদ্দেশ।

টিভি = টেলিভিশন ; বাংলাতে বলে দূরদর্শন।

নাস্তা = টিফিন / জলখাবার।

মান = অভিমান।

সদ্য = সবে / সম্প্রতি।

সকাল সকাল = তাড়াতাড়ি।

আসতে যেতেই = যাওয়া আসাতেই।

হ্যাঁচকা = হঠাৎ টান মারা।

রেষারেষি = শত্রুতা।

পেট্রোল ট্যাঙ্ক = পেট্রোল রাখার ট্যাঙ্ক বা পাত্র।

সেই মেয়েটির অনেক দূরে বাসা
সেই মেয়েটির তরুণ যুবক স্বামী
হঠাৎ উধাও অফিস যাবার পথে
ঠিক ছিল আজ বিকেল বেলায় ফিরে
বউকে নিয়ে টিভি কিনতে যাবে
বউ জানে না, যায়নি অফিস স্বামী
জানে না, তাই নাস্তা রেডি করা—
অফিস থেকে ফিরতে দেরি দেখে
মান হয়েছে, ঠোঁট ফুলেছে বউয়ের
আজকেও তার কাজের তাড়া এত?
আজকে ওরা কিনবে রঙিন টিভি
অফিস থেকে ধার-পাওয়া খুব সোজা
সদ্য ধারে কিনেছে লাল স্কুটার
এই তো সবে ঘর-সংসার শুরু
অল্পে-স্বল্পে হিসেব করে চলা
সকাল সকাল ফিরতে হবে কিনা
যাচ্ছিল তাই সকাল সকাল উঠে
অফিস আবার তিরিশ কিলোমিটার
বাসার থেকে অনেকটা পথ দূরে
আসতে যেতেই নষ্ট সময় বহু

হঠাৎ কারা ধরল পথের মাঝে
হ্যাঁচকা টানে নামিয়ে নিল নীচে
একটা, দুটো, দশটা মানুষ—কারা?
ওদের সঙ্গে নেই তো চেনাশোনা
ওদের সঙ্গে নেই তো রেষারেষি?
কী হল যে, কিছুই হল কিনা
বোঝার আগেই পেট্রোল ট্যাঙ্ক থেকে
তেল বেরুলো যুবক স্বামীর গায়ে
তেল ছড়ালো ফুল ছড়ানোর মতো

কে ছোঁয়ালো দেশলাইটার কাঠি ?
জ্বললো শরীর জ্বললো যুবক স্বামী
ছটফটিয়ে ছটফটিয়ে খাক্
অট্টহাস্যে মাতলো বালক বুড়ো
জ্যান্ত মানুষ দ্যাখনা কেমন বাজির মতন পোড়ে।
সেই মেয়েটির অনেক দূরে বাসা
জানলা ধরে দাঁড়িয়ে গোটা রাতে
পাশের বাড়ির কেউ বলেনি তাকে
বর ফেরেনি অফিস থেকে কেন—
জানত সবাই—নাজমা একা বাদে
পরের দিনেই কাঁপলো গোটা পাড়া
পুলিশ এলেন, এন. জি. ও. রাও এলেন
নাজমা দ্যাখো এই ছবিটা কার ?
—''এই ছবিটা ? মানুষ নাকি এটা—''
নাজমা বলে, ''নাঃ চিনিনা একে।''
নাজমা, তবে এই যে স্কুটারখানা
এই নম্বর, এইটে চেনো নাকি ?
হাহাকারের দুরন্ত ঝড় তুলে
জ্ঞান হারিয়ে আছড়ে পড়ে মেয়ে—
ওই স্কুটারের সওয়ার যে তার চেনা।
এই তো সবে কিনলো আজিজ ওটা।
বাচ্চা হবে এই সেপ্টেম্বরে
ছোটাছুটির অনেক আছে কিনা
নরোদা থেকে তিরিশ কিলোমিটার
দূরের অফিস, তাইতো স্কুটার কেনা।

নাজমা তবু সাবধানে খুব থাকে
খুব চেষ্টায় ভয় তাড়িয়ে বাঁচে
সরস্বতী কেন বলেছেন তাকে
—''হার মেনো না, শক্ত হয়ে থাকো
এই পৃথিবীর বদল হতেই হবে।''
নাজমা, ওটাই নয়, নয় শেষ কথা
আমরা আছি হাত ধরে তোর পাশে
পাপের ভরা পূর্ণ পৃথিবীতে
এবার বাঁচার একটাই পথ ; ওঠা।
অধঃপাতের ঠাঁই আছে আর কোথা ?
আর গতি নেই ঊর্ধ্বগতি ছাড়া
নাজমা, তোমার ভাঙলে তো চলবে না

শব্দার্থ ও টীকা

ছটফটিয়ে = ছটফট করতে করতে
অট্টহাস্য = অতি উচ্চ বা বিকট হাসিতে।
জ্যান্ত = জীবিত।
পোড়ে = জ্বলে, দগ্ধ হয়।
গোটা রাত = সারা রাত।
বাদে = ছাড়া।
এন. জি. ও. = বেসরকারি সংস্থা। ইংরেজি শব্দটি হল Non-Government Organisation।
স্কুটার = দু-চাকার একধরনের যান।
দুরন্ত = অশান্ত, প্রবল, প্রচণ্ড।
হাহাকার = আর্তনাদ, শোকধ্বনি।
জ্ঞান = চেতনা।
আছড়ে পড়ে = বেগে মাটিতে পড়ে যাওয়া।
সওয়ার = আরোহী

তাড়িয়ে = দূর করে।
হার মেনো না = পরাজয় স্বীকার কর না।
শক্ত হয়ে থাকো = মনটাকে দৃঢ় করো।
বদল = পরিবর্তন।

অধঃপাত = মান, সম্মান, বুদ্ধি বিবেচনা হারিয়েছে যে মানুষেরা
ঠাঁই = স্থান, ঠিকানা।

নাজমা, তোমায় বৃক্ষ হতেই হবে
ভালোবাসায় ভর করে তুই দাঁড়া,
আমরা হব পায়ের তলার মাটি—
আমরা এক অন্য জগৎ দেব
প্রতিজ্ঞাতে বুক বেঁধে তুই দাঁড়া
অন্য জগৎ এই মাটিতেই আছে
আমরা ওকে আস্ত আকাশ দেব
নাজমা, আকাশ বজ্রেও ভাঙবে না!

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

বৃক্ষ—গাছ। এখানে মাটিতে পা রেখে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো।

অন্য জগৎ— মানুষের বাঁচার উপযোগী জগৎ।

বজ্র—বাজ, অশনি।

19.4 বিষয়ের রূপরেখা

দাঙ্গায় নিহত স্বামীর এক হতভাগ্য স্ত্রীর নিদারুণ দুঃখ এবং তাকে পরের জন্য লড়াইয়ের কাহিনি এই কবিতায় বর্ণনা করা হয়েছে। অন্তঃসত্ত্বা মহিলা যখন তার ঘর-সংসারকে আনন্দময় করে তোলার চেষ্টা করছে তখন তার ভরসাস্থল যে স্বামী তাকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকারীরা জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করল। প্রিয় স্বামীর দগ্ধ বিকৃত মূর্তি দেখে সে একেবারে ভেঙে পড়ল, মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। তখন অন্য মহিলাদের প্রেরণায় সে আবার মাথা তুলে দাঁড়ানোর শক্তি পেল। তার ভবিষ্যৎ সন্তানের জন্য হিংসা ও পাপমুক্ত পরিবেশ গড়ার সংকল্প ঘোষিত হল।

19.4.1 সেই মেয়েটির ..... নষ্ট সময় বহু

গদ্যরূপ:

সেই মেয়েটির বাড়ি অনেক দূরে। সেই মেয়েটির তরুণ যুবক স্বামী অফিস যাবার পথে হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। (তার) আজ বিকেলবেলায় বউকে নিয়ে টিভি কিনতে যাবার কথা ছিল।

তার স্বামী অফিস যায়নি বউ জানে না। তাই নাস্তা রেডি করা আছে। অফিস থেকে ফিরতে দেরি দেখে তার অভিমান হয়েছে, ঠোঁট ফুলেছে। আজকেও তার কাজের এত তাড়া কেন?

আজ ওরা রঙিন টিভি কিনবে। অফিস থেকে ধার-পাওয়া খুব সোজা। অফিস থেকে ধার করেই লাল স্কুটারটা কিনেছে। সদ্য তারা ঘর-সংসার শুরু করে অল্প-স্বল্প হিসেব করেই (সংসার) চালাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে বলেই তাড়াতাড়ি উঠে যাচ্ছিল। বাড়ি থেকে অফিস তিরিশ কিলোমিটার দূরে। আসা-যাওয়া করতেই সময় অনেক নষ্ট হয়।

বক্তব্যসার:

একটি বিবাহিত মেয়ে আর তার স্বামী শহর থেকে অনেক দূরে বাস করে। স্বামী তরুণ যুবক, কাজ করে শহরেরই এক অফিসে। অফিস থেকে ফিরে স্ত্রীকে নিয়ে তার টিভি কিনতে যাবার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু অফিস

শব্দার্থ ও টীকা

যাবার পথেই সে উধাও হয়ে যায়।

মেয়েটি তো আর জানে না যে তার স্বামী অফিসেই যায়নি। স্বামী ফিরে এসে যাবে বলে তার জন্য নাস্তা তৈরি করে অপেক্ষা করছে সে। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে এখনও কেন এল না সে। তাই খুব সঙ্গত কারণেই সে অভিমানী হয়েছে।

ওদের বিবাহিত জীবন সবে শুরু। টানাটানির সংসার। হিসেব করেই চলতে হয়। অফিস থেকে টাকা ধার করে স্কুটার কিনেছে কদিন আগে। আজও ধার করেই একটা রঙিন টিভি কেনার পরিকল্পনা।

অফিসটা তার দূরে, বাড়ি থেকে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার পথ। যেতে আসতে সময় চলে যায় অনেক। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে বলে অন্যদিন থেকে আরও আগেই আজ সে অফিসে রওনা হয়েছিল।

পাঠগত প্রশ্ন : 19.1

1. ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

(ক) 'নাজমা' কবিতার কবির নাম হল:

(অ) মল্লিকা সেন (আ) নবনীতা দেবসেন (ই) রাধারাণী দেবী

(খ) সেই মেয়েটির স্বামী বয়সে [(অ) বৃদ্ধ / (আ) যুবক / (ই) মাঝ বয়সী]

(গ) তার স্কুটারটি [(অ) নগদে কেনা / (আ) লটারিতে পাওয়া / (ই) ধারে কেনা]

(ঘ) তাদের টিভি কিনতে যাবার কথা [(অ) সকালে / (আ) দুপুরে / (ই) বিকেলে]

(ঙ) তার বাড়ি থেকে অফিস কত কিলোমিটার দূরে [(অ) তিরিশ / (আ) পঁচিশ / (ই) কুড়ি]

(চ) নাজমার স্বামী স্কুটারে করে কোথায় যাচ্ছিল? [(অ) দোকানে / (আ) বন্ধুর বাড়িতে / (ই) অফিসে]

2. একটি বাক্যে উত্তর লিখুন ঃ

(ক) 'বউ জানে না' — বউ কী জানে না?

(খ) 'মান হয়েছে, ঠোঁট ফুলেছে বউয়ের' — এর কারণ কী?

(গ) 'আসতে যেতেই নষ্ট সময় বহু'—কোথায় যেতে কেন সময় নষ্ট হয়?

19.4.2 হঠাৎ কারা ..... নাজমা একা বাদে

গদ্যরূপ:

হঠাৎ কারা পথের মাঝখানে তাকে ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে (স্কুটার থেকে) নীচে নামাল। একটা, দুটো, দশটা মানুষ (যারা ওকে ধরতে এল) তাদের সঙ্গে ওর কোনও চেনাশোনা ও রেষারেষি নেই।

(এরপর) কী যে হল বোঝার আগেই পেট্রোল ট্যাঙ্ক থেকে তেল বেরুল যুবক স্বামীর গায়ে ফুল ছড়ানোর মত তেল ছড়াল। (তারপর) কে যেন দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে দিল।

শব্দার্থ ও টীকা

যুবক স্বামীর শরীর জ্বললে (সে) ছটফট করতে থাকে। বালক বুড়ো অট্টহাস্যে মাতল। জ্যান্ত মানুষ বাজির মতন পোড়ে বলে (এবার) চেঁচাল।

সেই মেয়েটির বাড়ি অনেক দূরে। সারা রাত সে জানলা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে (ওর অপেক্ষায়)। তার বর অফিস থেকে ফেরেনি কেন পাশের বাড়ির কেউ তাকে জানায় না। নাজমা ছাড়া অন্য সবাই জানত (তার ফিরে না আসার কারণ)।

বক্তব্যসার:

অফিস যাবার সময় পথের মাঝেই কিছু অচেনা লোক তার পথ আটকায়। জোর করেই তাকে স্কুটার থেকে রাস্তায় নামায়। না, তাদের সঙ্গে তার কোনো শত্রুতা ছিল না। এমনকি তারা তার আগেকার কোনো পরিচিত মানুষও নয়।

কিছু বোঝার আগেই অতর্কিতে তারা গায়ে পেট্রোল ছড়িয়ে দিল—ফুল ছড়াবার মতো। আর তারপরই দেশলাই জ্বালিয়ে তার গায়ে আগুন লাগাল তারা।

সেই আগুনে পুড়ে গেল তার সমস্ত শরীর। জ্যান্ত শরীরটাকে ছটফট করতে করতে শেষ হয়ে যেতে দেখে ধর্মের ধ্বজাধারী ওই অসভ্য মানুষগুলোর কী আনন্দ! পৈশাচিক উল্লাসে তারা মেতে উঠল।

প্রকাশ্য দিনের আলোয় জনসমক্ষেই তাকে খুন হতে হল! মেয়েটির বাড়ি সেখান থেকে অনেক দূরে বলেই সে এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদটি জানতে পারেনি। স্বামীর বাড়ি ফেরার প্রতীক্ষায় জানলার সামনে দাঁড়িয়ে পথের দিকে তাকিয়েই তাকে রাত কাটাতে হয়। পাড়া প্রতিবেশী সকলেই তার খুন হবার কথা জানলেও কেউই নাজমাকে সে-কথা জানাতে পারেনি।

পাঠগত প্রশ্ন : 19.2

1. পাঠ্য কবিতা থেকে শব্দ চয়ন করে শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন :

(অ) তেল ছড়াল, —— ছড়ানোর মতো।

(আ) জ্বললো শরীর —— যুবক স্বামী।

(ই) জ্যান্ত মানুষ দ্যাখ্না কেমন —— মতন পোড়ে।

(ঈ) জানলা ধরে দাঁড়িয়ে —— রাতে।

2. ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) **'নামিয়ে নিল নীচে'**—কোথা থেকে নামাল?

(অ) বিছানা থেকে (আ) বাস থেকে (ই) স্কুটার থেকে

(খ) **তাকে নামিয়ে কী করল?**

(অ) অফিসে পৌঁছে দিল (আ) পুড়িয়ে মারল (ই) বাড়ি পৌঁছে দিল

3. (ক) **হঠাৎ কারা ধরল পথের মাঝে** — এখানে 'কারা' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?

(অ) প্রতিবেশীদের (আ) ধর্মান্ধ মানুষের দলকে (ই) পুলিশ ও এন. জি. ও.-দের

শব্দার্থ ও টীকা

(খ) **'জানত সবাই'**—সবাই কী জানত?

(অ) নাজমার বাড়ি থেকে ওর স্বামীর অফিস তিরিশ কিলোমিটার দূরে

(আ) বউকে নিয়ে নাজমার স্বামী টিভি কিনতে যাবে

(ই) নাজমার বর অফিস থেকে বাড়ি ফিরল না কেন

(গ) **ওদের সঙ্গে নেইতো চেনাশোনা**—'ওদের' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?

(অ) নাজমার প্রতিবেশীদের (আ) প্রশাসনের কর্মচারীদের (ই) ধর্মান্ধ নিষ্ঠুর মানুষদের।

(ঘ) **ওদের সঙ্গে কার চেনাশোনা নেই?**

(অ) নাজমার (আ) নাজমার স্বামীর (ই) পুলিশ কর্মচারীদের।

19.4.3 পরের দিনই ..... এই কী তোমার স্বামী

গদ্যরূপ:

পরের দিনেই পুলিশ ও এন. জি. ও.-রাও আসাতে সমস্ত পাড়া কেঁপে উঠল। 'নাজমা, এই ছবিটা কার, দেখো' —'এই ছবিটা? এ কী মানুষ' নাজমা বলে, 'না, চিনিনা ওকে।'

'নাজমা, তবে এই স্কুটারের নম্বরটা কী চেনা' (নম্বরটা দেখেই) চীৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মেয়েটি। (কারণ) ওই স্কুটারের আরোহী যে তার চেনা।

আজিজ তো সদ্য কিনলো ওটা। সেপ্টেম্বর মাসে (মেয়েটির) বাচ্চা হবে। নরোদা থেকে (আজিজের) অফিস তিরিশ কিলোমিটার দূরে। অনেক ছোটাছুটি আছে বলেই স্কুটারটি কেনা।

বক্তব্যসার:

পরদিন পুলিশ এল। এল এন. জি. ও.-র অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ। তাই গোটা এলাকাতেই আলোড়ন সৃষ্টি হল। প্রশাসনিক ব্যক্তিরা নাজমাকে একটা ছবি দেখাল। কিন্তু ছবিটি দেখে স্বামীকে সনাক্ত করা নাজমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এবার তারা একটা স্কুটার দেখাল। স্কুটারের নম্বর নাজমা চিনতে পারল। ওই স্কুটারটা তো তার স্বামীর। আর তাতেই প্রবল শোকে, মহাশূন্যতার হাহাকারে সে সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল।

নাজমা সন্তানসম্ভবা। আগামী সেপ্টেম্বরেই তার সন্তান প্রসবের কথা। তাই এখন তার স্বামীকে অনেক ছোটাছুটি করতে হবে। অফিসটাও তার বাড়ি থেকে তিরিশ কিলোমিটার দূরে বলে যাতায়াতের সুবিধার জন্য স্কুটারটা তাকে কিনতে হয়।

পাঠগত প্রশ্ন : 19.3

1. ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

(ক) নাজমার স্বামীর নাম কী?

(অ) আজিজ (আ) আজিম (ই) কাসেম

(খ) **'ওই স্কুটারের সওয়ার যে তার চেনা'**—এখানে কার চেনা?

(অ) নাজমার (আ) নাজমার প্রতিবেশীর (ই) নাজমার স্বামীর

(গ) **সওয়ার কে ছিলেন?**

(অ) নাজমার স্বামী (আ) জনৈক পুলিশ কর্মচারী (ই) নাজমার এক প্রতিবেশী

(ঘ) **সেই সওয়ারের পরিণতি কী হয়েছিল?**

(অ) তাকে হাসপাতালে দেওয়া হয়েছিল।

(আ) তাকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।

(ই) পথচারীরা তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিল।

2. উত্তর লিখুন:

(ক) **'এই ছবিটা? মানুষ নাকি এটা'**— ছবিটা মানুষের নয় বলে বক্তার মনে সন্দেহ জাগল কেন?

(খ) **'পরের দিনেই কাঁপলো গোটা পাড়া।'**— সেদিন পাড়া কাঁপল কেন?

19.4.4 নাজমা তবু ..... আকাশ বজ্রেও ভাঙবে না

গদ্যরূপ:

নাজমা ভীতি দূর করে সাবধানেই থাকে। সরস্বতী তাকে বলেছেন—হার না মানতে, শক্ত হয়ে থাকতে। এই পৃথিবী বদলাবেই।

নাজমা, ওটাই শেষ কথা নয়—পাপে ভরা এই পৃথিবীতে। তোর হাত ধরে আমরা তোর পাশে আছি। এখন ওঠাই হল বাঁচার একমাত্র পথ। অধঃপাতের স্থান আর কোথায় আছে?

ঊর্ধ্বগতি ছাড়া আর গতি নেই। নাজমা, তোমায় ভাঙলে চলবে না, তোমায় বৃক্ষ হতেই হবে। ভালোবাসায় ভর করে তোকে দাঁড়াতে হবে, আমরা পায়ের তলার মাটি হব।

তুই প্রতিজ্ঞায় বুক বেঁধে দাঁড়া। আমরা তোকে অন্য জগৎ দেব। অন্য জগৎ এই মাটিতেই আছে। আমরা তোকে গোটা আকাশ দেব নাজমা, আকাশ বজ্রেও ভাঙবে না।

বক্তব্যসার:

নাজমা বাঁচার চেষ্টা করে। মন থেকে ভয়ভীতি দূর করতে চায়। প্রতিবেশী জনৈকা মহিলা তাকে বেঁচে থাকার সাহস জোগান। তিনি ছিলেন জীবনের প্রতীক। শক্ত হাতে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে এই পরিস্থিতির পরিবর্তনের কথা বলেন।

প্রতিবেশীরা তাকে জানায় অশুভ শক্তিই শেষ কথা নয়। তার স্বামীর মৃত্যু অত্যন্ত বেদনার হলেও এ মৃত্যু জীবনের ছন্দ নষ্ট করতে পারে না। নাজমার পাশে দাঁড়িয়ে সবাইকে একসঙ্গে লড়াই করতে হবে। অধঃপতিতদের বিদায় করাই এখন হবে বাঁচার একমাত্র পথ।

শব্দার্থ ও টীকা

তাই তারা নাজমাকে অশুভ শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ না করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে বলে। মাটি থেকে শক্তি সঞ্চয় করে যেমন একটি গাছ উপরের দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় তেমনি দাঁড়াতে হবে নাজমাকে। সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে, বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবেশীদের ভালোবাসাই হবে তার পায়ের তলার মাটি। মানুষের প্রতি ভালোবাসাই হবে জীবনের মূলমন্ত্র।

নাজমার কোলে যে নতুন মানুষ আসছে তাকে বাঁচার মতো নতুন এক পৃথিবী দেবার শপথ নিয়ে তাকে রুখে দাঁড়াতে হবে। এই মাটিতেই বর্বরতা ও মানুষের মমত্ববোধ—এই দুইয়ের সহ অবস্থান আছে। নাজমাকে কঠিন কঠোর হয়ে যেমন বর্বরতা ও হিংস্রতার বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে লড়তে হবে, তেমনি এক সস্নেহ মমতায় তার শিশুর জন্য গড়ে তুলতে হবে এক সুন্দর বলিষ্ঠ পৃথিবী। সে পৃথিবীকে বর্বরেরা ভেঙে টুকরো টুকরো করতে পারবে না। এক পরিপূর্ণ মানবিক স্নেহ ভালোবাসায় বেঁচে থাকবে নতুন প্রজন্মের মানুষ। তাই মা নাজমার সামনে একদিকে মানুষের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই আর একদিকে মানবিক পৃথিবী গড়ার নতুন দায়িত্ব।

পাঠগত প্রশ্ন : 19.4

1. কবিতা থেকে শূন্যস্থান পূরণ করুন:

(অ) এই পৃথিবীর —— হতেই হবে।

(আ) অধঃপাতের —— আছে আর কোথা?

(ই) আমরা ওকে —— আকাশ দেব।

2. প্রতিটি বাক্যে একটি করে অন্য শব্দ দেওয়া আছে। পাঠ্যাংশ থেকে সঠিক শব্দটি ওখানে বসান:

(অ) আমরা থাকব হাত ধরে তোর পাশে।

(আ) আমরা হলাম পায়ের তলার মাটি।

(ই) অন্য পৃথিবী এই মাটিতেই আছে।

3. ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

(ক) **'আমরা ওকে অন্য জগৎ দেব'**,—'আমরা' বলতে কারা?

(অ) নাজমার স্বামীর সহকর্মীরা

(আ) প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা

(ই) নাজমার প্রতিবেশীরা।

(খ) **'ওকে' বলতে কার কথা বলা হয়েছে?**

(অ) নাজমার স্বামীর (আ) নাজমার (ই) যে শিশুটির জন্ম হতে যাচ্ছে তার

(গ) **'অন্য জগৎ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?**

(অ) সাম্প্রদায়িকতার জগৎ

(আ) অশিক্ষা ও কুসংস্কারের জগৎ

(ই) মানবিকতা ও মনুষ্যত্বের জগৎ।

4. 'এবার বাঁচার একটাই পথ'—কী রকম বেঁচে থাকার কথা কবি বলেছেন?

5. কবি এই কবিতায় নাজমাকে নিজের মনের বল বাড়াতে বলেছেন কেন?

6. 'আমরা হব পায়ের তলার মাটি'—'পায়ের তলার মাটি' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

শব্দার্থ ও টীকা

19.5 আপনি যা শিখলেন

1. ধর্ম অনেক সময়েই মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের সেতু না হয়ে বিভেদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
2. ধর্মান্ধ মানুষেরা নিজেদের মনুষ্যত্ববোধ নষ্ট করে ও অপরেকও খুন করে।
3. ক্ষুদ্র সংকীর্ণতায় সমাজ ভাগাভাগি হয়ে যায়। সমাজের সকল শ্রেণির মানুষকে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।
4. খুনিদের খুন করার লিপ্সা কখনই মনুষ্যজীবনকে স্তব্ধ করতে পারে না, পারে না তার এগিয়ে চলার ছন্দকে নষ্ট করতে।
5. বেঁচে থাকার জন্য মানুষের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার তার মনুষ্যত্ব।
6. সুস্থ জীবন গঠনে সাধারণ মানুষই শেষ কথা বলে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনকে উজ্জ্বল করে তোলে।

19.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. এই কবিতায় নাজমার প্রতিবেশিনীর যে ছবি ফুটে উঠেছে তা দশটি বাক্যে লিখুন।
2. নাজমার স্বামীর মৃত্যুর জন্য দায়ী কে বা কারা—এ সম্পর্কে আপনার অভিমত দশটি বাক্যে লিখুন।

19.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

19.1

প্রশ্ন		উত্তর সংকেত
1. (ক)	———	(আ)
(খ)	———	(আ)
(গ)	———	(ই)
(ঘ)	———	(ই)
(ঙ)	———	(অ)
(চ)	———	(ই)

2. (ক)	———	স্বামী অফিস যায়নি
(খ)	———	স্বামী ফিরতে দেরি করছে
(গ)	———	অফিস যেতে আসতে

19.2

প্রশ্ন		উত্তর সংকেত
1. (অ)	———	ফুল

শব্দার্থ ও টীকা

(আ) ——— জ্বললো
(ই) ——— বাজির
(ঈ) ——— গোটা
2. (ক) ——— ই
(খ) ——— আ
3. (ক) ——— আ
(খ) ——— ই
(গ) ——— ই
(ঘ) ——— আ

19.3

1. (ক) ——— অ
(খ) ——— অ
(গ) ——— অ
(ঘ) ——— আ

2. (ক) ——— গোটা শরীর পুড়ে বিকৃত হয়েছিল বলে
(খ) ——— পুলিশ এবং এন.জি.ও.-রা এল বলে

19.4

প্রশ্ন		উত্তর সংকেত
1. (অ)	———	বদল
(আ)	———	ঠাঁই
(ই)	———	আস্ত
2. (অ)	———	থাকব → আছি
(আ)	———	হলাম → হব
(ই)	———	পৃথিবী → জগৎ
3. (অ)	———	ই
(আ)	———	ই
(ই)	———	ই
4.	———	সাহসে ভর করে উঠে দাঁড়ানো
5.	———	তার ভাবী সন্তানের নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য
6.	———	সহযোদ্ধা

শব্দার্থ ও টীকা

কবি পরিচিতি

নবনীতা দেবসেন সাহিত্য রচনা শুরু করেন কবিতা দিয়ে। খুব ছোটো বয়স থেকেই তিনি কবিতা লিখতেন। পিতা নরেন্দ্র দেব এবং মাতা রাধারানি দেবী—এই দুই বিখ্যাত কবির সন্তান হয়ে সাহিত্য- ক্ষেত্রে তাঁর প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা যেন উত্তরাধিকার অর্জন করা।

নবনীতার প্রথম বই '**প্রথম প্রত্যয়**' প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে। তাঁর দ্বিতীয় বইও কবিতার বই— '**স্বাগত দেবদূত**'।

নবনীতা দেবসেন অনেকগুলো ভাষা জানেন। বাংলা, ইংরেজি ভাষা ছাড়াও হিন্দি, উড়িয়া, ফরাসি, জার্মান, সংস্কৃত, হিব্রু প্রভৃতি ভাষাতেও তাঁর পাণ্ডিত্য অগাধ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপিকা ছিলেন। কেবল কবিতাই নয়, উপন্যাস, ছোটোগল্প ও নানা ধরনের সাহিত্যচর্চা করেন তিনি।

নবনীতা দেবসেনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের নাম হল : 'আমি অনুপম', 'প্রবাসে দৈবের বশে', 'অন্য দ্বীপ', 'স্বভূমি', 'একটি দুপুর', 'দেশান্তর', 'দ্বিরাগমন', 'রামধন মিত্র লেন' প্রভৃতি। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছোটোগল্প হল : গল্পগুজব, ভালোবাসা কারে কয়, খগেনবাবুর পৃথিবী, গল্পসংগ্রহ—১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড, রাগ-অনুরাগ ও অন্যান্য গল্প, বাছাই গল্প প্রভৃতি।

সাহিত্যের প্রায় সকল বিভাগেই তাঁর রয়েছে অনায়াস বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। নাটক, ভ্রমণকাহিনি, শিশুসাহিত্য, রম্যরচনা, রূপকথা, সাহিত্য সমালোচনা, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ প্রভৃতি। তাঁর অনেক গ্রন্থই বিদেশি ভাষায় অনুদিত হয়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে। শিক্ষাবিদ নবনীতা কেবল ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েই নয়, আমেরিকা, কানাডা, মেক্সিকো, ইংল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স এবং জাপানের নানা বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষকতায় নিযুক্ত ছিলেন।

সমধর্মী রচনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ধর্মমোহ' কবিতা।

কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতা '৪৬-৪৭'।

আর একটি হল সমরেশ বসুর লেখা 'আদাব' গল্প।

গদ্য পাঠ

20. কালাপাহাড়
21. শিল্পী
22. অনাচার
23. টেরা ইন্‌কগ্‌নিটা
24. নীলকণ্ঠ (নাটক)

শব্দার্থ ও টীকা

20

কালাপাহাড়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

20.1 প্রস্তাবনা

হাল-বলদের সঙ্গে বাংলার চাষিদের যোগসূত্র চিরকালের। বাংলার চাষি চাষ ছাড়া অন্য জীবিকায় তেমন পোক্ত নয়। আর চাষ করতে প্রথম দরকার মাটির, তারপর হালের। আর এর পরেই দরকার বলদের। বলদ ও মোষ ছাড়া হাল টানবে কে? আবার ফসল ফলালেই চলে না। তাকে করতে হবে খামারজাত। সেজন্য লাগে একটা গাড়ি আর একজোড়া বলদ ; কখনও বা একজোড়া মোষ। কৃষিপ্রধান এ রাজ্যে তাই বলদ চাষির পরিবারের একজন। সে যেমন প্রাণান্ত খেটে জলে-কাদায় মাটি চষে তেমনি চাষি আর তার বউ বা বাড়ির লোক তাকে সযত্নে স্নান করায়, সাঁঝবেলা সাঁজাল দিয়ে মশা-মাছি তাড়ায়। এটা করতে করতে চাষি ও তার পরিবার ভুলে যায় যে বলদ বা মোষ এক জন্তু বিশেষ। তারা তাদের মনের মতো নামকরণ করে। সুখে- দুঃখে তাদের সঙ্গে আপনজন ভেবে ঘরের কথা বলে। এমনিভাবে চলতে চলতে বলদের পশুত্ব যায় ঘুচে, সে হয়ে ওঠে পরিবারের সাথি ও আপনজন।

সাঁজাল = মশা তাড়াবার ধোঁয়া।

তারাশঙ্করের 'কালাপাহাড়' পল্লিবাংলার খেত-খামারের এক চিরন্তনী গল্প। পশুদের প্রতি প্রেম এখানে খুবই আন্তরিক ও সজীব ভাষায় প্রকাশিত। এ যুগে মানুষ যখন টাকা-পয়সা, ধনদৌলতকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে, পরিবেশ ও পরিবেশের চারদিকে যে সব প্রাণীরা আমাদের নিত্যসঙ্গী তাদের প্রতি নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ করছে তখন এ গল্প পড়ে জীবজন্তুর প্রতি মমতা দেখানোর গুরুত্ব বাড়বে।

শুধু তাই নয়, মানুষের সঙ্গে পশুর বা পশুতে পশুতে নির্বাক ভালোবাসার যে ছবি লেখক এ গল্পে তুলে ধরেছেন তা সকলের বুক ছুঁয়ে যায়।

এ যুগের মানুষের ভেতর অনেকক্ষেত্রেই মানবিক গুণের অভাব দেখা যায়—পশুদের এই নীরব প্রেম সেখানেও কিছু ভালোবাসার ছোঁওয়া এনে দিতে পারে।

20.2 উদ্দেশ্য

এই গল্পটি পড়ার পর আপনারা—

- জানতে পারবেন যে কৃষি প্রধান এ রাজ্যে বলদ বা মোষ চাষি পরিবারেরই একজন;

- পশুর সঙ্গে পশুর সম্পর্কের কথা জানতে পারবেন;
- মানুষের প্রতি নির্বাক পশুর নীরব প্রেমের কথাও জানতে পারবেন।

20.3 মূল পাঠ

(1)

সংসারে অবুঝকে বুঝাইতে যাওয়ার তুল্য বিরক্তিকর আর কিছু নাই, বয়স্ক অবুঝ শিশুর চেয়ে অনেক বেশি বিপত্তিকর। শিশু চাঁদ চাহিলে তাহাকে চাঁদের পরিবর্তে মিষ্টান্ন দিলে সে শান্ত হয়, শান্ত না হইলে প্রহার করিলে সে কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়া শান্ত হয়। কিন্তু বয়স্ক অবুঝ কিছুতেই বুঝিতে চায় না, এবং ভবীর মতো ভুলিতেও চায় না।

মিষ্টান্ন = মিষ্টিজাত খাদ্যবস্তু।
বিপত্তিকর = বিপদের।

যশোদানন্দন বহু যুক্তিতর্ক দিয়াও বাপকে বুঝাইতে পারিল না, অবশেষে, যাহাকে বলে তিক্ত-বিরক্ত, তাই হইয়া সে বলিল, তবে তুমি যা মনে কর তাই কর গে যাও, দুটো হাতি কিনে আন গে।

কল্পিত হাতি দুইটা বোধ করি শুঁড় ঝাড়িয়া রংলালের গায়ে জল ছিটাইয়া দিল, রংলাল রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিল। সে হুঁকা টানিতেছিল, কথাটা শুনিয়া কয়েক মুহূর্ত ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর অকস্মাৎ হাতের হুঁকাটা সজোরে মাটির উপর আছাড় মারিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়া বলিল, এই নে।

কল্পিত = মনগড়া।

যশোদা অবাক হইয়া বাপের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রংলাল বলিল, হাতি—হাতি। বলি ওরে হারামজাদা, কখন আমি হাতি কিনব বলেছি?

যশোদা এ কথারও কোন জবাব দিল না, সেও রাগে ফুলিতেছিল, গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

রংলাল এতক্ষণে বোধ হয় 'হাতি কেনা' কথাটার একটা জবাব খুঁজিয়া পাইয়াছিল, সেও এবার শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিল, হাতি কেন? দুটো ছাগল কিনবি বরং, ফলাও চাষ হবে। বাঁশের ঝাড়ের মতো ধানের ঝাড় হবে, তিন হাত লম্বা লম্বা শিষ। চাষার ছেলে নেকাপড়া শিখলে এমনই মুখ্যুই হয় কিনা! বলি, হ্যাঁ রে মুখ্যু, ভালো গোরু না হলে চাষ হয়? লাঙল মাটিতে ঢুকবে এক হাত করে, এক হেঁটো মাটি হবে গদগদে মোলাম ময়দার মতো, তবে তো ধান হবে, ফসল হবে।

শ্লেষপূর্ণ = ব্যঙ্গাত্মক।

নেকাপড়া = পঠনপাঠন।
মুখ্যু = অজ্ঞ।

রংলাল ধরিয়াছে, এবার সে গোরু কিনিবে। এই গোরু কেনার ব্যাপার লইয়া মতদ্বৈধহেতু পিতা-পুত্রে কয়েক দিন হইতেই কথা-কাটাকাটি চলিতেছিল। রংলাল বেশ বড় চাষী, তাহার জোতজমাও মোটা, জমিগুলিও প্রথম শ্রেণির। চাষের উপর যত্ন অপরিসীম ; বলশালী প্রকাণ্ড যেমন তাহার দেহ, চাষের কাজে খাটেও সে তেমনই অসুরের মতো—কার্পণ্য করিয়া একবিন্দু শক্তিও সে কখনো অবশিষ্ট রাখে না। বোধ হয়, এই কারণেই গোরুর উপরেও তাহার প্রচণ্ড শখ। তাহার গোরু চাই সর্বাঙ্গসুন্দর,—কাঁচা বয়স, বাহারে রঙ, সুগঠিত শিং, সাপের মতো লেজ এবং আরও অনেক কিছু গুণ না থাকিলে গোরু তাহার পছন্দ হয় না। আরও একটা কথা—এ চাকলার মধ্যে তাহার গোরুর মতো গোরু যেন আর কাহারও না থাকে। গোরুর গলায় যে ঘুঙুর ও ঘণ্টার মালা ঝুলাইয়া দেয়, দুইটি বেলা ছেঁড়া চট দিয়া তাহাদের সর্বাঙ্গ ঝাড়িয়া মুছিয়া দেয়, শিং দুইটিতে তেল মাখায় ; সময়ে সময়ে তাহাদের পদসেবাও করে, কোন দিন পরিশ্রম বেশি হইলে তাহাদের পা টিপিতে টিপিতে বলে, আহা, কেষ্টর জীব!

মতদ্বৈধহেতু = মত বিরোধের জন্য।
জোতজমাও = জায়গা-জমি।
অপরিসীম = সীমাহীন।
কার্পণ্য = কৃপণতা।

চাকলার = অঞ্চলের।

গত কয়েক বৎসর অজন্মার জন্য এবং পুত্র যশোদাকে স্কুলে পড়াইবার খরচ বহন করিতে হওয়ায় রংলালের অবস্থা ইদানীং একটু অসচ্ছল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যশোদা এবার ম্যাট্রিক পাস করিয়াছে, আর

অসচ্ছল = টানাটানি, অভাবী।
কেষ্ট = কৃষ্ণ।
অজন্মার = ফসল না ফলার।

শব্দার্থ ও টীকা

গতবার ধানও মন্দ হয় নাই ; এইজন্য এবার রংলাল ধরিয়া বসিয়াছে, ভালো গোরু তাহার চাই-ই। এক জোড়া গোরু গতবার মাত্র কেনা হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের প্রতি রংলালের মমতা নাই। গোরু দুইটি ছোটও নয় এবং মন্দও কোন মতে বলা চলে না ; কিন্তু এ অঞ্চলে তাহাদের চেয়ে ভালো গোরু অনেকের আছে।

যশোদা বলিতেছে, এ বৎসরটা ওতেই চলুক, আমি চাকরি-বাকরি একটা কিছু করি ; আর এবারও যদি ধান ভালো হয়, তবে কিনো এখন আসছে বছর। কিনতে গেলে দুশো টাকার কম তো হবেই না, সে টাকা তুমি এখন পাবে কোথা?

টাকা কোথা হইতে আসিবে—সে রংলাল জানে না, তবে গোরু তাহার চাই-ই। অবশেষে রংলালের জিদই বজায় থাকিল। যশোদা রাগ করিয়াই আর কোন আপত্তি করিল না। টাকাও যোগাড় হইয়া গেল। যে গোরু-জোড়াটা তাহার ছিল সে জোড়াটা বেচিয়া হইল এক শত টাকা, বাকি এক শত টাকার সংস্থান করিয়া দিল যশোদার মা। সে রংলালকে গোপনে বলিল, ওর সঙ্গে ঝগড়া করে কি হবে? তুমি গোরু কিনে আন না। কিনে আনলে তো কিছু বলতে লারবে!

যোগাড় = সংগ্রহ।

লারবে = পারবেনা।

রংলাল খুশি হইয়া বলিল, বেশ বলেছ, তাই করি। তার পর উ আপনার মাথা ঠুকুক কেনে?

যশোদার মা বলিল, এ গোরু দুটো বেচে দাও, আর এই নাও—এইগুলো বন্ধক দিয়ে গোরু কেনো তুমি। ভালো গোরু নইলে গোয়াল মানায়?

সে আপনার গহনা কয়খানি রংলালের হাতে তুলিয়া দিল। রংলাল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

উচ্ছ্বসিত = উৎফুল্ল।

(2)

যাক, রংলাল টাকাকড়ি সংগ্রহ করিয়া পাঁচুন্দি গ্রামের গোরু-মহিষের হাটে যাইবার সংকল্প করিল। বাছিয়া বাছিয়া মনের মতো দুইটি গোরু সে সংগ্রহ করিবে। হয় দুধের মতো সাদা, নয় দধিমুখো কালো দুইটি।

পাঁচুন্দির হাটে প্রবেশ-মুখেই সে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। হ-হ! এ যে—! ওরে বাস রে—এ যে হাজার হাজার রে বাবা!

হাজার হাজার না হইলেও গোরু-মহিষ দুই মিলিয়া হাজারখানেক আমদানি পাঁচুন্দির হাটে হয়। আর মানুষ তেমনই অনুপাতে জুটিয়াছে। গোরু-মহিষের চীৎকারে, মানুষের কলরবে—সে অদ্ভুত কোলাহল ধ্বনিত হইতেছে। মাথার উপর সূর্য তখন মধ্যাকাশে। যেখানটায় জানোয়ার কেনা-বেচা হইতেছে, সেখানে একফোঁটা ছায়া কোথাও নাই। মানুষের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই, তাহারা অক্লান্তভাবে ঘুরিতেছে। রংলাল সেই ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল।

গোরুগুলি এক জায়গায় গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া আছে, চোখে চকিত দৃষ্টি। পাইকারগুলা চীৎকার করিতেছে ফেরিওয়ালার মতো—এই যায়! এই গেল! বাঘবাচ্চা! আরবী ঘোড়া!

চকিত দৃষ্টি = ভয় পাওয়া নজর।

রংলাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আপনার মনের মতো সামগ্রীর সন্ধান করিতেছিল।

ওদিকটায় গোলমাল উঠিতেছে প্রচণ্ডতর। কান পাতা যায় না। মনে হয়, যেন দাঙ্গা বাধিয়াছে। রংলাল ঐ দিকটার পানেই চলিল। এ দিকটায় মহিষের বাজার। কালো কালো দুর্দান্ত জানোয়ারগুলাকে অবিরাম ছুটাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। পাইকারদের দল চীৎকার করিয়া বড় বড় বাঁশের লাঠি দিয়া অবিশ্রান্ত পিটিতেছে, আর জানোয়ারগুলা ছুটিয়া বেড়াইতেছে জ্ঞানশূন্যের মতো। কতকগুলা একটা পুকুরের জলে পড়িয়া আছে। নেহাৎ কচি বাচ্চা হইতে বুড়া মহিষ পর্যন্ত বিক্রয়ের জন্য আনিয়াছে। কতকগুলার গায়ের চামড়া উঠিয়া গিয়া রাঙা ঘা

অবিশ্রান্ত = অবিরাম, এক নাগাড়ে।

থকথক করিতেছে। আরও একটু দূরে আমগাছ-ঘেরা একটা পুকুরের পাড়েও লোকের ভিড়। রংলাল সেখানে কি আছে দেখিবার জন্য চলিল। একটা পাইকার মহিষ তাড়াইয়া আনিতেছিল, সহসা তাহার আস্ফালিত লাঠিগাছটা হাত হইতে খসিয়া রংলালের কাছেই আসিয়া পড়িল। রংলালের একটু রাগ হইল, সে লাঠিগাছটা তুলিয়া লইল।

পাইকারটার অবসর নাই, সে অত্যন্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়া বলিল, দাও দাও, লাঠিগাছটা দাও হে!

যদি আমার গায়ে লাগত!

তা তুমার লাগত, না হয় টুকচা রক্ত পড়ত, আর কি হত?

রংলাল অবাক হইয়া গেল, রক্ত পড়ত, আর কি হত?

দাও দাও ভাই, দিয়ে দাও। হাত ফসকে হয়ে গেইছে, দাও দাও।

রংলালকে ভালো করিয়া দেখিয়া এবার পাইকারটি বিনয় প্রকাশ করিল।

লাঠিগাছটা দিতে গিয়া রংলাল শিহরিয়া উঠিল, এ কি, লাঠির প্রান্তে যে সূচের অগ্রভাগ বাহির হইয়া রহিয়াছে!

পাইকারটা হাসিয়া বলিল, উ আর দেখে কাজ নাই, দিয়ে দাও ভাই।

রংলাল বেশ করিয়া দেখিল, সূচের অগ্রভাগই বটে—একটা নয়, দুই-তিনটা। হঠাৎ একটা শোনা-কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল—পাইকারেরা লাঠির ডগায় সূচ বসাইয়া রাখে, ঐ সূচের খোঁচা খাইয়াই মহিষগুলা এমন জ্ঞানশূন্যের মতো ছুটিয়া বেড়ায়। উঃ!

সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, পাইকারটা বলিল, কি, কিনবে কি কর্তা? মহিষ কিনবে তো লাও, ভালো মহিষ দিব, সস্তা দিব—অ্যাই—অ্যাই! বলিয়া রংলালকে দেখাইয়াই সে মহিষগুলাকে ছুটাইতে আরম্ভ করিল।

বাপ রে, বাপ রে, বলিহারি বাপ রে আমার!—মধ্যে মধ্যে আবার আদরও সে করিতেছে।

রংলাল আসিয়া উঠিল বাগানে।

শব্দার্থ ও টীকা

থকথক = ঘন তরল।

আস্ফালিত = এখানে উদ্যত।

টুকচা = একটু।

(3)

চারিপাশেই মহিষের মেলা; এগুলি বেশ হৃষ্টপুষ্ট আর অযথা তাড়নার ফলে ছুটিয়াও বেড়াইতেছে না। শান্তভাবে কোনটি বসিয়া, কোনটি দাঁড়াইয়া চোখ বুজিয়া বুজিয়া রোমন্থন করিতেছে।

গোরু এ বাগানে নাই। রংলাল সেখান হইতে ফিরিল, কিন্তু একেবারে বাগানের শেষ প্রান্তে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল—এ কি মহিষ, না হাতি? এত প্রকাণ্ড বিপুলকায় মহিষ রংলাল কখনো দেখে নাই। কয়জন লোকও সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। একজন বলিতেছিল, এ মোষ কে লেবে বাবা?

পাইকারটা বলিল, এক লেবে ভাই রাজায় জমিদারে, আর লেবে যার লক্ষ্মী নাই সেই। ঘুরছি তো পাঁচ-সাত হাট ; দেখি, আবার কোথাও যাব।

অন্য একজন বলিল, এ মোষ গেরস্ততে নিয়ে কি করবে? এর হালের মুঠো ধরবে কে? তার জন্যে এখন লোক খোঁজ।

পাইকার বলিল, আরে ভাই, বুদ্ধিতে মানুষ বাঘ বশ করছে, আর এ তো মোষ। লাঙল বড় করলেই

হৃষ্টপুষ্ট = মোটাসোটা।

তাড়না = আঘাত।

বিপুলকায় = বিশাল আকৃতির।

রোমন্থন = জাবর কাটা, চর্বিত চর্বন।

জানোয়ার জব্দ। এর লাঙল মাটিতে ঢুকবে দেড় হাত।

রংলাল তীক্ষ্ণ প্রশংসমান দৃষ্টিতে মহিষ-জোড়াটার দিকে চাহিয়া ছিল—বলিহারি, বলিহারি! দেহের অনুপাতে পাগুলি খাটো, আবক্ষ পঙ্ক হইতে অন্তত বিশ মণ ওজন তো স্বচ্ছন্দে ঐ খাটো পায়ে খুঁটি দিয়া তুলিয়া লইবে। কি কালো রঙ! নিকষের মতো কালো। শিং দুইটির বাহার সবচেয়ে বেশি, আর দুইটিই কি এক ছাঁচে ঢালিয়া গড়িয়াছে—যেন যমজ শিশু!

কিন্তু দামে কি সে পারিবে? আচ্ছা, দেখাই যাক, হাট ভাঙিয়া শেষ লোকটি পর্যন্ত চলিয়া যাক, তখন দেখা যাইবে, পাইকারটাও তো বলিল, পাঁচ-সাতটা হাটে কেহ খরিদ্দার জুটে নাই। কথা তো শুধু টাকাই নয়, সকলের চেয়ে বড় কথা, ঐ জানোয়ার দুইটির দুইটি বিপুল উদর।

রংলাল ঐ মহিষ দুইটাই কিনিয়া ফেলিল, কিছুতেই সে প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিল না। ঐ টাকাতেই তাহার হইল ; পাইকারটাও কয়েকটা হাট ঘুরিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকগুলি টাকা তাহার এত দিন আবদ্ধ হইয়া আছে, সে যখন দেখিল, সত্যই রংলালের আর সম্বল নাই, তখন এক শত আটানব্বুই টাকাতেই মহিষ দুইটি রংলালকে দিয়া দিল। রংলালের মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কল্পনানেত্রে দেশের লোকের সপ্রশংস বিস্ফারিত দৃষ্টি যেন প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ করিল। কিন্তু যত সে বাড়ির নিকটবর্তী হইল, ততই তাহার উৎসাহ ক্ষীণ হইয়া অবসাদ প্রবল হইয়া উঠিল। লেখাপড়াজানা ছেলেকে তাহার বড় ভয়। তাহার কথাবার্তার জবাব দিতে রংলালকে হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। তা ছাড়া, এত বড় দুইটা জানোয়ারের উদর পূর্ণ করা তো সহজ নয়! এক-একটাতেই দৈনিক এক পণেরও বেশি খড় নস্যের মতো উদরসাৎ করিয়া ফেলিবে।

গিন্নী—যশোদার মা—কি বলিবে? মহিষের নাম শুনিলে জ্বলিয়া যায়। রংলাল মনে মনে চিন্তা করিয়া ক্লান্ত হইয়া অবশেষে এক এক সময় বিদ্রোহ করিয়া উঠে। কেন, কিসের ভয়, কাহাকেই বা ভয়? ঘরই বা কাহার? সম্পত্তির মালিকই বা কে? কাহার কথার অপেক্ষা করে সে? চাষ কেমন হইবে, সে কথা কেহ জানে? রংলালের মনে হইল, মাটির নীচে ঘুমন্ত লক্ষ্মীর যেন ঘুম ভাঙিতেছে—মাটির নীরন্ধ্র আস্তরণ লাঙলের টানে চৌচির করিয়া দিলেই মা ঝাঁপিখানি কাঁখে করিয়া পৃথিবী আলো করিয়া আসন পাতিয়া বসিবেন। এক হাঁটু দলদলে কাদা, কেমন সোঁদা সোঁদা গন্ধ! ধানের চারা তিন দিনে তিন মূর্তি ধরিয়া বাড়িয়া উঠিবে।

কিন্তু এ ভাবটুকুও তাহার স্থায়ী হয় না, সে আবার ছেলে ও স্ত্রীর মুখ মনে করিয়া স্তিমিত হইয়া পড়ে। মনে মনে সে তাহাদের তুষ্টি সাধনের জন্য তোষামোদ-বাক্য রচনা আরম্ভ করিল।

বাড়িতে আসিয়াই সে যশোদাকে হাসিতে হাসিতে বলিল, হাতিই একজোড়া কেনলাম, তোর কথাই থাকল।

যশোদা মনে করিল, বাবা বোধ হয় প্রকাণ্ড উঁচু এক জোড়া বলদ কিনিয়াছে। সে বলিল, বেশি বড় গোরু ভালো নয় বাপু! বেশ শক্ত শক্ত গিঁঠ গিঁঠ গড়ন হবে, উঁচুতেও খুব বড় না হয়—সেই তো ভালো।

একমুখ হাসিয়া রংলাল বলিল, গোরুই কিনি নাই আমি, মোষ কিনলাম।

যশোদা সবিস্ময়ে বলিল, মোষ?

হ্যাঁ।

যশোদার মাও বলিল, মোষ কিনলে তুমি?

হ্যাঁ।

আর এমন ক'রে হেসো না বাপু তুমি, আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। যশোদার মা ঝংকার দিয়া উঠিল।

শব্দার্থ ও টীকা

প্রশংসমান = সপ্রশংস
পঙ্ক = কাদা।
স্বচ্ছন্দে = সাবলীলভাবে।
নিকষ = কালো পাথর।
আবদ্ধ = বন্দি।
বাহার = শোভা।

বিস্ফারিত = প্রসারিত।
নিরীক্ষণ = মনোযোগের সহিত দেখা।
উদর = পেট।
উদরসাৎ = খেয়ে ফেলা।

লক্ষ্মী = সম্পদের দেবী।
নীরন্ধ্র = নিশ্ছিদ্র।
আস্তরণ = ঢাকনা।
ঝাঁপিখানি = ঢাকনা।
সোঁদা সোঁদা = ভিজে ভিজে।

শব্দার্থ ও টীকা

আহা-হা, আগে তাই চোখেই একবার দেখ, দেখেই যা হয় বল! লাও লাও, জলের ঘটি লাও, হলুদ লাও, তেল লাও, সিঁদুর লাও—চল, দুগ্‌গা বলে ঘরে ঢুকাও তো।

(4)

দেখিয়া শুনিয়া যশোদার মুখ আরও ভারী হইয়া উঠিল, সে বলিল, নাও, এইবার চালের খড় ক-গোছাও টেনে নিয়ে দিও শেষে। ও কি সোজা পেট। এক-একটির কুম্ভকর্ণের মতো খোরাক চাই। যুগিও কোথা হতে যোগাবে!

যুগিও = যোগান দিও।

যশোদার মা অবাক হইয়া মহিষ দুইটাকে দেখিতেছিল, হোক ভয়ংকর, তবুও একটা রূপ আছে—যাহার আকর্ষণে মানুষকে চাহিয়া দেখিতে হয়। মহিষ দুইটা ঈষৎ মাথা নামাইয়া তির্যক ভঙ্গীতে সকলকে চাহিয়া দেখিতেছিল। চোখের কালো অংশের নীচে রক্তাভ সাদা ক্ষেত্র খানিকটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে।—ভীষণ রূপের উপযুক্ত দৃষ্টি।

তির্যক = বাঁকা।
রক্তাভ = লালচে।

রংলার বলিল, দাও, পায়ে জল দাও।

বাবা রে। ওদের কাছে আমি যেতে পারব না।

না না না। এস তুমি, কাছে এস, কোন ভয় নাই, চলে এস তুমি। ভারি ঠাণ্ডা!

যশোদার মা অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে আগাইয়া আসে। মহিষ দুইটি ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কিছু বোধ করি বলিতে চাহে। রংলাল বলিল, অ্যাই খবরদার! মা হয় তোদের, ফেন দেবে, ভাত দেবে, ভুষি দেবে—বাড়ির গিন্নী, চিনে রাখ্।

তবুও যশোদার মা সরিয়া আসিয়া বলিল, না বাপু, এই তেল সিঁদুর হলুদ তুমি দিয়ে দাও, ও আমি পারব না। যে কালাপাহাড়ের মতো চেহারা!

রংলাল বলিয়া উঠিল, বেশ বলেছ। একটার নাম থাকুক কালাপাহাড়।—এইটা, এইটাই বেশি মোটা, এইটাই হল কালাপাহাড়। আর এইটার কী নাম হবে বল দেখি?

একটু চিন্তা করিয়াই সে আবার বলিল, আর এইটার নাম কুম্ভকর্ণ—যশোদা বলেছে। বেশ বলেছে।

যশোদার মাও খুশি হইয়া উঠিল, কিন্তু যশোদা খুশি হইল না।

রংলাল বিরক্ত হইয়া বলিল, গোমড়া মুখ আমি দেখতে লারি।—সে গুরুই হোক আর গোঁসাইই হোক।

রংলাল কালাপাহাড়ের পিঠে চড়িয়া কুম্ভকর্ণকে তাড়া দিতে দিতে তাহাদের নদীর ধারে চরাইতে লইয়া যায় সকালেই, ফেরে বেলা তিনটায়। শুধু যে এটা খড় বাঁচাইবার জন্যই সে করে, তাহা নয় ; এটা তাহাকে নেশার মতো পাইয়া বসিয়াছে। বাড়ির সমস্ত লোক ইহার জন্য বিরক্ত, এমন কি যশোদার মা পর্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

রংলাল হাসিয়া বলে, এবার খড় কত টাকার বেচি তা দেখো। খড় বেচেই এবার একখানা গয়না তোমার হবে।

যশোদার মা বলে, গয়নার জন্যে আমার ঘুম হয় না, না তোমাকে দিনরাত আগুনের ছেঁকা দি, বল তো

শব্দার্থ ও টীকা

তুমি?

যশোদা বলে, যাবে কোন্ দিন সাপের কামড়ে কিংবা বাঘের পেটে।

সত্য কথা, নদীর ধারে সাপের উপদ্রব খুব এবং বাঘও মাঝে মাঝে দুই-একটা ছটকাইয়া আসিয়া পড়ে। রংলাল সে সব গ্রাহ্যই করে না, সে নদীর ধারে গিয়া একটা গাছতলায় গামছা বিছাইয়া শুইয়া পড়ে। মহিষ দুইটা ঘাস খাইয়া বেড়ায়। উহারা দূরে গিয়া পড়িলে সে মুখে এক বিচিত্র শব্দ করে, আঁ—আঁ! অবিকল মহিষের ডাক! দূর হইতে সে শব্দ শুনিয়া কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ ঘাস খাওয়া ছাড়িয়া মুখ উঁচু করিয়া শোনে, তারপর উহারাও ঐ আঁ—আঁ শব্দে সাড়া দিতে দিতে দ্রুতবেগে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া আসে ; কখনো কখনো বা ছুটিতে আরম্ভ করে। রংলালের কাছে আসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়ায়, যেন প্রশ্ন করে—ডাকিতেছ কেন?

রংলাল দুইটার গালেই দুই হাতে একটা করিয়া চড় বসাইয়া দিয়া বলে, পেটে তোদের আগুন লাগুক। খেতে খেতে কি বেলাত চলে যাবি নাকি? এই কাছে-পিঠে চরে খা।

আগুন লাগুক = খুব খিদে পাক।
বেলাত = বিলাত (এখানে দূরত্ব বোঝাতে)।

মহিষ দুইটা আর যায় না, তাহারা সেইখানেই শুইয়া পড়িয়া চোখ বুজিয়া রোমন্থন করে। কখনো বা নদীর জলে আকণ্ঠ ডুবিয়া বসিয়া থাকে ; রংলাল ডাকিলে জলসিক্ত গায়ে উঠিয়া আসে।

আকণ্ঠ = গলা পর্যন্ত।

মাঠে যখন সে লাঙল চালায়, তখন প্রকাণ্ড বড় লাঙলখানা সজোরে মাটির বুকে চাপিয়া ধরে, কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ অবলীলাক্রমে টানিয়া চলে, প্রকাণ্ড বড় বড় মাটির চাঁই দুই ধারে উল্টাইয়া পড়ে। এক হাতেরও উপর গভীর তলদেশ উন্মুক্ত হইয়া যায়। প্রকাণ্ড বড় গাড়িটায় একতলা ঘরের সমান উঁচু করিয়া ধানের বোঝা চাপাইয়া দেয়—লোকে সবিস্ময়ে দেখে ; রংলাল হাসে।

অবলীলা-ক্রমে = সাবলীলভাবে।
উন্মুক্ত = খোলা।

মধ্যে মধ্যে কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণকে লইয়া বিষম বিপদ বাধিয়া উঠে। এক-একদিন তাহাদের মধ্যে কি মনান্তর যে ঘটে ;—উহারা দুইটা যুধ্যমান অসুরের মতো সামনাসামনি দাঁড়াইয়া ক্রোধে ফুলিতে থাকে। মাথা নীচু করিয়া আপন আপন শিং উদ্যত করিয়া সম্মুখের দুই পা মাটিতে ঠুকিতে আরম্ভ করে, তারপরই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়। এক রংলাল ছাড়া সে সময় আর কেহ তাহাদের মধ্যে যাইতে সাহস করে না। রংলাল প্রকাণ্ড একগাছা বাঁশের লঠি হাতে নির্ভয়ে উহাদের মধ্যে পড়িয়া দুর্দান্তভাবে দুইটাকেই পিটিতে আরম্ভ করে। প্রহারের ভয়ে দুইটাই সরিয়া দাঁড়ায়। রংলাল সেদিন দুইটাকেই সাজা দেয়, পৃথক গোয়ালে তাহাদের আবদ্ধ করিয়া অনাহারে রাখে, তারপর পৃথক ভাবেই তাহাদের স্নান করাইয়া পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া তবে একসঙ্গে মিলিতে দেয় ; সঙ্গে সঙ্গে অনেক উপদেশও দেয়, ছিঃ, ঝগড়া করতে নাই। একসঙ্গে মিলে মিশে থাকবি—তবে তো!

মনান্তর = মনের অমিল।
যুধ্যমান = লড়াই করছে এমন।
অবলীলাক্রমে = অনায়াসে।

(5)

যাক। বৎসর তিনেক পরে অকস্মাৎ একদিন একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। গ্রীষ্মের সময় রংলাল নদীর ধারে বেশ একটি কুঞ্জবনের মতো গুল্মাচ্ছাদনের মধ্যে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় মগ্ন ছিল। কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ অদূরেই ঘাস খাইতেছে। অকস্মাৎ একটা বিজাতীয় ফ্যাঁসফ্যাঁস শব্দে ঘুম ভাঙিয়া চোখ মেলিয়াই রংলালের রক্ত হিম হইয়া গেল। নিবিড় গুল্মবনটার প্রবেশ-পথের মুখেই একটা চিতাবাঘ হিংস্র দৃষ্টিতে তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। হিংস্র, লোলুপতায় তাহার দাঁতগুলা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, ফ্যাঁসফ্যাঁস শব্দ করিয়া বোধ হয় আক্রমণের সূচনা করিতেছে। রংলাল ভীরু নয়, সে পূর্বে কয়েকবার চিতাবাঘ শিকারে একটা বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। রংলাল বেশ বুঝিতে পারিল—সংকীর্ণ প্রবেশ-পথের জন্যই বাঘটা ভিতরে প্রবেশ করিতে ইতস্তত করিতেছে। নতুবা ঘুমন্ত অবস্থাতেই সে তাহাকে আক্রমণ করিত। সে দ্রুত হামাগুড়ি দিয়া বিপরীত দিকে পিছাইয়া গিয়া কুঞ্জবনটার মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড গাছটাকে আড়াল করিয়া আরম্ভ করিল আঁ—আঁ—আঁ!

গুল্মা-চ্ছাদনের = লতাপাতায় ঢাকা।

লোলুপতায় = লোভে।

সংকীর্ণ = সরু।
ইতস্তত = দ্বিধা।
হামাগুড়ি = হাত ও হাঁটুতে ভর দিয়ে চলা।

মুহূর্তের মধ্যে উত্তর আসিল, আঁ—আঁ—আঁ।

বাঘটা চকিত হইয়া কুঞ্জবনটার মুখ হইতে সরিয়া আসিয়া চারিদিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল—উহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ। সেও দন্ত বিস্তার করিয়া গর্জন করিতে আরম্ভ করিল। রংলাল দেখিল, কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণের সে এক অদ্ভুত মূর্তি! তাহাদের এমন ভীষণ রূপ সে কখনো দেখে নাই। তাহারা ক্রমশঃ পরস্পরের নিকট হইতে সরিয়া বিপরীত দিকে চলিতেছিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দেখা গেল—বাঘটার এক দিকে কালাপাহাড়, অন্য দিকে কুম্ভকর্ণ, মধ্যে বাঘটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সে নিজের বিপদ বুঝিতে পারিয়াছে। বাঘটা ছোট, তবুও সে বাঘ। সে বোধ হয় অসহিষ্ণু হইয়াই অকস্মাৎ একটা লাফ দিয়া কুম্ভকর্ণের উপর পড়িল। পরমুহূর্তেই কালাপাহাড় তাহার উদ্যত শিং লইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। কালাপাহাড়ের শৃঙ্গাঘাতে বাঘটা কুম্ভকর্ণের পিঠ হইতে ছিটকাইয়া দূরে পড়িয়া গেল। আহত কুম্ভকর্ণ উন্মত্তের মতো বাঘটার উপর নতমস্তকে উদ্যত শৃঙ্গ লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। কুম্ভকর্ণের শিং দুইটা ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং অপেক্ষাকৃত সোজা—একটা শিং বাঘটার তলপেটে সোজা ঢুকিয়া গিয়া বাঘটাকে যেন গাঁথিয়া ফেলিল। মরণযন্ত্রণাকাতর বাঘটাও দারুণ আক্রোশে তাহার ঘাড়টা কামড়াইয়া ধরিল। ওদিক হইতে কালাপাহাড়ও আসিয়া বাঘটার উপর শৃঙ্গাঘাত আরম্ভ করিল। রংলালও তখন বাহির হইয়া আসিয়াছে, সেও দারুণ উত্তেজনায় জ্ঞানশূন্যের মতো চালাইতে আরম্ভ করিল তাহার বাঁশের লাঠি। কিছুক্ষণের মধ্যেই যুধ্যমান দুইটা জন্তুই মাটিতে গড়াইয়া পড়িল। বাঘটার প্রাণ তখনও থাকিলেও সে অত্যন্ত ক্ষীণ, শরীরে শুধু দু-একটা অতিক্ষীণ আক্ষেপমাত্র স্পন্দিত হইতেছিল। কুম্ভকর্ণ পড়িয়া শুধু হাঁপাইতেছিল, তাহার দৃষ্টি রংলালের দিকে। চোখ হইতে দরদর ধারে জল গড়াইতেছে।

রংলাল বালকের মতো কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

(6)

বিপদ হইল কালাপাহাড়কে লইয়া। সে অবিরাম আঁ—আঁ করিয়া চীৎকার করে আর কাঁদে।

রংলাল বলিল, জোড় নইলে ও থাকতে পারছে না। জোড় একটা এই হাটেই কিনতে হবে।

পর-হাটেই সে অনেক দেখিয়া শুনিয়া চড়া দামে কালাপাহাড়ের জোড় কিনিয়া ফেলিল। টাকা লাগিল অনেক। একটারই দাম দিতে হইল—দেড় শত টাকা। কিন্তু তবুও কালাপাহাড়ের যোগ্য সাথী হইল না। তবে এটার বয়স এখনও কাঁচা, এখনও বাড়িবে। ভবিষ্যতে দুই-এক বৎসরের মধ্যেই কালাপাহাড়ের সমকক্ষ হইবে বলিয়াই মনে হয়। এই তো সবে চারখানি দাঁত উঠিয়াছে।

কালাপাহাড় কিন্তু তাহাকে দেখিবামাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। সে শিং বাঁকাইয়া পা দিয়া মাটি খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। রংলাল তাড়াতাড়ি কালাপাহাড়কে শিকলে আবদ্ধ করিয়া দূরে বাঁধিয়া বলিল, পছন্দ হচ্ছে না বুঝি ওকে? না, ওসব হবে না। মারলে হাড় ভেঙে দোব তোমার তা হলে, হ্যাঁ।

নূতনটাকেও বাঁধিয়া জাব দিয়া সে বাড়ির ভিতর আসিয়া স্ত্রীকে বলিল, কালাপাহাড় তো ক্ষেপে উঠেছে একে দেখে। সে রাগ কত!

যশোদার মা বলিল, আহা বাপু, কুম্ভকর্ণকে বেচারা ভুলতে লারছে। কত দিনের ভাব! কথাটা বলিয়াই সে স্বামীর দিকে চাহিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

রংলালও হাসিল। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিয়া সে ফিসফিস করিয়া বলিল, যেমন তোমাতে আমাতে!

শব্দার্থ ও টীকা

চকিত = সজাগ।

অসহিষ্ণু = অধীর।

শৃঙ্গাঘাতে = শিং-এর ঘায়ে।

তীক্ষ্ণ = শানিত।

আক্রোশে = ভীষণ রাগে।

জ্ঞানশূন্যের = পাগলের মতো।

স্পন্দিত = ধ্বনিত।

সমকক্ষ = জুড়ি।

ক্রুদ্ধ = রাগান্বিত।

জাব = গোখাদ্যের জন্য, কুচানো খড়, বিচালি ইত্যাদি

মরণ তোমার, কথার ছিরি দেখ কেনে? ওরা হল বন্ধু।

তা বটে! রংলাল পরাজয় মানিয়াও পুলকিত না হইয়া পারিল না। তারপর বলিল, ওঠ ওঠ, চল, জল তেল সিঁদুর হলুদ নিয়ে চল।

ঠিক এই সময়েই বাড়ির রাখালটা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ওগো মোড়ল মশায়, শিগগির এস গো! কালাপাহাড় নতুনটাকে মেরে ফেলালে!

সে কি রে? শেকল দিয়ে বেঁধে এলাম যে!

রংলাল ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। রাখালটাও পিছনে পিছনে আসিতে আসিতে বলিল, গোঁজ উপুড়ে ফেলালছে মাশায়! আর যে গাঙারছে! এতক্ষণ হয়তো মেরেই ফেলালে!

রংলাল আসিয়া দেখিল, রাখালটার কথা একবিন্দুও অতিরঞ্জিত নয়। শিকল সমেত খুঁটিটাকে উপড়াইয়া সে আবদ্ধ নূতন মহিষটাকে দুর্দান্ত ক্রোধে আক্রমণ করিয়া প্রহার করিতেছে। নূতনটা একে কালাপাহাড় অপেক্ষা দুর্বল এবং এখনও তাহার বাল্যবয়স উত্তীর্ণ হয় নাই, তাহার উপর আবদ্ধ অবস্থায় একান্ত অসহায়ের মতো পড়িয়া গিয়া সে শুধু কাতর আর্তনাদ করিতেছে। রংলাল লাঠি মারিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তবু কালাপাহাড়ের গ্রাহ্য নাই ; সে নির্মমভাবে নবাগতকে আঘাত করিতেছিল। বহু কষ্টে যখন কালাপাহাড়কে কোনরূপে আয়ত্তাধীন করা গেল, তখন নূতন মহিষটার শেষ অবস্থা। রংলাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

যশোদা বলিল, ওকে আর ঘরে রাখা হবে না। বেচে দাও ওকে। আবার ওর জোট আনলে ও আবার মারামারি করবে। ও মোষ গরম হয়ে গিয়েছে।

রংলাল কথার উত্তর দিতে পারিল না ; সে নীরবে ভাবিতেছিল, যশোদার কথার জবাব নাই। সে সত্যই বলিয়াছে, কালাপাহাড়ের মেজাজ খারাপ হইয়া গিয়াছে। মহিষের মেজাজ একবার খারাপ হইলে আর সে শান্ত হয় না, বরং উত্তরোত্তর সে অশান্তই হইয়া উঠে। কিন্তু তবু চোখ দিয়া তাহার জল আসে। দিন কয়েক পর রাখালটা আসিয়া বলিল, আমি কাজ করতে লারব মাশায়। কালাপাহাড় যে রকম ফোঁসাইছে, কোন্ দিন হয়তো মেরেই ফেলাবে আমাকে।

রংলাল বলিল, যাঃ, ফোঁসফোঁস করা মোষের স্বভাব। কই, চল্ দেখি—দেখি!

রংলাল কালাপাহাড়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। রক্তচক্ষু লইয়া রংলালের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কালাপাহাড় তাহার মুখটা রংলালের কোলে তুলিয়া দিল। রংলাল পরম স্নেহে তাহার মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু রংলাল তো অহরহ কালাপাহাড়ের কাছে থাকিতে পারে না যে, তাহাকে শান্ত করিয়া রাখিবে। অন্য কেহ গেলেই কালাপাহাড় অশান্ত স্বভাবের পরিচয় দেয়। মধ্যে মধ্যে মুখ তুলিয়া চীৎকার আরম্ভ করে,—আঁ—আঁ—আঁ!

সে ঊর্ধ্বমুখ হইয়া কুম্ভকর্ণকে খোঁজে। দড়ি ছিঁড়িয়া সে ডাকিতে ডাকিতে ঐ নদীর ধারের দিকে চলিয়া যায়। রংলাল ভিন্ন অন্য কেহ তাহাকে ফিরাইতে গেলেই সে রুখিয়া দাঁড়ায়।

সেদিন আবার একটা গোরুর বাছুরকে সে মারিয়া ফেলিল। এই বাছুরটির সহিত উহাদের বেশ একটি মিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। কুম্ভকর্ণ ও কালাপাহাড় যখন পূর্ণ উদরে রোমন্থন করিত, তখন সে আসিয়া তাহাদের ডাবা হইতে জাব খাইয়া যাইত। নিতান্ত অল্প বয়সে বহু দিন অবুঝের মতো সে তাহাদের পেটতলায় মাতৃস্তন্যের সন্ধান করিত। কিন্তু সেদিন কালাপাহাড়ের মেজাজ ভালো ছিল না, বাছুরটা ডাবায় জাব খাইবার জন্য আসিয়া তাহার

শব্দার্থ ও টীকা

পুলকিত = আনন্দিত।

ফেলালছে = ফেলেছে।

অতিরঞ্জিত = বাড়িয়ে বলা।

নির্মমভাবে = নিষ্ঠুরভাবে।
নবাগত = নতুন এসেছে যে।
আয়ত্তাধীন = নিয়ন্ত্রণে।

উত্তরোত্তর = ক্রমশ।
লারব = পারব না।

অহরহ = দিনরাত।

ডাবা = মাটির গামলা।

শব্দার্থ ও টীকা

মুখের সম্মুখ দিয়াই মুখ বাড়াইল। কালাপাহাড় প্রচণ্ড ক্রোধে শিং দিয়া আঘাত করিয়া তাহাকে সরাইয়া দিল।

যশোদা আর রংলালের অপেক্ষা করিল না। সে পাইকার ডাকিয়া কালাপাহাড়কে বিক্রয় করিয়া দিল। নিতান্ত অল্প দামেই বেচিতে হইল।

পাইকারটা বলিল, যাট টাকাই হয়তো আমার লোকসান হবে। এ গরম মোষ কি কেউ নেবে মশায়?

যশোদা অনেক কথা-কাটাকাটি করিয়া আর পাঁচটি টাকা মাত্র বাড়াইতে সক্ষম হইল। পাইকারটা কালাপাহাড়কে লইয়া চলিয়া গেল।

রংলাল নীরবে মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

(7)

আঁ—আঁ—আঁ!

রংলাল তখনও চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। আঁ—আঁ শব্দ শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। সত্যই তো কালাপাহাড়। কালাপাহাড় ফিরিয়া আসিয়াছে। রংলাল ছুটিয়া গিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল। কালাপাহাড় তাহার কোলে মাথাটা তুলিয়া দিল।

পাইকারটা আসিয়া বলিল, আমার টাকা ফিরে দেন মশায়। এ মোষ আমি নেব না। বাপ রে, বাপ রে! আমার জান মেরে ফেলাত মশায়!

খুঁট = ক্ষুর মাটিতে গেঁথে শক্ত হয়ে থাকা।

জানা গেল, খানিকটা পথ কালাপাহাড় বেশ গিয়াছিল, কিন্তু তাহার পরই সে এমন খুঁট লইয়া দাঁড়াইল যে, কার সাধ্য উহাকে এক পা নড়ায়!

পাইকারটা বলিল, লাঠি যদি তুললাম মশায়—ওরে বাপ রে, সে ওর চাউনি কি! তারপর এমন তাড়া আমাকে দিলেক, আমি আধ কোশ ছুটে পালাই, তবে রক্ষে। তখন উ আপনার ফিরল, একেবারে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে এল। আমার টাকা কটা ফিরে দেন মশায়।

সে আপনার টাকা ফিরাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। যশোদা বলিল, এক কাজ কর তবে, হাটে যাও বরং।

রংলাল বলিল, আমি পারব না।

আর কে নিয়ে যেতে পারবে, তুমি না গেলে?

অগত্যা রংলালই লইয়া গেল। পথে সে অনেক কাঁদিল। এই হাট হইতেই কালাপাহাড়কে সে কিনিয়াছিল।

রটাইয়াছে = প্রচারিত হয়েছে।

কিন্তু ফিরিল সে হাসিতে হাসিতে। কালাপাহাড়কে কেহ কেনে নাই। ঐ পাইকারটা সেখানে এমন দুর্নাম রটাইয়াছে যে, কেহ তাহার কাছ দিয়াও আসে নাই।

যশোদা বলিল, তবে শহরের হাটে যাও। এদিককার পাইকার ও-হাটে বড় যায় না।

প্রায়শ্চিত্ত = পাপ খণ্ডন, কুকাজের অপরাধ থেকে মুক্তি।

রংলালকে যাইতে হয়। যশোদা লেখাপড়াজানা রোজগেরে ছেলে, সে এখন বড় হইয়াছে, তাহাকে লঙ্ঘন রংলাল করিতে পারে না। আর কালাপাহাড়কে রাখিবার কথা যে সে জোর করিয়া বলিতেও পারে না। অনেক ক্ষতিই যে হইয়া গেল! মহিষটার দাম দেড় শত টাকা, তারপর গোহত্যার জন্য প্রায়শ্চিত্তের খরচ সাত-আট টাকা! এই এক মাস চাষ বন্ধ হইয়া আছে, সে ক্ষতির মূল্য হিসাব-নিকাশের বাহিরে। হাটে একজন পাইকার

শব্দার্থ ও টীকা

কালাপাহাড়কে দেখিয়া অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া কিনিল, এক বড় জমিদারের এমনই একটি মহিষের বরাত আছে। দামও সে ভালোই দিল—একশো পাঁচ টাকা।

রংলাল বলিল, এই দেখ ভাই, মোষটা আমার ভারি গা-ঘেঁষা। এখন এইখানে যেমন বাঁধা আছে থাক, আমি চলে যাই, তারপর তোমরা নিয়ে যেও। নইলে হয়তো চেঁচাবে, দুষ্টুমি করবে।

তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। পাইকারটা হাসিয়া বলিল, তা বেশ, থাকুক এইখানেই। তুমি যাও।

রংলাল তাড়াতাড়ি পা চালাইয়া একেবারে শহরের স্টেশনে ট্রেনে চাপিয়া বসিল। হাঁটিয়া ফিরিবার মতো শক্তি তাহার ছিল না।

কিছুক্ষণ পরই পাইকার কালাপাহাড়ের দড়ি ধরিয়া টান দিল। কালাপাহাড় তাহার দিকে চাহিয়া চকিত হইয়া চারিদিকে চাহিতে চাহিতে ডাকিল, আঁ—আঁ—আঁ!

সে রংলালকে খুঁজিতেছিল। কিন্তু কই—সে কই? পাইকারটা লাঠি দিয়া মৃদু আঘাত করিয়া তাড়া দিল, চল্ চল্।

কালাপাহাড় আবার ডাকিল, আঁ—আঁ—আঁ!

সে খুঁট পাতিয়া দাঁড়াইল, যাইবে না।

পাইকারটা আবার তাহাকে আঘাত করিল। কালাপাহাড় পাগলের মতো চারিদিকে রংলালকে খুঁজিতেছিল।

কই, সে কই? নাই, সে তো নাই।

কালাপাহাড় দুর্দান্ত টানে পাইকারের হাত হইতে আপন গলার দড়ি ছিনাইয়া লইয়া ছুটিল।

এই পথ—এই পথ দিয়া তাহারা আসিয়াছে। ঊর্ধ্বমুখে সে ছুটিতেছিল, আর প্রাণপণে ডাকিতেছিল, আঁ—আঁ—আঁ!

ছিনাইয়া = ছিঁড়ে ফেলে।

পাইকারটা কয়েকজনকে জুটাইয়া লইয়া কালাপাহাড়ের পথরোধ করিল, কিন্তু দুর্দান্ত কালাপাহাড় পিঠের উপর লাঠিবর্ষণ অগ্রাহ্য করিয়া সম্মুখের লোকটাকেই শিং দিয়া শূন্যে নিক্ষেপ করিয়া আপন পথ মুক্ত করিয়া উন্মত্তের মতো ছুটিল।

লাঠিবর্ষণ = লাঠির ঘা।
অগ্রাহ্য = অস্বীকার।

কিন্তু এ কি! এসব যে তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত!

শহরের রাস্তার দুই পাশে সারি সারি দোকান, এত জনতা! ওটা কি?

একখানা ঘোড়ার গাড়ি আসিতেছিল। কালাপাহাড় ভয়ে একটা পাশের রাস্তা দিয়া ছুটিল।

রাস্তার লোকজন হৈ-হৈ করিতেছিল, কার মোষ? কার মোষ?

ও কি অদ্ভুত আকার—বিকট শব্দ!

একখানা মোটরকার আসিতেছে। কালাপাহাড়ের জ্ঞান লোপ পাইয়া গেল, তাহার মনশ্চক্ষে আপনার বাড়িখানি দেখিতেছিল, আর রংলালকে তারস্বরে ডাকিতেছিল। সে একেবারে একখানা পানের দোকান চুরমার করিয়া দিয়া আবার বিপরীত দিকে ফিরিল।

মনশ্চক্ষে = অন্ত:র্দৃষ্টিতে, কল্পনায়।
তারস্বরে = চেঁচিয়ে।

লোকজন প্রাণভয়ে ছুটিয়া পলাইতেছিল। কালাপাহাড়ও প্রাণভয়েই ছুটিতেছিল। দেখিতে দেখিতে দুইটা লোক জখম হইয়া গেল। কালাপাহাড় ছুটিতেছে, আর রংলালকে ডাকিতেছে, আঁ—আঁ—আঁ! কিন্তু এ কি! ঘুরিয়া ফিরিয়া সে কোথায় যাইতেছে? কোথায়, কত দূরে তাহার বাড়ি?

আবার সেই বিকট শব্দ ! সেই অপরিচিত জানোয়ার ! এবার সে ক্রুদ্ধ বিক্রমে তাহার সহিত লড়িবার জন্য দাঁড়াইল।

মোটরখানাও তাহারই সন্ধানে আসিয়াছে—পুলিস সাহেবের মোটর। পাগলা মহিষের সংবাদ পৌঁছিয়া গিয়াছে।

মোটরখানাও দাঁড়াইল। কালাপাহাড় প্রচণ্ড বিক্রমে অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহার পূর্বেই ধ্বনিত হইল একটা কঠিন উচ্চ শব্দ। কালাপাহাড় কিছু বুঝিল না, কিন্তু অত্যন্ত কঠিন নিদারুণ যন্ত্রণা—মুহূর্তের জন্য। তারপর সে টলিতে টলিতে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

সাহেব রিভল্‌বারটা খাপে পুরিয়া সঙ্গের কন্‌স্টেব্‌লকে নামাইয়া দিলেন, বলিলেন, ডোমলোগকো বোলাও।

শব্দার্থ ও টীকা

বিক্রমে = বীরত্বে।
নিদারুণ = খুব।

ডোমলোগকো = জীবিকার জন্য যারা মৃতের সৎকার করে তাদের।
বোলাও = ডাকো।

20.4 বিষয়ের রূপরেখা

20.4.1 সংসারে অবুঝকে ..... রংলাল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

বক্তব্যসার:

রংলাল বেশ বড়ো চাষি। তার জমিও অনেক আর জমিগুলিও খুব ভালো, একেবারে প্রথম শ্রেণির। তার গোরু কেনার প্রয়োজন। গোরু যে তার নেই তা নয়, তবে আরও ভালো গোরু তার দরকার। সে গোরুর বয়স হবে কাঁচা, শিং দুটো সুগঠিত, সাপের মতো লেজ আর থাকবে বাহারে রং। শুধু কী তাই ! এরকম আরও অনেক গুণ থাকা চাই। যাতে ওই এলাকায় অন্য কোনও চাষির সে রকম গোরু না থাকে—এটাই হল রংলালের ইচ্ছে।

রংলালের এই ইচ্ছে নিয়েই ছেলে যশোদানন্দনের সঙ্গে তার বিরোধ। কদিন ধরেই বাপ-ব্যাটায় চলছিল কথা কাটাকাটি। গত কয়েক বছর অজন্মা ছিল তার ওপর ছিল ছেলে যশোদার লেখাপড়ার খরচ। তাই রংলাল নতুন করে গোরু কেনার কথা ভাবতে পারেনি। কিন্তু ছেলেতো এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাস করেছে, তাছাড়া গত বছর ফসল হয়েছে ভালো। তাই রংলাল চায় এখনই গোরু কিনতে।

ছেলের সঙ্গে বাপের কথা কাটাকাটি গোরু কেনার সময়টা নিয়েই। ছেলে চায় সে চাকরি- বাকরি একটা পেলে সংসারে কিছু পয়সা আসবে তার ওপর আগামী বছর যদি ফসল ভালো হয় গোরু কেনার খরচটা এসে যাবে। কিনতে গেলে দুশো টাকার কমতো হবেই না, ওই টাকাটা এখন তার বাবা কোথায় পাবে।

যশোদা যে-যুক্তিই দেখাক, রংলাল সে সবে একেবারেই গুরুত্ব দিচ্ছে না। তার নতুন গোরু কিনতেই হবে—যে করেই হোক। বাবার জেদের কাছে শেষ পর্যন্ত ছেলেকে মাথা নোয়াতেই হল।

রংলালের স্ত্রী শেষ পর্যন্ত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় গোরু কেনার একটা ব্যবস্থা হল। পুরোনো গোরু দুটো বেচে দেবার কথা বলে সে ; শুধু তাই নয়, নিজের গহনা কখনও বন্ধক দিতে রংলালের হাতে তুলে দিয়ে বলে, ভালো গোরু নইলে গোয়াল মানায় ? স্বাভাবিক কারণেই রংলাল খুশি হয়ে ওঠে।

মন্তব্য:

রংলালের জমি-অন্ত প্রাণ। চাষের ওপর তার যত্ন। ভালো ফসল ফলাবার জন্য তার পরিশ্রম আর চিন্তাভাবনার শেষ নেই। এ জন্যই তার নতুন গোরু কেনা জরুরি।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন 20.1

1. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

(ক) দুটো হাতি কিনে আন গে—কথাটি কে বলেছে?

অ. রংলাল আ. রংলালের স্ত্রী ই. রংলালের ছেলে

2. শূন্যস্থান পূরণ করুন:

তাহার গোরু চাই সর্বাঙ্গসুন্দর, কাঁচা _____, বাহারে _____, সুগঠিত _____, সাপের মতো _____।

3. দুটি শব্দে উত্তর দিন:

সে আপনার গহনা কয়েকখানি রংলালের হাতে তুলিয়া দিল। সে কে?

4. উত্তর দিন:

(ক) চাষার ছেলে নেকাপড়া শিখলে এমনি মুখ্যুই হয় কিনা ঃ—এই কথাটি রংলাল তার ছেলেকে কেন বলেছিল?

(খ) রংলাল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—রংলাল আনন্দে কেন উচ্ছ্বসিত হল?

20.4.2 যাক্ রংলাল টাকাকড়ি সংগ্রহ করিয়া ..... আসিয়া উঠিল বাগানে।

বক্তব্যসার:

রংলাল খুশি, গোরু কেনার প্রয়োজনীয় টাকা তার যোগাড় হয়ে গেছে। তাই এবার সে হাটে চলল—পাঁচুন্দির হাটে। ওই হাট থেকেই সে কিনবে মনের মতো দুটো গোরু। পাঁচুন্দির হাটের ওই বিশাল প্রান্তরে পশু ও মানুষের যেন মেলা বসে গেছে। খোলা আকাশ, মাথার ওপর সূর্য—একফোঁটা ছায়া কোথাও নেই। পশুর ডাকে আর মানুষের চেঁচামেচিতে সেকি অদ্ভুত কোলাহল চারদিকে। গোরুগুলি ভয় পাওয়া চোখে গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর পাইকাররা খদ্দের ধরার জন্য ফেরিওয়ালার মতো চেঁচাচ্ছে। পশুদের দিকে তাকিয়ে কোনওটাকে 'বাঘের বাচ্চা' আবার কোনওটাকে 'আরবী ঘোড়া' বলে চীৎকার করছে।

অন্যদিকটায় গোলমাল আরও বেশি। রংলাল সে দিকটাতেই চলল—সেদিকে ছিল মোষের বাজার। কচি বাচ্চা থেকে বুড়ো মোষ—সবই এসেছে বিক্রির জন্য। পাইকাররা অমানবিক আচরণ করছে তাদের সঙ্গে। বড়ো বড়ো বাঁশের লাঠি দিয়ে পশুগুলিকে পেটাচ্ছে—আর তারা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ছুটছে এদিক ওদিক। ছুটতে ছুটতে কেউবা পড়েছে পুকুরের জলে। এবার রংলাল দেখল পাইকারদের পাশবিক নিষ্ঠুরতা। তাদের লাঠির মাথায় দু-তিনটি করে সূচ ফোটানো। ওই সূচের খোঁচা খেয়েই মহিষগুলো দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে বেড়ায়। কারও গায়ের চামড়া উঠে গেছে, শরীরে দেখা যাচ্ছে লাল দগদগে ঘা। পাইকারদের ওই বীভৎস নিষ্ঠুরতা দেখে রংলালের গোটা শরীরটা শিউরে ওঠে।

মন্তব্য:

শব্দার্থ ও টীকা

জানোয়ারদের প্রতি পাইকারদের কোনও মমতা নেই, নেই কোনো ভালোবাসা। খদ্দের টানার জন্য তাদের ওপর জঘন্য অত্যাচার করে দৌড় করায়। অন্যদিকে রংলাল প্রকৃত চাষি, পশুদের প্রতি তার যথেষ্ট স্নেহ ভালোবাসা আছে। তাই ওদের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচারে তার প্রাণ কাঁদে। ব্যথায় তার বুক টনটন করে। লেখক খুব স্বল্প পরিসরে রংলালের চরিত্রকে যথার্থ মানবিক করে তুলেছেন।

পাঠগত প্রশ্ন 20.2

1. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) রংলাল গোরু কিনতে কোন্ হাটে গিয়েছিল?
(অ) পাঁচুন্দির হাটে (আ) রথতলার হাটে (ই) চড়কতলার হাটে।

(খ) রংলাল যখন হাটে গেল সূর্য তখন—
(অ) মেঘে ঢাকা (আ). মধ্যাকাশে (ই) অস্ত গেছে।

(গ) হাটের ভেতর পুকুরটা ছিল—
(অ) নারকেল গাছ-ঘেরা (আ) তালগাছ-ঘেরা (ই) আমগাছ-ঘেরা।

2. 'উ আর দেখে কাজ নাই'—কে বলেছে?
(অ) রংলালের ছেলে যশোদানন্দন
(আ) পাঁচুন্দির হাটের এক পাইকার
(ই) পাঁচুন্দির হাটের এক ক্রেতা।

3. পাঠ্যাংশ থেকে শব্দ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ
(ক) হয় দুধের মতো _____ নয় দধিমুখো _____।
(খ) মনে হয়, যেন _____ বাধিয়াছে।
(গ) রংলাল সেই ভিড়ের মধ্যে _____ গেল।

4. একটি বাক্যে উত্তর করুন ঃ

(ক) 'সে অদ্ভুত কোলাহল ধ্বনিত হইতেছে'—কোলাহলটা অদ্ভুত কেন?

(খ) 'একটা শোনা কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল'—কথাটি মনে পড়ায় রংলাল দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল কেন তা অনধিক তিনটি বাক্যে লিখুন।

(গ) 'রংলাল অবাক হইয়া গেল'—রংলাল অবাক হল কেন?

20.4.3 চারিপাশেই মহিষের মেলা ..... চল, দুগ্‌গা বলে ঘরে ঢুকাও।

বক্তব্যসার:

বাগানের শেষ দিকে এসে রংলাল একেবারে থমকে গেল। এত প্রকাণ্ড চেহারার মোষ সে দেখেনি কখনো। এতো বড়ো চেহারার মোষ কেনবার লোক কোথায়। পাইকারটি উত্তরে জানায়—রাজা এবং জমিদাররাই এ মোষ কিনবে আর কিনবে লক্ষ্মীর সন্ধানে আছে যারা অর্থাৎ লক্ষ্মী নেই যাদের ঘরে তারাই কিনবে এদের।

শব্দার্থ ও টীকা

কোনো গেরস্তের পক্ষে এ মোষ কেনা অসম্ভব কারণ এর হালের মুঠো ধরবার লোক পাওয়া যাবে না।

রংলাল এবার ভাবতে শুরু করে। মোষের দিকে প্রশংসার দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে। কী নিকষ কালো রং মোষ দুটোর। শিং দুটোর কী বাহার। দুটো মোষই যেন এক ছাঁচে ঢালা—যেন যমজ শিশু।

একশ আটানব্বই টাকা দিয়ে মোষ দুটো কিনে নিল। মনটা এখন খুশিতে ভরা। কল্পনায় দেখছে—এবার দেশবাসী বিস্ময়ের সঙ্গে তার মোষ দুটোকে দেখবে আর প্রশংসা করবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার স্ত্রী আর ছেলের কথা মনে পড়ল। বিশেষ করে তার লেখাপড়া জানা ছেলে যশোদাকেই তার ভয় বেশি।

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই রংলাল বাড়ির পথে এগিয়ে যায়। আবার অন্যকথাও জাগে তার মনে। তার বাড়ি, তার জমি, চাষ করতে হয় তাকে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাকেই ফসল ফলাতে হয়—সুতরাং সে কেন ভাববে এত কথা। কাকে সে ভয় পাবে—মনটা তখন যেন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

বাড়িতে এসে সে স্ত্রী ও ছেলেকে মোষ কেনার কথা জানায়। মোষ দেখে ওরা অবাক! মোষ দুটিকে জল, তেল, সিঁদুর, হলুদ দিয়ে দুগ্‌গা দুগ্‌গা বলে ঘরে ঢোকাবার কথা স্ত্রীকে জানায় রংলাল। আগামী মরশুমে ভাল ফসল পাবার আশায় নতুন বলদ বা মোষকে চাষি পরিবারে এই ভাবে বরণ করে নেয় বাড়ির গিন্নী।

মন্তব্য:

রংলাল চরিত্রটি যথার্থ বাস্তব। চরিত্রে দ্বন্দ্ব আছে কিন্তু দৃঢ়চেতা সে। মোষ দুটোর বাহারে চেহারা দেখে অনেকে বিস্মিত হবে—এ কথা ভেবে সে যেমন পুলকিত—তেমনি বউ ছেলের মনোভাব অনুমান করেও সে ভীত। আবার চাষের কথা ভেবে সেই মুহূর্তেই সে কঠিন বাস্তবের সামনে দাঁড়াতে দ্বিধা করে না। লেখক রংলাল চরিত্রটি খুবই জীবন্ত করে তুলেছেন।

পাঠগত প্রশ্ন 20.3

1. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) রংলাল মোষ দুটি কিনল—

(অ) একশ টাকায় (আ) একশ আটানব্বুই টাকায় (ই) একশ আশি টাকায়

(খ) সবচেয়ে বাহার বেশি—কীসের?

(অ) শিং দুটির (আ) চোখ দুটির (ই) কান দুটির

2. পাঠ্যাংশ থেকে শব্দ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) এ মোষ কে _____ বাবা?

(খ) লেখাপড়া জানা _____ তাহার বড়ো ভয়।

(গ) এত প্রকাণ্ড _____ মহিষ রংলাল কখনও দেখে নাই।

3. মোষ দুটো কিনে বাড়ির কাছাকাছি এসে রংলালের মনের অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছিল কেন?

4. রংলাল স্ত্রীকে জল, তেল, সিঁদুর, হলুদ নিদয়ে দুগ্‌গা দুগ্‌গা বলে ঘরে ঢোকাতে বলল কেন?

শব্দার্থ ও টীকা

20.4.4 দেখিয়া শুনিয়া যশোদার ..... সে গরুই হোক আর গোঁসাইই হোক।

বক্তব্যসার:

যশোদা কিন্তু বাবাকে কথা না শুনিয়ে ছাড়ে না। মোষ দুটোর যেরকম চেহারা তাতে ওদের জন্য খাবার জোটাতে হিমশিম খেতে হবে তার বাবাকে।

আর তার মা অবাক হয়ে দেখছিল মোষ দুটো। ওরা ভয়ংকর হলেও সুন্দর একটা রূপ আছে। কালো চোখের নীচে রয়েছে লালচে সাদা অংশ—কী সুন্দর দৃষ্টি।

মোষ দুটো তখন ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছে। কিছু কী বলতে চাইছে? রংলাল তখন স্নেহের সুরে মোষ দুটোকে শাসন করে। ওদের কাছে স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে রংলাল সাবধান করে তাদের—'খবরদার! মা হয় তোদের, ফেন দেবে, ভাত দেবে, ভুষি দেবে—বাড়ির গিন্নী চিনে রাখ।'—বোবা পশুর প্রতি রংলালের অকৃত্রিম স্নেহ ভালোবাসার পরিচয়, তাদের একান্ত আপনজন বলে গ্রহণ করার এ দৃষ্টান্ত রংলালের চরিত্রকেই যথার্থ মানবিক করে তুলেছে।

যশোদার মার কিন্তু সংশয় গেল না—অত বড়ো চেহারার পশু দুটোকে দেখে কাছে এসে তাদের তেল সিঁদুর দিয়ে বরণ করে নিতে সংকোচ প্রকাশ করছে। কিন্তু চেহারা দুটোর তারিফ করতে সে দ্বিধা করেনি। বেশি মোটা জানোয়ারটির নাম রেখেছে সে কালাপাহাড় আর অন্যটির নামকরণ করল কুম্ভকর্ণ বলে।

রংলাল বুঝেছে সাময়িক ভীতি থাকলেও মোষ দুটো দেখে যশোদার মা খুশি হয়েছে কিন্তু যশোদার মুখের গোমড়াভাব যায়নি এখনও।

মন্তব্য:

অপরের মন জয় করতে পারা মানুষের চরিত্রের অন্যতম গুণ। রংলাল চরিত্রে এ গুণের সমাবেশ দেখা যায়। মোষ কেনায় যশোদার মার ছিল প্রবল আপত্তি—কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই মোষ দুটোকে দেখে সে কেবল খুশিই হয়নি, তাদের যথার্থ নামকরণও করেছে। পশু দুটোর উদ্দেশ্যে রংলালের উক্তিতেও লেখক যথার্থই রংলালকে একজন দরদি পশুপ্রেমী হিসাবে চিত্রিত করতে চাইছেন। কৃষক রমণী যশোদার মার সঙ্গে কৃষির সম্পর্ক নিবিড়। দুটো তাগড়া মোষ দেখে সে খুব খুশি হয়ে একজনের নাম কালাপাহাড় আর অন্যটিকে কুম্ভকর্ণ বলে চিহ্নিত করে। গল্পটি কালাপাহাড়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। হালের মোষই গাঁয়ের কৃষকদের জীবন জীবিকার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। এই লেখক এ গল্পের নাম কালাপাহাড় দিয়েছেন।

পাঠগত প্রশ্ন 20.4

1. পাঠ্যাংশ থেকে শব্দ গ্রহণ করে শূন্যস্থান পূর্ণ করুন ঃ

হোক _____, তবুও একটা রূপ আছে যাহার _____ মানুষকে চাহিয়া _____ হয়। মহিষ দুইটা ঈষৎ মাথা নামাইয়া _____ ভঙ্গীতে সকলকে _____ দেখিতেছিল।

শব্দার্থ ও টীকা

2. প্রতিটি বাক্যে একটি ভুল শব্দ আছে, ঠিক শব্দটি লিখুন ঃ

(ক) এক একটির কালাপাহাড়ের মতো খোরাক চাই।

(খ) রংলাল বলিল, দাও গায়ে জল দাও।

(গ) ভীষণ রূপের যথাযথ দৃষ্টি।

3. একটি বাক্যে উত্তর দিন ঃ

(ক) যুগিও কোথা হতে যোগাবে—এখানে এমন আশঙ্কা প্রকাশ কেন করা হয়েছে?

(খ) অ্যাই খবরদার!—মা হয় তোদের.....কেন এমনভাবে পরিচয় করালেন?

(গ) ও আমি পারব না—বক্তা কেন পারবেন না?

20.4.5 রংলাল কালাপাহাড়ের পিঠে ..... মিলে মিশে থাকবি—তবে তো!

বক্তব্যসার:

রংলাল কালাপাহাড়ের পিঠে চড়ে কুম্ভকর্ণকে তাড়িয়ে নিয়ে নদীর ধারে যায়। এটাই তার রোজকার কাজ। নদীর ধারে সে একটা গাছতলায় গামছা বিছিয়ে শুয়ে পড়ে আর মোষ দুটো ঘাস খেয়ে বেড়ায়। এরফলে রংলালের খড় বেঁচে যায় অনেক। বেশি দূরে খাবার জন্য রংলাল স্নেহের সুরে ওদের মৃদু বকুনি দেয়। ওরাও সে কথা বুঝতে পেরে রংলালের কাছেই শুয়ে পড়ে চোখ বুজে রোমন্থন করতে থাকে।

ওদের নিয়ে রংলাল লাঙল চালায় মাঠে। বড়ো বড়ো মাটির চাঁই কালাপাহাড় আর কুম্ভকর্ণ সহজেই তুলে ফেলে। আর রংলাল যখন ধানের বোঝা চাপিয়ে দেয় তার গাড়িতে একতলা ঘরের সমান উঁচু ধান দেখে লোকে বিস্মিত হয়, রংলালও তখন খুশি হয়ে ওঠে।

কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ ওদের দুজনের মধ্যে লড়াই বেধে যায়। সামনাসামনি দাঁড়িয়ে রাগে ফুলতে থাকে তারা। কী ভয়ানক চেহারা হয় তখন ওদের। রংলালকে তখন বাঁশ দিয়ে তাদের প্রচণ্ড পেটাতে হয়। মার খেয়ে তারা খানিক শান্ত হয়। রংলাল কিন্তু আরও শাস্তি দেয় তাদের। দুজনকেই দুটো আলাদা গোয়ালে আটকে রাখে—সে সময় তাদের খাওয়াও জুটবে না।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ পরে তাদের আলাদাভাবে স্নান করায়—খেতে দেয় পেট ভরে। খাওয়া হলেই তাদের একসঙ্গে মিলতে দেয়। আর তখনই শুরু হয় ওদের প্রতি রংলালের সস্নেহ উপদেশ। বাবা যেমন ছেলেমেয়েদের শাসন করেন, ভালোবাসেন—রংলালও তেমনি—ঝগড়া- ঝাটি না করে একসঙ্গে মিলেমিশে থাকার কথা বলে ওদের।

মন্তব্য:

মানুষ আর জানোয়ারে কত পার্থক্য। কিন্তু রংলালের জানোয়ারের প্রতি সন্তানের মতন আচরণ যেমন আমাদের অবাক করে তেমনি আমরা অবাক হই পশু দুটোও কী অদ্ভুত আচরণ করে রংলালের সঙ্গে। রংলালের গলা শুনলেই অনেক দূরে থাকলেও তাড়াতাড়ি তারা চলে আসে, দূরে যেতে না বললে কাছে শুয়ে থাকে। পরস্পর মারামারি করলে—রংলালের উপদেশ ওরা কান খাড়া করে শোনে।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন 20.5

1. পাঠ্যাংশ থেকে শব্দ নিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করুন ঃ

রংলাল দুইটার গালেই দুই _____ একটি করিয়া _____ বসাইয়া দিয়া বলে পেটে তোদের _____ লাগুক। খেতে খেতে কী _____ চলে যাবি নাকি।

2. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

রংলাল মোষ দুটোকে সকালে চরাতে নিয়ে গিয়ে ফেরে কখন?

(অ) বেলা দুটোয় (আ) বেলা তিনটেয় (ই) বেলা পাঁচটায়

3. 'যশোদার মা পর্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে'—যশোদার মা কেন বিরক্ত হয়েছেন?

4. 'মহিষ দুইটা আর যায় না'—কেন যায় না?

20.4.6 যাক্ বৎসর তিনেক পরে ..... তাহাকে সরাইয়া দিল।

বক্তব্যসার:

হঠাৎ ঘটে একটি দুর্ঘটনা। নদীর ধারে গাছের তলায় রংলাল ঘুমে আচ্ছন্ন। মোষ দুটোও একটু দূরে। এমন সময় এল একটি চিতাবাঘ। তার হিংস্র লোলুপ দৃষ্টি রংলালের দিকে। চিতাটির গলার ফ্যাঁসফ্যাঁস আওয়াজে রংলালের ঘুম ভেঙে গেল। ভয় পায়নি সে, হামাগুড়ি দিয়ে একটু আড়ালে গিয়ে সে ডেকে উঠল আঁ—আঁ—আঁ। মোষ দুটোতে সে মুহূর্তে আঁ—আঁ—আঁ করতে করতে ছুটে এল। চিতাবাঘটিকে দেখে কালাপাহাড় আর কুম্ভকর্ণের মূর্তি তখন ভীষণ। চিতাবাঘটাকে দুদিক থেকে মোষ দুটো আক্রমণ করল। চিতাবাঘটা লাফিয়ে কুম্ভকর্ণের ওপর পড়ল। বাঁশের লাঠি দিয়ে রংলালও আঘাত করে যাচ্ছে ক্রমাগত। কিন্তু কুম্ভকর্ণের জীবন শেষ হয়ে গেল। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ফলে রংলাল কুম্ভকর্ণের শোকে কাঁদতে শুরু করল।

এতো গেল রংলালের মানসিক অবস্থা। আর কালাপাহাড়? কুম্ভকর্ণকে হারিয়ে সে অবিরাম আঁ—আঁ—আঁ করে চীৎকার করে আর কাঁদে।

কালাপাহাড়কে শান্ত করবার জন্য দেড়শ টাকা দিয়ে রংলাল এবার তার জন্য একটি জোড় কিনে আনল। নতুনটির বয়স অল্প। কিন্তু কালাপাহাড় খুশি হয় না, তাকে দেখলেই সে যায় ক্ষেপে। শিং বাঁকিয়ে পা দিয়ে মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করে। দিনরাত সে ফোঁসফোঁস করে। একমাত্র রংলালকে দেখলেই তার মুখটা রংলালের কোলে তুলে দেয়। রংলাল তখন পরম স্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

কিন্তু রংলাল তো সারাক্ষণ ওর কাছে থাকে না। তখন সে মুখ উঁচু করে রংলালকে খোঁজে। দড়ি ছিঁড়ে ডাকতে ডাকতে ওই নদীর ধারে চলে যায়। একদিন তার মেজাজ ভালো ছিল না। সেদিন একটা গোরুর বাছুরকে সে মেরে ফেলল।

মন্তব্য:

কালাপাহাড় আর কুম্ভকর্ণের পরিচয়, একসঙ্গে মেলামেশা কয়েক বছরের। বোবা পশুদের মধ্যে যে নির্বাক ভালোবাসার ছবি লেখক এ গল্পে দেখিয়েছেন তা পাঠকদের মন ছুঁয়ে যায়।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 20.6

1. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) 'এই তো সবে চারখানি দাঁত উঠিয়াছে'—কার দাঁত উঠেছে?

অ. কালাপাহাড়ের আ. গোরুর বাছুরের ই. কালাপাহাড়ের জোড়-এর

(খ) 'ওকে আর ঘরে রাখা হবে না'—কে বলেছে?

অ. রংলাল আ. যশোদা ই. রংলালের স্ত্রী

(গ) 'কোন্ দিন হয়তো মেরেই ফেলাবে আমাকে'—কাকে মেরে ফেলবে?

অ. রাখালকে আ. যশোদাকে ই. রংলালকে

2. একটি বাক্যে লিখুন ঃ

'ও মোষ গরম হয়ে গিয়েছে'—'গরম হয়ে গিয়েছে' অর্থ কী?

3. 'সে ঊর্ধ্বমুখ হইয়া কুম্ভকর্ণকে খোঁজে'—কুম্ভকর্ণকে কালাপাহাড় খোঁজে কেন?

20.4.7 যশোদা আর রংলালের ..... ডোমলোগকো বোলাও।

বক্তব্যসার:

যশোদা একজন পাইকারের কাছে কালাপাহাড়কে বিক্রি করে দিল। পাইকারটি কালাপাহাড়কে নিয়ে চলে যাবার একটু পরেই আঁ—আঁ—আঁ শব্দে চীৎকার করতে করতে কালা- পাহাড় ফিরে এল। কালাপাহাড়কে ফিরতে দেখে রংলাল ছুটে গেল। আর তখনই কালাপাহাড় তার কোলে মাথাটি তুলে দিল।

পাইকারটি এসেছে। মোষটি কিছুতেই যাবে না তার সঙ্গে, পাইকারটিকেই আক্রমণ করে প্রায়। ছুটে সে চলে এসেছে—কাজেই পাইকারটি তার টাকা ফেরত নিয়ে চলে গেল।

যশোদার কথামত রংলাল কালাপাহাড়কে হাটে নিয়ে গিয়ে বেচতে পারল না, খদ্দের জুটল না বলে। এবার তাকে নিয়ে শহরের হাটে গেল রংলাল। একশ পাঁচ টাকায় কালাপাহাড়কে কিনে নিল এক পাইকার।

রংলালের চোখে তখন জল ঝরেছে। কালাপাহাড়কে ছেড়ে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে শহরে এসে ট্রেনে চেপে বসল।

পাইকারটির সঙ্গে কালাপাহাড় যাবে না। সে আঁ—আঁ করে চীৎকার করছে আর খুঁজছে তার আপনজন রংলালকে। পাইকারটি লোক জুটিয়েছে তাকে ধরবার জন্য, কিন্তু ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে কালাপাহাড় আর চেঁচাচ্ছে আঁ—আঁ—আঁ বলে। ক্রমাগত সে রংলালকে ডেকে যাচ্ছে। সামনে আসছে একটি ঘোড়ার গাড়ি। কালাপাহাড় খানিকটা ভয় পেয়ে পাশের রাস্তা দিয়ে ছুটছে। রাস্তার লোকজন হৈ হল্লা জুড়ে দিয়েছেন—কালাপাহাড়কে ধরবার জন্য। কালাপাহাড় সামনের একটা লোককেই শিং দিয়ে গুঁতিয়ে শূন্যে তুলে মাটিতে আছড়ে ফেলল। সে কেবল রংলালকে ডাকে আর তারই খোঁজে ছুটতে ছুটতে চারদিকে এদিক ওদিক তাকায়।

ইতিমধ্যে পাগলা মোষের খবর পেয়ে পুলিশ সাহেবের মোটরকার এসে হাজির। কালাপাহাড় বীর বিক্রমে ছুটে গেল সেদিকে। কিন্তু পুলিশ সাহেবের রিভলবার থেকে বিকট আওয়াজ করে গুলি এসে লাগল

শব্দার্থ ও টীকা

কালাপাহাড়ের গায়ে। কালাপাহাড় কিছু বুঝবার আগেই লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। নিদারুণ যন্ত্রণায় কালাপাহাড়ের জীবন শেষ হয়ে গেল।

মন্তব্য:

আকৃতি ও প্রকৃতিতে 'কালাপাহাড়' একটি সার্থক ছোটো গল্প। পরিবারের অন্যদের আপত্তি সত্ত্বেও রংলাল জেদ করে মোষ জোড়াটা কিনে আনল। অচিরেই ওরা রংলালের সংসারের আপনজন হয়ে উঠল। যশোদা ওদের নাম দিল কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ। কালাপাহাড়ের চোখের সামনে বাঘের কামড়ে কুম্ভকর্ণ মারা গেল। বোবা জীবটার হাহাকার ও আর্তনাদে সঙ্গী হারানোর গভীর যন্ত্রণা ফুটে উঠল। তাকে সঙ্গ দিতে রংলাল আর একটা মোষ কিনল ঠিকই কিন্তু ওই বোবা প্রাণীটার কাছে তার প্রাক্তন সঙ্গীর বিকল্প যে নেই তা প্রমাণ হল। বাধ্য হয়ে শহরের হাটে কালাপাহাড়কে বেচা হলেও সে তার একমাত্র জীবিত আপজন রংলালকে না পেয়ে 'গরম' হয়ে গেল। শেষে প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করল যে সে পশু হলেও তার মনে ভালোবাসার ঘাটতি নেই বরং পশু বলেই হয়তো তা কিছুটা বাঁধভাঙা। তাই জোয়ালের অন্যতম জুটি আর গোয়ালের অন্যতম সাথী কুম্ভকর্ণের মৃত্যুর ঘটনাই কুম্ভকর্ণের প্রতি কালাপাহাড়ের অবুঝ ভালোবাসাও কালাপাহাড়- রংলালের পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ককে আলোকিত করেছে।

রংলালের প্রতি কালাপাহাড়ের ভালোবাসা অসীম। কুম্ভকর্ণকে হারিয়ে তার জীবনে দেখা দিল এক বিরাট শূন্যতা। তারপর রংলালকে খুঁজে না পেয়ে জীবনের শেষ মুহূর্তে যখন চারদিকে অন্ধকার দেখছে তখনই ঘনিয়ে এল তার অন্তিম সময়। বোবা পশু কী নিদারুণ যন্ত্রণা নিয়ে এ পৃথিবী থেকে চলে গেল। কালাপাহাড় খুন হল এক পুলিশ সাহেবের হাতে। কিন্তু তার মৃত্যুর আসল কারণ হল কুম্ভকর্ণ ও রংলালের প্রতি তার সুগভীর ভালোবাসা তার অবুঝ ও অশান্ত ভালোবাসাই তার মৃত্যু ডেকে আনল। লেখক তারাশঙ্কর অত্যন্ত দরদ আর সহানুভূতি দিয়ে সেই নির্বাক পশুটির চরিত্র এঁকেছেন একটি সজীব প্রাণবন্ত মানুষের মতো করেই।

পাঠগত প্রশ্ন : 20.7

1. একটি বাক্যে উত্তর করুন ঃ

(ক) 'কালাপাহাড় ফিরিয়া আসিয়াছে'—সে কোথায় গিয়েছিল?

(খ) 'আমার টাকা কটা ফিরে দেন মশায়'—কে কাকে বলেছে?

(গ) আর কে নিয়ে যেতে পারবে তুমি না গেলে?—কাকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে।

2. কালাপাহাড় কেন খুন হল?

3. মোষটি পাইকারের কাছ থেকে ফিরে এল কেন?

20.5 আপনি যা শিখলেন

1. হাল-বলদের সঙ্গে বাংলার চাষিদের যোগসূত্র চিরকালের।
2. পশু নির্বাক হলেও, তার ভাষা না থাকলেও সে তার ভালোবাসার কথা, তার আবেগের কথা,

শব্দার্থ ও টীকা

তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা ব্যক্ত করতে সক্ষম।

3. জীবজন্তুর প্রতি মমতা প্রকাশ করা মানুষের অন্যতম কর্তব্য।

20.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. 'মধ্যে মধ্যে কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণকে লইয়া বিষম বিপদ বাঁধিয়া উঠে।' —বিপদটি কী ধরনের? এই বিপদ ঘটলে রংলাল যেভাবে সামলাতো সেটা অনধিক দশটি বাক্যে লিখুন।
2. 'একদিন একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল।'—দুর্ঘটনাটি আটটি বাক্যে লিখুন।
3. কালাপাহাড়ের এভাবে মৃত্যু হল কেন?—অনধিক দশটি বাক্যে লিখুন।
4. মানুষের নামে নামকরণ না করে একটি বোবা জন্তুর নামে এ কাহিনির নামকরণ করা হল কেন দশটি বাক্যে লিখুন।
5. কালাপাহাড়ের খুন হওয়ার কারণগুলি দশটি বাক্যে লিখুন।

20.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

20.1

1. ই

2. বয়স, রং, শিং, লেজ

3. রংলালের স্ত্রী

4. **ক)** ছেলেকে ব্যঙ্গ। চাষ সম্বন্ধ অজ্ঞতা। **খ)** রংলালের স্ত্রীর কাছ থেকে তার প্রস্তাবের সমর্থন ও টাকার সংস্থানে স্ত্রীর গহনা পাওয়া।

20.2

1. ক — অ, খ — আ, গ — ই

2. _____ আ

3. ক — সাদা, কালো। খ — দাঙ্গা। গ — মিশিয়া।

4. (ক) হাটে পশুদের চিৎকারে ও মানুষদের কলরবে।
(খ) পশুদের জীবন্ত দেখাতে তাদের ওপর পাইকারদের নির্মম অত্যাচারের কথা।
(গ) পাচুন্দির হাটে অসংখ্য পশুর আমদানি দেখে।

20.3

1. ক — আ। খ — অ।

2. ক — লেবে। খ — ছেলেকে। গ — বিপুলাকার।

3. লেখাপড়া জানা ছেলেকে ভয় ও মোষেদের জন্য দৈনিক প্রচুর খাদ্যের প্রয়োজনীয়তার ভাবনায়।

4. নতুন বলদকে চাষি পরিবারে পরিচয় করানোর রীতি একেবারে আপনজন হিসাবে।

20.4

1. ভয়ঙ্কর, আকর্ষণে, দেখিতে, তির্যক, চাহিয়া

2. ক — কালাপাহাড়ের জায়গায় হবে কুম্ভকর্ণের। খ — গায়ে-র জায়গায় পায়ে

শব্দার্থ ও টীকা

গ — যথাযথ-এর জায়গায় উপযুক্ত

3. (ক) মোষ দুটির জন্য প্রতিদিন বিশাল খোরাক যোগাড় করা। (খ) চাষি পরিবারে হালের পশুরা সংসারেরই আপনজন। (গ) মোষ জোড়াটার বিশাল চেহারায় বাড়ির গিন্নির ভয়।

20.5

1. হাতে, চড়, আগুন, বেলাত
2. আ
3. সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রংলালের মোষ চরানোতে।
4. মোষ দুটো শুয়ে চোখবুজিয়ে রোমন্থন করে অথবা জলে ডুবে থাকে।

20.6

1. ক — ই। খ — আ। গ — অ
2. মেজাজ খারাপ, রেগে গেছে।
3. দীর্ঘদিনের সঙ্গী হারানোর হাহাকার বুকে।

20.7

1. (ক) পাইকারের সঙ্গে কিছুদূর। (খ) পাইকার। (গ) কালাপাহাড়কে।
2. কুম্ভকর্ণের জন্য শোক।
3. রংলালের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়ায় কালাপাহাড় উন্মাদ হয়ে তার কাছে ফিরল।

লেখক পরিচিতি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ২৩ আগস্ট ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসাবে অভিনন্দিত। বীরভূমের লাল মাটি আর তার মানুষগুলিকে মূর্ত করে তুলেছেন তাঁর রচনায়। বেদে, পটুয়া, মালাকার, লাঠিয়াল, ডাকহরকরা প্রভৃতি গ্রাম্য চরিত্র এঁর সাহিত্যের প্রধান অংশ জুড়ে আছে। উপন্যাস ও ছোটো গল্পে এঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। 'কবি', 'গণদেবতা'র মতো কালজয়ী উপন্যাস এবং 'অগ্রদানী', 'জলসাঘর' প্রভৃতি যুগান্তকারী ছোটোগল্পের রচয়িতা তারাশঙ্করের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বই ঃ 'পঞ্চগ্রাম', 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'দুই পুরুষ', (নাটক) 'মন্বন্তর', 'হাঁসুলী বাকের উপকথা', 'সন্দীপন পাঠশালা', 'রসকলি', 'ডাক হরকরা' প্রভৃতি। 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসের জন্য ১৯৫৫ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার এবং ১৯৫৬ সালে আকাদেমি পুরস্কার পান। জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পান ১৯৬৬ সালে 'গণদেবতা' উপন্যাসের জন্য। এছাড়া 'পদ্মশ্রী' ও 'পদ্মভূষণ'-এ সম্মানিত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সালে।

সমধর্মী রচনা

সমধর্মী একটি বিখ্যাত গল্পের নাম ঃ **'মহেশ'**, লেখক—**শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।**

21

শিল্পী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

21.1 প্রস্তাবনা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ও ছোটোগল্পকার। তাঁর উপন্যাস ও গল্পে আমরা দেখতে পাই জীবনের রুক্ষ কঠোর বাস্তব রূপ যা এসেছে তাঁর গভীর সমাজচেতনা থেকে।

'শিল্পী' গল্পটি লেখকের গল্পগ্রন্থ 'পরিস্থিতি' থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিল্পী' গল্পটি খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের বাঁচার লড়াই-এর মধ্যেও শিল্পীসত্তা বজায় রাখবার কাহিনি। গল্পটির সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য এ গল্পের নায়ক মদন-তাঁতির প্রকৃত শিল্পী-স্বভাব। সত্যিকার শিল্পীর কাছে দুঃখ-দৈন্য পরাজিত। এ কাহিনিতে তাঁতিপাড়ার মদন তাঁতির কাছেও দুঃখ-দৈন্য হার মেনেছে।

'শিল্পী' গল্পের ছোটো পরিসরের মধ্যেই লেখক এ কাহিনির প্রধান ও অপ্রধান চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। ভুবন ঘোষাল, উদি, বৃন্দাবন, মদনের মাসি, গগনের বউ প্রভৃতি সব কটা চরিত্রই বাস্তব জীবন থেকে তুলে আনা।

'শিল্পী' গল্পটির গদ্যভাষা স্পষ্ট ও হৃদয়কে স্পর্শ করে। তাঁতিরা যে ভাষায় কথা বলে লেখকের বর্ণনায় সেই ভাষাই উঠে এসেছে। 'বাচালের মোকে', 'তাইতো বলি মোরা', 'মেয়ে ছেলা বলতে পারে', 'পেসব হতে গেলে মরবে মাগি এবার' প্রভৃতি শব্দ সমাজ জীবনের সঙ্গে লেখকের অন্তরঙ্গ পরিচয়কে প্রকাশ করে। বিষয়বস্তু, উপস্থাপনা, প্রকাশভঙ্গি, চরিত্র সৃষ্টি ও আবেদনে 'শিল্পী' গল্পটি একটি সার্থক সৃষ্টি।

21.2 উদ্দেশ্য

এই গল্পটি পড়ে আপনারা জানতে পারবেন—

- লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ চেতনার পরিচয়;
- দুঃস্থ তাঁতি সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক সংকটের কথা;

- গরিব মানুষের ওপর মহাজনি শোষণ ও নিপীড়নের কথা;
- আর্থিক সংকটের মাঝেও তাঁতি সম্প্রদায়ের লড়াইয়ের কথা

21.3 মূল পাঠ

21.3.1 (1)

সকালে দাওয়ায় বসে মদন সারা গায়ে শীতের রোদের সেঁক খাচ্ছিল, হঠাৎ তার পায়ে খিঁচ ধরল ভীষণভাবে।

একেবারে সাত সাতটা দিন তাঁত না চালিয়ে হাতে-পায়ে কোমরে-পিঠে কেমন আড়ষ্ট মতো বেতো ব্যথা ধরেছিল, তাতে আবার গাঁটে গাঁটে ঝিলিকমারা কামড়ানি। সুতো মেলেনা, তাঁত চলে না, বিনা রোগে ব্যারাম ধরার মতো হদ্দ করে ফেলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা ধরাবাঁধা নড়ন-চড়ন তাঁত চালানোর কাজে, তার অভাবে শরীরটা মিইয়ে ঝিমিয়ে ব্যথিয়ে ওঠে দুদিনে, রাতে ঘুম আসে না। মনটা কেমন টনটন করে এক ধরনের উদাস করা কষ্টে সব যেন ফুরিয়ে গেছে! যাত্রা শুনতে গিয়ে নিমাই সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাবার সময় যেমন লাগে তেমনিধারা কষ্ট, তবে ঢের বেশি জোরালো আর অফুরন্ত। শরীর মনের ওসব উদ্‌বেগ সয়ে চুপচাপ থাকে মদন। যা সয় তা সইবে না কেন?

সেঁক = উত্তাপ।
শীতের রোদের সেঁক খাচ্ছিল = শীতের রোদ শরীরে আরাম দেয় বলে রোদের তাপ নিচ্ছিল।
খিঁচ = পেশিতে টান।
বেতো = বাত রোগে আক্রান্ত।
ঝিলিকমারা = হঠাৎ হঠাৎ উঠে আসা তীব্র ব্যথা।
হদ্দ = চূড়ান্ত, একশেষ।
উদ্‌বেগ = উৎকণ্ঠা।

21.3.2 (2)

সকালে উঠেই মা গেছে বউকে নিয়ে বাবুদের বাড়ি। বাড়ির মেয়েদের ধরবে বাবুর ছোটো মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে দু-একখানা ভালো, মদন-তাঁতির নামকরা বিশেষ রকম ভালো, কাপড় বুনে দেবার ফরমাশ যদি আদায় করতে পারে। বাবুর বাড়ির বায়না পেলে সুতো অনায়াসে জোগাড় হয়ে যাবে বাবুদেরই কল্যাণে। বাড়িতে ছিল শুধু মদনেরই মাসি। তার আবার একটা হাত নুলো, শরীরটা প্যাকাটির মতো রোগা। মদনের হাউমাউ চিৎকার শুনে সে ছুটে আসে মদনের দু-বছরের ছেলেটাকে কোলে নিয়ে, সাথে আসে মাসির চার বছরের মেয়ে। মাসির কী ক্ষমতা আছে এক হাতে টেনে খিঁচ ধরা পা ঠিক করে দেয় মদনের। মাসিও চেঁচায়। মদনের চিৎকারে ভয় পেয়ে ছেলে দুটো আগেই গলা ফাটিয়ে কান্না জুড়েছিল।

তখন রাস্তা থেকে ভুবন ঘোষাল এসে ব্যাপারটা বুঝেই গোড়ালির কাছে মদনের পা ধরে হ্যাঁচকা টান দেয় আর উরুতে জোরে জোরে থাপড় মারে। যন্ত্রণাটা সামালের মধ্যে আসে মদনের, মুচড়ে মুচড়ে ভেঙে পড়ার বদলে বশে আসে পা-টা।

বাঁচালেন মোকে।

মুখে শুষতে শুষতে মদন পায়ে হাত ঘষে! খড়িওঠা ফাটা পায়ে হাতের কড়া তালুর ঘষায় শব্দ হয় শোষেরই মতো।

ভুবন পরামর্শ দেয়, উঠে হাঁটো দু-পা। সেরে যাবে।

নুলো = পঙ্গু হাত কাজ করে না।
প্যাকাটি = পাটকাঠি।

সামালের মধ্যে = সহ্য করা যায় এমন।

21.3.3 (3)

মদন কথা কয় না। এতক্ষণ আশেপাশের বাড়ির কয়েকজন মেয়ে-পুরুষ ছুটে এসে হাজির হয়েছে হুল্লোড় শুনে। শুধু উদি আসেনি। প্রায় লাগাও কুঁড়ে থেকে, কয়েকটা কলাগাছের মোটে ফারাক মদন আর উদির কুঁড়ের মধ্যে। ঘর থেকেই সে তাঁতি পাড়ার মেয়ে-পুরুষের পিত্তি জ্বালানো মিষ্টি গলায় চেঁচাচ্ছে, কী হল গো? বলি হল কী?

ভুবন রাস্তা থেকে উঠে এলেও এটা জানা কথাই যে উদির কুঁড়ে থেকেই সে ডোবা ঘুরে রাস্তা হয়ে এসেছে। উদিই হয়তো তাড়া দিয়ে পাঠিয়েছে তাকে। সাতদিন তাঁত বনধ মদনের, বউটা তার ন-মাস পোয়াতি, না খেয়ে তার ঘরে পাছে কেউ মরে যায় উদির এই ভাবনা হয়েছে জানা গেছে কাল। কিছু চাল আর ডাল সে চুপি চুপি দিয়েছে কাল মদনের বউকে, চুপি চুপি শুধিয়েছে মদনের মতিগতির কথা, সবার মতো মজুরি নিয়ে সাধারণ কাপড় বুনতে মন হয়েছে কি না মদনের। কেঁদে উদিকে বলেছে মদনের বউ যে না, একগুঁয়েমি তার কাটেনি।

পাড়ার যারা ছুটে এসেছিল, ভুবনকে এখানে দেখে মুখের ভাব তাদের স্পষ্টই বদলে যায়। ইতিমধ্যে পিসি পিঁড়ি এনে বসতে দিয়েছিল ভুবনকে। বারবার সবাই তাকায় ভুবনের দিকে দু-চোখে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা নিয়ে। সেও কি শেষে ভুবনের ব্যবস্থা মেনে নিল, রাজি হল প্রায় বেগার খাটা মজুরি দিয়ে সস্তা ধুতি, শাড়ি, গামছা বুনে দিতে? মদন অস্বস্তি বোধ করে। মুখের খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি মুছে ফেলে হাতের চেটোতে।

সবার নিঃশব্দ জিজ্ঞাসার জবাবেই যেন বুড়ো ভোলাকে শুনিয়ে সে বলে, পায়ে খিঁচ ধরল হঠাৎ। সে কী যন্তনা, বাপ একদম যেন মিত্যু যন্তনা, এরি আর কি। উনি ছুটে এসে টেনেটুনে ঠিক করে দিলেন পাটা, বাঁচালেন মোকে।

গগন তাঁতির বেঁটে মোটা বউ অদ্ভুত আওয়াজ করে বলে, অ! কাছেই ছিলেন তা এলেন ভালো, তাই তো বলি মোরা।

তাঁত না চালিয়ে গা-টা ঠিক নেই। তাড়াতাড়ি বলে মদন। গগন-তাঁতির বউয়ের মুখকে তার বড়ো ভয়।

শব্দার্থ ও টীকা

হুল্লোড় = কিছু মানুষের একসঙ্গে চ্যাঁচামেচি।
ফারাক = তফাত, পার্থক্য।
পিত্তি জ্বালানো = রাগ জাগানো।
ন-মাস পোয়াতি = নয় মাসের অন্তঃসত্তা।

21.3.4 (4)

বৃন্দাবন দাঁড়িয়ে ছিল পিছনে, অপরাধীর মতো। তার কুঁড়েও মদনের ঘরের প্রায় লাগাও— উত্তরে একটা আমগাছের ওপাশে, যার দু পাশের ডালপালা দুজনের চালকে প্রায় ছোঁয় ছোঁয়।

বুড়ো ভোলার চেয়ে বৃন্দাবনের বয়স অনেক কম কিন্তু শরীর তার অনেক বেশি জরাজীর্ণ। একটি তার পুরানো জীর্ণ তাঁত, গামছা আর আট হাতি কাপড় শুধু বোনা যায়। তাঁতে সে আর বসে না, ক্ষমতা নেই। তার বড়ো ছেলে রসিক তাঁত চালায়। সুতোর অভাবে তাঁতি পাড়ার সমস্ত তাঁত বন্ধ, অভাবে ও আতঙ্কে সমস্ত তাঁতি পাড়া থমথম করছে ; শুধু তাঁত চলছে কেশবের আর বৃন্দাবনের।

ভুবন অমায়িকভাবে বৃন্দাবনকে জিজ্ঞাসা করে, কখানা গামছা হয়েছে বৃন্দাবন?

বৃন্দাবন যেন চমকে ওঠে। এক পা পিছিয়ে যায়।

জানিনা বাবু, মোর ছেলা বলতে পারে।

কেশবকে বোলো বোনা হলে যেন পয়সা নিয়ে যায়।

অমায়িকভাবে = অন্তরঙ্গ ভাবে।

ছেলা = ছেলে।

বাঁকা মেরুদণ্ডটা একবার সোজা করবার চেষ্টা করে বৃন্দাবন, অসহায় করুণ দৃষ্টিতে সবার দিকে একবার তাকায়।

ছেলেকে শুধোবেন বাবু। ও সব জানি না কিছু আমি।

পিছু ফিরে ধীরে ধীরে চলে যায় বৃন্দাবন।

গগনের বউ বলে মুখ বাঁকিয়ে, ঝাঁজের সঙ্গে, আমি কিছু জানি না গো, মোর ছেলা জানে! কত ঢং জানে বুড়ো।

শব্দার্থ ও টীকা

মুখ বাঁকিয়ে = ব্যঙ্গ করে।
ঝাঁজের সঙ্গে = রাগের সঙ্গে।

21.3.5 (5)

বুড়ো ভোলা বলে, আহা থামো না বুনোর মা? অত কথায় কাজ কী। যন্তনা গেছে না মদন? মোরা তবে যাই।

ইঙ্গিত = ইশারা।
রোজগার = উপার্জন, আয়।

কেশব গেলেই পয়সা পাবে, গামছা কাপড় বুনে দিলেই পয়সা মেলে, এ সব কথা—এ সব ইঙ্গিত দাঁড়িয়ে শুনতে তারা ভয় পায়। সব ঘরে রোজগার বন্ধ, উপোস।

ভুবন বলে, তোমার গাঁয়ের তাঁতিরা, জানো মদন, বড়ো বোকা।

ব্যঙ্গ = বিদ্রূপ, উপহাস।

মদন নিজেও সাত পুরুষে তাঁতি। রাগের মাথায় সে ব্যঙ্গই করে বসে, সে-কথা বলতে। তাঁতি জাতটাই বোকা।

ভুবন নিজের কথা বলে যায়, সুতো কিনতে পাচ্ছিস না, পাবিও না কিছুকাল। তাঁত বসিয়ে রেখে নিজে বসে থেকে লাভ কী? মিহিরবাবু সুতো দিচ্ছেন, বুনে দে, যা পাস তাই লাভ। তা নয় সুতো না কিনতে দিলে কাপড়ই বুনবে না, এ কী কথা? তোমার কথা নয় বুঝতে পারি, সস্তা কাপড় বুনবেই না তুমি, কিন্তু ওরা—

পোষায় না = লাভ হয় না।
দাদন = কোনো কাজ করে দেবার জন্য আগাম নেওয়া অর্থ।
কর্জ = ধার।
পড়তা = লাভ।
বরাদ্দ = ধার্য।

পোষায় না ওদের। সুতো কি সবাই কেনে, না কিনতে পারে? আপনি তো জানেন, বেশির ভাগ দাদন কর্জে তাঁত চালায়। পড়তা রাখে দিবারাত্তির তাঁত চালিয়ে মুখে রক্ত তুলে। আপনি তাও আদ্দেক করতে চান, পারব কেন মোরা?

নইলে ইদিকে যে পড়তা থাকে না বাপু। কী দরে সুতো কেনা জান? ভুবন আপশোশের শ্বাস ফেলে, থাক গে, কী করা। কত্তাকে কত বলে তোমাদের জন্য সুতো বরাদ্দ করেছিলাম, তোমরা না মানলে উপায় কী। বুঝি তো সব, কিন্তু দিনকাল পড়েছে খারাপ, তাঁত রেখে কোনোমতে টিকে থাকা। নয়তো দুদিন বাদে তাঁত বেচতে হবে তোমাদের। ভালো সময় যখন আসবে, সুতো মিলবে আবার, তখন মনে পড়বে এই ভুবন ঘোষালের কথা, বলে রাখছি, দেখো মিলিয়ে। তখন আপশোশ করবে। আমার কথা শুনলে তাঁতও বজায় থাকত, নিজেরাও টিকতে।

আপশোশ = ক্ষোভ, দুঃখ।

তাঁত বাঁধা দিতে বেচতে হলে মিহিরবাবুর হয়ে ভুবনই কিনবে। সেই ভরসাতেই হয়তো গাঁট হয়ে বসে আছে লোকটা। কিন্তু সে পর্যন্ত কি গড়াবে? তার আগে হয়তো ভুবনের কাছে সুতো নিয়ে বুনতে শুরু করবে তাঁতিরা।

ভরসাতেই = আশাতেই, বিশ্বাসেই।
গাঁট হয়ে = চুপ করে, স্থির হয়ে।

21.3.6 (6)

মাসি এসে ঘুর ঘুর করে আশেপাশে। বামুনের ছেলে পায়ে হাত দিয়েছে মদনের, গড় হয়ে পায়ের ধুলো

গড় হয়ে = মাথা নত করে।

নিয়ে ভুবনকে যতক্ষণ সে প্রণাম না করছে মাসির মনে স্বস্তি নেই। মদনের বুঝি খেয়াল হয়নি, ভুলে গেছে মদনের পা দুটো টান হয়ে পেঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলে মাসির আর ধৈর্য থাকে না। মদনের কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রণামের কথাটা মনে করিয়ে দেয়।

মদন একেবারে খিঁচড়ে ওঠে, মেয়েটাকে নে না কোলে, কেঁদে মরছে? মরগে না হেথা থেকে যেথা মরবি?

ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে মাসি পালায়। মদনের এ মেজাজ চেনে মাসি। মেয়ে কাঁদছে বলে বকুনি মিছেই, ওটা ছুতো। ছেলেপিলে কানের কাছে চেঁচালে মানুষের অশান্তি কেন হবে মাসিও জানে না,মদনও বোঝে না। ছেলেমেয়ের কান্না মদনের কানে লাগে না। তাঁতের ঠকঠকি, মেয়েদের বকাবকি, ঝিঁঝির ডাকের মতো। মেজাজটাই বিগড়েছে মদনের। না করুক প্রণাম সে বামুনের ছেলেকে। মদনের ওপর মাসির বিশ্বাস খাঁটি। রামায়ণ সে পড়তে পারে সুর করে, তাঁতের কাজে বাপের নাম সে বজায় রেখেছে, সেরা জিনিস তৈরির বায়না পায় মদন তাঁতি। মদনের মার সাথে কচি বয়সে এ বাড়িতে এসে মাসি শুনেছিল, বাবুদের বাপের আমলে বেনারসি বুনে দেবার বায়না পেয়েছিল মদনের বাবা। বিয়ের সময় জালের মতো ছিষ্টিছাড়া শাড়ি বুনে পরতে দিয়ে তার সঙ্গে যে মশকরা করেছিল মদনের বাপ সে কথা কোনোদিন ভুলবে না মাসি। আজ আকাল, বায়না আসে না, সুতো মেলে না, তাঁত চলে না, তবু মদন ওঁচা কাপড় বোনে না। ওর জন্য কষ্ট হয় মাসির, ওর বাপের কথা ভেবে। মা, বউ যেন কেমন ব্যাভার করে ওর সঙ্গে।

শব্দার্থ ও টীকা

খিঁচড়ে ওঠে = রাগে চেঁচিয়ে ওঠে।

ঠকঠকি = তাঁত চালানোর ঠকঠক শব্দ।
বিগড়েছে = খারাপ হয়েছে।
মশকরা = ঠাট্টা, তামাশা।
আকাল = দুর্ভিক্ষ।
ওঁচা = নিকৃষ্ট মানের।
ব্যাভার = ব্যবহার, আচরণ।

21.3.7 (7)

মদনের বাপ যদি আজ বেঁচে থাকত, মাসি ভাবে। বেঁচে থাকলে সাড়ে চার কুড়ির বেশি বয়স হত তার। মাসি তা ভালো বোঝে না। শুধু শ্রীধরের চেয়ে সে বেশি বুড়ো হয়ে পড়ত ভাবতে মনটা তার মুষড়ে যায়। শ্রীধর তাঁতির বেঁচে থাকার দুর্ভাগ্য দেখে সে নিজেই যে কামনা করে, এবার বুড়োর যাওয়াই ভালো।

না থাক মদনের বাপ। মদন তো আছে।

মদনের মা বউ ফিরে আসে গুটিগুটি, পেটের ভারে মদনের বউ থপথপ পা ফেলে হাঁটে, হাত পা তার ফুলছে কদিন থেকে। পরনের জীর্ণ পুরোনো শাড়িখানা মদন নিজে বুনে দিয়েছিল তাকে বিয়ের সময়। এখনও পাড়ের বৈচিত্র্য, মিহি বুননের কোমল খাপি উজ্জ্বলতা সব মিলে এমন সুন্দর আছে কাপড়খানা যে অতি বিশ্রীভাবে পরলেও রুক্ষ জটবাঁধা চুল চোকলা ওঠা ফাটা চামড়া এ সব চিহ্ন না থাকলে বাবুদের বাড়ির মেয়ে মনে করা যেত তাকে।

মদনের মা বিড়বিড় করে বকতে বকতে আসছিল লাঠি ধরে কুঁজো হয়ে, ভুবনের সামনে সে কিছু না বললেই মদন খুশি হত। কিন্তু বুড়ির কি সে কাণ্ডজ্ঞান আছে। সামনে এসেই সে শুরু করে দেয় মদন তাঁতির এয়োতি-বশীকরণ বসন্ত শাড়ির বায়নার কথা শুনেই বাবুর বাড়ির মেয়েদের হাসি টিটকারি দিয়ে তাদের বিদেয় করার কাহিনি। ওসব কাপড়ের চল আছে নাকি আর, ঠাকুমা দিদিমারা, ঝিরা, আর চাষার ঘরের মেয়েরা পরে ওসব শাড়ি।

মদন তাঁতি। মদন তাঁতির কাপড়। বনগাঁয় শ্যাল রাজা মদন তাঁতি।

বলল? বলল ওসব কথা? পা গুটিয়ে সিধে হয়ে বলে মদন, বেড়েছে—বড়ো বেড়েছে বাবুরা। অতি বাড় হয়েছে বাবুদের, মরবে এবার।

সাড়ে চার কুড়ির বেশি = ২০x৪+১০=৯০-এর বেশি।
মুষড়ে যায় = খারাপ হয়ে যায়, বেদনাহত হয়।

জীর্ণ = ছেঁড়া।
পাড়ের বৈচিত্র্য = শাড়ির পাড়ের কারুকার্য ও রংবাহার।
খাপি = ঠাস বুনোন।

এয়োতি = সধবা।
বশীকরণ = বশ করা।
শ্যাল = শেয়াল।
বনগাঁয় শ্যাল রাজা মদন তাঁতি = বন জঙ্গলের ভরা অখ্যাত গ্রামে শেয়াল যেমন রাজা হয়ে বসে মদনও এইটুকু ছোটো একটা গ্রামে যেন বনগাঁয় শেয়াল রাজা।

দাওয়ায় উঠতে টলে পড়বার উপক্রম করে মদনের বউ। খুঁটি ধরে সামলে নিয়ে ভেতরে চলে যায়, ভেতর থেকে তীব্র উগ্র মন্তব্য আসে, এক পয়সা মুরোদ নেই, গর্বো কত।

ভুবন সান্ত্বনা দিয়ে বলে, মেয়েরা অমন বলে মদন, ওসব কথায় কান দিতে নেই।

তা বলে, বাবুদের বাড়ির মেয়েরাও বলে, তার মা বউও বলে, উদিও বলে। কিন্তু সব মেয়েরা বলে না। এই তাঁতিপাড়ার অনেক মেয়েই বলে না। মদন তাঁতিকে সামনে খাড়া করিয়ে তারা বরং ঝগড়া করে ঘরের পুরুষদের সঙ্গে। মদনও তাঁত বোনে তারাও তাঁত বোনে, পায়ের ধুলির যুগ্যি নয় তারা মদনের। এক আঙ্গুল গোঁপদাড়ির মধ্যে ভাঙা দাঁতের হাসি জাগিয়ে মদন শোনায় ভুবনকে। একটা এঁড়ে তাঁতির তেজ আর নিষ্ঠায় একটু খটকাই যেন লাগে ভুবনের। একটু রাগ একটু হিংসার জ্বালাও যেন হয়। সম্প্রতি মিহিরবাবুর তাঁতের কারবারে জড়িয়ে পড়ার পর সে শুনেছিল এ অঞ্চলে তাঁতি মহলে একটা কথা চলিত আছে ; মদন যখন গামছা বুনবে। গোড়ায় কথাটার মানে ভালো বোঝেনি, পরে টের পেয়েছিল সূর্য যখন পশ্চিমে উঠবে—এর বদলে ওই কথাটা এদিকে তাঁতিরা ব্যবহার করে। সে জানে মদন যদি তার কাছ থেকে সুতো নিয়ে কাপড় বুনে দিতে রাজি হয় আজ, কাল তাঁতিপাড়ার বেশির ভাগ লোক ছুটে আসবে তার কাছে সুতোর জন্য। বড়ো খামখেয়ালি একগুঁয়ে লোকটা, এই রাগে, এই হাসে, হা-হতাশ করে, এই লম্বা চওড়া কথা কয় যেন রাজা মহারাজ।

শব্দার্থ ও টীকা

উগ্র = ঝাঁঝালো।
মুরোদ = ক্ষমতা, শক্তি।
গর্বো = গর্ব, অহংকার।
যুগ্যি = যোগ্য।
তেজ = মানসিক শক্তি।
এঁড়ে = একগুঁয়ে।
নিষ্ঠা = গভীর একাগ্রতা।
হা-হুতাশ = গভীর দুঃখপ্রকাশ।
লম্বা চওড়া কথা = বড়ো বড়ো কথা।

21.3.8 (8)

উঠবার সময় ভুবনের মনে হয় এর থেকে যেন একটা গোঙানির আওয়াজ কানে এল।

তারপরেই মাসির গলা ; ও মদন, দ্যাখসে বউ কেমন করছে।

ভুবন গিয়ে উদিকে পাঠিয়ে দেয় খবর নিতে। বেলা হয়েছে, তার বেরিয়ে পড়া দরকার, কাজ অনেক। কিন্তু মদনের ঘরের খবরটা না জেনে যেতে পারে না। তেমন একটা বিপদ ঘাড়ে চাপলে মদন হয়তো ভাঙতে পারে। উদির জন্য অপেক্ষা করতে করতে সে বিরক্ত হয়ে ওঠে। ও ছুঁড়ির বড়ো বাড়াবাড়ি আছে সব বিষয়ে, খবর আনতে গিয়ে হয়তো সেবা করতেই লেগে গেছে মদনের বউয়ের। কী হয়েছে মদনের বউয়ের? কী হতে পারে? গুরুতর কিছু যদি হয়.....

উদি ফেরে অনেকক্ষণের পর। অনেকটা পথ হেঁটে মদনের বউয়ের শরীরটা কেমন কেমন করছিল, একবার মূর্ছা গেছে! মনে হয়েছিল বুঝি ওই পর্যন্তই থাকবে, কিন্তু পরে মনে হচ্ছে প্রসব-ব্যথাটা উঠবে।

পেসব হতে গেলে মরবে মাগি এবার। একবেলা একমুঠো ভাত পায় তো তিন বেলা উপোস। এমনি চলছে দু মাস। গাল দিয়ে এলাম তাঁতিকে, মরণ হয় না?

আখায় কাঠ গুঁজে নামানো হাঁড়িটা চাপিয়ে দেয়। বেঁটে আঁটো দেহটা পর্যন্ত তার পরিচয় দেয় দুর্জয় রাগের। বসাতে গিয়ে মাটির হাঁড়িটা যে ভাঙে না তাই আশ্চর্য!

এখনও গেলে না যে?

যাব। আলিস্যে লাগছে।

ভাত খাবে, মোর রাঁধা ভাত? উদি আবদার জানায়।

ভুবন রেগে বলে, তোর কথা বড়ো বিচ্ছিরি।

মদন দাওয়ায় এসে বসেছে উঁকি মেরে দেখে ডোবা ঘুরে রাস্তা হয়ে ভুবন আবার যায়। সকালের পিঁড়িটা

গোঙানি = চাপা যন্ত্রণার আওয়াজ।
দ্যাখসে = দেখে যা, দেখ।

মদন হয়তো ভাঙতে পারে = মদনের দেমাক না থাকতে পারে।

আখা = উনুন।
দুর্জয় = তীব্র।

আলিস্যে = আলসেমি।
আবদার = অনুরোধ, মিনতি।
বিচ্ছিরি = বিশ্রী, খারাপ।

সেইখানে পড়েছিল, তাতে জাঁকিয়ে বসে।

কেমন আছে বউ?

ব্যথা উঠেছে কম কম। রক্ত ভাঙছে বেশি, ব্যথা তেমন নয়। দুগ্‌গা বুড়িকে আনতে গেছে।

মদনের শান্ত নিশ্চিন্ত ভাব দেখে ভুবন রীতিমতো ভড়কে যায়। একটা বিড়ি ধরিয়ে ভাবে, ভেবে মদনকেও একটা বিড়ি দেয়।

মদন বলে হঠাৎ ; ভালো কিছু বোনান না, একটু দামি কিছু? সুতো নেই বুঝি?

মনটা খুশি হয়ে ওঠে ভুবনের।

সামান্য আছে। কিন্তু বেনারসি ছাড়া তুমি কি কিছু বুনবে?

বেনারসি? বেনারসি না বোনা যেন তারই অপরাধ, তারই অধঃপতন এমনি আপশোশের সঙ্গে বলে মদন, বেনারসি জীবনে বুনিনি।

এক ঘণ্টার মধ্যে সুতো এসে পড়ে। ভুবন লোক দিয়ে সুতো পৌঁছে দেয় মদনের ঘরে। সুতো দেখে কান্না আসে মদনের। এই সুতো দিয়ে তাকে ভালো কাপড়, দামি কাপড় বুনে দিতে হবে। এর চেয়ে কেশবের মতো গামছাই নয় সে বুনত, লোকে বলত মদন তাঁতি গামছা বুনেছে দায়ে পড়ে কিন্তু যা-তা ওঁচা কাপড় বোনেনি। সকালে পায়ে যেমন খিঁচ ধরেছিল তেমনিভাবে কী যেন টেনে ধরে তার বুকের মধ্যে। ট্যাঁকে গোঁজা দাদনের টাকা দুটো যেন ছ্যাঁকা দিতে থাকে চামড়ায়। কিন্তু এদিকে তাঁত না চালিয়ে চালিয়ে সর্বাঙ্গে আড়ষ্টমতো ব্যথায় পেটে খিদেটা মরে মরে জাগছে বারবার, বউটা গোঙাচ্ছে একটানা।

কী করবে মদন তাঁতি?

সেদিন রাত্রি যখন গভীর হয়ে এসেছে, শীতের চাঁদের ম্লান আলোয় গাঁ ঘুমিয়ে পড়েছে, চারিদিক স্তব্ধ নিঝুম হয়ে আছে, মাঝে মাঝে কাছে ও দূরে কুকুর, শিয়ালের ডাক ছাড়া, মদন তাঁতির তাঁত ঘরে শব্দ শুরু হল ঠকাঠক, ঠকাঠক। খুব জোরে তাঁত চালিয়েছে মদন, শব্দ উঠছে জোরে। উদির ঘরেতো বটেই, বৃন্দাবনের ঘরে পর্যন্ত শব্দ পৌঁছতে থাকে তার তাঁত চালানোর।

ভুবন বলে আশ্চর্য হয়ে, এর মধ্যে তাঁত চাপল? একা মানুষ কখন ঠিক করল সব?

উদিও অবাক হয়ে গিয়েছিল—ও খাঁটি গুণী লোক, ও সব পারে—সে বলে ভয়ে ও বিস্ময়ে কান পেতে থেকে।

বুড়ো বৃন্দাবন ছেলেকে ডেকে বলে, মদন তাঁত চালায় নাকি রে?

তা ছাড়া কী আর? কেশব জবাব দেয় ঝাঁঝের সঙ্গে, রাত-দুপুরে চুপে চুপে তাঁত চালাচ্ছেন, ঘাট শুধু মোদের বেলা।

ভুবনের সুতো না হতে পারে।

কার সুতো তবে? কার আছে সুতো ভুবন ছাড়া শুনি?

মদনের তাঁত কখন থেমে ছিল উদি জানে না। ভোরে ঘুম ভেঙেই সে ছুটে যায় মদনের কাছে। মদনকে ডেকে তুলে সাগ্রহে বলে, কতটা বুনলে তাঁতি।

আয় দেখবি।

শব্দার্থ ও টীকা

জাঁকিয়ে = সগর্ব ভঙ্গিতে।
নিশ্চিন্ত = চিন্তা শূন্য।
রীতিমতো = নিয়মমতো।
ভড়কে = ভয় পেয়ে আড়ষ্ট হওয়া, ঘাবড়ে যাওয়া।
অধঃপতন = পদস্খলন।
আপশোশ = অনুতাপ।
ওঁচা = নিকৃষ্ট।
ট্যাকে = কোমরে।
সর্বাঙ্গে = সমস্ত শরীরে, সারা দেহে।
নিঝুম = নিঃশব্দ।
ঘাট = অপরাধ।

মদন তাকে নিয়ে যায় তাঁত ঘরে। ফাঁকা শূন্য তাঁত দেখে থ বনে থাকে উদি। সুতোর বান্ডিল যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে।

সুতো মদন উদির হাতে তুলে দেয়, টাকা দুটোও দেয়। বলে, নিয়ে যা ফিরে দেগা ভুবনবাবুকে। বলিস, মদন তাঁতি যেদিন গামছা বুনবে—

একটু বেলা হতে তাঁতিপাড়ার অর্ধেক মেয়ে পুরুষ দল বেঁধে মদনের ঘরের দাওয়ার সামনে এসে দাঁড়ায়। মুখ দেখলেই বোঝা যায় তাদের মনের অবস্থা। রোষে ক্ষোভে কারও চোখে জল এসে পড়বার উপক্রম করেছে। গগন-তাঁতির বউটা পর্যন্ত নির্বাক হয়ে গেছে।

বুড়ো ভোলা শুধোয় ; ভুবনের ঠেয়ে নাকি সুতো নিয়েছ মদন? তাঁত চালিয়েছ দুকুর রাতে চুপিচুপি।

দেখে এসো তাঁত।

তাঁত চালাওনি রাতে?

চালিয়েছি। খালি তাঁত। তাঁত না চালিয়ে খিঁচ ধরল পায়ে, রাতে তাই খালি তাঁত চালালাম এট্টু। ভুবনের সুতো নিয়ে তাঁত বুনব? বেইমানি করব তোমাদের সাথে কথা দিয়ে? মদন-তাতি যেদিন কথার খেলাপ করবে—

মদন হঠাৎ থেমে যায়।

শব্দার্থ ও টীকা

থ বনে থাকে উদি = উদি বিস্মিত হয়, বাক্যহারা হয়ে যায়।
ফিরে দেগা = ফিরিয়ে দিয়ে আয়।
উপক্রম = সম্ভাবনা।
নির্বাক = বাক্যহারা।
ঠেয়ে = কাছে, থেকে।
দুকুর = দুপুর।

কথার খেলাপ = কথা না রাখা।

21.4 বিষয়ের রূপরেখা

যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে তখন যুদ্ধের প্রয়োজনে এদেশের ইংরেজ সরকার অন্যান্য জিনিসের মতো সুতোর উপরেও নিয়ন্ত্রণ আনে। বাজার থেকে উধাও হয় সুতো। দেখা দেয় সুতোর কালোবাজারি মজুতদারি। তাঁতিরা নিদারুণ অবস্থায় পড়ে। মজুতদারেরা মোটা সুতোয় মোটা কাপড়, গামছা সামান্য মজুরিতে তাঁতিদের দিয়ে বানিয়ে মস্ত মুনাফা করতে চায়। কিন্তু এই তাঁতিদের গর্ব মিহি সুতোয় শিল্পসম্মত তাঁতবস্ত্র বোনার। শিল্পসৃষ্টির সেই অহংকারকে তারা ভাতের বিনিময়েও জলাঞ্জলি দিতে নারাজ। মদন এই তাঁতশিল্পীদের সেরা এবং পথপ্রদর্শক। পঞ্চাশের মন্বন্তর ফেলেছে করাল ছায়া। ঘরে ঘরে দুটো ভাতের জন্য হাহাকার। এদিকে সুতোর অভাবে তাঁত বন্ধ। সারা বছর উদয়াস্ত তাঁত চালানোই যাদের জীবন তারা আজ শক্তিহীন, যন্ত্রণায় অধীর। এরই সুযোগ নিতে তৎপর মুনাফাখোর, কালোবাজারিরা। মিহিরবাবু আর তার দালাল ভুবন ঘোষাল। অভাবের জ্বালায় কেউ কেউ গোপনে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু মদন অনড়। তার স্ত্রী গর্ভবতী, অনাহারে অর্ধাহারে মরণোন্মুখ। তবু শিল্পীর ইজ্জত খোয়াতে নারাজ সে। কোনও দুর্বল মুহূর্তে দাদন নিয়েও তা ফেরত দেয়। মৃত্যুর চোখ-রাঙানিকে উপেক্ষা করে শিল্পধর্মের জয় ঘোষণা করে।

21.4.1 সকালে দাওয়ায় বসে ..... যা সয় তা সইবে না কেন?

বক্তব্যসার:

তাঁত চালিয়ে ধুতি শাড়ি ইত্যাদি নিত্য ব্যবহার্য বস্তু বয়ন করে তাঁতিরা জীবিকা নির্বাহ করে। খোলাবাজারে কাপড় বোনার প্রধান উপকরণ সুতো না পেয়ে মদনসহ তাঁতি-পাড়ার সবারই তাঁত বন্ধ। সাতদিন ধরে তাঁত বন্ধ থাকায় মদনের দীর্ঘদিনের অভ্যাসে ছেদ পড়েছে। দিনে-রাতে তাঁত চালাতে যে শারীরিক পরিশ্রম বা

শব্দার্থ ও টীকা

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের প্রয়োজন হত তার অভাবে মদনের হাতে, পায়ে, কোমরে, পিঠে আড়ষ্টতা দেখা দিয়েছে এবং সেই কারণে বাতের ব্যথার মতো একটা ব্যথায় সে কষ্ট পাচ্ছে। সুতোর অভাবে তাঁত চালাতে না পেরে রুজি-রোজগারও তো বন্ধ। অথচ এই দুরবস্থার জন্য তাঁতিরা কেউ দায়ী নয়। মহাজনের কারসাজিতেই খোলাবাজার থেকে সুতো উধাও হয়ে গেছে আর সেগুলি ঠাঁই পেয়েছে মহাজনের গুদাম ঘরে। মহাজনের শর্ত মেনে কম মজুরিতে কাপড় বুনে তা মহাজনের হাতে তুলে দিতে রাজি হলে মদনসহ কোনো তাঁতিকেই আর বসে থাকতে হয় না, শারীরিক মানসিক আর আর্থিক কষ্ট ভোগ করতে হয় না।

মন্তব্য:

মদনের জীবনের এক সংকটময় পরিস্থিতির কথাই এখানে ব্যক্ত হয়েছে। শ্রমমূলক কাজের অভাবে তার সমস্ত শরীর কেমন নির্জীব, অবসন্ন হয়ে পড়ে, একটা চাপা ব্যথার স্রোত বয়ে যায়। হয়তো তার মনে আগামী দিনগুলির ভাবনা ছায়া ফেলে। কিন্তু ভেবে সে কুল- কিনারা পায় না। ফলে তার মনে এক শূন্যতার অনুভূতি জেগে ওঠে, তাকে উদাস করে তোলে এবং একটা না-বলা বেদনার অনুভবে তার মনটা কেমন টনটন করতে থাকে। কিন্তু নিরুপায় মদনকে শারীরিক ও মানসিক সব ব্যথাবেদনা, দুঃখকষ্ট নীরবে সহ্য করে যেতে হয়।

পাঠগত প্রশ্ন : 21.1

1. বন্ধনীর মধ্য থেকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে লিখুন।

(ক) হঠাৎ তার _____ খিঁচ ধরল ভীষণভাবে। (অ. কোমরে, আ. পায়ে, ই. হাতে)

(খ) গাঁটে গাঁটে _____ কামড়ানি। (অ. প্রচণ্ড, আ. অসহ্য, ই. ঝিলিকমারা)

(গ) শরীরটা মিইয়ে ঝিমিয়ে ব্যথিয়ে ওঠে _____। (অ. তিনদিনে, আ. চারদিনে, ই. দুদিনে)

(ঘ) মনটা কেমন _____ করে একধরনের উদাস করা কষ্টে। (অ. শিরশির, আ. টনটন, ই. আনচান)

(ঙ) শরীর মনের ও সব উদ্‌বেগ সয়ে _____ থাকে মদন। (অ. চুপচাপ, আ. শান্ত, ই. স্থির)

2. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) সকালে মদন কোথায় বসে রোদের সেঁক খাচ্ছিল?

অ. দাওয়ায় আ. মাঠে ই. বিছানায়

(খ) মদন কতদিন তাঁত না চালানোর পর তার হাতে পায়ে আড়ষ্ট ব্যথার মতো হয়ে পড়ে ছিল?

অ. পাঁচ দিন আ. তিনিদিন ই. সাতদিন

(গ) মদনের তাঁত চলে না — কারণ:

অ. মদনের অসুস্থতা আ. সুতো মেলে না ই. মদনের স্ত্রীর অসুস্থতা

3. দুটি বাক্যে উত্তর লিখুন।

(ক) খোলাবাজারে সুতো পাওয়া যাচ্ছে না কেন?

শব্দার্থ ও টীকা

21.4.2 সকালে উঠেই মা গেছে ..... উঠে হাঁটো দু-পা, সেরে যাবে।

বক্তব্যসার:

মদনের পায়ে যখন খিঁচ ধরেছে তার মা আর বউ তখন গেছে বাবুদের বাড়ি, তাদের ছোটো মেয়ের বিয়েতে মদনের তাঁতে বোনা কাপড়ের বায়নার ব্যাপারে। মদনের চিৎকার শুনে তার মাসি দৌড়ে আসে মদনের ছোটো ছেলেকে নিয়ে, সঙ্গে আসে তার নিজের ছোটো মেয়ে। মাসির চ্যাঁচানোতে ভয় পেয়ে কাঁদতে থাকে ছেলেমেয়ে দুটোও। কিন্তু মাসির শরীরটা বড়ো রোগা, তার ওপর একটা হাত নুলো। সে কেমন করে পারবে মদনকে সুস্থ করতে। এমন সময় মহাজনের দালাল সুযোগসন্ধানী ভুবন ঘোষাল যাচ্ছিল মদনের বাড়ির সামনে দিয়েই।

মন্তব্য:

ভুবন ঘোষাল জানে, মদনকে কোনোমতে কাপড় বুনতে রাজি করাতে পারলেই অন্য তাঁতিরা তার কাছ থেকে সস্তা সুতো নিয়ে কাপড় বুনতে শুরু করবে। তাই মদনকে খুশি করার জন্য সে মদনের পা টেনেটুনে তার পায়ের খিঁচ ধরাবার ব্যথা কমিয়ে দেয়।

পাঠগত প্রশ্ন : 21.2

1. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) সুতো—জোগাড় হয়ে যাবে বাবুদেরই কল্যাণে।
অ. অনায়াসে আ. সহজে ই. বিনা পরিশ্রমে

(খ) বাড়িতে ছিল — মদনের মাসি।
অ. কেবল আ. একমাত্র ই. শুধু

(গ) শরীরটা প্যাকাটির মতো —।
অ. সরু আ. দুর্বল ই. রোগা

(ঘ) মদনের — চিৎকার শুনে সে ছুটে আসে।
অ. অস্বাভাবিক আ. প্রচণ্ড ই. হাউমাউ

(ঙ) ছেলেমেয়ে দুটো আগেই গলা ফাটিয়ে — জুড়েছিল।
অ. চিৎকার আ. হৈচৈ ই. কান্না

2. নীচে পাঁচটি বাক্য দুটি অংশে ভাগ করে এলোমেলোভাবে সাজানো আছে। দুই অংশের বাক্যাংশগুলি মেলান।

(ক) সকালে উঠেই মা গেছে বউকে সাথে নিয়ে	(ক) চার বছরের মেয়ে
(খ) খড়ি ওঠা ফাটা পায়ে হাতের কড়া তালুর ঘষায়	(খ) উঠে হাঁটো দু পা
(গ) ভুবন পরামর্শ দেয় ;	(গ) পা ঠিক করে দেয় মদনের
(ঘ) সাথে আসে মাসির	(ঘ) বাবুদের বাড়ি
(ঙ) মাসির কী ক্ষমতা আছে এক হাতে টেনে	(ঙ) শব্দ হয় শোষেরই মতো

শব্দার্থ ও টীকা

3. কম-বেশি দুটি বাক্যে লিখুন।

(ক) মদনের মা বাবুদের বাড়ি কেন গিয়েছিল?

(খ) মদনের পা ঠিক ছিল না কেন?

21.4.3 মদন কথা কয় না ..... মুখকে তার বড়ো ভয়

বক্তব্যসার:

উদিকে পাড়ার কেউ পছন্দ করে না ভুবন ঘোষালের সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্কের জন্য। মদনের চিৎকার শুনে আশেপাশের বাড়ির কয়েকজন এসে হাজির হয়েছে। শুধু উদি আসেনি। উদির মিষ্টি গলায় চ্যাঁচানো শুনে পাড়ার মেয়ে-পুরুষের গা যেন জ্বলে যাচ্ছিল। উদির চরিত্র যেমনই হোক্ সে কিন্তু মদনের ভালো চায়। মদনের বউ আসন্নপ্রসবা। না খেয়ে তার ঘরে পাছে কেউ মরে যায় এই ভাবনায় কাল এসে চাল ডাল দিয়ে মদনের বউকে সাহায্য করেছে। জিজ্ঞেস করে গেছে তার মতি-গতির কথা, তার একগুঁয়েমির কথা।

ভুবন ঘোষাল সুতোর দালাল। তাঁতিপাড়ার সবাই জানে, সে সস্তা সুতো দিয়ে তাঁতিদের দিয়ে সস্তা কাপড় বুনিয়ে নিতে চায়। তাকে কেউ পছন্দ করে না। তাই মদনের বাড়িতে তাকে দেখে সকলেরই খুব রাগ হয়। তাদের সংশয় মদন কি ভুবনের ফাঁদে পা দিল? তাদের মুখের বদলে-যাওয়া ভাবের অর্থ বুঝতে পারে মদন। ভুবন ঘোষালের জন্যই তার মৃত্যু যন্ত্রণার উপশম হয়েছে। খিঁচ-ধরা পা-টা তার বশে এসেছে বলে উপস্থিত সবাইকে মদন জানায়। গগন-তাঁতির বউ স্পষ্ট কথা বলতে ভয় পায় না। সে বলে, 'অ! কাছেই ছিলেন তা এলেন ভালো'।

মন্তব্য:

উদির চরিত্রে অনেক দোষ থাকলেও তার মধ্যে দেখা যায় মমত্ব ও সমবেদনা।

পাঠগত প্রশ্ন : 21.3

1. বন্ধনীর মধ্য পাঠ থেকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসান।

(ক) কয়েকজন মেয়ে-পুরুষ ছুটে এসে হাজির হয়েছে _____ শুনে।
(অ. চেঁচামেচি, আ. হুল্লোড়, ই. চিৎকার)

(খ) উদিই _____ তাড়া দিয়ে পাঠিয়েছে তাকে।
(অ. হয়তো, আ. মনে হয়, ই. সম্ভবত)

(গ) কিছু চাল আর ডাল সে _____ দিয়েছে কাল মদনের বউকে।
(অ. চুপিচুপি, আ. লুকিয়ে, ই. গোপনে)

(ঘ) গগন-তাঁতির বউয়ের মুখকে তার _____ ভয়।
(অ. খুব, আ. বড়ো, ই. অত্যন্ত)

(ঙ) মুখের ভাব তাদের স্পষ্টই _____ যায়।
(অ. পালটে, আ. উলটে, ই. বদলে)

শব্দার্থ ও টীকা

2. প্রতিটি বাক্যে একটি করে ভুল শব্দ দেওয়া আছে। সেটি সংশোধন করে সঠিক শব্দ বসান।

(ক) কয়েকটা আমগাছের মোটে ফারাক মদন আর উদির কুঁড়ের মধ্যে।

(খ) উদির কুঁড়ে থেকেই সে পুকুর ঘুরে রাস্তা হয়ে এসেছে।

(গ) চারদিন তাঁত বন্ধ মদনের।

(ঘ) পিসি মাদুর এনে বসতে দিয়েছিল ভুবনকে।

(ঙ) গগন-তাঁতির বেঁটে রোগা বউ অদ্ভুত আওয়াজ করে বলে।

3. সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) 'কাছেই ছিলেন তা এলেন ভালো, তাইতো বলি মোরা।'—কথাটি কে বলেছে?

অ. মদনের মাসি আ. গগনের বউ ই. উদি

(খ) 'গগন তাঁতির বউয়ের মুখকে তার বড় ভয়।'—কার ভয়?

অ. ভুবনের আ. মদনের বউয়ের ই. মদনের

(গ) 'উনি ছুটে এসে টেনে-টুনে ঠিক করে দিলেন'—উনি কে?

অ. ভুবন ঘোষাল আ. উদি ই. মদনের মা

(ঘ) 'একগুঁয়েমি তার কাটেনি'—কথাটি কে বলেছে।

অ. উদি আ. মদনের মাসি ই. মদনের বউ

4. উদি যে মদনের হিতাকাঙ্ক্ষী তা বোঝা গেল কীভাবে?

21.4.4 বৃন্দাবন দাঁড়িয়ে ছিল ..... কত ঢং জানে বুড়ো

বক্তব্যসার:

বৃন্দাবনের ঘর মদনের বাড়ির পাশেই। তার শরীর জরাজীর্ণ। তাঁত চালাবার ক্ষমতা তার নেই। কিন্তু তাঁতিপাড়ার আর সকলের যখন তাঁত বন্ধ তখন তার বড়ো ছেলে রসিক তাঁত চালায়। সুতোর অভাবে তাঁত চালাতে না পেরে অভাবে আর আতঙ্কে সমস্ত তাঁতিপাড়া যখন থমথম করছে তখন তাঁত চলছে শুধু কেশব আর বৃন্দাবনের ঘরে। ভুবন ঘোষাল খুব কৌশলে মদনের বাড়িতে ওই জড়ো-হওয়া মানুষগুলোর সামনে সে-কথা ফাঁস করে দেয়। তাই বৃন্দাবনকে খুব অপরাধী দেখায়। ভুবন ঘোষাল বৃন্দাবনকে বলল, গামছা বোনা হয়ে গেলে যেন কেশব পয়সা নিয়ে যায়। বৃন্দাবনের মুখের চেহারা তখন করুণ, অসহায়ভাবে বলে, সে এসব কিছু জানে না; তার ছেলে জানে। গগনের বউ স্পষ্ট কথার মানুষ, তার মুখে কিছুই আটকায় না। বৃন্দাবন চলে যাওয়ার সময় গগনের বউ মুখ বাঁকিয়ে ব্যঙ্গ করে বলে, 'কত ঢং জানে বুড়ো!'

মন্তব্য:

সবাইকে উপেক্ষা করে স্বার্থপর কুচক্রী ভুবনের কাছে বৃন্দাবনের আত্মসমর্পণের এই প্রচেষ্টাকে গগনের বউ ধিক্কার জানাতে দ্বিধা করে না।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 21.4

1. সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

(ক) বৃন্দাবনের বড়ো ছেলের নাম কী?

(অ) কেশব

(আ) রসিক

(ই) ভুবন

(খ) তাঁতিপাড়ায় কার কার তাঁত চলছে?

(অ) কেশব আর বৃন্দাবনের

(আ) বৃন্দাবন আর শ্রীধরের

(ই) কেশব আর শ্রীধরের

(গ) 'কত ঢং জানে বুড়ো!'—কে বলেছে? বুড়োটি কে?

(অ) বলেছে গগনের বউ, বুড়োটি হল বৃন্দাবন

(আ) বলেছে মদনের মাসি, বুড়োটি হল ভোলা

(ই) বলেছে উদি, বুড়োটি হল মদনের বাপ

(ঘ) বৃন্দাবন তাঁতে বসে না কেন?

(অ) সুতোর অভাব বলে

(আ) পুরানো জীর্ণ তাঁত বলে

(ই) শরীরে ক্ষমতা নেই বলে

(ঙ) বৃন্দাবন যেন চমকে ওঠে।—চমকে ওঠে কেন?

(অ) মদনের পায়ে খিঁচ ধরেছে বলে

(আ) মদনের বাড়িতে পাড়ার মেয়ে-পুরুষদের সমাবেশ দেখে

(ই) দালাল ভুবনের কথায় তার নিজের মাথা মুড়োনোর কথা সবার সামনে ফাঁস হওয়ায়

2. নীচের চারটি বাক্য দুই অংশে ভাগ করে এলোমেলো করে দেওয়া আছে। বাক্যগুলি মেলান।

(ক) অপরাধীর মতো	(ঙ) বুড়ো ভোলার চেয়ে বৃন্দাবনের
(খ) বয়স অনেক কম	(চ) পিছু ফিরে
(গ) মোর ছেলা বলতে পারে	(ছ) বৃন্দাবন দাঁড়িয়ে ছিল পিছনে
(ঘ) ধীরে ধীরে চলে যায় বৃন্দাবন	(জ) জানি না বাবু

2. অনধিক দুটি বাক্যে উত্তর লিখুন:

(ক) 'বৃন্দাবন দাঁড়িয়ে ছিল পিছনে, অপরাধীর মতো।'—কেন বৃন্দাবন অপরাধীর মতো দাঁড়িয়েছিল?

(খ) বৃন্দাবনের তাঁতে কী বোনা যায়?

শব্দার্থ ও টীকা

21.4.5 বুড়ো ভোলা বলে ..... বুনতে শুরু করবে তাঁতিরা

বক্তব্যসার:

ভুবন ঘোষাল তাঁতিদের আন্দোলন ভেস্তে দেবার তালে আছে। সে অত্যন্ত স্বার্থান্বেষী ও সুযোগ- সন্ধানী। তাঁতিপাড়ার সবাই চলে যেতে সে মদনকে বোঝাতে চেষ্টা করে, তাঁতিদের কাজ বন্ধ করে বোকামি করাটা নিজেদের সর্বনাশের পথ পরিষ্কার করা। মদন জানায় দাদন নিয়ে অথবা ধার করেই তাঁতিদের তাঁত চালাতে হয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মুখে রক্ত তুলে দিনরাত তাঁত চালিয়েও তারা পোষাতে পারে না। আর ভুবনের প্রস্তাব মেনে নিলে অর্ধেক পড়তাও থাকবে না তাঁতিদের। তাঁতিদের যতই বোকা বলা হোক্ না কেন তারা কিছুতেই ভুবনের প্রস্তাব মেনে নেবে না।

ভুবন ঘোষাল দরদির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বলে, সে অনেক বলে কয়ে মালিক মিহিরবাবুর কাছ থেকে তাঁতিদের জন্য সুতো জোগাড় করেছিল। কিন্তু এখন তাঁতিরা সে-সুতো না নিলে পস্তাবে।

মন্তব্য:

ভুবন চালাক মানুষ। তাঁতিরা অভাবের তাড়নায় তাঁত বিক্রি করে দিতে বাধ্য হলে সেই তাঁত মিহির-বাবুর বেনামিতে সে নিজেই কিনে নেবে জলের দামে। এটাই ছিল তার কৌশল।

পাঠগত প্রশ্ন : 21.5

1. সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) 'এ সব ইঙ্গিত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে তারা ভয় পায়।'

(i) কার ইঙ্গিত?

(অ) বৃন্দাবনেব
(আ) বুড়ো ভোলার
(ই) ভুবন ঘোষালের

(ii) কারা ভয় পায়?

(অ) রসিক আর কেশব
(আ) ভুবন আর উদি
(ই) তাঁতিপাড়ার তাঁতি সম্প্রদায়

(iii) ইঙ্গিতটা কী?

(অ) গামছা কাপড় বুনে দিলেই পয়সা মেলে
(আ) এবার বুড়োর যাওয়াই ভালো
(ই) মরগে না হেথা থেকে যেথা মরবি?

(খ) ভুবন ঘোষাল তাঁতিদের বোকা বলেছে কেন?

(অ) পায়ে খিঁচ ধরলে হ্যাঁচকা টান দিতে জানে না বলে
(আ) সস্তা ধুতিশাড়ি গামছা বুনবে না বলে
(ই) সুতোর বাজারদর জানে না বলে

শব্দার্থ ও টীকা

(গ) তাঁতিপাড়ার কেউ ভুবনকে সহ্য করতে পারে না কেন?

(অ) ভুবন ঘোষাল তাঁতিদের আন্দোলন ভেস্তে দেবার চক্রান্ত করছে বলে।

(আ) ভুবন ঘোষাল উদির রান্না করা ভাত খায়নি বলে।

(ই) ভুবন ঘোষাল মদনের দাওয়ায় এসে বসেছে বলে।

2. পাঠের সঠিক শব্দের সাহায্যে শূন্যস্থান পূর্ণ করুন।

(ক) কেশব গেলেই _____ পাবে। (অর্থ, টাকা, পয়সা)

(খ) মদন নিজেও _____ তাঁতি। (তিন পুরুষে, সাত পুরুষে, পাঁচ পুরুষে)

(গ) সুতো কিনতে পাচ্ছিস না, পাবিও না _____। (কিছুকাল, অনেককাল, চিরকাল)

(ঘ) নয়তো দুদিন বাদে তাঁত _____ হবে তোমাদের। (কিনতে, আনতে, বেচতে)

3. তাঁতিদের রুজি-রোজগার বন্ধ। এই দুরবস্থার জন্য দায়ী কে? যে মন্তব্যটি ঠিক সেটিতে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) এই দুরবস্থার জন্য তাঁতিরা কেউ দায়ী নয়। মহাজনের কারসাজিতেই খোলাবাজার থেকে সুতো উধাও হয়ে গেছে আর সেগুলো ঠাঁই পেয়েছে মহাজনের গুদাম ঘরে।

(খ) রোগ ব্যাধিতে ভুগে মানুষের শরীর যেমন দুর্বল ও অবসন্ন হয়ে পড়ে তাঁতিদের শারীরিক অবস্থাও তেমনি! তাই শারীরিক কষ্টের জন্যই তাঁতিদের এই দুর্ভোগ।

কম-বেশি পাঁচটি বাক্যে লিখুন :

4. তাঁতিপাড়ার তাঁতিরা সস্তা কাপড় বুনবেই না কেন?

5. সেই ভরসাতেই হয়তো গাঁট হয়ে বসে আছে লোকটা।—ভরসাটা কী?

21.4.6 'মাসি এসে ঘুর ঘুর করে ..... ব্যাভার করে ওর সঙ্গে'।

বক্তব্যসার:

মদনের মাসির মন সংস্কারাচ্ছন্ন। ভুবন ঘোষাল বামুন হয়ে মদনের পায়ে হাত দিয়েছিল। মাসির ধারণা হচ্ছে এজন্য মদনের উচিত ছিল ভুবনকে একটা প্রণাম করা। বামুন মানুষ, গুরুজন ব্যক্তিকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম না করলে পাপ হতে পারে। এই কথাটা মদনের কানে কানে বলতে এলে মদন তাকে গালাগালি দিয়ে তাড়াল। মদনের মনে কোনও সংস্কার নেই। তাই মদন রেগে যায়। মদনের মাসি বুঝতে পারে মদনের এখন মেজাজ খারাপ। তবে মদনের ওপর মাসির খুব বিশ্বাস। মদন তার বাপের নাম রেখেছে। তার বাপ ছিল নামকরা কাপড়ের কারিগর। মদনও তাঁর মতো বড়ো তাঁতি। মাসির বিয়ের সময়ে মদনের বাপ তার জন্য একটা জালের মতো শাড়ি বুনে দিয়ে মশকরা করেছিল। মদনের মাসি জানে এখন দিনকাল বদলেছে। চারিদিকে অভাব অনটন। মদন কিন্তু বদলায়নি। শত অভাবেও মদন সস্তা দামের কাপড় গামছা বুনবে না। কিন্তু সংসারের নানা টানাপোড়েনে, মদনের মা আর বউ মদনকে ঠিকমতো বুঝতে পারছে না। সাংসারিক সংকটের সামনে দাঁড়িয়ে তারা মদনের সঙ্গে সুস্থ, সহজ স্বাভাবিক সম্পর্কটা বজায় রাখতে পারছে না। মদনের বাবার সঙ্গে তার পরিহাস-মধুর সম্পর্ক ও ব্যবহারের কথা স্মরণ করে স্মৃতিবেদনায় মাসির মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। সেই সুখের দিনের পরিপ্রেক্ষিতে মদনের বর্তমান দুঃখ-দুর্দশার কথা ভেবেও মাসির মন ব্যথিত হয়ে ওঠে, কারণ শত অভাব অনটন সত্ত্বেও সে বাপঠাকুর্দার ধারা বজায় রাখতে সচেষ্ট। শিল্পী ও শিল্পের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে, আদর্শ বিসর্জন দিয়ে

শব্দার্থ ও টীকা

সে ফরমায়েসি ও সস্তা কাপড় বুনতে একান্তই অনিচ্ছুক। এই পরিপ্রেক্ষিতে সেই গুণী মানুষটির কথা, মদনের বাপের কথা বেশি করে মনে পড়ে মাসির।

মন্তব্য:

লেখক তাঁর 'শিল্পী' গল্পে একটি অপ্রধান চরিত্র মদনের মাসিকে সামান্য দু-একটি কথায় এখানে উজ্জ্বল করে তুলেছেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 21.6

1. মদনের মাসির মন সংস্কারাচ্ছন্ন—কখন বোঝা গেল?—যে মন্তব্যটি ঠিক সেটিতে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন।

(অ) বামুনের ছেলে পায়ে হাত দিয়েছে মদনের, গড় হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে ভুবনকে যতক্ষণ সে প্রণাম না করছে মাসির মনে স্বস্তি নেই।

(আ) বিয়ের সময় জালের মতো ছিষ্টিছাড়া শাড়ি বুনে পরতে দিয়ে তার সঙ্গে যে মশকরা করেছিল মদনের বাপ সে কথা কোনোদিন ভুলবে না মাসি।

2. 'ওটা ছুতো'—কোন্‌টা ছুতো?

(অ) ভুবনকে প্রণাম করতে বলায় রাগ হওয়া

(আ) মেয়ে কাঁদছে বলে বকুনি দেওয়া

3. তাঁতের কাজে কার নাম মদন বজায় রেখেছে?

(অ) বংশের নাম।

(আ) বাপের নাম।

(ই) সাতপুরষের নাম।

4. কচি বয়সে এ বাড়িতে এসে মাসি শুনেছিল।—মাসি কার সঙ্গে এ বাড়িতে এসেছিল?

(অ) মদনের বাবার সঙ্গে।

(আ) মদনের মার সঙ্গে।

(ই) শ্রীধর তাঁতির সঙ্গে।

5. মদনের বাপের কথা মাসির মনে পড়ে কেন?

21.4.7 'মদনের বাপ যদি ..... কথা কয় যেন রাজামহারাজা'।

বক্তব্যসার:

মদনের বাবা আজ বেঁচে নেই। থাকলে তার বয়স হত নব্বুইয়ের ওপরে। মদনের মাসি শ্রীধর-তাঁতির কথাও ভাবে। শ্রীধর বড়োই দুর্ভাগা, জীবনে তার অনেক কষ্ট। সমস্ত কষ্টের অবসান হয়ে এবার বুড়োর মরে

শব্দার্থ ও টীকা

যাওয়াই ভালো মনে করে মদনের মাসি।

সূক্ষ্ম সুতোয় কারুকার্যময় দামি শাড়ি বোনাতেই মদনের আগ্রহ। মোটা সুতোয় সস্তা দামের শাড়ি বুনলে তার শিল্পীসত্তার প্রকাশ ঘটে না। এই কারণে সে এই ধরনের কাপড় বোনে না। ঘরে তার নিত্য অভাব অনটন। বউ আসন্ন-প্রসবা, উপোস করে দিন কাটে। তবু তার শিল্পীসত্তা বিসর্জন দিতে রাজি নয়। তার বউ আর মা বাবুদের বাড়ি কিছু শাড়ির বায়না আনতে গিয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছে। বাবুদের বাবুর মেয়েরা টিটকারি দিয়ে তাকে 'বনগাঁর শ্যাল রাজা' বলে অভিহিত করেছে। মদন এতে কষ্ট পেলেও বিচলিত হয় না। তার হাতের কাজের প্রমাণ রয়েছে তার বউ-এর পরনের শাড়িতে। এই শাড়িটা সে বিয়ের সময় বুনেছিল। শাড়িটি অনেক বছর পরে এখনও উজ্জ্বল আছে। মিহি সুতোয় বোনা এই কাপড়খানি পরলে এত অভাব-অনটনের মধ্যেও তার উপোসী রোগা ফ্যাকাশে বউকে বাবুর বাড়ির মেয়েদের মতো লাগে। মদন কেবল বলে, 'অতি বাড় হয়েছে বাবুদের। এবার মরবে।'

মন্তব্য:

ধনীর বিরুদ্ধে মদনের অসহায় অক্ষম ক্রোধের প্রকাশ এভাবেই হয়েছে। ভুবন কৌশল করে মদনকে হাত করতে চেয়েছিল। কিন্তু ব্যর্থ হওয়ায় সে রেগে গেছে। মদন কাপড় বুনতে রাজি হলে অন্য তাঁতিরাও রাজি হত। ব্যর্থতার জ্বালায় ভুবন ভাবে মদন তাঁতির মাথার ঠিক নেই। যখন তখন রেগে যায়, আবার হাসে। তার কথাবার্তা আর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, সে বুঝি একজন রাজা-মহারাজা।

পাঠগত প্রশ্ন : 21.7

1. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) মদনের বাপ আজ বেঁচে থাকলে তার বয়স কত হত?

(অ) ৮০ বছরের বেশি

(আ) ৯০ বছরের বেশি

(ই) ১০০ বছরের বেশি

(খ) এবার বুড়োর যাওয়াই ভালো—বুড়োটি কে? কথাটি কে বলেছে?

(অ) বুড়োটি ভুবন ঘোষাল, বলেছে উদি।

(আ) বুড়োটি শ্রীধর তাঁতি, বলেছে মদনের মাসি।

(ই) বুড়োটি বৃন্দাবন তাঁতি, বলেছে গগনের বউ।

(গ) 'এক পয়সার মুরোদ নেই, গর্বো কত!'—কথাটি কে বলেছে, কার সম্পর্কে?

(অ) মদনের বউ বলেছে, মদন সম্পর্কে।

(আ) গগনের বউ বলেছে, বৃন্দাবন সম্পর্কে।

(ই) মদনের মাসি বলেছে, মদন সম্পর্কে।

2. পাঠ্যাংশে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(ক) কিন্তু বুড়ির কি সে _____ আছে।

(খ) _____ শ্যাল রাজা মদন-তাঁতি।

শব্দার্থ ও টীকা

(গ) পায়ের ধুলোর _____ নয় তারা মদনের।

(ঘ) একটা _____ তাঁতির তেজ আর নিষ্ঠায় একটু খটকাই যেন লাগে ভুবনের।

3. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) মদনের বউকে বাবুদের বাড়ির মেয়ে বলে মনে না হওয়ার কারণ:

(অ) তার সর্বাঙ্গে দারিদ্র্যের ছাপ রয়েছে বলে

(আ) সে থপথপ পা ফেলে হাঁটে বলে

(ই) চলতে গেলে তার টলে পড়বার উপক্রম হয় বলে

(খ) মদনের শিল্পী হাতের কাজের প্রমাণ কোথায় রয়েছে?

(অ) বেনারসি ছাড়া তুমি কী কিছু বুনবে?—ভুবনের এই জিজ্ঞাসায়।

(আ) তার বউ-এর পরনের শাড়িতে।

কম-বেশি পাঁচটি বাক্যে উত্তর লিখুন:

4. মদনকে ভুবন 'রাজা-মহারাজা'র সঙ্গে তুলনা করল কেন?

21.4.8 'উঠবার সময় ভুবনের ..... মদন হঠাৎ থেমে যায়'।

বক্তব্যসার:

ভুবন ঘোষাল সুযোগসন্ধানী। সে জানে মদন খুব বড়ো বিপদে পড়লে তখন তার কাছ থেকে সুতো নিয়ে সস্তা দামের কাপড় বোনায় রাজি হতে পারে। তাই সে মদনের একটা বড়ো বিপদের জন্য অপেক্ষা করছে। মদনের বউ আসন্ন-প্রসবা। অনাহারে অনটনে তার শরীরে নেই কোনো শক্তি। উদি মদনের ভালো চায়। সে চায় মদন সস্তা কাপড় বুনে কিছু পয়সা পাক। কিন্তু মদন তার কথা শোনে না। তাই সে মদনকে গালাগালি দিয়ে এসছে।

ভুবন ঘোষাল বামুনের ছেলে হলেও উদির মতো তাঁতির মেয়ের ঘরে থাকে। সে ভুবনকে তার রান্না-করা ভাত খাবার জন্য অনুরোধ জানায়। কিন্তু ভুবনের জাতের গুমোর বেশি, তাই তার বক্তব্য—উদি তাকে ভাত খাওয়ার কথা ভাবল কী করে।

এরপর ভুবন মদনের দাওয়ায় এসে বসে। মদন বলে ভুবন তাকে দিয়ে দামি কিছু বোনালে সে বুনে দিতে পারে। ভুবন বলে সে কিছু সুতো পাঠাবে মদনকে। ভুবন মদনের কাছে সুতো পৌঁছে দেয়। এগুলো একেবারে সস্তা দরের সুতো, তা দেখে কান্না পায় মদনের। এই সুতো দিয়ে সে কীভাবে দামি কাপড় বুনবে। বৃন্দাবনের ছেলে কেশব বলল, মদন নিশ্চয়ই ভুবনের সুতো দিয়ে তাঁত চালাচ্ছে। ভোরবেলা উদি ছুটে আসে মদনের কাছে। মদন তাকে তাঁতঘরে নিয়ে দেখায়, ভুবনের দেওয়া সুতোর বান্ডিল যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে। সে সারারাত খালি তাঁত চালিয়েছে। ভুবনের দেওয়া দুটি টাকা এবং সুতোর বান্ডিল উদির হাতে দিয়ে ভুবনের কাছে ফেরত পাঠায়।

একটু বেলা হতে তাঁতিপাড়ার মেয়ে-পুরুষের দল মদনের বাড়িতে আসে। সকলের মনের মধ্যে রাগ-অভিমান। মদন-তাঁতি শেষ পর্যন্ত তাঁত চালিয়ে তাদের সঙ্গে বেইমানি করল। মদন তাদের বলে, সে বিনা সুতায় সারা রাত ধরে তাঁত চালিয়েছে, পায়ের জড়তা কাটাবার জন্য। সবাইকে সে বুঝিয়ে দিয়েছে যে বাঁচার

শব্দার্থ ও টীকা

লড়াইয়ে সে সবার সাথে আছে।

মন্তব্য:

প্রকৃত সম্পন্ন শিল্পী যে হাজার অভাব অনটন কষ্টে ও দারিদ্র্যের মধ্যেও দালালের দেওয়া টোপ গেলে না, 'শিল্পী' গল্পে মদনের চরিত্রের ভেতর দিয়ে লেখক আমাদের সে কথাই শুনিয়েছেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 21.8

1. বন্ধনীর মধ্য থেকে পাঠের ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসাও।

(ক) _____ কাঠ গুঁজে নামানো হাঁড়িটা চাপিয়ে দেয়। (উনোনে, আখায়, চুলোয়)

(খ) তোর কথা বড়ো _____। (খারাপ, বিশ্রী, বিচ্ছিরি)

(গ) সকালের পিঁড়িটা সেইখানে পড়েছিল, তাতে _____ বসে। (উঠে, জাঁকিয়ে, চেপে)

(ঘ) মদনের বউয়ের শরীরটা কেমন কেমন করছিল, একবার _____ গেছে। (অজ্ঞান, মূর্ছা, জ্ঞানশূন্য)

2. প্রতিটি বাক্যে একটি করে ভুল শব্দ দেওয়া আছে। সেটি সংশোধন করে সঠিক শব্দ বসান।

(ক) তেমন একটা বিপদ মাথায় চাপলে মদন হয়তো ভাঙতে পারে।

(খ) উদির জন্য অপেক্ষা করতে করতে সে অধীর হয়ে ওঠে।

(গ) একবেলা একমুঠো ভাত পায় তো চারবেলা উপোস।

(ঘ) বেনারসি না-বোনা যেন তারই অধঃপতন।

3. সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

(ক) মদনের বউয়ের খবর নিয়ে উদি কতক্ষণ পরে ফেরে?

সঙ্গে সঙ্গে | অনেকক্ষণ | মুহূর্তক্ষণ

(খ) উদি মদনকে কী বলে গাল দিয়ে এল?

মৃত্যু হয় না, | মরণ হয় না? | যমে নেয় না?

(গ) উদি কখন ছুটে যায় মদনের কাছে?

সকালে | ভোরে | প্রত্যুষে

(ঘ) মদনের মুখে সুতোর কথা শুনে ভুবনের মনটা কেমন হয়ে ওঠে?

হাসিখুশি | খুশি খুশি | খুশি

4. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) ভুবন উদির রান্না-করা ভাত খায়নি কেন?

(অ) জাত্যভিমানের জন্য

(আ) খিধে না থাকার জন্য

(ই) তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে হবে বলে।

শব্দার্থ ও টীকা

(খ) সুতো দেখে কান্না আসে মদনের।

(অ) সুতো একেবারেই অল্প ছিল।

(আ) সুতো খুবই খেলো মানের ছিল।

(অ) সুতোগুলো ছিল জট পাকানো।

(গ) উদি মদনের তাঁত ঘরে গিয়ে কী দেখল?

(অ) মদন গামছা বুনেছে।

(আ) মদন শাড়ি বুনেছে।

(ই) সুতোর বান্ডিল যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে।

5. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) 'মদন তাঁত চালায় নাকি রে'—কে কাকে কথাটি বলেছে?

(অ) বৃন্দাবনের ছেলে বৃন্দাবনকে বলেছে।

(আ) কেশব উদিকে বলেছে।

(ই) বৃন্দাবন তার ছেলেকে বলেছে।

(খ) 'সেও কি শেষে ভুবনের ব্যবস্থা মেনে নিল।'—সে কে?

(অ) তাঁতিদের সংগ্রামের নায়ক মদন তাঁতি।

(আ) বৃন্দাবন তাঁতি।

(ই) বৃন্দাবনের বড়ো ছেলে রসিক।

(গ) 'থ বনে থাকে উদি'—উদি 'থ বনে থাকে' কেন?

(অ) মদনের বউ মূর্ছা গেছে বলে।

(আ) ভুবন মদনের রান্না-করা ভাত না খাওয়ায়।

(ই) মদন রাতে খালি তাঁত চালিয়েছে বুঝতে পেরে।

কম-বেশি পাঁচটি বাক্যে লিখুন ঃ

6. 'মদন হয়তো ভাঙতে পারে'—মদন শেষ পর্যন্ত ভেঙেছে কিনা লিখুন।

7. 'একটা এঁড়ে তাঁতির তেজ'—কাকে এঁড়ে তাঁতি বলা হয়েছে? তাকে 'এঁড়ে তাঁতি' বলা হল কেন?

21.5 আপনি যা শিখলেন

1. অন্যায়ের সঙ্গে আপস করতে নেই।
2. মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে নেই।
3. মানুষের প্রতি সমব্যথী হতে হবে।
4. ঐক্যবদ্ধ যৌথ লড়াইয়ে জয় অবশ্যম্ভাবী।
5. আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা থাকলে আপসহীন লড়াই করা যায়।

শব্দার্থ ও টীকা

21.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. মদনের বাড়িতে তাঁতিপাড়ার লোকজন এসেছিল কেন?
2. তাঁতিদের আর্থিক সংকটের কারণ কী?
3. ভুবন অনেক কৌশল ও চেষ্টা করেও তাঁতিপাড়ার জোটবদ্ধ আন্দোলন ভেঙে দিতে পারেনি কেন?
4. 'বেইমানি করব তোমাদের সাথে কথা দিয়ে'।—কী পরিস্থিতিতে মদন একথা বলেছে এবং কেন?
5. 'মদন যখন গামছা বুনবে—' এর সঙ্গে সম্ভাব্য কোন্ বাগ্‌ধারাটি জড়িয়ে আছে?
6. 'শিল্পী' গল্পের নামকরণ এরকম করা হল কেন?

21.9 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

21.1

1. ক — পায়ে
   খ — ঝিলিকমারা
   গ — দুদিনে
   ঘ — টনটন
   ঙ — চুপচাপ
2. ক — দাওয়ায়
   খ — সাতদিন
   গ — সুতো মেলে না
3. মহাজনের কারসাজি

21.2

1. ক — অনায়াসে
   খ — শুধু
   গ — রোগা
   ঘ — হাউমাউ
   ঙ — কান্না
2. ক — ক + ঘ
   খ — ক + ঙ
   গ — গ + খ
   ঘ — ঘ + ক
   ঙ — ঙ + গ
3. ক. কাপড় বুনে দেবার ফরমাশ আদায় করতে।

খ. খিঁচ ধরেছিল।

21.3

1. ক — আ
খ — অ
গ — অ
ঘ — আ
ঙ — ই

2. ক — কলাগাছের
খ — ডোবা
গ — সাতদিন
ঘ — পিঁড়ি
ঙ — মোটা

3. ক — আ
খ — ই
গ — অ
ঘ — ই

4. গোপনে চাল, ডাল দিয়ে সাহায্য করায়।

21.4

1. ক — আ
খ — অ
গ — অ
ঘ — ই
ঙ — ই

2. ক — গ + ক
খ — ঙ + খ
গ — জ + গ
ঘ — চ + ঘ

3. ক. সবার তাঁত বন্ধ থাকলেও কেবল কেশব আর বৃন্দাবনের তাঁত চলছে।
খ. গামছা আর আট-হাতি কাপড়।

21.5

1. ক i — ই
ক ii — ই
ক iii — অ
খ — আ
গ — অ

শব্দার্থ ও টীকা

2. ক — পয়সা
খ — সাতপুরুষে
গ — কিছুকাল
ঘ — বেচতে

3. ——— ক

4. পোষায় না ওদের।

5. তাঁত বাঁধা দিতে বেচতে হলে মিহিরবাবুর হয়ে ভুবনই কিনবে।

21.6

1. ——— অ

2. ——— আ

3. ——— আ

4. ——— আ

5. শত অভাব সত্ত্বেও মদন তার বাপ-ঠাকুর্দার ধারা বজায় রেখেছে বলে।

21.7

1. ক — আ
খ — আ
গ — অ

2. ক — কাণ্ডজ্ঞান
খ — বনগাঁর
গ — যুগ্যি
ঘ — এঁড়ে

3. ক — অ
খ — আ

4. মদনের কথাবার্তা আর ভাবভঙ্গি দেখে।

21.8

1. ক — আখায়
খ — বিচ্ছিরি
গ — জাঁকিয়ে
ঘ — মূর্ছা

2. ক — ঘাড়ে
খ — বিরক্ত
গ — তিনবেলা
ঘ — অপরাধ

3. ক — অনেকক্ষণ
খ — মরণ হয় না ?

গ — ভোরে
ঘ — খুশি

4. ক —— অ
খ —— আ
গ —— ই

5. ক —— ই
খ —— অ
গ —— ই

6. না।

7. মদনকে। তার একগুঁয়েমিপনা, একরোখা ও জেদি মনোভাবের জন্য।

লেখক পরিচিতি

১৯০৮ সালের মে মাসে সাঁওতাল পরগণার দুমকা শহরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। পিতার নাম হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিকের মা নীরদাসুন্দরী দেবী। চাকুরির জন্যই মানিকের বাবা ছিলেন দুমকার অধিবাসী। আসলে মানিকের পৈতৃক বাড়ি ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে, মাজদিয়া গ্রামে।

মানিকের প্রাথমিক শিক্ষা কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশনে। মেদিনীপুর জেলা স্কুল থেকে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর বাঁকুড়ার ওয়েসনিয়ন কলেজ থেকে আই. এস. সি. পাস করে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হলেন।

একদিন বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক করতে করতে একটি গল্প লিখে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় পাঠিয়ে দিলেন। গল্পটি হল 'অতসী মামী'। 'বিচিত্রা' পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে। তাঁর পোশাকি নাম প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত কয়েকটি উপন্যাস হল : 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'জননী', 'দিবারাত্রির কাব্য', 'পদ্মানদীর মাঝি', 'অমৃতস্য পুত্রা', 'শহরতলী', 'চতুষ্কোণ', 'স্বাধীনতার স্বাদ', 'সোনার চেয়ে দামী' ইত্যাদি।

তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থগুলি হল: 'অতসী মামী', 'নেকী', 'আত্মহত্যার অধিকার', 'প্রাগৈতিহাসিক', 'টিকটিকি', 'মহাকালের জটার জট', 'কুষ্ঠরোগীর বউ', 'আজকাল পরশুর গল্প', 'ছাঁটাই রহস্য' প্রভৃতি।

সাহিত্যচর্চাই ছিল তাঁর জীবিকা। চাকরি-বাকরি বিশেষ করেননি। গল্প উপন্যাস লিখে যা টাকা পেতেন তাতেই কোনোমতে সংসার চালাতেন। অনেক প্রতিভাবান লেখক অর্থের দাসত্ব করতে গিয়ে তাঁদের প্রতিভার মৃত্যু ঘটিয়েছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তার ব্যতিক্রম।

১৯৫৬ সালের ৩ ডিসেম্বর মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

সমধর্মী রচনা

এই গল্পটির একটি সমধর্মী রচনা হল : **টানাপোড়েন**, লেখক—**সমরেশ বসু**।

শব্দার্থ ও টীকা

22

অনাচার

আশাপূর্ণা দেবী

22.1 প্রস্তাবনা

আশাপূর্ণা দেবী বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখিকা। মহিলা ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি বিশিষ্ট। বাঙালি সমাজের নারীজীবনের নানান দিক তাঁর বিভিন্ন লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। নারীর জীবনে সমস্যার শেষ নেই, কী অবিবাহিত জীবনে কী বিবাহিত জীবনে। কিন্তু শত সমস্যা থাকলেও নারী সাধারণত তার কোমল স্বভাবটিকে শত বিপর্যয়ের মধ্যেও বিসর্জন দেয় না। এ ভাবটি লেখিকা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন সব সময়ে।

'অনাচার' গল্পে লেখিকা সুভাষ-কাকিমা নামে সমাজে নির্যাতিতা এক নারীর মহিমা ফুটিয়ে তুলেছেন। বিধবা হিসাবে প্রায় সাতমাস ধরে সধবার জীবনযাপন সমাজের মানুষের কাছে ঘোর সামাজিক অনাচার বলে মনে হয়েছে। কিন্তু মানবিক দিক দিয়ে সেটি যে অনাচার নয়, তার পরিচয় পাওয়া যায় গল্পটির শেষের দিকে। সুভাষ-কাকা মারা গেছেন এ সংবাদে পুত্রশোকে কাতর হয়ে শ্বশুরের মৃত্যুর সম্ভাবনা। এ থেকে তাঁর জীবিতকাল পর্যন্ত তাঁকে পুত্রের মৃত্যু সংবাদ দেননি সুভাষ-কাকিমা, একথা ভেবেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে।

22.2 উদ্দেশ্য

অনাচার গল্পটি পড়ে আপনি —

- বাঙালি হিন্দু সমাজের (একটি বড়ো অংশের) কুসংস্কার সম্বন্ধে জানতে ও জানাতে পারবেন;
- কীভাবে এক যুবতী বধূ সমাজ-রীতিকে না মেনে শ্বশুরের জীবনরক্ষার জন্য বিধবা হয়েও সধবার স্বাভাবিক জীবন যাপন করেছেন, তা জানাতে পারবেন;
- কূপমণ্ডুক সমাজের মানুষের কাছে তাঁর আচরণ অনাচার হলেও গল্পকথক মনোতোষের কাছে এটি ঠিক কাজ বলেই মনে হয়েছে, একথা বুঝতে ও বোঝাতে পারবেন;
- গল্পটিতে লেখিকা এক নারীকে কীভাবে মহতী করে তুলেছেন সে কথা জানাতে পারবেন।

22.3 মূল পাঠ

22.3.1 (1)

সুভাষ কাকিমার নামে একেবারে ছিছিকার পড়ে গেল। মেয়েমানুষ যে এত বড়ো কঠিন প্রাণ হতে পারে এ যেন ধারণার অতীত।

মেয়েমানুষ কেন, কোনো মানুষের পক্ষেই কি সম্ভব? যে কঠোর কাজ মানুষের পক্ষেই অসম্ভব, তেমন কাজ যদি কোনো মেয়েমানুষে অম্লানবদনে করতে পারে, তাহলে তাকে লোকে কী না বলবে?

কতটুকুই বা বলতে পারবে?

আমার নিজের কাকিমা আর মা বাড়ি এসে দালানে পা ছড়িয়ে বসে পড়লেন, বোধ হয় মনের ওপর কতবড়ো একটা ধাক্কার ধাক্কা সামলাতে।

সুভাষ-কাকিমারা আমাদের জ্ঞাতি নয়, কাজেই অশৌচের বালাই নেই। তাছাড়া মৃত্যুবাড়ি থেকে ফিরে সধবা মানুষের নাকি তক্ষুণি স্নান করতে নেই। তাই মা কাকিমা কাপড় ছেড়ে বসেছেন। পিসিমা একেবারে ঘাট থেকে একটা ডুব দিয়ে ফিরলেন।

উঠানে দাঁড়িয়ে ভিজে থানের আঁচলটা নিঙড়ে নিঙড়ে সেই নিঙড়ানো জলটুকু দিয়ে পা ধুয়ে দালানে উঠে পিসিমা চাঁচাছোলা মাজাঘষা গলায় বলে উঠলেন — যাক, এতদিনে গিরীনখুড়োর হাড় কখানা জুড়োল। আহা, আজন্ম দুঃখী। রোগে-শোকে জরজর দেহখানা টিকে ছিল শুধু পরমায়ু ফুরোয়নি বলেই। নইলে মরেই তো ছিলেন।

22.3.2 (2)

আলনা থেকে শুকনো মটকার থানখানা পেড়ে নিয়ে পরে মার কাছাকাছি বসে পড়ে থানের আঁচলখানা দিয়েই ন্যাড়া মাথাটা ঘসে ঘসে মুছতে লাগলেন পিসিমা।

মা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন — 'মানুষজন্ম' হয়ে পর্যন্ত এমন সর্বনেশে কথা কখনও শুনিনি ঠাকুরঝি!

তুমি তো সেদিনের মেয়ে বউ, তুমি শোনোনি — সে কিছু মস্ত কথা নয়। জগতের কেউ কখনও শুনেছে?

কাকিমা বললেন — আমি শুধু ভাবছি — পারল কী করে? প্রাণ ছিঁড়ে পড়ল না! একদিন নয়, আধ দিন নয়, ছ-সাত মাস। এই দুরন্ত সংবাদ চেপে রেখে স্থির থাকা, উঃ! ভাবাই যায় না!

— পাষাণে তৈরি বুক! — বললেন মা!

পিসিমা বললেন — ওগো কার ভেতরে কী থাকে, সে শুধু সময় এলেই ধরা পড়ে। সুভাষ ছোঁড়া যখন ছিল, তখন মনে হত বুঝি এমন ভালোবাসাবাসি আর জগতে নেই। তারপর — ছোঁড়া হঠাৎ চলেই বা গেল কেন, তাই বা কে বলবে? আমার মনে নিচ্ছে — বউ-এর ভেতরের অন্য গুণ টের পেয়েই সুভাষ মনের ঘেন্নায় চলে গেছল।

শব্দার্থ ও টীকা

ছিছিকার = ধিক্কার।
কঠিন প্রাণ = মায়াদয়াহীন।
ধারণা = বোধ।
অম্লানবদনে = দ্বিধাহীনভাবে।
জ্ঞাতি = এক বংশের।
অশৌচ = অশুদ্ধি।
চাঁচাছোলা = মার্জিত।
মৃত্যুবাড়ি = যে বাড়িতে কোনো মৃত্যু ঘটেছে।
সধবা = যে নারীর স্বামী জীবিত।
তক্ষুণি = সঙ্গে সঙ্গে।
ঘাট = পুকুর, নদী ইত্যাদি জলাশয়ে নামার স্থান।
আজন্ম = জন্ম থেকে।
জুড়োল = শান্ত হল।
জরজর = অতিশয় ক্লেশ পাওয়া।
পরমায়ু = জীবনকাল।

মটকা = মোটা রেশমি কাপড়।
থান = সাদা পাড় কাপড়।
দুরন্ত = দুষ্টু, অশান্ত (এখানে অবাক করা)।
পাষাণ = পাথর।

22.3.3 (3)

জানি এ সমালোচনার আগুন সহজে নিভবে না। মানুষকে ধিক্কার দেবার যত রকম ভাষা আছে, সব এঁরা একে একে ব্যবহার করবেন। শেষ পর্যন্ত সংসারের কাজের তাড়ায় যদি ওঠেন।

চুপচাপ খানিক শুয়ে অবেলায় — অন্যমনাভাবে বেরিয়ে পড়লাম।

আজ রবিবার। রাত্রের ট্রেনেই কলকাতায় ফেরার কথা। কিন্তু কিছুতেই যেন ইচ্ছে হল না। সারাদিন সুভাষ-কাকিমা সম্বন্ধে আলোচনা শুনতে শুনতেই বোধ করি এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

নিস্তরঙ্গ গ্রাম্য জীবন, সামান্য একটু আলোচনার বস্তু পেলে এরা আষ্টেপৃষ্ঠে তার সদ্ব্যবহার না করে ছাড়ে না। সে জায়গায় এত বড়ো একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। এরপর — সুভাষ-কাকিমাকে কোন্ প্রায়শ্চিত্তে শুদ্ধ হতে হবে কে জানে?

আচ্ছা, সুভাষ-কাকিমা কি কোন গর্হিত অপরাধ করেছেন? না কি কুলধর্ম নষ্ট করেছেন? না সামাজিক কোনো অনাচার করেছেন? কী যে করেছেন সে কথা বলা বড়ো শক্ত। যা করেছেন, সে কাজ বোধহয় কেউ কখনও করেনি, তাই সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে কোনো আলোচনা এখনও হয়নি?

ফিরতি পথে দেখি দীনেশ রায়ের বৈঠকখানার উঁচু রোয়াকে বসে জনাকতক মিলে ওই আলোচনাই চালাচ্ছে। রোয়াকের সিঁড়িতে তিন চারটে হ্যারিকেন লণ্ঠন নিবুনিবু অবস্থায় কমিয়ে বসানো আছে। অন্ধকারে ঠিক চেনা কাউকেই যাচ্ছে না।

শুক্লপক্ষে কেরোসিন খরচের দরকার বড়ো হয় না, রাতবিরেতে পথ হাঁটতে একটা লাঠি ঠকঠকই যথেষ্ট। কিন্তু আজকের কথা স্বতন্ত্র। আজ গ্রামে একটা মৃত্যু ঘটে গেছে, আজ সন্ধ্যার পর থেকে পথে বেরোতে হাতে একটু আগুনের ছোঁয়া থাকা ভালো।

গ্রামের লোকের অন্ধকারে চোখে মানিক জ্বলে। আমাকে দেখে দীনেশ রায় হাঁক দিলেন — কে যাচ্ছে ওখানে? মনোতোষ না কি?

বাধ্য হয়ে এগিয়ে গেলাম।

22.3.4 (4)

দীনেশ রায় বললেন — আজকের দিনে একটা লণ্ঠন নিয়ে বেরোওনি কেন বাবাজি?

বললাম — বিকেলে বেরিয়েছি।

—আচ্ছা বোসো একটু। এই সুরেনদা তো তোমাদের দোর দিয়েই যাবেন, একসঙ্গে যেয়ো, আলো ধরে দাঁড়িয়ে দেবেন অখন।

—দরকার হবে না। — বলে চলে যাচ্ছিলাম কিন্তু যেতে দিচ্ছে কে?

দীনেশ রায় উদারকণ্ঠে বলে উঠলেন—তোমার দরকার নেই, আমার দরকার আছে। আমি তোমায় একা আঁধারে ছেড়ে দিতে পারি না। এসো এসো। . . . তারপর আজ আর ফিরবে না বুঝি?

—আজ্ঞে না। কাল যাব।

—কাল ছুটি আছে নাকি?

শব্দার্থ ও টীকা

সমালোচনা = দোষগুণের বিচার।
নিভবে = নির্বাপিত হবে (আগুন), অবসান করবে (সমালোচনা)।
ধিক্কার = ছি!
প্রায়শ্চিত্ত = পাপ থেকে মুক্তি পাবার অনুষ্ঠান।
গর্হিত = নিন্দিত।
কুলধর্ম = বংশের আচার আচরণ।
রোয়াক = বারান্দা।
অন্যমনা = আনমনা।
ক্লান্ত = শ্রান্ত/অবসন্ন।
নিস্তরঙ্গ = ঢেউহীন/ এখানে অর্থ উত্তেজনাহীন স্বাভাবিক জীবন।
আষ্টেপৃষ্ঠে = সর্বাঙ্গে।
স্বতন্ত্র = আলাদা।
শুক্লপক্ষ = পূর্ণিমার আগের পনেরো দিন।

লণ্ঠন = হ্যারিকেনের অন্য নাম।
অখন = 'এখন'-এর পরিবর্তিত রূপ।(মুদ্রাদোষ)।
উদারকণ্ঠে = খোলা গলায়।

—নাঃ, ছুটি কীসের?

—তবে?

জানি উত্তর দেবার স্পষ্ট অনিচ্ছা দেখেও এঁরা প্রশ্ন করতে ছাড়বেন না। এই এঁদের বিশেষত্ব।

বললাম—এমনি গেলাম না আজ, ভালো লাগল না।

দীনেশ রায় একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললেন—হুঁঃ! ভালো আর লাগবে কোথা থেকে? দেখে শুনে তাজ্জব বনে গেছ একেবারে কী বলো? সুভাষের স্ত্রীর কীর্তিকলাপ শুনলে তো?

—শুনলাম।

—বলি তোমরা তো কলকাতায় থাক হে, অনেক রকম কেতা দেখা অভ্যেস; এমন কেতা দেখেছ সেখানে?

বিনীতভাবে বললাম—আজ্ঞে না।

22.3.5 (5)

সুরেন সরকার গলা ঝেড়ে বললেন—সাফাই শুনলে তো? বলে কিনা বুড়োমানুষটার মনে দাগা লাগবে বলে—তাই! শ্বশুরের জন্যে প্রাণ ফেটে মরে যাচ্ছিলেন। ছেলে ভোলানো আর বলে কাকে! ... বলি—তুই পারলি কী করে তাই বল?

—অসৎ মেয়েদের রীতির কথা ছেড়ে দাও সুরেনদা, তারা কী পারে আর না পারে! ... খবরটা বুড়ো কানে উঠলেই তো—মাছ খাওয়া, শাড়ি পরা ঘুচে যেত।

মাথার মধ্যে হঠাৎ একটা যন্ত্রণা বোধ করলাম।

বললাম—আচ্ছা কাকা, আমি চলি।

—আঁধারেই চললে?

—হ্যাঁ।—নেমে পড়লাম।

দীনেশ রায় চেঁচিয়ে উঠলেন— বলি পৈতে গাছটা গলায় আছে তো হে? না কি কলকেতার ফ্যাশানে ধোবার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছ? গাছতলা দিয়ে যাওয়া—মানো না তো কিছু! মৃত আত্মা তিনদিন তিনরাত জায়গা ছেড়ে নড়তে চায় না, ঘুরে বেড়ায় বুঝলে?

গাছতলা দিয়ে যেতে যেতে আবার বাড়ির বিপরীত দিকে ঘুরলাম।

মৃত আত্মা জায়গা ছেড়ে না নড়ে যদি তিনদিন ধরে সেইখানেই ঘুরে মরে, তাহলে গিরীন ঠাকুরদার আত্মাও নিশ্চয় কাছে-পিঠে কোথাও ঘুরছে। এসব ঘটনা টের পাচ্ছে, এ সব আলোচনা শুনতে পাচ্ছে।

কী হচ্ছে সে আত্মা? সন্তুষ্ট? না কি এইসব গ্রাম্য বৃদ্ধদের মতো ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিতে চাইছে? কে জানে কী।

শব্দার্থ ও টীকা

তাজ্জব = অবাক, অদ্ভুত।
কীর্তিকলাপ = প্রশংসনীয় কাজসমূহ, এখানে নিন্দার্থে ব্যবহার করা হয়েছে।
উচ্চাঙ্গের = উন্নত। কিন্তু এখানে ব্যঙ্গ করে।
কেতা = কায়দা; কৌশল।
অভ্যেস = অভ্যাস।
বিনীতভাবে = বিনয়ের সঙ্গে, নম্র ও শান্তভাবে।

গলা ঝেড়ে = গলা পরিষ্কার করে, খালি করে।
সাফাই = পরিষ্কার, এখানে অজুহাত।
দাগা = আঘাত।
পৈতে = উপবীত, ব্রাহ্মণ হবার সময় এটি ধারণ করতে হয়।
আত্মা = চৈতন্যময় সত্তা, এখানে কারো কারো বিশ্বাসমতে কোনো মৃত ব্যক্তির দেহহীন অস্তিত্ব।

ক্রুদ্ধ = রুষ্ট, রাগান্বিত।
অভিশাপ = অভিসম্পাত, শাপ, অন্যের খারাপ চেয়ে খারাপ কথা বলা।

22.3.6 (6)

সুভাষ কাকিমার প্রতি খুব বেশি স্নেহভার তো কখনও দেখিনি তাঁর। তাছাড়া— সুভাষকাকা ''সিনেমা সিনেমা'' হুজুগ করে বম্বে চলে যাওয়া পর্যন্ত তিনি তো যত দূর নয় তত দূর খিটখিটে হয়ে গিয়েছিলেন, পুত্রবধূর ওপরও কম খাপ্পা হননি। অবিশ্যি দোষ দেওয়াও যায় না।

ছটি সন্তানের মধ্যে সুভাষ তাঁর শেষ অবশিষ্ট সন্তান। সেই ছেলেও যদি বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যায়, তার স্ত্রীর ক্ষমতা থাকে না ধরে রাখবার, তাহলে কী করে তিনি সেই অক্ষমতাকে মার্জনা করতে পারেন? কী করে প্রসন্ন থাকতে পারেন বউ-এর ওপর?

বৃদ্ধ শ্বশুর আর তরুণী পুত্রবধূ—এই সংসার। শ্বশুর যদি রাগ করে সাবু বার্লি সমেত ভারি কাঁসার বাটিটা বে-আন্দাজি ছুঁড়ে মেরে বউ-এর কপাল ফাটান, তাহলেও কেউ ধরবার নেই।

প্রথম প্রথম নাকি খুব চিঠির ঘটা ছিল সুভাষকাকার, টাকাও পাঠিয়েছিলেন কবার, কিন্তু মাস ছয়-সাত আর কোনো খবর নেই।

না টাকা, না চিঠি। সংসারে দারিদ্র্যের চরম। পাড়ার গিন্নিদের দিয়ে নিজের যা একটু সোনাদানা ছিল, সবই বিক্রি করিয়েছিলেন সুভাষ-খুড়িমা।

বম্বে গিয়ে সুভাষকাকা যে, কোনো কুহকিনীর কুহকজালে আটকা পড়ে গেছেন, সে বিষয়ে আর কারুর মতদ্বৈধ ছিল না।

ওদের যে কী করে চলে, সেকথা গ্রামের কেউ কোনোদিন ভেবে দেখেনি, কিন্তু ওদের নিয়ে আলোচনার অন্ত ছিল না।

একটা অসহায় মেয়েমানুষ যে নিজের জোরে দাঁড়িয়ে থাকবে, স্বামী অনাসক্ত হয়ে গেছে বুঝেও ভেঙে পড়বে না, সব সময় হেসে কথা কইবে লোকের সঙ্গে, এটা সত্যিই বড়ো দৃষ্টিকটু। কিন্তু সে তো তবু সহ্যের সীমানায় ছিল। আর আজ যা জানা গেল। এ যে সহ্যের অতীত।

আজ যা জানা গেল—সেটা হচ্ছে এই—গিরীনঠাকুরদার মৃতদেহ যখন পড়ে, আর বাড়ি লোকে লোকারণ্য, তখন সুভাষ-কাকিমা পাড়ার সমস্ত মান্যগণ্য ভদ্রলোকদের সামনে একখানা খামের চিঠি ফেলে দিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন—এই নিন, এ চিঠি পড়ুন। পড়ে আমার কী কর্তব্য আদেশ দিন। যদি প্রায়শ্চিত্তের দরকার থাকে, তার ব্যবস্থাও দেবেন।

22.3.7 (7)

একপাশে দাঁড়িয়ে আমিও দেখছিলাম সব।

প্রবীণেরা সকৌতূহলে চিঠি কুড়িয়ে নিলেন এই ভেবে যে গিরীনঠাকুরদার হয়তো লুকানো টাকাকড়ি কিছু ছিল, সেই সংক্রান্ত কোনো লেখাপড়া।

চিঠিটাই হাঁ হাঁ করে কুড়িয়ে নিয়েছে লোকে, বাক্যার্থের দিকে কান দেয়নি।

মুখছেঁড়া খাম, পুরোনো চিঠি, বার করতেই যতগুলো সম্ভব মাথা তার ওপরে ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু এ কী? এ কি চিঠি, না জ্বলন্ত আঙরা?

প্রবীণদের মুখভঙ্গি দেখে, যারা চিঠি পড়েনি তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকাল—ব্যাপারটা কী? ব্যাপারটা কী?

শব্দার্থ ও টীকা

স্নেহভার = ভালোবাসার বন্ধন।

হুজুগ = ফ্যাশন, গুজব, জল্পনা, জনরব।

প্রসন্ন = সদয়, খুশি।

বে-আন্দাজি = হিসেবের বাইরে।

চরম = চূড়ান্ত, শেষ পর্যন্ত।

কুহকিনী = মায়াবিনী, জাদুকরী।

কুহকজাল = মায়াজাল, প্রতারণা, ছল।

মতদ্বৈধ = মতের অমিল।

অনাসক্ত = অনুরাগহীন, উদাসীন।

দৃষ্টিকটু = দেখতে খারাপ লাগা।

লোকারণ্য = লোকের ভিড়।

মৃদুকণ্ঠে = নরম গলায়, শান্তভাবে।

সকৌতূহলে = আগ্রহের সঙ্গে।

সংক্রান্ত = বিষয়ে।

বাক্যার্থ = বাক্যের মানে।

আঙরা = অঙ্গার-এর পরিবর্তিত রূপ, কয়লা।

উদ্‌গ্রীব = অতিশয় আগ্রহ।

সতীশ কুণ্ডু ক্ষোভ ও ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি মুখে ফুটিয়ে, চিঠিটা ভাঁজ করে খামে পুরতে পুরতে বললেন—সকলেই যখন এখানে উপস্থিত আছেন, বলে ফেলাই ভালো। সুভাষ বাবাজি আজ সাত মাস হলো গত হয়েছেন। বম্বে থেকে তাঁর এক বন্ধু যথা সময়েই জানিয়েছিলেন, তবে বউমা এযাবৎ সংবাদটি গোপন রেখেছিলেন।

ঘরের মধ্যে কি বাজ পড়ল!

মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখার সংবাদ এমন কিছু নতুন নয়। সময়ে অসময়ে অবস্থা বিবেচনা করে লোকে এমন করে থাকে কখনও কখনও। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুসংবাদ গোপন করবে স্ত্রী? উদ্দেশ্যটা কী?

ভিড়ের মধ্যে অস্ফুট একটা গুঞ্জন ধ্বনি উঠল।

প্রবীণরা চোখ গোল করে হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইলেন, আর সুভাষ-কাকিমা ভাবলেশশূন্য মুখে শ্বশুরের অসুখের সময়ে ব্যবহৃত ওষুধের শিশি, কাচের গেলাস, পিকদানি, কাঁথাকানি, জামাকাপড় ইত্যাদি একত্রে জড়ো করতে লাগলেন। অতঃপর একজন মহিলা বললেন—হ্যাঁ সতীশ, বউমার করণীয় কাজ তাহলে কী হবে?

22.3.8 (8)

সতীশ কুণ্ডু বললেন—আপনারাই বলুন। আমার এই ষাট বছর বয়সে এমন ঘটনা তো দেখিনি সত্যদি, অজান্তে হয়—সে আলাদা। বলে অজান্তে সাপের বিষে দোষ লাগে না।

সত্যদি বললেন—ছাইপাঁশ শাখা সিঁদুরের ব্যবস্থা নয় আমি করে দিলাম, কিন্তু একটা প্রাচিত্তিরের দরকার তো? জেনে শুনে এমন অনাচার! ... হ্যাঁ গা বউমা, এ চিঠি চেপে রাখবার বুদ্ধি তোমায় কে দিলে বাছা?

সুভাষ-কাকিমা মুখ তুলে, কে জানে হয়তো বা একটু হেসেই বললেন— বুদ্ধি আর কে দেবে পিসিমা? বোধহয় আমার দুর্মতিই দিয়েছে।

—যাই হোক, বলি এর একটা মানে তো আছে? যদি উড়ো চিঠি বলে অবিশ্বাস এসে থাকে, পাড়ার পাঁচটা বিচক্ষণ লোককে দেখাতে হয় তো?

—অবিশ্বাস তো করিনি পিসিমা।

—তা হলে?

সুভাষ-কাকিমা এইবার হাতের কাজ থামালেন, স্থির ভাবে বললেন—ভেবেছিলাম বাবা বুড়োমানুষ, জীবনভোর অনেক শোকতাপ তো পেয়েছেন, মরণকালে না হয় আর নাই পেলেন।

—এইটাই কি আর একটা সহজ মানুষের মতন কাজ হল বাছা?—সত্যপিসি বললেন— যে যার কর্মফল নিয়ে এসেছে, ভোগ না করে উপায় কী? এই যে তুমি ছমাস ধরে জেনে শুনে তার ভিটেয় বসে বিধবা হয়ে সধবার আচরণ করলে, তাতেই কি তার ভালো করলে? এতে তার আত্মার অসদ্‌গতি হবে না? ... যাক এখন ভটচাজকে ডাকো, কী বলে সে দেখি। নারায়ণ নারায়ণ!

শব্দার্থ ও টীকা

ব্যঙ্গমিশ্রিত = উপহাস বা বিদ্রূপ মেশানো।
গত হয়েছেন = মারা গেছেন।
অস্ফুট = অনুচ্চ।
গুঞ্জন = গুনগুন শব্দ।
ভাবলেশশূন্য = উদাসীন, নির্বিকার।
প্রবীণা = বৃদ্ধা, বয়স্কা।
করণীয় = করা দরকার।

অজান্তে = অজ্ঞাতসারে, অজানা অবস্থায়।
প্রাচিত্তির = প্রায়শ্চিত্ত-এর গ্রাম্য রূপ। অর্থ, কোনো অন্যায় কাজ করার জন্য শাস্তি গ্রহণ।
অনাচার = শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ।
দুর্মতি = দুষ্ট বুদ্ধি, খারাপ ইচ্ছা।
বিচক্ষণ = অভিজ্ঞ, দূরদর্শী।
জীবনভর = সারা জীবন ধরে।
শোকতাপ = প্রিয়জনের মৃত্যুজনিত কারণ বা দুঃখ।
কর্মফল = কাজ করার ফল বা পরিণতি; কৃতকর্মের ফল যা জন্মান্তরেও ভোগ্য বলে অনেকের বিশ্বাস।
ভিটেয় = (ভিত্তি > ভিটা/ভিটে) বাস্তু, যে জমি বা ভূমিতে বাসগৃহ নির্মিত হয়।
অসদ্‌গতি = স্বর্গলাভ বা মুক্তি না হওয়া।
নারায়ণ = এখানে 'নারায়ণ' শব্দটির দুবার করে করে পাপ কাটানো।

22.3.9 (9)

ভট্‌চাজ্‌ও 'নারায়ণ নারায়ণ' করতে করতে এলেন। শুনে এসেছেন তো সব।

তিনি বিধান দিলেন, যেহেতু গিরীনঠাকুরদা শ্বশুর, সেই হেতু তাঁর শেষকৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে পুত্রবধূর বৈধব্যসাজ গ্রহণ দৃষ্টিকটু। অতএব মৃতদেহ বার করার আগেই সুভাষ-কাকিমার শেষকৃত্য করে দেওয়া হোক।

সুভাষ-কাকিমা বললেন—আমার সঙ্গে কি আপনারা কেউ যাবেন পিসিমা? না, আমি একা গেলে চলবে?

সত্যপিসি গম্ভীর বদনে বললেন—তোমার অবিশ্যি কোনো সাহায্যের দরকার নেই দেখছি, তবে আমার তো একটা কর্তব্য আছে? সেই আঠারো বছর বয়েস থেকে এই কাজে চুল পাকালাম। ... নাও চলো। ... থাক থাক গামছা কাপড় কিছু নেবার দরকার নেই। নাও দীনেশ, তোমরা ততক্ষণ ইদিক্‌কের গোছগাছ করো।

এত বড়ো একটা কাণ্ডে সুভাষ-কাকিমা তাঁকে কাঁদবার কোনো সুযোগই দিলেন না দেখে বোধহয় চটে গেলেন সত্যপিসি।

এ সব হল সকালের কথা। রবিবার বলেই আমি ছিলাম।

এখন বাড়ির বিপরীত মুখে চলতে চলতে—কোনো আত্মার দ্বারা চালিত হয়ে কে জানে— গেলাম গিরীনঠাকুরদারই বাড়িতে। রাত হয়ে গেছে। সে কথা আগে খেয়াল হয়নি, খেয়াল হল সুভাষ-কাকিমার দরজায় এসে।

ইতস্তত করে চলেই আসছিলাম, হঠাৎ দেখলাম পঞ্চা কলুর ছোটো মেয়েটা বেরিয়ে এসে বলল—দাদাবাবু এসে ফিরে যাচ্ছেন যে? কাকিমা শুধালো কিছু দরকার আছে?

বললাম — না, এমনি দেখতে এসেছিলাম। তুই এখানে রাত্তিরে থাকবি বুঝি?

—হ্যাঁ দাদাবাবু, মা পেইঠে দেল। বললে—''বুড়ো তো ম'ল, বামুনদিদি একা থাকবে? নন্দী, তুই যা আত্তিরটুকু থাকগে!"

—পাড়ার আর কেউ নেই?

—না তো!

22.3.10 (10)

কথার মাঝখানে সুভাষ-কাকিমা বেরিয়ে এলেন। জ্যোৎস্নার আবছা আলোয় সাজসজ্জার পরিবর্তন বিশেষ কিছু বোঝা যাচ্ছে না তাই রক্ষে।

সুভাষ-কাকিমা আমার চাইতে বয়সে বড়ো নয়, নিজের কাকিও নয়, তাই প্রণাম কখনও করিনি, অতএব ''ন যযৌ ন তস্থৌ" ভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম!

বললেন—মনোতোষ না? এমন সময় এদিকে?

—ভাবলাম আপনার একটা খবর—

—এসেছো ভালোই হয়েছে ভাই—বলেই থামলেন, সামান্য একটু হেসে বললেন— 'ভাই' বলেই বলছি কিছু মনে কোরো না, 'বাবা বাছা' করে বলতে পারি না। বলছি—গ্রামে আর কাউকে বলতে পারিনি, তোমায় বলছি—তোমার কাকার তো পারলৌকিক কাজের কিছুই হয়নি, এতদিন পরে কিছু হয় কিনা, কিংবা কী হয়,

শব্দার্থ ও টীকা

বিধান = ব্যবস্থা।
বৈধব্যসাজ = স্বামী মারা গেলে হিন্দু নারীকে সধবার বেশ পরিবর্তন করে সাদা থান ইত্যাদি পরতে হয়।
দৃষ্টিকটু = দেখতে খারাপ লাগে।
গম্ভীর = ধীর, অচঞ্চল, আভিজাত্যপূর্ণ।
বদন = মুখমণ্ডল।
কর্তব্য = অবশ্যকরণীয়।
ইদিক্‌কের = এইদিকের।
কাণ্ড = ঘটনা।
ইতস্তত = এদিক-ওদিক।
কলু = তেলের কারবারি।
শুধালো = জিজ্ঞাসা করল।
বামুনদিদি = 'ব্রাহ্মণ'এর কথ্য রূপ। ব্রাহ্মণের কন্যা, 'দিদি' সম্পর্কে ব্যবহার।
আত্তিরটুকু = রাতপর্যন্ত, 'রাত্তির' গ্রাম্য নিরক্ষর মানুষ তারই বিকৃত উচ্চারণে এ শব্দ বলে। রাতের সময় ধরে।

জ্যোৎস্না = জোছনা, চন্দ্রালোক।
সাজসজ্জা = বেশভূষা।
'ন যযৌ ন তস্থৌ' = যেতেও না পারা, থাকতেও না পারা, একেবারে হতবুদ্ধি হওয়া।
বাবা বাছা = আদর করে কাজ করিয়ে নেবার জন্য সম্বোধন।
পারলৌকিক = পরলোক (মৃত্যুর পরে) সম্বন্ধীয়।

তোমাদের কলকাতার কালীঘাটের কোনো পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করতে পারো?

বললাম—আচ্ছা!

—আর শোনো, ওই সঙ্গে আমার কোনো প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা যদি দেন।

আমি ক্রুদ্ধ স্বরেই বললাম—কেন? আপনার আবার প্রায়শ্চিত্ত কীসের?

—মস্ত একটা পাপ তো করলাম এতদিন ধরে? বিধবা হয়ে জেনে শুনে সে খবর চেপে রেখে সধবার আচরণ করা! হিন্দু ধর্ম কি এতটা অনাচারের ভার সইতে পারবে?

আমি গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলাম—'পাপ' বলে নিজে স্বীকার করেন আপনি?

—করেছি বইকি ভাই, হাজার হোক হিন্দুরই মেয়ে তো? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যের লোভটাও মস্ত হয়ে উঠেছিল। ভাবলাম বুড়ো মানুষকে এই শেষ জীবনে আর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিই কেন? ওঁকে পুত্রশোকের হাত থেকে রক্ষা করতে তো আমিই পারি? দেখি না ভগবানের ওপর কলম চালিয়ে। তাই রাবণ রাজার মতো নিজের মৃত্যুবাণ প্রাণপণ যত্নে লুকিয়ে রাখলাম।

রাগ করে বললাম—তা যথাসময়ে তো আবার নিজে হাতেই বার করে দিয়েছেন। এতদিনের যন্ত্রণার কথা থাক, আজকের লাঞ্ছনাতেও কি আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি?

শব্দার্থ ও টীকা

পণ্ডিত = জ্ঞানী, শাস্ত্রজ্ঞ।
ব্যবস্থা = বিধি, পালনীয় নিয়ম।
ক্রুদ্ধ স্বরে = রাগত কণ্ঠে, রেগে।
ভার = চাপ, ওজন।
স্বীকার = মেনে নেওয়া, কবুল।
পুণ্য = ভালো কাজের ফল।
মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা = এটি একটি প্রবাদ। লোকমুখের প্রচলিত কথা। অর্থ- আঘাতের ওপরে আরও আঘাত দেওয়া।
মৃত্যুবাণ = যে তিরে বিদ্ধ হলে মৃত্যু অনিবার্য, এখানে চরম শাস্তি।
লাঞ্ছনা = নির্যাতন।

22.3.11 (11)

সুভাষ-কাকিমা এক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন, তারপর বললেন—কী জানি বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে একটা কিছু শাস্তিই হোক! খুব কঠিন শাস্তি! এতদিন ধরে হেসে গল্প করে সহজ হয়ে বেড়ানোর জন্যে ভয়ংকর কোনো শাস্তি! ... অজান্তে সাপের বিষ খেলে দোষ হয় না জানি, কিন্তু জেনে বুঝে সে বিষ হজম করলে? তার জন্য শক্ত বিধান শাস্ত্রে নেই?

উত্তর জোগাচ্ছিল না। হঠাৎ বারো বছরের 'নন্দী' চৈতন্য করিয়ে দিল—দাদাবাবু এবার ঘরে যাও। গাঁ ঘরের নোক তো ভালো নয়। কোথায় আনাচকানাচ দে' দেখবে আর কুচ্ছো রটাবে। 'আত' হয়েছে তো!

কথাটা বড়ো নিদারুণ সত্যি!

লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেও এক কথায় উলটো মুখ ধরতে পারাও শক্ত। তাই বললাম — একটা কথা শুধু জিজ্ঞেস করব কাকিমা, গিরীনঠাকুরদা আপনার সঙ্গে যা ব্যবহার করতেন, সে তো কারুর অবিদিত নেই? অথচ তার জন্যে —

—এটা কী একটা কথা হল মনোতোষ—কাকিমা হেসে ফেললেন—উনি রাগের মাথায় যখন তখন আমার মাথা লক্ষ করে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসতেন বলে আমি জেনে বুঝে ওর মাথায় লাঠি বসনোর ভারটা নেব?

— কিন্তু লোকে কি এর মর্ম বুঝল?

— লোকের বোঝাটাই তো শেষ কথা নয় ভাই!

ভয়ংকর = ভীষণ, মারাত্মক।
বিধান = বিধি, ব্যবস্থা, শাস্ত্রবিহিত নিয়ম।
শাস্ত্র = অনুশাসন, বিধিবিষয়ক গ্রন্থ। (বেদ, স্মৃতি, দর্শণ, পুরাণ ইত্যাদি)।
জোগাচ্ছিল = জোগান দিচ্ছিল, সরবরাহ করছিল।
চৈতন্য = চেতনা, এখানে মনে করিয়ে দেওয়া।
গাঁ = 'গ্রাম'-র কথ্য প্রয়োগ।
নোক = 'লোক'-এর গ্রাম্য উচ্চারণ।
আনাচ-কানাচ = এখানে-সেখানে, গলি-ঘুঁজি।
কুচ্ছো = কুৎসা, নিন্দা.
আত = 'রাত'-এর গ্রাম্য বিকৃত উচ্চারণ।
নিদারুণ = অত্যন্ত কঠিন।
অবিদিত = অজানা।
মর্ম = গূঢ় অর্থ।

— আচ্ছা আর একটি শেষ কথা—কিছুতেই এ সন্দেহকে দূর করতে পারছি না। ভাবছি কী করে পারলেন?

সুভাষ-কাকিমা এবারেও একটু চুপ করে থাকলেন, তারপর বললেন—সেটা আমি নিজেও বুঝতে পারি না মনোতোষ—কী করে পারলাম?

টীকা ঃ

'ন যযৌ ন তস্থৌ' = অংশটি মহকবি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্য থেকে নেওয়া। উমা বা পার্বতী দেবাদিদেব মহাদেবকে পতিরূপে পাবার জন্যে কঠোর তপস্যা করেন। এমনকি অন্নজল ত্যাগ করে কেবলমাত্র যে গাছের তলায় তপস্যা করেন তার পাতার রসটুকু পর্যন্ত পান করা বন্ধ করলেন। তাই তাঁর নাম হল 'অপর্ণা'। নিজের চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে সারাদিন জ্বলন্ত সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট শিব তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশে এসে উমার সামনে শিবের নিন্দে করতে লাগলেন। সহ্য করতে না পেরে তিনি যখন চলে যেতে চাইলেন, তখন দেবাদিদেব স্বমূর্তিতে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। সেই মুহূর্তে উমা লজ্জায় কাঁপতে লাগলেন। এমন অবস্থা হল যে যেতেও পারছেন না, পেছনেও ফিরতে পারছেন না। এই অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গেই কবির এ কথার উল্লেখ।

22.4 বিষয়ের রূপরেখা

22.4.1 সুভাষ-কাকিমার নামে . . . . নইলে মরেই তো ছিলেন।

বক্তব্যসার:

গল্পটির কথক মনোতোষের মুখ থেকে জানা যাচ্ছে যে সুভাষ-কাকিমা (সুভাষ নামে কোনো ব্যক্তিকে 'কাকা' বলত বলে তার স্ত্রী কাকিমা, সেই হিসেবে ভদ্রমহিলাকে এ নামেই ডেকেছে মনোতোষ) নামে গ্রামের এক মহিলা সমাজের অনুমোদন নেই এমন কোনো কাজ করেছেন। সেটি এককথায় অনাচার। তাঁর সেই আচরণের জন্য নারী-পুরুষ সকলেই সমালোচনায় মুখর, চারদিকে ধিক্কার। ঘটনাটি প্রকাশিত হল তাঁর শ্বশুর এবং মনোতোষের ঠাকুরদা গিরীনের মড়া উঠোনে নিয়ে আসার পর। এমন কি মনোতোষের মা, কাকিমা ও পিসিমার প্রতিক্রিয়াও একইরকম। সকলেই সুভাষ-কাকিমার বিরুদ্ধে।

মন্তব্য:

গ্রামের সামাজিক পরিবেশ সাধারণত এমনই স্পর্শকাতর যে যে-কোনো পরিবারে ঘটে যাওয়া ছোটো একটা ঘটনার মধ্যে যদি কিছুমাত্র সমাজ-অনুমোদিত নয় এমন কাজের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহলে সমস্ত গ্রামেই সাড়া পড়ে যায়, তারা জেগে ওঠে এবং প্রতিরোধ (কথায় ও কাজে) গড়ে তোলে। এমন কি ঘটনার সত্যাসত্য বিচার না করেই তা করেন তার বিরুদ্ধে সমালোচনামুখর হয়ে ওঠে নিন্দের ইঁটপাটকেল ছুঁড়তে থাকে।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 22.1

1. কার নামে ছিছিকার পড়ে গেল?
2. পিসিমার কথায় গিরীনখুড়োর হাড় ক'খানা কখন জুড়োল?
3. কথকের মা-কাকিমা মৃত্যুবাড়ি থেকে ফিরে এসে স্নান না করে কী করেছেন?
4. শূন্যস্থান পূরণ করুন : (বন্ধনী থেকে ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে)
   (ক) কোনো মানুষের পক্ষেই কি _____ ? (অসম্ভব/ সম্ভব)
   (খ) আহা, আজন্ম _____। (সুখী/ দুঃখী)
   (গ) রোগে-শোকে _____ দেহখানা টিকে ছিল (জরজর/ জ্বরজ্বর)
   (ঘ) পিসিমা একেবারে _____ থেকে ডুব দিয়ে ফিরলেন। (নদী থেকে/ ঘাট থেকে)

22.4.2 আলনা থেকে শুকনো . . . . সুভাষ মনের ঘেন্নায় চলে গেছল।

বক্তব্যসার:

গল্পের কথক মনোতোষের কথায় তার পিসিমা স্নানশেষে মটকার থান পরে যখন থানের আঁচল দিয়েই তাঁর ন্যাড়া মাথা মুছছিলেন, তার মা আবার সুভাষ-কাকিমার নিন্দেয় মুখর হয়ে উঠলেন — তিনি সারা জন্মেও একথা শোনেননি বলতে পিসিমা বললেন যে সারা পৃথিবীতেই একথা অভিনব। তার কাকিমা অবাক এই ভেবে যে এমন অবাক করা সংবাদটা সুভাষ-কাকিমা ছ-সাত মাস চেপে রাখল কীভাবে! তার মা বললেন যে পাষাণী বুক না হলে এমন সম্ভব নয়। এরপর পিসিমা সুভাষ-কাকিমার চরিত্র নিয়ে কটাক্ষ করলেন, কুৎসিত ইঙ্গিতও করলেন।

মন্তব্য:

মৃত্যুবাড়ি থেকে ফিরে এসে সুভাষ-কাকিমার সমালোচনায় মেতে উঠলেন সকলে — কথকের মা, পিসিমা কাকিমা। এঁদের বক্তব্য, ছ-সাত মাস ধরে অমন একটা মারাত্মক খবর কী করে চেপে রাখলেন সুভাষ-কাকিমা, সেটাই অবাক করার বিষয়। অবশ্য সে-খবর এখনও প্রকাশিত হয়নি। সুভাষ-কাকা ও কাকিমার মধ্যে খুব কাছের সম্পর্ক থাকায় এঁরা ঈর্ষা কাতর। অথচ সুভাষ-কাকার উধাও হবার পেছনে দায়ী করছেন সুভাষ-কাকিমাকে। এঁদের অনুমান সুভাষ-কাকিমার চরিত্রের কোনো দোষের জন্যই কাকা চলে গেছেন। গ্রাম্য সমাজ এমনই!

পাঠগত প্রশ্ন : 22.2

1. ''মানুষজন্ম হয়ে পর্যন্ত এমন সর্বনেশে কথা কখনও শুনিনি ঠাকুরঝি।" —
   (ক) কে বলেছেন?

শব্দার্থ ও টীকা

(খ) কাকে বলেছেন?

(গ) 'মানুষজন্ম' বলতে কী বলা হয়েছে?

(ঘ) 'সর্বনেশে কথা'টি কী বলতে পারেন?

2. ঠিক উত্তরটিতে (✓) টিক চিহ্ন দিন :

''ওগো কার ভেতরে কী থাকে, সে সুধু সময় এলেই ধরা পড়ে।'' —

(i) কথাটি বলা হয়েছে পিসিমা সম্পর্কে — ☐

(ii) সুভাষ-কাকিমার সম্বন্ধে এ উক্তি — ☐

(iii) পিসিমাকে উদ্দেশ করে একথা বলা হয়েছে — ☐

(iv) উক্তিটি বক্তার মা'র সম্পর্কে বলা হয়েছে — ☐

3. বাঁদিকের মন্তব্যের বা বিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে ডানদিকের ঠিক বক্তাটির/উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সংখ্যা শূন্যস্থানে লিখুন :

(ক) ন্যাড়া মাথাটা ঘসে ঘসে মুছতে লাগলেন _____ কাকিমা।

(খ) তুমি তো সেদিনের মেয়ে বউ _____ মা।

(গ) আমি শুধু ভাবছি — পারল কী করে? _____ পিসিমা।

(ঘ) পাষাণ তার বুক _____ পিসিমা।

22.4.3 জানি এ সমালোচনার আগুন . . . . বাধ্য হয়ে এগিয়ে গেলাম।

বক্তব্যসার:

গল্প কথকের কথায় জানা যাচ্ছে যে, যে সমালোচনা আর ধিক্কারের ঢেউ উঠেছে, কাজের তাগিদ ছাড়া কারুর সুভাষ-কাকিমার বাড়ি থেকে চলে যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। সেদিন রবিবার। বক্তার কলকাতায় ফেরার কথা। কিন্তু সারাদিন ধরে সুভাষ-কাকিমার বিষয়ে যা শোনা যাচ্ছে তাতে গ্রামের সমাজপতিরা কোন্ প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেন সে ভাবছে। কী জাতীয় অপরাধ তিনি করেছেন অর্থাৎ কুলধর্ম নষ্ট করা বা অনাচার করা, বুঝে উঠতে পারছে না। এমনকি তার বাড়ি ফেরার পথে দীনেশ রায়ের বৈঠকখানাতেও একই আলোচনা। বেশ কয়েকটি নিবুনিবু হ্যারিকেনের আলোয় উপস্থিত লোকেদের শনাক্ত করা যাচ্ছে না। শুক্লপক্ষের রাত, আলাদা আলোর কোনো দরকার নেই। কিন্তু যেহেতু গ্রামে একটা মৃত্যু ঘটেছে, একটু আলোর ছোঁয়া থাকা ভালো, কেননা মৃত্যুর পর তার আত্মার ঘোরাফেরা, আগুন সামলে দেবে — এই সংস্কার। দীনেশ রায় ওই অন্ধকারের মধ্যে মনোতোষকে চিনে নাম ধরে ডাকতেই বক্তা দাঁড়িয়ে পড়ল।

মন্তব্য:

কথকের (মনোতোষের) সেদিন কলকাতায় ফেরার কথা থাকলেও সুভাষ-কাকিমা সম্বন্ধে নিন্দে শুনতে শুনতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। গেল না। সে ভাবছে, সামান্য সমাজবিরুদ্ধ কাজেই চরম শাস্তির বিধান দেয় সমাজ। আর এই ঘোর অন্যায় কাজের জন্য সুভাষকাকিমাকে না জানি কি প্রায়শ্চিত্তই করতে হবে। কিন্তু অপরাধের আসল পরিচয় প্রকাশ না হওয়ায় প্রায়শ্চিত্তের বিধানও দেওয়া হয়নি। দীনেশ রায়ের বৈঠকখানায়

শব্দার্থ ও টীকা

নিবুনিবু লণ্ঠনের আলোয় মনোতোষ দেখল গ্রামের মাথারাও জটলা করছেন। পূর্ণিমার আলোর দরকার না থাকলেও একটা মৃত্যু ঘটে যাবার জন্যে একটু আলোর ছোঁয়া দরকার। কেননা অন্ধ সংস্কার, মৃত আত্মা যে ঘুরে বেড়ায়!

পাঠগত প্রশ্ন : 22.3

1. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

''জানি এ সমালোচনার আগুন সহজে নিভবে না।'' — এখানে 'নিভবে না' কথার অর্থ হল —

(ক) নির্বাপিত হবে না — ☐

(খ) বন্ধ হবে না — ☐

(গ) দাউ দাউ করে জ্বলবে — ☐

(ঘ) চলতে থাকবে না — ☐

2. ঠিক শব্দে শূন্যস্থান পূরণ করুন :

(ক) রাত্রের ট্রেনেই কলকাতায় _____ কথা। (আসার/ ফেরার/ থাকার)।

(খ) আলোচনার বস্তু পেলে এরা _____ তার সদ্ব্যবহার না করে ছাড়ে না। (আগাগোড়া/ পুরোপুরি/ আষ্টেপৃষ্ঠে)।

(গ) না কি _____ নষ্ট করেছেন? (কুলধর্ম/ বংশের মর্যাদা/ স্বামীর সম্মান।)

(ঘ) গ্রামের লোকের অন্ধকারে চোখে _____ জ্বলে। (আলো/ মানিক/ আগুন)

3. একটি করে বাক্যে প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন :

''সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে কোনো আলোচনা কখনও হয়নি।''

(ক) কার অপরাধ?

(খ) কারা আলোচনা করছিলেন?

(গ) প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে তখনও আলোচনা হয়নি কেন?

22.4.4 দীনেশ রায় বললেন . . . . বিনীতভাবে বললাম — আজ্ঞে না।

বক্তব্যসার:

কথক (মনোতোষ) অমন দিনে লণ্ঠন নিয়ে না বেরোনোর জন্যে দীনেশ রায় অবাক এবং ওই গ্রামেরই সুরেনদা বলে জনৈকের সঙ্গে যাবার জন্যে বললে মনোতোষ দরকার নেই বলে। কিন্তু গ্রামের মাথা হিসেবে দীনেশ অমন প্রিয়জনকে আলোহীনভাবে ছাড়েন কী করে? দীনেশবাবুর আরও জিজ্ঞাসার উত্তরে ভালো না লাগার কথা বললে আগ বাড়িয়ে মনোতোষের মনোবেদনার কারণ হিসেবে সুভাষ-কাকিমার কীর্তিকলাপকে (যা এখনও প্রকাশিত হয়নি) দায়ী করলেন। কলকাতায়ও এমন ঘটনা দেখার সুযোগ মনোতোষের হয়েছে কিনা জানতে চাইলে সে সবিনয়ে না দেখার কথাই বলল।

শব্দার্থ ও টীকা

মন্তব্য:

কথক মনোতোষ কুসংস্কারমুক্ত। দীনেশ রায় অমন মৃত্যুর দিনে লণ্ঠন না নিয়ে বের হবার জন্যে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। মনোতোষ মৃত্যুর পরে আত্মার থাকার বিষয়ে বিশ্বাস করে না। তবুও দীনেশ তাকে সুরেনদার সঙ্গে যেতে বলেন। মনোতোষের কলকাতায় না যাবার কারণ হিসেবে সুভাষ-কাকিমার অপকর্মকেই দায়ী করলেন দীনেশ রায়।

পাঠগত প্রশ্ন : 22.4

1. ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লিখুন :

''আজকের দিনে একটা লণ্ঠন নিয়ে বেরোওনি কেন বাবাজি?' — এখানে 'আজকের দিন' বলতে বোঝাচ্ছে —

(i) যে দিনে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল
(ii) গিরীন খুড়োর মৃত্যুদিন
(iii) এক গভীর অন্ধকার রাত
(iv) গ্রামের মানুষের চোখে সুভাষ-কাকিমার অনাচার ধরা পড়ার দিন

2. একটি বাক্যে বা বাক্যাংশে উত্তর লিখুন :

''দীনেশ রায় একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললেন — হুঁ!''

(ক) দীনেশ রায় কে?
(খ) তিনি কাকে বললেন?
(গ) 'উচ্চাঙ্গের হাসি' কথাটিতে কী ভাব প্রকাশ পাচ্ছে?
(ঘ) দীনেশ রায়ের এ-হাসি কোন্ বিশেষ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করছে?

3. এক একটি বাক্য ভেঙে নীচের লাইনের দুপাশে এলোমেলো ভাবে রয়েছে। আলাদা আলাদা টুকরো জুড়ে বাক্যগুলি সম্পূর্ণ করুন। বাঁদিকের বাক্সে ডানদিকের সঠিক সংখ্যাটি বসান। একটি নমুনা দেওয়া হল।

(ক) আজকের দিনে ☐	(i) তোমার দরকার নেই।
(খ) দীনেশ রায় উদার কণ্ঠে বলে উঠলেন ☐	(ii) একটা লণ্ঠন নিয়ে বেরোওনি কেন বাবাজি?
(গ) দীনেশ রায় একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললেন ☐	(iii) এমনি গেলাম না আজ, ভালো লাগল না।
(ঘ) বললাম ☐	(iv) হুঁ: ! ভালো আর লাগবে কোথা থেকে?

শব্দার্থ ও টীকা

22.4.5 সুরেন সরকার গলা ঝেড়ে বললেন . . . .জানে কী

বক্তব্যসার:

সুরেন সরকারের বক্তব্য, সুভাষ-কাকিমা শ্বশুরকে ছেলের মৃত্যু সংবাদ জানালে তিনি মনে আঘাত পাবেন, এ অজুহাত ছাড়া কিছু নয়। এরপর দীনেশ রায় সুভাষ-কাকিমাকে অসৎ বলে ইঙ্গিত করলেন এবং বললেন, একথা প্রচার হলে সধবার বেশ পরা এবং মাছ খাওয়া শেষ হয়ে যেত। একথা শুনে মনোতোষ মাথায় যন্ত্রণা অনুভব করল এবং চলে যেতে চাইল। এতে দীনেশ রায় তাকে তার পৈতে আছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন এবং ব্যঙ্গ করে বললেন যেহেতু সে কলকাতায় থাকে ফ্যাশন করে হয়তো পৈতে নাও রাখতে পারে। সেদিনের রাতে ওটা খুবই জরুরি, কেননা গিরীন খুড়োর মৃত আত্মা তিনদিন তিনরাত নিজের জায়গায় ঘুরে বেড়াবে। পৈতে থাকলে নিরাপদ, বিশেষ গাছতলা দিয়ে যাবার সময়ে। এতে মনোতোষ অনুমান করছে গিরীন ঠাকুরদার আত্মাও তাহলে ওইসব আলোচনা শুনে হয়তো পুত্রবধূর লাঞ্ছনায় খুশি অথবা এতদিন সধবা হিসেবে থাকার জন্যে তাকে অভিশাপ দিচ্ছে।

মন্তব্য :

সুভাষ-কাকিমা যে বুড়ো শ্বশুরের মনে কষ্ট লাগবে বলে খবরটা (সুভাষ-কাকার মৃত্যুর পরে যা প্রকাশ পেয়েছে) চেপে রেখেছেন, তা দীনেশ রায় - সুরেন সরকাররা বিশ্বাস করেন না। সুভাষ-কাকিমাকে অসতী বলে ইঙ্গিত করলেন তাঁরা। আর, সধবার খাওয়া-পরার সুবিধে হারাবেন তিনি। খবরটা না দেবার এও একটা কারণ এটিও বললেন।

মনোতোষের পৈতে থাকা সম্বন্ধেও ব্যঙ্গ করলেন দীনেশ রায়। পৈতে থাকলে নাকি মৃত আত্মা ছুঁতে পারে না। আত্মা যদি সত্যিই থাকে তাহলে কি গিরীন ঠাকুরদার আত্মাও আছে? তিনি হয় সুভাষ-কাকিমার নিন্দে-মন্দয় যোগ দিচ্ছেন অথবা তাঁর কাজের জন্য অভিশাপ দিচ্ছেন। মনোতোষের এই অভিমত এমন অন্ধ বিশ্বাসের কোনো ভিত্তিই নেই।

পাঠগত প্রশ্ন : 22.5

1. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন :

''সাফাই শুনলে তো''

(i) কে বলেছেন?

(ii) কাকে উদ্দেশ করে?

(iii) এখানে 'সাফাই' শব্দের অর্থ কী?

(iv) যার সাফাইয়ের কথা বলা হয়েছে, সে সাফাইটি কী?

2. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

''মাছ খাওয়া, শাড়ি পরা ঘুচে যেত।'' — কার কথা বলা হয়েছে?

(ক) কাকিমা — ☐

(খ) মা — ☐

(গ) সুভাষ-কাকিমা — ☐

(ঘ) পিসিমা — ☐

3. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দটি বসান :

(ক) বলি _____ গলায় আছে তো? (লণ্ঠন/রামনাম/পৈতে গাছটা)

(খ) মৃত আত্মা তিন দিন তিন রাত _____ ছেড়ে নড়তে চায় না, (বাড়ি/ জায়গা/ গাছ)

(গ) আবার বাড়ির _____ ঘুরলাম। (সামনের দিকে/ পেছনের দিকে/ বিপরীত দিকে)

(ঘ) গিরীন ঠাকুরদার আত্মাও নিশ্চয় _____ কোথাও ঘুরছে। (চারিদিকে/ কাছে-পিঠে/ সঙ্গে সঙ্গে)

(ঙ) বৃদ্ধদের মতো ক্রুদ্ধ হয়ে _____ দিতে চাইছে? (আশীর্বাদ/ গালাগলি/ অভিশাপ)

22.4.6 সুভাষ-কাকিমার প্রতি খুব বেশি স্নেহভার . . .তার ব্যবস্থাও দেবেন।

বক্তব্যসার:

সুভাষ-কাকিমার প্রতি তাঁর শ্বশুর মহাশয়ের খুব যে স্নেহ ছিল তা কখনও দেখা দেয়নি বিশেষ করে সুভাষ সিনেমার হুজুগে বম্বে চলে যাবার পর। এর জন্য তাঁর পুত্রবধূকেই দায়ী করেন। তাঁকে কোনো দোষ দেওয়াও যায়না একারণে যে তাঁর ছ'টি সন্তানের শেষ জীবিত সন্তান হল সুভাষ। ফলে শ্বশুর আর পুত্রবধূর সংসারে বধূর ওপরে নির্যাতন হলেও দেখার কেউ নেই। সুভাষের চিঠি আর টাকা দুই-ই পাঠানো বন্ধ হল। পুত্রবধূ এমনকি নিজের অবশিষ্ট সামান্য সোনাদানা বিক্রি করেও সংসার চালাত, কিন্তু সমাজের নিন্দার শেষ নেই। কেননা ওই দৈন্যের মধ্যেও সুভাষ-কাকিমার সহজ স্বাভাবিক আচরণ আর হাসি ওদের কাছে অসহ্য। ঘটনা চরম অবস্থায় পৌঁছোল যখন গিরীন ঠাকুরদার মৃতদেহের সামনে হাজির অজস্র মানুষের মধ্যে গণ্যমান্য সমাজপতিদের সামনে খামের একটা চিঠি ফেলে দিলেন তিনি আর সেটি পড়ে তাঁর কর্তব্যের আদেশ প্রার্থনা করলেন। এমনকি প্রায়শ্চিত্তও করতে চাইলেন।

মন্তব্য:

সিনেমা-পাগল সুভাষকাকা বম্বে গেলেন। ছ-সাত মাস তাঁর কোনো খোঁজ নেই। শ্বশুর গিরীনঠাকুরদা সেই থেকে সুভাষ-কাকিমার ওপর শারীরিক এবং মানসিক দু-রকম অত্যাচারই করতেন। দোষ দেওয়া যায় না তাঁকে। সুভাষ যে ছ'জনের মধ্যে শেষ সন্তান! সুভাষের টাকা পাঠানো বন্ধ। খুব খারাপ অবস্থা। শেষ সম্বল দিয়ে এতদিন চালিয়েছেন সুভাষ-কাকিমা কোনোভাবে। মেয়েমানুষের এমন নিজের জোরে দাঁড়ানো সহ্য করে না গ্রামের মানুষ। গিরীনঠাকুরদার মৃতদেহ শোয়ানো। বাড়িতে গ্রামের লোকের ভিড়। এমন সময় সুভাষ-কাকিমা এতদিনের লুকোনো খবর প্রকাশ করলেন। একটা চিঠি গ্রামের মাথাদের সামনে ফেলে প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ

শব্দার্থ ও টীকা

চাইলেন। কী প্রচণ্ড মনের শক্তিতেই না এটা করলেন!

পাঠগত প্রশ্ন : 22.6

1. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন :

''অবিশ্যি দোষ দেওয়াও যায় না।''

(ক) কার সম্বন্ধে এ কথাগুলি বলা হয়েছে?

(খ) কী কারণে তাঁর উপর দোষ দেওয়ার প্রশ্ন দেখা দিল?

(গ) তাঁকে দোষ না দিতে বলার কারণ কী?

2. ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

''. . . বাটিটা বে-আন্দাজি ছুঁড়ে মেরে বউ-এর কপাল ফাটান।'' 'বে-আন্দাজি' কথার অর্থ হল—

(i) খেয়ালহীনভাবে — ☐

(ii) আন্দাজের সঙ্গে — ☐

(iii) লক্ষ্যহীন ভাবে — ☐

(iv) অনুমানের ওপর নির্ভর করে — ☐

3. বাঁদিকের সঙ্গে ডানদিক থেকে মিলিয়ে ঠিক বাক্সে ব্যক্তির চিহ্নটি দিন :

(ক)	খিটখিটে হয়ে গিয়েছিলেন — ☐	(i)	সুভাষ-কাকিমা
(খ)	কী করে প্রসন্ন থাকতে পারেন? — ☐	(ii)	সুভাষ-কাকিমা
(গ)	কুহকিনীর কুহকজালে আটকা পড়ে গেছেন — ☐	(iii)	গিরীন ঠাকুরদা
(ঘ)	এই নিন, এ চিঠি পড়ুন — ☐	(iv)	গিরীন ঠাকুরদা

22.4.7 একপাশে দাঁড়িয়ে আমিও . . . করণীয় কাজ তাহলে কী হবে?

বক্তব্যসার:

চিঠির রহস্য (গিরীন ঠাকুরদার লুকোনো টাকাকড়ি সম্বন্ধে) জানবার জন্যে প্রচণ্ড কৌতূহলী। সকলে ঝুঁকে পড়েছে চিঠির ওপর। অবশেষে চিঠির পাঠক সতীশ কুণ্ডু ঘোষণা করলেন যে সুভাষ ছ-সাত মাস আগেই মারা গেছে। সে সংবাদ পাওয়া গেল ওরই এক বন্ধুর পাঠানো এ চিঠিতেই। বউমা এতদিন যে এ সংবাদ গোপন রেখেছেন তার কারণ কেউই খুঁজে পাচ্ছেন না। বিশেষ করে স্বামীর মৃত্যু সংবাদ কি কোনো স্ত্রী লুকিয়ে রাখতে পারে? প্রবীণরা অবাক আর সুভাষ-কাকিমা অসুস্থ শ্বশুরের জমা ব্যবহৃত জিনিসপত্র এক জায়গায় করতে লাগলেন। একজন মহিলা বউমার পরবর্তী করণীয় সম্বন্ধে সতীশকেই জিজ্ঞেস করলেন।

শব্দার্থ ও টীকা

মন্তব্য:

সতীশ কুণ্ডু চিঠি পড়ে আসল খবর প্রকাশ করলেন — সুভাষ ছ-সাত মাস আগেই মারা গেছে। তার বন্ধু এ খবর দিয়েছে। আর বউমা অর্থাৎ সুভাষ-কাকিমা এমন সাঙ্ঘাতিক খবর এতদিন চেপে রেখেছে। এই খবরই সকলকে অবাক করল। সকলে সুভাষ-কাকিমার বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে লাগল। গ্রামের সমাজ কুসংস্কারে অন্ধ। তিনি কেন একাজ করলেন তার বিচার করলেন না গ্রামের মাথারা। তিনি এতদিন সধবা ছিলেন এটিই তার প্রধান অপরাধ। হায়রে গ্রামের হিন্দু সমাজ!

পাঠগত প্রশ্ন : 22.7

1. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন :

"এ কি চিঠি, না জ্বলন্ত আঙরা?"

(i) কোন চিঠি?

(ii) চিঠিটি কে পড়লেন?

(iii) চিঠির মূল বক্তব্য কী ছিল?

(iv) 'জ্বলন্ত আঙরা' কথার অর্থ কী?

2. "প্রবীণারা চোখ গোল করে হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইলেন," প্রবীণদের কী অবস্থা হল? ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) অবাক হলেন — ☐

(খ) কী করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না (হতবুদ্ধি হলেন) — ☐

(গ) আশ্চর্য হলেন — ☐

(ঘ) মজার দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হলেন — ☐

3. বাঁদিকে ব্যক্তি এবং ডানদিকে ব্যক্তির আচরণের উল্লেখ রয়েছে এলোমেলো ভাবে। মিলিয়ে ডানদিকের ঠিক সংখ্যাটি বাঁদিকের বাক্সে বসান :

(ক) প্রবীণেরা — ☐ (i) এযাবৎ সংবাদটি গোপন রেখেছিলেন।

(খ) লোকে — ☐ (ii) ক্ষোভ ও ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি মুখে ফুটিয়ে . . .

(গ) সতীশ কুণ্ডু — ☐ (iii) সকৌতূহলে চিঠি কুড়িয়ে নিলেন।

(ঘ) বউমা — ☐ (iv) বাক্যার্থের দিকে কান দেয়নি।

22.4.8 সতীশ কুণ্ডু বললেন . . . . নারায়ণ নারায়ণ।

বক্তব্যসার:

রহস্যের আবিষ্কার হল। বউমা (সুভাষ-কাকিমা) ছ-সাত মাস বিধবা হয়েও সধবার আচরণ করেছেন।

শব্দার্থ ও টীকা

সতীশ কুণ্ডু বউমার পরবর্তী করণীয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে সত্যদি বলে এক ভদ্রমহিলা বউমার শাঁখা ভাঙা, সিঁদুর মোছার দায়িত্ব নিলেও ওই অনাচারের জন্য প্রায়শ্চিত্তের দরকার বললেন। শ্বশুরমশাই সারাজীবন বহু শোক পেয়েছেন স্ত্রী সন্তানদের হারিয়ে। শেষ সময়ে আর দুঃখ দিতে চাননি। একারণেই খবরটা বিশ্বাস করেও চেপে রেখেছিলেন। ক্ষুণ্ণ হয়ে সত্যপিসি বললেন যে বউমা শ্বশুরের ভালো দেখতে গিয়ে অনাচার আর তাঁর শ্বশুরের আত্মার অসদ্‌গতির ব্যবস্থাই করেছেন। কেননা শাস্ত্রীয় নিয়ম লঙ্ঘন করলে আত্মার মুক্তি নেই!

মন্তব্য:

এ ঘটনা নানা ভাবনা নিয়ে এল বউমার করণীয় সম্বন্ধে। বিধবার করণীয় ছাড়াও এতদিনের চেপে রাখা অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রশ্নও দেখা দিল। তাঁর এমন করার কারণ জানতে চাইল সকলে। সুভাষ-কাকিমা সারা জীবন ধরে শোক পাওয়া শ্বশুরকে মরণকালে আর শোক না দেবার জন্যেই এমন করেছেন বললেন। সমাজ এটা মেনে নিল না। তাদের ধারণা, এতে গিরীনঠাকুরদার আত্মার সদ্‌গতি হবে না। অন্ধ বিশ্বাস না হলে সুভাষ-কাকিমার এমন একটা কঠিন কাজকে অন্যায় কাজ ছাড়া কিছু বলতে পারেনা তারা। এইতো সমাজের আসল চেহারা!

পাঠগত প্রশ্ন : 22.8

1. ঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

''একটা প্রাচিত্তিরের দরকার তো?'' — কারণ —

(ক) গিরীনঠাকুরদা মারা গিয়েছেন — ☐

(খ) সুভাষ নিরুদ্দেশ হয়েছেন — ☐

(গ) সুভাষ-কাকিমা বিধবা হয়েও সধবার আচরণ করেছেন — ☐

(ঘ) হিন্দুধর্মের রীতি লঙ্ঘন করেছেন সুভাষ-কাকা বম্বে উধাও হয়ে — ☐

2. ''এতে তার আত্মার অসদ্‌গতি হবে না?''

(i) কে বলেছেন?

(ii) কার আত্মা?

(iii) বক্তা তার আত্মার অসদ্‌গতি হবার আশঙ্কা করেছেন কেন?

3. শূন্যস্থানে ঠিক শব্দটি বসান :

(ক) এমন _____ তো দেখিনি সত্যদি। (ঘটনা/ মেয়েমানুষ/ কাণ্ড)

(খ) বোধহয় আমার _____ দিয়েছে। (সুমতি/ মন/ দুর্মতিই)

(গ) পাড়ার পাঁচটা _____ লোককে দেখাতে হয়তো ? (গণ্যমান্য/ সম্ভ্রান্ত/ বিচক্ষণ)

(ঘ) যে যার _____ নিয়ে এসেছে, (কর্মফল/ বুদ্ধি/ বিচার)

শব্দার্থ ও টীকা

22.4.9 ভট্‌চাজও 'নারায়ণ নারায়ণ' করতে করতে . . . . — না তো!

বক্তব্যসার:

বিধানদাতা পণ্ডিত ভট্‌চাজ বিধান দিলেন যে শ্বশুর মৃত গিরীনঠাকুরদার সৎকারের আগেই সুভাষ-কাকিমার বিধবা হিসেবে করণীয় কাজ শেষ করতে হবে। একাজে (সধবা থেকে বিধবার বেশ পরিবর্তনের সামাজিক রীতিগত কাজ) দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মহিলা সত্যপিসি চললেন তাঁকে নিয়ে। এক সকালের ঘটনা।

সন্ধের দিকে মনোতোষ অজ্ঞাত কোনো কিছুর টানে গিরীনঠাকুরদার বাড়ি পৌঁছেই যখন ফিরে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই পঞ্চা কলুর মেয়েকে দিয়ে সুভাষ-কাকিমা জিজ্ঞেস করে পাঠালেন তার কোনো দরকার আছে কিনা। সেই ছোট্ট মেয়েটার কাছেই মনোতোষ জানতে পারল একলা বাড়িতে সঙ্গ দেবার জন্যে কেবলমাত্র ওই মেয়েটাই রয়েছে, পাড়ার অন্য কেউ নয়!

মন্তব্য:

গিরীনদার সৎকারের আগেই বিধবা হিসেবে সুভাষ-কাকিমার বিধবার কাজ শেষ করতে হবে। এ ব্রাহ্মণ ভট্‌চাজের বিধান। সুভাষ-কাকিমা কারুর সাহায্য না নিয়ে একাই সে কাজ করতে চললেন।

গ্রামের সমস্ত মানুষের মধ্যে একমাত্র মনোতোষই বুঝতে পারে সুভাষ-কাকিমার মনের অবস্থার কথা। সে যে শহরের আধুনিক যুবক! প্রতিবাদ করতে না পারলেও অন্যের আচরণ একেবারেই মানতে পারে না সে। কেন না জানি সে সুভাষ-কাকিমার দরজায় এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সহানুভূতি থাকলেও গ্রাম্য বাধবাধ ভাব তো রয়েছে!

পাঠগত প্রশ্ন : 22.9

1. প্রশ্নের উত্তর লিখুন :

"তিনি বিধান দিলেন" —

(i) তিনি কে?

(ii) তিনি কী বলতে বলতে এলেন?

(iii) তিনি কী বিধান দিলেন?

2. বাঁদিকের উল্লিখিত ব্যক্তির সঙ্গে মিলিয়ে ডানদিকের ঠিক সংখ্যাটি বাক্সে লিখুন :

(ক) সত্যপিসি বললেন — ☐ (i) দাদাবাবু এসে ফিরে যাচ্ছেন যে?

(খ) সুভাষ-কাকিমা বললেন — ☐ (ii) তুই এখানে রাত্তিরে থাকবি বুঝি?

(গ) মনোতোষ বললেন — ☐ (iii) তোমার অবিশ্যি কোনো সাহায্যের দরকার নেই দেখছি।

(ঘ) পঞ্চাকলুর মেয়ে বলল— ☐ (iv) আমার সঙ্গে কি আপনারা কেউ যাবেন পিসিমা?

শব্দার্থ ও টীকা

3. ''বোধহয় চটে গেলেন সত্যপিসি'' — কেননা —

(ক) সুভাষ-কাকিমার বিধবা হবার খবর এত দেরিতে পেয়েছেন।

(খ) সুভাষ-কাকিমা তাঁকে কাঁদবার সুযোগ দেননি।

(গ) সুভাষ-কাকিমা তাঁর সঙ্গে যাবার জন্যে উপস্থিত মহিলাদের কাছে আবেদন রেখেছেন।

22.4.10 কথার মাঝখানে সুভাষ-কাকিমা . . . . পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি?

বক্তব্যসার :

ইতিমধ্যে সুভাষ-কাকিমা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। পেছনের আবছা আলোয় তাঁর পরিবর্তিত বেশ চোখে পড়ল না মনোতোষের। তিনি বললেন, মনোতোষের কাকার কোনো পারলৌকিক কাজ করতে পারেন নি। মনোতোষ কালীঘাটের কোনো পণ্ডিতের কাছ থেকে প্রায়শ্চিত্তের বিধান জেনে আসতে পারে কিনা জানতে চাইলেন। প্রায়শ্চিত্তের কথায় মনোতোষ তীব্র প্রতিবাদ করলে সুভাষ-কাকিমা বলেন হিন্দু বিধবা হয়ে সধবার আচরণ হিন্দুধর্মের বিধান অনুযায়ী পাপ ছাড়া আর কিছু নয়। তবুও তিনি শ্বশুরকে পুত্রশোকের হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে (একজনের জীবনরক্ষার মধ্য দিয়ে) কিছুটা পুণ্য করতে চেয়েছিলেন। মনোতোষের কথায়, যদি তাই হয়, তাহলে ওই দিনে সমস্ত মানুষের লাঞ্ছনা-গঞ্জনাতেই তো প্রায়শ্চিত্তের সমাধা হয়েছে।

মন্তব্য :

সুভাষ-কাকিমা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সুভাষ-কাকার পারলৌকিক কাজ এবং তাঁর নিজের কাজের জন্য প্রায়শ্চিত্তের কথা বললেন মনোতোষকে। সে যদি কালীঘাটের কোনো পণ্ডিতকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করে। মনোতোষ প্রায়শ্চিত্তের কথা মানতে পারে না। সে বিশ্বাস করে না একাজকে পাপ বলে। কিন্তু সুভাষ-কাকিমা হিন্দুর মেয়ে হয়ে এ কাজকে পাপ বলেই জানতেন। কিন্তু শ্বশুরের জীবনরক্ষার জন্য এ কাজ করেছেন তিনি। এতে পুণ্য সঞ্চয় করতে চাইছিলেন। মনোতোষের ভাবনাই ঠিক। এত মানুষের এত সমালোচনা, এত খারাপ কথা, মানসিক যন্ত্রণার থেকে বড়ো কোনো প্রায়শ্চিত্ত আর হতে পারে না। অন্য প্রায়শ্চিত্ত আর কী হতে পারে?

পাঠগত প্রশ্ন : 22.10

1. ''ন যযৌ ন তস্থৌ'' — অংশটির আসল অর্থ হল — ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

(ক) যাব না থাকব না

(খ) গেল না এলও না

(গ) অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা

(ঘ) যেও না এসো না

2. প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন :

''আজকের লাঞ্ছনাতেও কি আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি?'' —

(i) কে বলেছে?

(ii) কাকে উদ্দেশ করে বলেছে?

(iii) কোন্ দিনের কথা বলা হয়েছে?

(iv) উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে কে বা কারা লাঞ্ছনা করেছে?

3. "শূন্যস্থানে ঠিক শব্দ বসান" — (ডানদিক থেকে)

(ক) কালীঘাটের কোনো _____ জিজ্ঞেস করতে পার? (পাণ্ডাকে/ পণ্ডিতকে)

(খ) হিন্দুধর্ম কি এতটা _____ ভার বইতে পারবে? (কুৎসার/ অনাচারের)

(গ) পুণ্যের লোভটাও _____ হয়ে উঠেছিল। (বড়ো/ মস্ত)।

(ঘ) নিজের _____ প্রাণপণ যত্নে লুকিয়ে তুলে রাখলাম। (প্রাণভোমরা/ মৃত্যুবাণ)

22.4.11 সুভাষ-কাকিমা এক মুহূর্ত . . . মনোতোষ— কী করে পারলাম।

বক্তব্যসার:

সুভাষ-কাকিমার সকলের লাঞ্ছনাতেও তাঁর প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা এ বিষয়ে মনোতোষ জানতে চাইলে তিনি শাস্তিই চাইছেন। এতদিন ধরে হেসেখেলে বেড়ানোর জন্য কঠিন শাস্তি। প্রকৃতপক্ষে সমাজের মানুষের কথা ছেড়ে দিলেও তিনি বিবেকের দংশন থেকেই এ দাবি করেছেন। এরপর পঞ্চাকলুর মেয়ে নন্দী একা কাকিমা আর মনোতোষের উপস্থিত দেখল, মানুষের কুৎসা রটনার ভয়ের কথা বলল সে। মনোতোষ যাবার আগে তাঁকে জিজ্ঞেস করল শ্বশুরের শত লাঞ্ছনা সয়েও তাঁকে বাঁচাবার জন্যে তিনি অমন কাজ করলেন কেন। লোকে তো আসল কথা বুঝল না। আর কী করেই বা তিনি এমন করতে পারলেন, এও তাঁর প্রশ্ন। সুভাষ-কাকিমা এর কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি।

মন্তব্য:

যে ভাবেই হোক সুভাষ-কাকিমা একটা কঠিন শাস্তি চান। জেনে বা না-বুঝে এমন কাজ করলেও সমাজের নিয়মের বাইরে যেতে চান-না তিনি। এটা সত্যি। কিন্তু তার থেকেও সত্যি হল, তিনি মনের মধ্যেই এটাকে একটা অন্যায় কাজ বলে স্বীকার করছেন। কিন্তু অদ্ভুত মনের মানুষ এই ভদ্রমহিলা। মনোতোষ বলল, গিরীনঠাকুরদার অত অত্যাচারের পরেও তিনি কীভাবে তাঁর জন্যে এমন অন্যায়ের ভার নিলেন তা সে বুঝতে পারছে না। এখানেই সুভাষ-কাকিমার আসল নারীসত্তা বেরিয়ে এল। তিনি শোকে কাতর শ্বশুরের লাঞ্ছনাকে মাথা পেতে নিলেন। এখানেই তো তাঁর মানবিকতা প্রকাশ পেয়েছে। লেখিকা তাঁর কাজ 'অনাচার' কিনা এ প্রশ্ন রাখলেও এটি সত্যিকারের মানবিকতার কাজই হয়েছে। পাঠকমাত্রেই একথা বুঝবেন, মানবেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 22.11

1. নীচে কয়েকটি বাক্য দেওয়া আছে। পাশের বন্ধনীতে ঠিক বা ভুল লিখুন —

(ক) সুভাষ-কাকিমা এক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন না। [ ]

(খ) মনে হচ্ছে একটা শাস্তিই হোক। [ ]

(গ) তার জন্যে শক্ত বিধান শাস্ত্রে আছে? [ ]

(ঘ) কথাটা বড়ো নিদারুণ সত্যি নয়! [ ]

(ঙ) সে তো কারুর অবিদিত নেই? [ ]

(চ) ভাবছি কী করে পারলেন? [ ]

2. ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

''জেনে বুঝে ওর মাথায় লাঠি বসানোর ভারটা নেব?'' — 'ওর মাথায় লাঠি বসানোর ভার' অংশটির আসল অর্থ হল —

(i) লাঠি দিয়ে মারা।

(ii) লাঠি বসিয়ে দেওয়া।

(iii) মানসিক আঘাত দেওয়া।

(iv) মাথা লক্ষ করে লাঠি ছোঁড়া।

3. একটি বাক্যে বা বাক্যাংশে উত্তর লিখুন :

''ভাবছি কী করে পারলেন?''

(ক) কে বলেছে?

(খ) কাকে লক্ষ করে বলা হয়েছে?

(গ) কী পারার কথা বলা হয়েছে?

(ঘ) উত্তরে তিনি কী বললেন?

22.5 আপনি যা শিখলেন

1. বাঙালি হিন্দু সমাজ এখনও কিছু কিছু কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সে বিষয়।
2. বাঙালি হিন্দু সমাজে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে নারীর ত্যাগমহিমা, সহনশীলতা, মানবিকতাকে মর্যাদা না দিয়ে তাকে কীভাবে অপমান করার কথা।
3. কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পরে আত্মার অবস্থান এবং যথাযথ পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন না হলে সেই আত্মার যে সদ্‌গতি হয় না, এমন অন্ধ বিশ্বাসে আচ্ছন্ন সমাজের কাছে প্রগতিমূলক চিন্তা ব্যাহত হবার কথা।
4. এরই মধ্যে মনোতোষ নামে যুবকের ভাবনায় সুভাষ-কাকিমার প্রতি সহানুভূতি জেগে ওঠার কথা।
5. গল্পটি সম্পূর্ণভাবে চলিত রীতিতে লেখার কথা।

22.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. ''মানুষজন্ম হয়ে পর্যন্ত এমন সর্বনেশে কথা কখনও শুনিনি ঠাকুরঝি।''— কথাটি সর্বনেশে কেন?
2. ''জানি এ সমালোচনার আগুন সহজে নিভবে না।''— সমালোচনাকে আগুন বলা হয়েছে কেন?

শব্দার্থ ও টীকা

3. ''ছেলে-ভোলানো আর বলে কাকে?''— 'ছেলে-ভোলানো' কথার বিশেষ অর্থ কী?

4. ''মাথার মধ্যে হঠাৎ একটা যন্ত্রণা বোধ করলাম''— এর থেকে বক্তার চরিত্রের কী পরিচয় পাওয়া যায়?

5. ''তিনি বিধান দিলেন।'' — তিনি কী বিধান দিলেন?

6. ''এ কি চিঠি, না জ্বলন্ত আঙরা''— চিঠিটিকে 'জ্বলন্ত আঙরা' বলার কারণ বুঝিয়ে বলুন।

7. ''এতে আত্মার অসদ্‌গতি হবে না?''— এটি কি সত্যবিশ্বাস অথবা সংস্কার মাত্র?

8. ''ওই সঙ্গে আমার কোনো প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা যদি দেন।''— কী উদ্দেশ্যে প্রায়শ্চিত্তের কথা উঠেছে?

9. ''হিন্দুধর্ম কি এতটা অনাচারের ভার সইতে পারবে?''— তিনি সত্যিই অনাচার করেছেন কিনা সে বিষয়ে যুক্তি দিয়ে বোঝান।

10. ''দেখিনা ভগবানের ওপর কলম চালিয়ে।''— 'ভগবানের ওপর কলম চালিয়ে' বলতে বক্তা কী বোঝাতে চেয়েছেন?

11. এ ধরনের ঘটনা আপনার অভিজ্ঞতায় আছে কি? যদি থাকে ৭/৮টি বাক্যে লিখুন।

22.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

22.1

1. সুভাষ-কাকিমার নামে।
   তিনি এমন কাজ করেছিলেন যাতে প্রমাণিত হয়েছে তিনি কঠিন-প্রাণ।
2. গিরীনখুড়ো মারা যাবার পর তাঁর হাড় কখানা জুড়োল।
3. কথকের মা-কাকিমা মৃত্যুবাড়ি থেকে এসে স্নান না করে শুধু কাপড় ছেড়ে বসেছিলেন।
4. (ক) সম্ভব;
   (খ) দুঃখী;
   (গ) জরজর;
   (ঘ) ঘাট।

22.2

1. (ক) কথকের মা বলেছেন।
   (খ) কথকের পিসিমাকে বলেছেন।
   (গ) মানুষ হিসেবে জন্ম নেওয়া থেকে অর্থাৎ আশৈশব।
   (ঘ) 'সর্বনেশে কথা'টি এখানে স্পষ্ট হয়নি (কোনোভাবেই এই অংশে প্রকাশ পায়নি)। তবে সুভাষ-কাকিমার কোনো গর্হিত কর্মের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে সম্ভবত।

শব্দার্থ ও টীকা

2. (ii) সুভাষ কাকিমার সম্পর্কে এ উক্তি।

3. (i) পিসিমা; (ii) পিসিমা; (iii) কাকিমা; (iv) মা।

22.3

1. (খ) বন্ধ হবে না।

2. (ক) ফেরার;
   (খ) আষ্টেপৃষ্ঠে;
   (গ) কুলধর্ম;
   (ঘ) মানিক।

3. (ক) সুভাষ-কাকিমার অপরাধ।
   (খ) দীনেশ রায়, সুরেন সরকার নামের গ্রামের মাথাওয়ালা লোকেরা।
   (গ) যে-ধরনের অপরাধ করা হয়েছে এ জাতীয় অপরাধ এর আগে ঘটেনি বলেই এখনও প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে আলোচনা হয়নি।

22.4

1. (ii) গিরীনখুড়োর মৃত্যুদিন।

2. (ক) দীনেশ রায় মনোতোষ (গল্পের কথক)দের গ্রামের একজন মাথা।
   (খ) তিনি মনোতোষকে একথা বললেন।
   (গ) 'উচ্চাঙ্গের হাসি' কথাটির মধ্যে দীনেশ রায়ের সবজান্তা মুরুব্বিয়ানার ভাব প্রকাশ পাচ্ছে।
   (ঘ) দীনেশ রায়ের এ-হাসি সুভাষ-কাকিমার কোনো অপরাধমূলক কাজের দিকে ইঙ্গিত করছে।

3. (ক) আজকের দিনে একটা লণ্ঠন নিয়ে বেরোওনি কেন বাবাজি?
   (খ) দীনেশ রায় উদারকণ্ঠে বলে উঠলেন — 'তোমায় দরকার নেই',
   (গ) দীনেশ রায় একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললেন — হুঁঃ! ভালো আর লাগবে কোথা থেকে?
   (ঘ) বললাম — এমনি গেলাম না আজ, ভালো লাগল না।

22.5

1. (i) একথা সুরেন সরকার বলেছিলেন।
   (ii) মনোতোষকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন।
   (iii) এখানে 'সাফাই' শব্দের অর্থ হল অজুহাত বা নিজের অপরাধকে অস্বীকার করার বাহানা।
   (iv) সুভাষ-কাকিমা শ্বশুরের মনে যাতে আঘাত না লাগে, একথা বিবেচনা করেই অমন কাজ করেছিলেন।

শব্দার্থ ও টীকা

2. (গ) সুভাষ-কাকিমা।

3. (ক) পৈতে গাছটা (খ) জায়গা; (গ) বিপরীতদিকে;
(ঘ) কাছে-পিঠে; (ঙ) অভিশাপ।

22.6

1. (ক) গিরীনঠাকুরদার সম্বন্ধে একথা বলা হয়েছে।

(খ) তিনি খিটখিটে হয়ে গিয়েছিলেন এবং পুত্রবধূর (সুভাষ-কাকিমা) ওপরও খাপ্পা হয়েছিলেন।

(গ) তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না একারণে যে গিরীনঠাকুরদার ছ-টি সন্তানের পাঁচটি আগেই মারা গেছে এবং অবশিষ্ট সন্তান সুভাষ সিনেমার হুজুগে বোম্বাই গিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছে। এতবড়ো শোক বহন করা সত্যিই কষ্টকর।

2. (iii) লক্ষ্যহীনভাবে।

3. (ক) খিটখিটে হয়ে গিয়েছিলেন (iii) গিরীনঠাকুরদা

(খ) কী করে প্রসন্ন থাকতে পারেন? (iv) গিরীনঠাকুরদা

(গ) কুহকিনীর কুহকজালে আটকা পড়ে গেছেন (i) সুভাষ-কাকা

(ঘ) এই নিন, এই চিঠি পড়ুন (ii) সুভাষ-কাকিমা

22.7

1. (i) বম্বে থেকে সুভাষ-কাকার বন্ধুর পাঠানো চিঠি।

(ii) সতীশ কুণ্ডু চিঠিটা পড়লেন।

(iii) চিঠির মূল বক্তব্য ছিল যে সুভাষ-কাকা সাতমাস আগে মারা গেছেন।

(iv) জ্বলছে এমন কয়লা। এখানে বিশেষ অর্থে, সংবাদটা একদিকে খুবই মর্মান্তিক, অন্যদিকে এ সংবাদের পরিণতি অত্যন্ত নিন্দনীয়।

2. (খ)

3. (ক) প্রবীণেরা — (iii) — সকৌতূহলে চিঠি কুড়িয়ে নিলেন।

(খ) লোকে — (iv) — বাক্যার্থের দিকে কান দেয়নি।

(গ) সতীশ কুণ্ডু — (ii) —ক্ষোভ ও ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি মুখে ফুটিয়ে . .

(ঘ) বউমা — (i) — এযাবৎ সংবাদটি গোপন রেখেছিলেন।

22.8

1. (গ) সুভাষ-কাকিমা বিধবা হয়েও সধবার আচরণ করেছেন।

শব্দার্থ ও টীকা

2. (i) সত্যপিসি একথা বলেছেন।

(ii) গিরীনঠাকুরদার আত্মা।

(iii) বক্তা তাঁর আত্মার অসদ্‌গতি হবার আশঙ্কা করছেন এ কারণেই যে গিরীনঠাকুরদার একমাত্র অবশিষ্ট সন্তান সুভাষের মৃত্যুর সংবাদ চেপে রেখে সুভাষের পারলৌকিক কাজ করেননি সুভাষ-কাকিমা। উপরন্তু এই ছ-সাত মাস ধরে সধবার আচরণ করে যে অনাচার করেছেন তাতে শ্বশুরের আত্মার সদ্‌গতি হওয়া দুঃসাধ্য বলেই মন্তব্য করেছেন সত্যপিসি।

3. (ক) ঘটনা;

(খ) দুর্মতিই;

(গ) বিচক্ষণ;

(ঘ) কর্মফল।

22.9

1. (i) ভটচাজ মহাশয় বিধান দিলেন/ ভটচাজ মহাশয়।

(ii) তিনি 'নারায়ণ নারায়ণ' বলতে বলতে এলেন।

(iii) তিনি বিধান দিলেন গিরীনখুড়োর শেষকৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুভাষ-কাকিমার বৈধব্যসাজ নেওয়া দৃষ্টিকটূ হওয়ায় গিরীন খুড়োর মৃতদেহ বের করার আগেই সুভাষ-কাকিমার শেষকৃত্য করা উচিত।

2. (ক) সত্যপিসি বললেন — (iii) — তোমার অবিশ্যি কোনো সাহায্যের দরকার নেই দেখছি।

(খ) সুভাষ-কাকিমা বললেন — (iv) — আমার সঙ্গে কি আপনারা কেউ যাবেন পিসিমা?

(গ) মনোতোষ বলল — (ii) — তুই এখানে রাত্তিরে থাকবি বুঝি?

(ঘ) পঞ্চুকলুর মেয়ে বলল — (i) দাদাবাবু এসে ফিরে যাচ্ছেন যে?

3. (খ) সুভাষ-কাকিমা তাঁকে কাঁদবার সুযোগ দেননি।

22.10

1. (খ) গেল না, এলও না।

2. (i) একথা মনোতোষ বলেছে।

(ii) একথাগুলি বলা হয়েছে সুভাষ-কাকিমাকে উদ্দেশ করে।

(iii) যেদিন সুভাষ-কাকার বন্ধুর চিঠিমারফত জানা গেল যে তিনি সাতমাস আগেই গত হয়েছেন অথচ সুভাষ-কাকিমা এতদিন সে সংবাদ গোপন রেখে সধবার আচরণ করেছেন সেই দিনের কথা।

(iv) সুভাষ-কাকিমার গ্রামের নারী-পুরুষ সহ প্রায় সকলে, একমাত্র মনোতোষ বাদে।

3. (ক) পণ্ডিতকে;

শব্দার্থ ও টীকা

(খ) অনাচারের;

(গ) মস্ত;

(ঘ) মৃত্যুবাণ।

22.11

1. (ক) ভুল;

   (খ) ঠিক;

   (গ) ভুল;

   (ঘ) ভুল;

   (ঙ) ঠিক;

   (চ) ঠিক।

2. (iii) মানসিক আঘাত দেওয়া।

3. (ক) মনোতোষ বলেছে।

   (খ) এটি বলা হয়েছে সুভাষ-কাকিমাকে লক্ষ করে।

   (গ) সুভাষ-কাকার মৃত্যু সংবাদ চেপে রেখে বিগত ছ-সাত মাস ধরে সধবার বেশে স্বাভাবিক জীবন যাপন করার কথা।

   (ঘ) উত্তরে সুভাষ-কাকিমা বললেন যে তিনিও ভেবে পাচ্ছেন না তিনিই বা এমনটা করতে পারলেন কী করে!

লেখক পরিচিতি

আশাপূর্ণা দেবী : জন্ম - ৮ জানুয়ারি ১৯০৯, মৃত্যু - ১৩ জুলাই ১৯৯৫।

অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি লেখিকা। উত্তর কলকাতার এক রক্ষণশীল পরিবারে জন্ম। কোনো স্কুল কলেজে পড়ার সুযোগ হয়নি। মাত্র পনেরো বছর বয়সে কালিদাস গুপ্তর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ইংরেজি ভাষার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। দীর্ঘ জীবনে এক গৃহবধূ এবং মায়ের ভূমিকা পালন করতে করতেই তাঁর অনবদ্য সাহিত্যসৃষ্টি। অসামান্য সূক্ষ্মদৃষ্টি, সংবেদনশীলতা এবং পরিচিত সমাজের খুঁটিনাটি বিষয়ের অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বাঙালি মেয়েদের অন্তঃপুর থেকে বাইরের কথা প্রত্যক্ষ করেছেন। আধুনিক মেয়েদের কথা বলেছেন তিনি। কিন্তু আধুনিকতার বিলাসীদের কখনও প্রশ্রয় দেননি। ছোটোদের জন্যেও লিখেছেন। তাঁর লেখায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন নারী, পুরুষ, কিশোর থেকে বাঙালি পাঠকমাত্রেই।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই হল 'ছোটো ঠাকুরদার কাশীযাত্রা'। তাঁর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি, সুবর্ণলতা ও বকুলকথা' — এই তিনটি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনা। এই তিনখণ্ডে তিন প্রজন্মের বাঙালি নারীর ঐতিহাসিক অবস্থান তাদের চিন্তাভাবনা অভিজ্ঞতার জগতের পরিবর্তনের এক আশ্চর্য ইতিহাস রচনা করেছেন। তাঁর উপন্যাস সংখ্যা - ১৭৬, গল্প - ৩০টি, ৪৭টি ছোটোগল্প এবং অসংখ্য অন্যান্য রচনা।

শব্দার্থ ও টীকা

১৯৭৮ খ্রি. তিনি দেশের সর্বোচ্চ 'জ্ঞানপীঠ' সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া রবীন্দ্র পুরস্কার, আকাদেমি পুরস্কার এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডি.লিট. ডিগ্রি লাভ করেন।

সমধর্মী রচনা

এমন ধরনের বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'দেনাপাওনা', 'স্ত্রীর পত্র' ইত্যাদি গল্পে; আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি, সুবর্ণলতা ও বকুলকথা' উপন্যাসে; শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বামুনের মেয়ে ইত্যাদি গল্পে। সুযোগমতো এগুলি পড়লে বাঙালি হিন্দু সমাজে (পুরুষ-শাসিত) নারীর অবস্থান বুঝতে পারবেন। যুগের পরিবর্তন হলেও আজও বিয়ের পণ নিয়ে যে-নির্যাতন পাত্রী এবং তার পরিবারের ওপর হয়ে থাকে, তা যেমন নিন্দনীয়, তেমনি গভীর উপলব্ধির বিষয়।

শব্দার্থ ও টীকা

23

টেরা ইনকগনিটা

সুদীপ্তা সেনগুপ্ত

23.1 প্রস্তাবনা

মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। সে সব কিছু দেখতে চায়, বুঝতে চায় ও জানতে চায়। আমাদের এই পৃথিবী নানা অজানা রহস্যে ভরা। বারে বারে মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জলে- স্থলে, পাহাড়ে-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে ও মরু-মেরু অঞ্চলে অভিযান করেছে। পথের কষ্ট ও বিপদ কিংবা মৃত্যুভয় তাকে দমিয়ে দিতে পারেনি। এই গ্রহের অজানা জীব-বৈচিত্র্য, প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের আকর্ষণ মানুষকে যুগে যুগে ঘরছাড়া করেছে।

'টেরা ইনকগনিটা' শীর্ষক রচনাটিতে রয়েছে কুমেরু অভিযানের নানা অমূল্য অভিজ্ঞতার কথা। 'টেরা ইনকগনিটা' হল একটি লাটিন শব্দ যার অর্থ অজ্ঞাত বা অনাবিষ্কৃত ভূখন্ড যা মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত বা নথিভুক্ত হয়নি। বর্তমানে বহু গবেষক যে-কোনো অনাবিষ্কৃত গবেষণা ক্ষেত্র বা বিষয় প্রসঙ্গে এই কথাটিকে ব্যবহার করে থাকেন।

দেশ-বিদেশের বহু বিজ্ঞানী এই কুমেরু অঞ্চলের রহস্যে আকৃষ্ট হয়ে ওখানে গবেষণার জন্য যান। লেখিকা সুদীপ্তা সেনগুপ্তও ছিলেন একজন কুমেরু অভিযাত্রী। তিনি এই অভিযানের বর্ণনায় চমকপ্রদ নানা অভিজ্ঞতার কথা ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিবরণ দিয়েছেন। লেখিকার দেওয়া জাহাজের সামুদ্রিক বরফ ভেঙে চলা, রাত বারোটার আকাশে ঝকঝকে সূর্য এবং কুমেরুর আকাশে সূর্যের নানা অজানা গতিবিধি ইত্যাদি আপনাদের গভীরভাবে আকৃষ্ট করবে।

23.2 উদ্দেশ্য

এই রচনাটি পড়ে আপনি :

- দুঃসাহসিক অভিযানে আগ্রহী হবেন।
- অভিযান করতে গিয়ে মানুষ যে ত্যাগ স্বীকার করেন তাতে উদ্বুদ্ধ হবেন।
- মানসিক উদারতা অর্জন করবেন।
- কুমেরু সম্বন্ধে আরও কৌতূহলী হবেন।
- দূষণ মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে আগ্রহী হবেন।

23.3 মূল পাঠ

23.3.1 (1)

শব্দার্থ ও টীকা

আন্টার্কটিকা = কুমেরু অঞ্চল। স্কট, আমুণ্ডসেন, শ্যাকলটন— এরা ছিলেন কুমেরু অভিযাত্রী।
ফিনপোলারিস = এই অভিযানের জাহাজের নাম।

হিমসোপান = বরফের স্তর।

আন্টার্কটিকা ! আন্টার্কটিকা ! স্কট-আমুন্ডসেন-শ্যাকলটনের আন্টর্কটিকা। বরফঢাকা পেঙ্গুইনদের দেশ আন্টার্কটিকা। বরফের ওপর হেঁটে বারবার অনুভব করতে লাগলাম সত্যিই আমরা পৌঁছে গেছি আন্টার্কটিকাতে। আজ সাতাশে ডিসেম্বর ১৯৮৩। সকালবেলা ঘুম ভেঙে উঠে দেখি কেবিনের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে দুধসাদা বরফের রাজ্য। আমাদের জাহাজ স্থির ; সমুদ্রের বরফের ওপরেই নোঙর করা। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নীচে নামতে নামতেই অশোক আর লক্ষ্মণের সঙ্গে দেখা। ওরাও চলেছে আন্টার্কটিকা মহাদেশে পা রাখার জন্য। স্থানীয় সময় ভোর আড়াইটেতে ফিনপোলারিস নোঙর করেছে সামুদ্রিক বরফে। কাল রাত প্রায় একটা পর্যন্ত আমরা জেগে বসেছিলাম। তারপর রাত্রে শুয়ে শুয়েও শুনেছি জাহাজের বরফ ভেঙে চলার প্রবল প্রচেষ্টা। ঘটাং ঘটাং করে জাহাজের বরফের ধাক্কা বেশ টের পাওয়া যাচ্ছিল, অনেকটা খুব বড়ো বড়ো পাথর-ঢাকা রাস্তায় জিপে করে যেতে অবস্থা হয় সেরকম আর কি! এখানেই সামুদ্রিক বরফ তিন মিটার পুরু। ফিনপোলারিস তাই আর এগোতে না পেরে এখানে নোঙর করেছে। মূল বরফ-ভূমি বা হিমসোপান আরও তিন কিলোমিটার দূরে।

23.3.2 (2)

নীচে তখন অনেকেই নেমে গেছে। চারিপাশে ঝকঝকে করছে সূর্যের আলোয়। তাপমাত্রা শূন্যের সামান্য ওপরে, হাওয়া নেই বললেই চলে। যেদিকে দু চোখ যায় কেবল সাদা বরফের বিস্তার। সামুদ্রিক বরফের লেভেল থেকে হিমসোপানের উচ্চতা প্রায় পাঁচ-ছ মিটার। জায়গায় জায়গায় হিমসোপানের কিছু অংশ সমুদ্রের বরফের ওপর ভেঙে পড়েছে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে রয়েছে কৌতূহলী অ্যাডেলি পেঙ্গুইনের দল। কেউ বা গুটি গুটি হেঁটে আসছে টলমল পায়ে কালোকোট পরা ছোটো মোটাসোটা বাবুদের মতো। কেউ কেউ দল বেঁধে বসে নিরীক্ষণ করছে নবাগতদের। যখন হাঁটছে বেশির ভাগই লাইন করে। দেখে মনে হচ্ছিল এরা সবাই রবীন্দ্রনাথের তাসের দেশ নাটকের ছক্কা পঞ্জা তিরি দুরি। আমাদের খুব কাছেই চলে আসছে কিন্তু আমরা ধরতে গেলেই পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে বরফের উপর দিয়ে বুকে গ্লাইড করে। আমরা প্রত্যেকেই অভিভূত।

নিরীক্ষণ = মন দিয়ে দেখা।
নবাগত = নতুন এসেছে।
গ্লাইড = বরফের উপর চড়ার খেলা।
অভিভূত = মুগ্ধ।

অবশেষে আন্টার্কটিকা এসে পৌঁছোলাম। আর আমাদের সৌভাগ্য যে প্রথম দিনটাই এমন সুন্দর। ঊষা আর আলো-ঝলমলে। আমাদের কেউ বরফের ওপর গ্লাইড করবার চেষ্টা করছে, কেউ শুয়েই পড়েছে বরফের উপর, কেউ বরফের বল বানিয়ে একে অন্যকে ছুঁড়ছে। অনেকেই মনের আনন্দে গান ধরেছে নিজের নিজের ভাষায়। আমরা কজন ঠিক করলাম যে মূল বরফ ভূমিটি ছুঁয়ে আসব। কারণ এখনও তো আমরা সমুদ্রেই আছি, অন্তত হিমসোপান অবধি গেলে সত্যিই সত্যিই আন্টার্কটিকায় পৌঁছোনো হবে।

যেতে যেতে লক্ষ করেছিলাম বরফের ওপর দিয়ে সূক্ষ্ম দাগ চলে গেছে সরলরেখায় বহু দূরে। এগুলি ধীরে ধীরে ফাটল হয়ে যাবে, ক্রমে ক্রমে জমা সমুদ্র এই দাগ ধরেই ভেঙে যাবে। সামুদ্রিক বরফে লবণ বেশি থাকে বলে বেশি ভঙ্গুর হয় আর ভাঙবার সময় একেবারে সরলরেখায় ভাঙে ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজাকৃতি টুকরোয়।

আন্টার্কটিকার আবহাওয়া এত বিশুদ্ধ আর বাতাস এত পরিষ্কার যে ওখানে সঠিক দূরত্ব আন্দাজ করা আমাদের মতো শহরবাসীদের পক্ষে অসম্ভব। তিন কিলোমিটার দূরের জিনিস মনে হচ্ছে যেন দুপা বাড়ালেই পৌঁছে যাব। পরেও দেখেছি দিনে বহু দূরের জিনিস এত স্পষ্ট দেখা যেত যে দূরত্ব সবসময়ই কম মনে হত। আমরা বেশ অনেক দূর হাঁটার পরও দেখছি যেন বরফের পাড় একই দূরত্বে রয়ে গেছে। আন্টার্কটিকার নিয়ম অনুযায়ী কখনও কোথাও একা যাওয়া বারণ, অদরকারে কোথাও যাওয়া যত সম্ভব কম করা এবং সবসময়

গন্তব্যস্থল জানিয়ে যাওয়া।

বিকালের ডিউটি শেষ হল রাত বারোটায়। তখনও আকাশে সূর্য ঝকঝক করছে। তবে দিনের বারোটার সূর্যের চেয়ে সামান্য একটু কম তার তেজ মনে হল। আন্টার্কটিকাতে সূর্য আমাদের এখানকার মতো পূর্ব থেকে উঠে পশ্চিমে অস্ত যায় না বা আকাশে মাথার ওপরও দেখা যায় না। গ্রীষ্মকালে সর্বদাই দিগন্তের ওপর দিয়ে চক্রাকারে ঘোরে এবং কখনোই পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির ওপর ওঠে না। মেরুপ্রদেশের সূর্যরশ্মি সেজন্য সর্বদাই তেরছা হয়ে পড়ে। একেবারে দক্ষিণ মেরু বা উত্তর মেরুতে ছয়মাস দিন, ছয়মাস রাত্রি। দক্ষিণ গঙ্গোত্রীর অবস্থান হল ৭০° ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ এবং ১২° ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। এখানে একুশে ডিসেম্বর সূর্য একেবারে এক উচ্চতায় দিগন্তে চক্রাকারে ঘোরে, দিনে বা রাতে সূর্যের আলোর বিন্দুমাত্র হেরফের হয় না। তারপর থেকেই রাত বারোটায় ঠিক দক্ষিণ দিক বরাবর সূর্য একটু করে নামে। তারপর দিগন্ত ধরে পরিক্রমা করতে করতে দুপুর বারোটাতে ঠিক উত্তরে সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছায়। অর্থাৎ সূর্য কিন্তু সবসময় আকাশে, তবে চক্রাকারে ঘোরবার সময় দুপুর বারোটা অবধি ধীরে ধীরে উঠতে থাকে এবং সে সময় উত্তর দিকে পৌঁছোনোর পর আবার ধীরে ধীরে নামতে থাকে ; রাত বারোটায় দক্ষিণ দিকে সর্বনিম্ন স্থানে নামার পর আবার ধীরে ধীরে উঠতে থাকে।

চব্বিশে জানুয়ারি সূর্য সর্বদাই আকাশে থাকবে এবং পঁচিশে জানুয়ারি এখানে প্রথম সূর্য অস্ত যাবে। যদিও সেদিন পুরোপুরি অস্ত যায় না। সূর্যদেব সেদিন ঠিক দক্ষিণ বরাবর একটুখানি ঢুকেই আবার উদয় হবেন। পঁচিশে জানুয়ারির পর থেকে আস্তে আস্তে একটু করে বেশি সময়ের জন্য অস্ত যাবে—মানে রাত্রির পরিধি রোজই একটু করে বাড়তে থাকবে। অবশ্য তখন রাত্রি না বলে গোধূলি বলাই ভালো। ধীরে ধীরে রাত্রির সময় বাড়তে বাড়তে বিশে মার্চ এই জায়গায় সমান দিন আর রাত হবে। তারপর থেকে দিনের চেয়ে রাতই বেশি বড়ো হবে এবং সূর্য ক্রমশ কম সময়ের জন্য আকাশে থাকবে। চব্বিশে মে সূর্যদেব উত্তর সীমান্তে একটু উঁকি দিয়েই অস্ত যাবেন বেশ কয়েক মাসের জন্য। পঁচিশে মে থেকে আঠারোই জুলাই পর্যন্ত চলবে একটানা দীর্ঘ রাত্রি। তখন আন্টার্কটিকায় ঘোর শীতকাল। শীতের শেষে উনিশে জুলাই সূর্য প্রথম উদয় হবে উত্তর আকাশে। দিগন্ত থেকে একটুখানির জন্য উঁকি দেওয়া তারপর থেকে দিনের পরিধি রোজই বাড়তে থাকবে একটু একটু করে। তেইশে সেপ্টেম্বর এখানে দিন আর রাত সমান হবে আর তারপর থেকেই রাতের চেয়ে দিনের সময় বেশি হতে থাকবে। এইভাবে দিন বাড়তে বাড়তে আঠারোই নভেম্বর সূর্য দক্ষিণাকাশে গিয়ে আর অস্ত যাবে না ; চব্বিশে জানুয়ারি পর্যন্ত চক্রাকারে আকাশে ঘুরতে থাকবে সদাসর্বদা।

অনেকেরই আন্টার্কটিকাতে ঘুমের ব্যাঘাত হয় সর্বদা দিনের আলো থাকে বলে। আমার বিশেষ কিছু অসুবিধে হয়নি। ছুটির দিনে কলকাতাতে তো দিনে দুপুরে দিব্যি ঘুমাই, তখন তো কোনো অসুবিধা হয় না। আর যতক্ষণ বাইরে থাকি ততক্ষণ দিনের আলো, কেবিনে ঢুকে ব্লাইন্ড টেনে দিলে বা স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে পুরোপুরি ঢুকে গেলে তো আলোর সমস্যা থাকে না। তখন ঘুমের বাধা কোথায়? তবুও কয়েকজনের "Big eye" বা অনিদ্রা রোগ হয়েছিল প্রথম কয়েকদিন। তবে কিছুদিন পরেই আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়।

শব্দার্থ ও টীকা

গন্তব্য স্থল = যাবার জায়গা।

দিগন্ত = আকাশ ও পৃথিবী যেখানে মিলেছে।

গোধূলি = সূর্যাস্ত কাল।

পরিক্রমা = চারিদিকে ঘোরা।

23.3.3 (3)

উনত্রিশ তারিখ সকাল থেকেই আমি ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলবার কাজে লেগে গেলাম। আমাদের দলের ডিউটি শুধু বেলা বারোটা থেকে, তাই সকালে বেশ খানিকটা সময় পাওয়া যায়। গত দুদিন ধরে রোজই ঘুমোতে ঘুমোতে তিনটে হয়ে যাচ্ছে। রাত বারোটায় ডিউটি শেষ হবার পর আমরা কজন বরফে গিয়ে অনেকক্ষণ কাটাই স্কি করার চেষ্টায়। বেশ কয়েকবার আছাড় খেয়েও কারও উৎসাহ কমে না। তাছাড়া সেই সময়টা আমরা দু-চারজন ছাড়া আর সবাই ঘুমোতে চলে যায় বলে নির্জনতাটা আরও উপভোগ করা যায়। আকাশে সূর্য

সবসময় থাকলে এমনিতেই ভালো লাগে, তার ওপর সূর্যের অবস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে যেন বরফ, সমুদ্র সব কিছুরই রং পালটে যেত। যে সমুদ্রকে দুপুর বেলা মনে হয় ঘোর নীল ; রাতে তাই যেন দেখায় হালকা প্যাস্টেল রঙে আঁকা নীল। সঙ্গে সঙ্গে বরফের রংও যেন পালটায়, সাদার যে কত রকম শেড হয় তা বোঝা যায়।

শব্দার্থ ও টীকা

শেড = রঙের মাত্রা।

23.3.4 (4)

হেলিকপ্টার উড়ল আকাশে তারপর আবার নীচে নেমে এল আমাদের দিকে নেটের ওপর, ম্যাথুজ আর মন্ডল হুকের সঙ্গে মাল বেঁধে দিল। নেটে ছিল একটি তাঁবু, বেশ কয়েকটি গ্যালভানাইজড আয়রণ শিট—যা বাড়ির ভেতর বরফের মেঝের উপর পেতে দেওয়া হবে। এছাড়া ছিল দুটো বড়ো প্যাকিং বাক্স যাতে নানারকম যন্ত্রপাতি—যাকে বলে মেশিন টুলস তাই রয়েছে। আমি ছবি তুলবার জন্য আরও পিছিয়ে গেলাম। দূরে দেখছি চেতক ফিরে আসছে বেস ক্যাম্প থেকে মাল নামিয়ে, প্রতাপ উড়ে গেলেই ও এসে নামবে। আমি দুটি হেলিকপ্টারকে নিয়ে এক সঙ্গে ছবি তোলা যায় কিনা তার চেষ্টা করতে লাগলাম। প্রতাপ আবার ওপরে উঠল এবারে নেটসুদ্ধ। দেখলাম মাল শুদ্ধ নেটটি ছোটো ডেক থেকে বড়ো ডেকের ওপর দিয়ে হেঁচড়ে টেনে চলল। ওপরে তাকিয়ে দেখি হেলিকপ্টার একদিকে কাত হয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড কড় কড় শব্দ—হেলিকপ্টারের ওপরের পাখার সঙ্গে ওপাশের ক্রেনের দড়ির ঘর্ষণের শব্দ। ধাতুর দড়িটা ছিঁড়ে গেল আর প্রতাপ টাল খেয়ে জাহাজের ধার ঘেঁসে জলে গিয়ে পড়ে উলটে গেল ; পড়বার সময় তার পাখার ধাক্কায় ডেকের রেলিংও বেশ কিছুটা কেটে গেল। এতসব লিখতে যা সময় লাগল ঘটনাটা ঘটতে বোধ হয় তার দশ ভাগের এক ভাগও লাগেনি। চোখের নিমেষে সবকিছু ঘটে গেল। আমরা ছুটে গিয়ে দেখলাম প্রতাপ উলটে আছে জলের ওপর আর পেটের দিকের একটি ছোটো জানলা ভেঙে বেরোবার চেষ্টা করছে কেউ কেউ।

ম্যাথুন, মণ্ডল = এঁরা এই অভিযানের অভিযাত্রী।
প্রতাপ, চেতক = হেলিকপ্টারের নাম।
নিমেষে = পলকে।
রেসকিউ বোট = উদ্ধারকারী নৌকা।
ঘোর নীল = গাঢ় নীল।

প্রথমে বেরিয়ে এল রায়, তারপর একে একে অন্যরা বেরোতে লাগল। ডক্টর ব্যানার্জি এবং আরও কজন রায়কে স্ট্রেচারে করে নিয়ে গেলেন হসপিটাল রুমে। অন্য ডাক্তার মেজর বিক্রম সিং, সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার আমসি ও একজন নাবিক নৌকোয় করে গেলেন উদ্ধারের জন্য। চেতক গিয়ে দ্বিতীয় জনকে তুলে আনল। মাধোককে নিয়ে উড়ে আসবার সময় মাধোক প্রায় চল্লিশ ফিট উচ্চতা থেকে আবার পড়ে গেলেন জলে। ঠান্ডায় অসাড় হাতে হয়তো বেল্টটি ঠিকভাবে লাগাতে পারেননি। আমরা ডেক থেকে রুদ্ধ নিশ্বাসে দেখছি মাধোক জলে পড়ে সাঁতার কাটার চেষ্টায় দু-একবার হাত পা নাড়লেন তার পরই সম্পূর্ণ দেহটি উলটে গেল ; জলের তাপমাত্রা তখন শূন্যের নীচে ১.৮° ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই ঠান্ডায় মানুষ পনেরো-কুড়ি মিনিটের বেশি বাঁচে না। ওদিকে প্রতাপ তখন সম্পূর্ণ ডুবে গেছে, অন্যরাও জলে। আমরা নিরুপায়ভাবে দেখছি আমাদের থেকে কতটুকুই বা দূরে অথচ কিছুই করতে পারছি না। রেসকিউ বোট যেতে মনে হচ্ছে যেন কত দেরি করছে। শেষ পর্যন্ত নৌকো গিয়ে পৌঁছোলো দুর্ঘটনা- স্থলে। একে একে ট্যান্ডন, যাদব গুপ্ত এবং মাধোককে জল থেকে তোলা হল। মাধোকের আর তখন জ্ঞান নেই এবং নাড়িও প্রায় নেই বললেই চলে। ডাক্তার বিক্রম সিং মুখের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহায্যে ওর শ্বাস ফেরানোর চেষ্টা করতে লাগলেন।

23.3.5 (5)

ওরা ঘুরে বরফের পাড়ে এসে পৌঁছাল। আমরা কজন যত পারি কম্বল নিয়ে নীচে দৌড়োলাম। ট্যান্ডন আর গুপ্তা যদিও শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছেন তবে নিজে নিজে হেঁটে যেতে পারলেন, যাদবের হেঁটে যাওয়ার ক্ষমতা নেই আর মাধোকের তো জ্ঞানই নেই। এদের দুজনকেই স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়া হল। জাহাজের সিঁড়িটি এত সংকীর্ণ যে মাধোককে তুলতেই বেশ সময় লেগে গেল তার ওপর ওকে অক্সিজেন দিতে দিতে

শব্দার্থ ও টীকা

নেওয়া হচ্ছিল। এরপর যাদবকে তুলতে হিমসিম খেয়ে গেলুম আমরা। যাদবের স্ট্রেচার বহন করেছিলাম আমি, অজিতকুমার, মন্ডল আর ম্যাথুজ। যাদব বেশ ভারী চেহারার মানুষ, জাহাজে ওঠার সরু সিঁড়ি দিয়ে ওকে টেনে তুলতে খুব অসুবিধে হচ্ছিল ; সিঁড়িতে দুজন পাশাপাশি দাঁড়াবার মতো জায়গা নেই। আবার শুধু দুজনে মিলে স্ট্রেচার কিছুতেই তোলা যাচ্ছিল না। আমি আর অজিত নীচে থেকে ঠেলছিলাম স্ট্রেচার উপরের দিকে আর উপর থেকে একজন চেষ্টা করছিল টেনে তোলার। এমন সময় .... ওপর থেকে চেঁচিয়ে আমাদের সরে যেতে বলল। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানকার বরফের পাড় ভেঙে পড়ছে। ভাগ্যিস ও সাবধান করে দিয়েছিল, তা না হলে আমরাও পড়তাম ঠান্ডা জলে ভাঙা বরফের সঙ্গে সঙ্গে। এমন সময় কারও একজনের মাথায় এল যে সিঁড়িটাকেই পুরো উপরে নেওয়া। এতক্ষণে যে কেন কারও মাথায় এটা আসেনি সেটাই আশ্চর্যের।

ওদের পাঁচজনকে সঙ্গে সঙ্গে হসপিটাল রুমে চিকিৎসা করা হল। রায়ের বিশেষ কিছুই হয়নি, শুধু জানলা ভেঙে বেরোবার সময় মুখে ও হাতে আঘাত লেগেছে। ট্যান্ডন, যাদব আর গুপ্তকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুমোতে দেওয়া হল। শুধু মাধোকের অবস্থাই আশঙ্কাজনক। হাইপোথারমিয়া ওর ভালোরকমই হয়েছে। ঘণ্টা তিনেক বাদে ডাক্তার জানাল যে প্রাণের আশঙ্কা নেই তবে গুরুতর চোট পেয়েছে মেরুদণ্ডতে, সেটাতে কী হবে বলা যাচ্ছে না।

এত বড়ো দুর্ঘটনাতে কিন্তু মনোবল কারও ভাঙেনি। মাধোকের প্রাণের আশঙ্কা কেটে যাওয়াতে সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এবং ঘণ্টা তিনেক পর থেকেই আবার রুটিনমতো কাজ শুরু করে দেওয়া হল—কাজ বন্ধ করে দিলেই বরঞ্চ মনোবল কমে যেত। আমাদের ভাগ্য অবশ্য খুবই ভালো যে বেশি গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটেনি। হেলিকপ্টারটি যদি জলে না পড়ে অন্য পাশের বরফের পাড়ে ভেঙে পড়ত তবে সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ জনেরই নিঃসন্দেহে জীবন শেষ হত।

মাধোক ছাড়া প্রত্যেকের অবস্থা পরের দিন থেকেই ভালো। মাধোকের অবস্থার উন্নতি হয়েছে ধীরে ধীরে। ওর মেরুদণ্ডের চোটের গুরুত্ব এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ডাক্তাররা ওকে কোনোরকম নড়াচড়া করতে দিচ্ছেন না এবং তিনজন ডাক্তার সমানে পালা করে ওর সঙ্গে আছেন। ডাক্তাররা আমাদের পরদিন থেকেই বলেছেন ওর সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা বলতে। সেটা ওর পক্ষে ভালোই হবে। আমি পরদিন দুপুরের খাবার এবং কিছু ম্যাগাজিন নিয়ে গেলাম হসপিটাল কেবিনে। মাধোককে দেখে খুব ভালো লাগল—সেদিন অজ্ঞান অবস্থায় ওর নীল হয়ে যাওয়া মুখ দেখে সত্যিই ভয় লেগে গিয়েছিল। এখনও বেশ ক্লান্ত চেহারা তবে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন ওঁর স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকের ভঙ্গিতে কথা বলতে। আমি খাবার সাজিয়ে এবং ম্যাগাজিনগুলো নিয়ে যাওয়াতে খুব খুশি। বললেন যে যদিও জীবনে অনেকবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন কোনোবারই বিশ্বাস করতে পারেননি যে সত্যিই মরবেন এবং প্রত্যেকবারই বেঁচে গেছেন বলতে গেলে অলৌকিক ভাবেই। এবারেই যখন হেলিকপ্টারের ব্লেড ক্রেনের দড়িতে লেগে গোত্তা খেয়ে পড়ল হিমশীতল জলে, কো-পাইলট টান্ডনকে তখন শেষ বিদায় জানিয়ে বলেছিলেন— This is the end। আবার চেতকের দড়ি থেকে পড়ে যাবার সময়তো দ্বিতীয়বার মৃত্যুর কোলেই ফিরে গিয়েছিলেন অথচ তার পরেও চোখ মেলে আলো দেখলেন, জীবনে ফিরে এলেন।

ম্যাগাজিন = মাসিক পত্রিকা

স্বভাবসিদ্ধ = স্বাভাবিক।

অলৌকিক = দৈব।

কো-পাইলট = সহকারী বিমান চালক

23.3.6 (6)

একত্রিশে ডিসেম্বর আমরা ঠিক করলাম যে বেশ ঘটা করে নতুন বছর উদযাপন করা হবে। এর প্রধান কারণ ডাক্তাররা মনে করেছেন যে মাধোকের মেরুদণ্ডের আঘাত খুব গুরুতর নয়। সামান্য অসুবিধা থাকলেও

ঘটা = আড়ম্বর, জাঁকজমক।
উদ্‌যাপন = পালন।

হাঁটা-চলার বা অন্যান্য কোনরকম ক্ষতি দেখা যাবে না। সবাই এই খবরে খুশি। এই দুর্ঘটনার পর ভারতীয়দের তো বটেই, ফিনিশদের মধ্যেও একটু মনমরাভাব এসেছিল। মাধোকের আরোগ্যের খবরে সবাই উৎফুল্ল। কাজের রুটিন কোনো ব্যাহত না করেই সেদিন নতুন বছর উদযাপন করলাম আমরা। কুকরা সেদিন বেশ ভালো ভালো রান্না করল, কে বলবে রোজকার ওই একঘেয়ে রান্না এরাই করে। কাওকো বেশ কিছু ভালো স্ন্যাক্স তৈরি করল। ডক্টর গুপ্তা দু ক্রেট বিয়ার উপহার দিলেন, জাহাজের ক্যাপটেন উপহার দিলেন শ্যাম্পেন। মাধোকের হসপিটাল কেবিনে সবাই গিয়ে ওকে শুভ নববর্ষ জানাতে লাগল। সব মিলিয়ে বেশ নতুন উদ্দীপনায় নতুন বছরকে স্বাগত জানানো হল। বেস ক্যাম্পে ওরাও বরফের মধ্যে ঝকঝকে আলোয় নববর্ষ উদ্‌যাপন করল—ওদের উৎসব পালনের আরও একটি কারণ আছে। মেজর নায়ারের বাড়ি থেকে খবর এসেছে তাঁর কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হবার।

তেসরা জানুয়ারি প্রথম বরফের ঝড় হল। তুষার ঝড়ের বাসভূমি আন্টার্কটিকাতে সেই আমাদের প্রথম অভিজ্ঞতা। সেদিন সকালে বেলা ন-টায় বেস ক্যাম্পে একপ্রস্থ মালপত্র নামিয়ে এসে নটরাজন বলল যে বেস ক্যাম্প হোয়াইট আউট হয়ে গিয়েছে প্রায়—ওর নামতে খুবই অসুবিধে হয়েছিল। হোয়াইট আউট হচ্ছে ব্ল্যাক আউটের ঠিক উলটোটা। মেঘলা দিনে সূর্যের রশ্মি এমনভাবে বিকীর্ণ হতে থাকে যার ফলে কোনো ছায়া পড়ে না, আবার দিগন্ত ও বরফের তফাত বোঝা যায় না। ছায়া নেই বলে সাদা বরফে উচ্চতারও কোনো হদিশ পাওয়া যায় না। চার দিকই উজ্জ্বল অভেদ্য সাদা। পাইলটদের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক এই অবস্থা। এখন আমাদের একটিই বড়ো প্রতাপ। হেলিকপ্টার রয়েছে এবং নটরাজন ও অমিতকুমারকে সবকটা ফ্লাইটেই চালাতে হচ্ছে, মাধোক ও ট্যান্ডনের অনুপস্থিতিতে। অভিযানের মালপত্র বহনের প্রধান বাহন হচ্ছে প্রতাপ-হেলিকপ্টার। সুতরাং বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। নটরাজন ফেরার পর হেলিকপ্টারটি বেঁধে ঢাকা দিয়ে রাখা হল।

ধীরে ধীরে বেড়ে চলল ঝোড়ো হাওয়া। সঙ্গে উড়ছে বরফের কণা যার ফলে দৃশ্যমানতা খুবই কমে আসছে। কুমেরুতে ব্লিজার্ডের সময় তুষারপাত কমই হয়। ওখানকার তাপমাত্রা এত কম যে সেই বাতাস জলীয় বাষ্প ধরে রাখতে পারে না বলে খুবই শুষ্ক—কেবল তীরবর্তী অঞ্চলেই কিছু তুষারপাত হয়। ঝড়ের সময় হাওয়ার ঝাপটায় বরফের ওপরের আস্তরণের তুষার কণা উড়তে থাকে—যাকে বলে ড্রিফট স্নো। হাওয়ার গতির সঙ্গে সঙ্গে তুষার কণা ওড়ে এবং গতির মুখে বাধা পেলে তার গায়ে গিয়ে জমা হয়।

সেদিন সারাদিনই চলল ঝড়ের তান্ডব। কাজকর্ম সবই বন্ধ। বেস ক্যাম্পে খবর নেওয়া হচ্ছে ঘণ্টায় ঘণ্টায়। ওরা সবাই তাঁবু-বন্দি, কাজকর্ম সবই বন্ধ। আরও আক্ষেপের বিষয় এই যে ওদের ভিত খোঁড়ার কাজ সব শেষ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু এমন ঝড়ের তান্ডবে সব খোঁড়া জায়গা আবার ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। ফলে নতুন করে আবার খুঁড়তে হবে, লেভেলিং করতে হবে, মানে আরও একটি বাড়তি দিন নষ্ট।

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

ফিনিশ = ফিনল্যান্ডের অধিবাসী।

মনমরাভাব = নিরুৎসাহ।

উদ্দীপনা = প্রেরণা, উৎসাহ।

বেসক্যাম্প = যেখান থেকে অভিযান এগিয়ে যায়।

ভূমিষ্ঠ = জন্মগ্রহণ।

বিকীর্ণ = বিচ্ছুরিত, ছড়ানো।

অভেদ্য = ভেদ করা যায় না।

দৃশ্যমানতা = দেখা যাওয়া।

ব্লিজার্ড = তুষার ঝঞ্ঝা যা দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে।

তান্ডব = তোলপাড়।

23.4 বিষয়ের রূপরেখা

23.4.1 আন্টার্কটিকা! ..... দূরে।

বক্তব্যসার:

২৭শে ডিসেম্বর ১৯৮৩ লেখিকা সুদীপ্তা সেনগুপ্ত আন্টার্কটিকা বা কুমেরু মহাদেশে পৌঁছলেন। ভোরে ঘুম ভেঙে জানলা দিয়ে সেই ধবধবে সাদা বরফের মহাদেশ দেখলেন। রাতে শুয়ে শুয়ে লেখিকা শুনেছেন তাঁদের জাহাজটির বরফ ভেঙে চলার ঘটাং ঘটাং আওয়াজ। তাঁদের জাহাজ ফিনপোলারিস বরফের ওপরই নোঙর করেছে। সেখান থেকে হিমসোপান বা মূল বরফভূমি আরও তিন কিলোমিটার দূরে।

শব্দার্থ ও টীকা

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই কুমেরু বা আন্টার্কটিকা আবিষ্কারের দুঃসাহসিক অভিযান চলছে। সাফল্যের জন্য বহু অভিযাত্রী মরণপণ লড়াই করেছেন এবং অনেকেই এই কুমেরু মহাদেশে বীরের মৃত্যু বরণ করেছেন। এই মহাদেশে প্রথম পা রাখেন ও নরওয়ের পতাকা উত্তোলন করেন ওই দেশের প্রখ্যাত অভিযাত্রী রোনাল্ড আমুন্ডসেন। রবার্ট ফালকন স্কট এই মহাদেশে সফল অভিযান করলেও দ্বিতীয়বারে তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা প্রচন্ড শীত, ক্ষুধা ও ক্লান্তিতে ওইখানেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। শ্যাকলটনও এই মহাদেশে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৮২ সাল থেকে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা কুমেরু অভিযানে সফল হয়ে বারে বারে নানা গবেষণাকর্মে ওই মহাদেশে যাচ্ছেন।

তাঁদেরই পথ ধরে বাঙালি মহিলা অভিযাত্রী সুদীপ্তা সেনগুপ্ত কুমেরু অভিযানে গিয়েছিলেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতা সজীব ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। পাঠ্যাংশটি তাঁর অভিজ্ঞতারই বাণীরূপ।

মন্তব্য:

বরফের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে লেখিকা এক অপরূপ স্মৃতিচারণ করেছেন। কত মানুষ এই কুমেরু মহাদেশ অভিযানে ব্রতী ছিলেন! কত অভিযাত্রী তুষার ঝড়ে, প্রবল ঠান্ডায়, ক্ষুধায়, ক্লান্তিতে এখানেই প্রয়াত হয়েছেন। এখানকার বরফের ওপর দাঁড়িয়ে লেখিকার হৃদয় স্মৃতি ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে ; দেহেমনে সেই বীরেদের উপস্থিতি অনুভব করছেন। তাই আন্টার্কটিকা শব্দটি লেখিকা একাধিকবার উচ্চারণ করেছেন। লেখিকা স্কট-আমুন্ডসেন- শ্যাকলটনের স্মৃতি বিজড়িত এই আন্টার্কটিকায় পৌঁছে শিহরণ অনুভব করছেন।

প্রাঞ্জল = সহজবোধ্য।
বাণীরূপ = বর্ণনা।

পাঠগত প্রশ্ন : 23.1

1. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) আন্টার্কটিকার অপর নাম—

(অ) সুমেরু (আ) কুমেরু (ই) ওয়েডেল সাগর

(খ) কোন অভিযাত্রী প্রথম আন্টার্কটিকায় পৌঁছান?

(অ) স্কট (আ) শ্যাকলটন (ই) আমুন্ডসেন

(গ) আন্টার্কটিকা কিসে ঢাকা?

(অ) বরফে (আ) কুয়াশায় (ই) সবুজে

2. ঠিক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসান ঃ

(ক) আন্টার্কটিকায় মানুষের বসবাস _____।

(অ) অস্থায়ী (আ) স্থায়ী

(খ) আন্টার্কটিকার তাপমাত্রা কদাচিৎ _____ ডিগ্রির নীচে নামে।

(অ) ১° (আ) ০° (ই) – ১°

(গ) আন্টার্কটিকায় কী ধরনের প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়?

(অ) সব ধরণের (আ) প্রবল ঠান্ডা সহ্য করতে পারে এমন

3. 'আন্টার্কটিকা' শব্দটি লেখিকা একাধিকবার উচ্চারণ করেছেন কেন?

শব্দার্থ ও টীকা

23.4.2 নীচে তখন ..... গন্তব্য স্থল জানিয়ে যাওয়া।

বক্তব্যসার:

হিমসোপান থেকে তিন কি.মি. দূরে জাহাজ নোঙর করল। সবাই জাহাজ থেকে নেমে পড়ল ঝকঝকে সূর্যের আলোয়। তাপমাত্রা ০°-র সামান্য ওপরে ; বাতাস নেই। চারিদিকে বরফ, আর বরফ। সামুদ্রিক বরফস্তর থেকে হিমসোপান প্রায় ৫/৬ মিঃ উঁচু। মাঝে মাঝে হিমসোপানের কিছু অংশের বরফ সামুদ্রিক বরফের ওপর ভেঙে পড়েছে। ওখানে ছড়িয়ে থাকা অ্যাডেলি পেঙ্গুইনের দল নবাগতদের দিকে কৌতূহলে চেয়ে থাকছে। সাদা-কালো রঙের পেঙ্গুইনগুলো টলতে টলতে গুটি গুটি হেঁটে যাচ্ছে। লেখিকাদের কাছে এলেও এদের ধরা যায় না ; হাত থেকে পিছলে বেরিয়ে যায়। বরফের ওপর বুক রেখে মসৃণভারে চলে যায়।

লেখিকা তাঁর সহযাত্রীসহ এসে পৌঁছলেন আসল আন্টার্কটিকায়। আলো-ঝলমলে সকাল। মনের আনন্দে কেউ বরফের বল বানিয়ে একে অপরের দিকে ছুঁড়ছে, কেউ বরফের ওপর শুয়ে পড়েছে। কেউ বা মনের আনন্দে গান ধরেছে।

চলার পথে বরফের ওপর দিয়ে বহুদূর বিস্তৃত সরু দাগ দেখা গেল। ধীরে ধীরে দাগগুলো ফাটল হয়ে ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজ আকার নিয়ে ভেঙে পড়ে।

কুমেরুতে আবহাওয়া সম্পূর্ণ দূষণমুক্ত। তাই কোনো শহরবাসীর পক্ষে এখানকার দূরত্ব অনুমান করা অসম্ভব। দূরের সব জিনিস খুব কাছে বলে অনুমিত হয়। এখানকার নিয়ম হল কোথাও একা যাওয়া চলবে না আর গেলেও গন্তব্যস্থল জানিয়ে যেতে হবে।

মন্তব্য:

সাদা কোটপরা পেঙ্গুইনদের টলমল পায়ে গুটি গুটি চলা দেখে লেখিকার রবীন্দ্রনাথের তাসের দেশের কথা মনে হয়েছে। তাসের দেশের তিরি দুরিরা কল্পলোকের মানুষ। এই মাটির পৃথিবীতে তারা যেন ঠিক খাপ খায় না। কুমেরুর পেঙ্গুইনদেরও ঠিক কল্পলোকের জীব বলে মনে হয়। আমাদের চোখে তাদের উপস্থিতিটা খুবই মজাদার।

আমরা শহরবাসী। দূষণের মধ্যে থেকে থেকে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো দূষণমুক্ত এলাকায় সঠিক কাজ করতে পারে না। তাই কুমেরুর দূষণ মুক্ত পরিবেশে আমাদের চোখ সঠিক দূরত্বের অনুমান করতে না পেরে ঠকে যায়।

পাঠগত প্রশ্ন : 23.2

1. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) জাহাজ যেখানে নোঙর করল সেখান থেকে হিমসোপানের দূরত্ব কত?

(অ) ১ কিমি. (আ) ৩ কি.মি. (ই) ৫ কি.মি.

(খ) সামুদ্রিক বরফ-লেভেল থেকে কার উচ্চতা পাঁচ-ছ মিটার?

(অ) জাহাজের (আ) হিমসোপানের

(গ) পেঙ্গুইনগুলো কাদের নিরীক্ষণ করছিল ?

(অ) সীলদের (আ) নবাগতদের

2. আন্টার্কটিকা পৌঁছানোর সুন্দর দিনটা সকলে কেমনভাবে উপভোগ করছিল তার দুটি উদাহরণ দিন।

3. শহরবাসীরা কেন কুমেরুতে ঠিক দূরত্ব অনুমান করতে পারে না তা দু-তিনটি বাক্যে লিখুন।

23.4.3 বিকেলের ডিউটি শেষ হল ..... ঘুরতে থাকবে সদাসর্বদা

বক্তব্যসার:

বিকেলের ডিউটি যখন শেষ হল তখন রাত বারোটা। অথচ আকাশে তখন ঝকঝকে সূর্য। রাত বারোটার সূর্যের তেজ অবশ্য বেলা ১২টার সূর্য থেকে একটু কম। এখানে সূর্যের গতিবিধি লেখিকার দেশের মত নয়। গ্রীষ্মকালে এখানে দিগন্তের ওপর দিয়ে সূর্য চক্রাকারে ঘোরে এবং ৪৫° ডিগ্রির ওপরে ওঠে না। ফলে মেরুপ্রদেশে সূর্যের রশ্মি বাঁকাভাবে পড়ে। দুই মেরুতেই বছরে ছয় মাস দিন ; ছয় মাস রাত্রি। এখানে একুশে ডিসেম্বর সূর্য এক উচ্চতায় দিগন্তে চক্রাকারে ঘোরে ; দিনে বা রাতে সূর্যের আলোর হেরফের হয় না। এখানে সূর্য সবসময় আকাশে। চক্রাকারে ঘোরার সময় দুপুর বারোটা অবধি একটু একটু করে ওঠে এবং সেসময় উত্তর দিকে পৌঁছানোর পর আবার ধীরে ধীরে নামে। রাত বারোটায় দক্ষিণদিকে সর্বনিম্ন স্থানে নামার পর আবার তার ওঠার পর্ব শুরু হয়।

২৪শে জানুয়ারি পর্যন্ত সূর্য এখানে সবসময় আকাশে এবং ২৫শে জানুয়ারি এখানে প্রথম সূর্য অস্ত যাবে। তবে একেবারে অস্ত যায় না। ২৫শে জানুয়ারির পর রাতের ব্যাপ্তি রোজই একটু একটু করে বাড়ে। অবশ্য এ সময়ের রাতকে গোধূলি বলাই ভালো। ২০শে মার্চ এখানে দিন ও রাত সমান। এরপর থেকে রাত বাড়বে এবং সূর্য কম সময়ের জন্য আকাশে থাকবে। ২৪শে মে সূর্য একবার উঁকি দিয়েই বেশ কয়েক মাস ধরে আর উঠবে না। ২৫শে মে থেকে ১৮ই জুলাই পর্যন্ত চলবে একটানা রাত। তখন আন্টার্কটিকায় ঘোর শীতকাল। শীতের শেষে ১৯শে জুলাই সূর্য প্রথম দেখা দেবে উত্তরের আকাশে। দিগন্ত থেকে একটুখানির জন্য উঁকি দেবে। তারপর থেকে বাড়তে থাকবে দিনের পরিধি। ২৩শে সেপ্টেম্বর দিন ও রাত সমান হবে। আর তারপর থেকেই রাতের চেয়ে দিনের সময় বেশি হতে থাকবে। এইভাবে দিন বাড়তে বাড়তে ১৮ই নভেম্বর সূর্য দক্ষিণাকাশে গিয়ে আর অস্ত যাবে না। ২৪শে জানুয়ারি পর্যন্ত চক্রাকারে আকাশে ঘুরতে থাকবে।

পাঠগত প্রশ্ন : 23.3

1. হ্যাঁ বা না লিখে উত্তর দিন ঃ

(ক) কুমেরুতে রাত বারোটার আকাশে সূর্য থাকে কি ?

(খ) ২১শে ডিসেম্বর দিনে বা রাতে সূর্যের আলোর কি হেরফের হয় ?

(গ) ২৩শে সেপ্টেম্বর দিন ও রাতের পরিধি কি সমান হয় ?

(ঘ) ২৫শে জানুয়ারির পর রাতের ব্যাপ্তি কি একটু একটু করে কমে ?

শব্দার্থ ও টীকা

2. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) কবে থেকে রাতের পরিধি একটু একটু করে বাড়ে?

(অ) ২৫শে মে (আ) ২৫শে জানুয়ারি (ই) ১৯শে জুলাই।

(খ) প্রথম সূর্য অস্ত যায় কবে?

(অ) ২৫শে জানুয়ারি (আ) ২৪শে মে (ই) ২৪শে জানুয়ারি

(গ) কোন্ দিনের পর রাত্রিকে গোধূলি বলাই ভালো?

(অ) ২৪শে মের পর থেকে

(আ) ২৫শে জানুয়ারির পর থেকে

(ই) ২৫শে মের পর থেকে।

23.4.4 অনেকেরই আন্টার্কটিকাতে ..... শেড হয় তা বোঝা যায়।

বক্তব্যসার:

কুমেরুতে সারাদিন দিনের আলো। তাতে অনভ্যস্তদের কাছে ঘুমের কিছু অসুবিধে হয়। তবে লেখিকার কলকাতাতে দুপুরে ঘুমের অভ্যাস আছে বলে অসুবিধে হয়নি। কেবিনে পর্দা টেনে দিলে কিংবা স্লিপিং ব্যাগে একেবারে ঢুকে গেলে আলোর অসুবিধা থাকে না। তবে কয়েকজনের অনিদ্রা রোগ হয়েছিল। অবশ্য দু-একদিনেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল।

লেখিকার দলের বেলা ১২টা থেকে ডিউটি শুরু বলে সকালে তাঁরা সময় পেতেন ক্যামেরায় ছবি তোলার। রাত বারোটায় ডিউটি শেষে লেখিকাদের দল বরফে স্কি করার চেষ্টা করতেন ; বরফে পড়েও যেতেন। অন্যেরা ঘুমোতে যেত বলে লেখিকার দলটি ওখানকার নির্জনতা উপভোগ করতেন। আকাশে সূর্যের অবস্থিতির জন্য বরফ ও সমুদ্রের রঙ্ পালটে যেত। দুপুরে সমুদ্র ঘোর নীল আর রাতে হালকা প্যাস্টেল রঙে আঁকা নীল। সাদা বরফেও নানা শেড দেখা যেত।

পাঠগত প্রশ্ন : 23.4

1. সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে বেছে নিন।

(ক) কুমেরুতে ঘুমের অসুবিধা হবার কারণ হল—

(অ) খালি পেটে থাকা

(আ) অনিদ্রা রোগ হওয়ার জন্য

(ই) সারাদিন দিনের আলো থাকা।

(খ) লেখিকাদের দল কখন স্কি করতেন?

(অ) দিন ১২টার পর

(আ) রাত ১২টার পর

(ই) সকালবেলা।

শব্দার্থ ও টীকা

(গ) বরফ ও সমুদ্রের রঙ্ পরিবর্তনের কারণ—

(অ) আকাশে সূর্যের স্থিতি

(আ) রঙিন আলো নিক্ষেপ

(ই) তুষারপাত।

2. (ক) অন্যদের কুমেরুতে ঘুমের অসুবিধা হলেও লেখিকার কেন অসুবিধা হয়নি তা দুটি বাক্যে উত্তর দিন।

(খ) লেখিকার দল সকালে কেন ক্যামেরায় ছবি তোলার সময় পেতেন তা একটি বাক্যে লিখুন।

23.4.5 হেলিকপ্টার উড়ল ..... লাগলেন।

বক্তব্যসার:

দুটি হেলিকপ্টারে করে মাল নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। লেখিকা হেলিকপ্টার দুটির ছবি তুলছিলেন। এমন সময় প্রতাপ হেলিকপ্টারটি কড় কড় করে জলের উপর উলটে পড়ল। পেটের দিকে ছোটো জানলা ভেঙে সহযাত্রী ডঃ ব্যানার্জিসহ কয়েকজন বেরিয়ে এসে আহত রায়কে স্ট্রেচারে করে হসপিটাল রুমে নিয়ে গেলেন। নৌকা করে উদ্ধারের জন্য আরও কয়েকজন এলেন। মাধোককে নিয়ে উড়ে আসার সময় ৪০ ফিট উঁচু থেকে তিনি জলে পড়ে গেলেন। সম্ভবত ঠান্ডায় বেল্টটি ঠিকমত লাগানো হয়নি। জলের তাপমাত্রা তখন শূন্যের নীচে ১.৮° ডিগ্রি সেলসিয়াস। প্রতাপ জলে ডুবেছে ; অন্যেরাও জলে। শেষ পর্যন্ত রেসকিউ বোট পৌঁছল। আহত মাধোক, ট্যান্ডন ও যাদব গুপ্তকে জল থেকে তোলা হল। মাধোক অজ্ঞান ; নাড়িও তার প্রায় নেই! ডঃ বিক্রম সিং মুখের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহায্যে তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

মন্তব্য:

দুর্গম কুমেরু অভিযানে প্রতি পদে বিপদ থাকে ও দুর্ঘটনা ঘটে, লেখিকা এরকম এক দুর্ঘটনার বিবরণ দিয়ে কুমেরু অভিযানের ঝুঁকি ও বিপদ সম্পর্কে আপনাদের ওয়াকিবহাল করেছেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 23.5

1. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) বেসক্যাম্প থেকে মাল নামিয়ে কোন্ হেলিকপ্টার ফিরে আসছিল?

(অ) প্রতাপ (আ) চেতক

(খ) কোথা থেকে প্রতাপের যাত্রীরা নেমে এল?

(অ) দরজা থেকে (আ) ছাদের ওপর থেকে (ই) পেটের কাছের জানলা দিয়ে

2. দু-এক কথায় উত্তর দিন ঃ

(ক) কত উঁচু থেকে মাধোক পড়ে গিয়েছিলেন?

(খ) যে জলে মাধোক পড়েছিলেন তার তাপমাত্রা কত ছিল?

ওয়াকিবহাল = অবগত।

শব্দার্থ ও টীকা

(গ) কে মাধোকের কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া চালাবার চেষ্টা করেছিলেন?

3. ডঃ বিক্রম সিং কীভাবে মাধোককে বাঁচাবার চেষ্টা করলেন তা একটি বাক্যে উত্তর দিন।

23.4.6 ওরা ঘুরে ..... জীবনে ফিরে এলেন।

বক্তব্যসার:

ট্যান্ডন ও গুপ্তা শীতে কাঁপলেও হেঁটে আসতে পারছেন কিন্তু যাদবের হেঁটে যাওয়ার ক্ষমতা নেই আর মাধোকের জ্ঞান নেই। যাদবকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে যেতে লেখিকাসহ কয়েকজন হিমসিম খেতে লাগলেন। এমন সময় সহযাত্রীদের একজনের মাথায় এল সিঁড়িটাকেই পুরো উপরে তুলে নেওয়ার কথা।

ওদের পাঁচজনকে হসপিটালে নেওয়া হল। তিনজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হল। কিন্তু মাধোকের অবস্থা ভালো নয়। ঠান্ডায় তার দেহের তাপমাত্রা শরীরের প্রয়োজনীয় মাত্রা থেকে অনেক নীচে নেমে গেছে। তাছাড়া তার মেরুদন্ডে আঘাত আছে। তবে ডাক্তারের মতে প্রাণ যাওয়ার ভয় নেই।

এত বড়ো ভয়ংকর দুর্ঘটনার পর কারও মনের শক্তি কমেনি। ঘণ্টা তিনেক পরে রুটিনমতো কাজকর্ম শুরু হল। সকলে মনে করেছিলেন যে হেলিকপ্টারটি যদি জলে না পড়ে বরফের ওপর পড়ত তাহলে সকলেই মারা যেতেন।

পরের দিন প্রত্যেকের অবস্থা ভালো। মাধোকের অবস্থারও উন্নতি হয়েছিল তবে তাঁর নড়াচড়া বন্ধ। ডাক্তারের নির্দেশে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলা চলল। দুপুরের খাবার ও ম্যাগাজিন নিয়ে লেখিকা হাসপাতালে মাধোককে দেখতে গেলেন। অজ্ঞান মাধোক চোখ মেলে আলো দেখলেন ; জীবনে ফিরলেন।

মন্তব্য:

কুমেরুর মত দুর্গম মহাদেশে অভিযানে প্রতি পদে পদে বিপদ। আর এই বিপদে হতবুদ্ধি হওয়া নয় ও হতাশ হওয়া নয়, বেঁচে থাকার লড়াই করাই একমাত্র পথ। এই রকম অভিযানে মানুষ সব সংকীর্ণতামুক্ত হয়ে দুর্গত ও বিপন্নদের পাশে দাঁড়ায়। এই অভিযানে আপনারা সেই উদার মানবিকতার ছবি দেখলেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 23.6

1. দু-একটি শব্দ দিয়ে উত্তর করুন।

(ক) আহত কারা শীতে ঠকঠক করে কাঁপলেও হেঁটে যাচ্ছিলেন?

(খ) ঘণ্টা তিনেকের পর রুটিনমতো কী শুরু করে দেওয়া হল?

2. (অ) যাদব ও মাধোককে কেন স্ট্রেচারে বহন করা হয়েছিল তা দুটি বাক্যে লিখুন।

(আ) মাধোকে দেখে লেখিকার ভয় হয়েছিল কেন তা একটি বাক্যে উত্তর দিন।

হতবুদ্ধি = কী করবে ঠিক করতে না পারা।
বিপন্ন = বিপদগ্রস্ত।

শব্দার্থ ও টীকা

23.4.7 একত্রিশে ডিসেম্বর আমরা ..... একটি বাড়তি দিন নষ্ট।

বক্তব্যসার:

৩১শে ডিসেম্বর ঘটা করে নববর্ষ উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তের প্রধান কারণ হল ডাক্তারের মতে মাধোকের মেরুদণ্ডের চোট তেমন মারাত্মক নয়। তাঁর হাঁটা-চলার অসুবিধা হবে না। সীমিত পরিস্থিতি অনুযায়ী আয়োজন করে নববর্ষ উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা হল। মাধোকের হাসপাতালে গিয়ে তাঁকে সকলে নববর্ষের শুভকামনা জানালেন। বেস ক্যাম্পের অভিযাত্রীরাও নববর্ষের আনন্দে অংশ নিলেন ঝকঝকে আলোয়। উৎসব-অনুষ্ঠানের মাত্রা বেড়ে গেল যখন সবাই জানলেন মেজর নায়ার সদ্যোজাত এক কন্যা সন্তানের বাবা হয়েছেন।

আন্টার্কটিকা তুষার ঝড়ের বাসভূমি। ৩রা জানুয়ারি অভিযাত্রীরা সেই ভয়ংকর ঝড়ের আসল রূপ দেখলেন। খবর এল বেস ক্যাম্প পুরোটাই বরফে ঢেকে হোয়াইট আউট হয়ে গেছে। মেঘলা দিনে সূর্যের কিরণ এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যার ফলে ছায়া পড়ে না। দিগন্ত ও বরফের ফারাক বোঝা যায় না। পাইলটরা একে খুবই বিপজ্জনক বলে মনে করেন। ঝড়ের ঝাপটায় বরফের ওপর চাদরের তুষার কণা উড়তে থাকে—একেই বলে ড্রিফট স্নো। ঝড়ের তান্ডব চলল। কাজকর্ম সব বন্ধ বেস ক্যাম্পে। সেখানে যে ভিত খোঁড়া হয়েছিল তাও তুষার কণায় ভর্তি হয়ে গেছে। ফলে দিনটি নষ্ট হয়ে গেল।

পাঠগত প্রশ্ন : 23.7

1. দু-একটি শব্দ প্রয়োগে উত্তর করুন।

(ক) নববর্ষ পালনের সিদ্ধান্ত কবে নেওয়া হয়েছিল?

(খ) নববর্ষ পালনের সিদ্ধান্তের যেকোনো একটি কারণ উল্লেখ করুন।

(গ) আন্টার্কটিকাকে কীসের বাসভূমি বলা হয়?

(ঘ) হোয়াইট আউট কীসের উলটো?

2. (ক) হেলিকপ্টার নামাতে অসুবিধা হচ্ছিল কেন?

(খ) বেস ক্যাম্পে কাজকর্ম বন্ধ কেন?

23.5 আপনি যা শিখলেন

1. দূর ও অজানাকে জানতে।
2. যৌথ জীবনযাপন করতে।
3. মেরু অভিযানের নানা ঘটনা।

শব্দার্থ ও টীকা

23.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. আন্টার্কটিকাতে পৌঁছে লেখিকার চোখে সেখানকার যে রূপ ধরা পড়েছিল তা নিজের কথায় ১০টি বাক্যে লিখুন।
2. আন্টার্কটিকার দূষণমুক্ত আবহাওয়ায় দূরত্ব অনুমানে যে সমস্যা হয় তা ৩/৪টি বাক্যে লিখুন।
3. হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় আহতদের উদ্ধার ও চিকিৎসার জন্য সহযাত্রীদের মধ্যে যে সহযোগিতার চিত্র আছে তা ৮/১০টি বাক্যে লিখুন।
4. ঘটা করে নববর্ষ উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত কী কী কারণে নেওয়া হল সেগুলি ৫টি বাক্যে উল্লেখ করুন।
5. কুমেরুতে লেখিকা যে তুষার ঝড় প্রত্যক্ষ করেছিলেন ৮/১০টি বাক্যে তার বর্ণনা দিন।

23.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

23.1

1. ক — আ
খ — ই
গ — অ

2. ক — আ
খ — আ
গ — আ

3. দুঃসাহসী কুমেরু অভিযাত্রীদের স্মৃতি বিজড়িত মহাদেশে পৌঁছে লেখিকার অপূর্ব অনুভূতি।

23.2

1. ক — আ
খ — আ
গ — আ

2. গান গাওয়া ও বরফের ওপর শুয়ে পড়া।

3. দূষণমুক্ত পরিবেশে দূরের বস্তুকে কাছে লাগে।

23.3

1. ক — হাঁ
খ — না
গ — হাঁ
ঘ — হাঁ

শব্দার্থ ও টীকা

2. ক — আ
খ — অ
গ — আ

23.4

1. ক — ই
খ — আ
গ — আ

2. (ক) কলকাতায় ছুটির দিনে ঘুমোনোর অভ্যাস।

(খ) বেলা ১২টা থেকে ডিউটি শুরু বলে।

23.5

1. ক — আ
খ — ই

2. (ক) ৫০ ফুট
(খ) শূন্যের নীচে ১.৮ ডিগ্রি
(গ) ডঃ বিক্রম সিং।

23.6

1. (ক) ট্যান্ডন ও গুপ্তা
(খ) কাজকর্ম

2. (অ) যাদব হাঁটতে অক্ষম ও মাধোক অজ্ঞান
(আ) মাধোকের নীল চোখ ও অজ্ঞান হওয়ার জন্য।

23.7

1. (ক) ৩১শে ডিসেম্বর
(খ) ডাক্তাররা মনে করেছেন যে মাধোকের মেরুদন্ডের আঘাত গুরুতর নয়—এটাই নববর্ষ পালনের প্রধান কারণ।
(গ) তুষার ঝড়ের বাসভূমি।
(ঘ) মাধোকের হেঁটে যাওয়ার ক্ষমতা ছিল না।

2. (ক) মেঘলা দিনে বিকীর্ণ সূর্যের রশ্মি। দিগন্ত ও বরফের তফাত বুঝতে অসুবিধা।
(খ) ঝড়ের তাণ্ডবের জন্য।

শব্দার্থ ও টীকা

লেখক পরিচিতি

লেখিকা সুদীপ্তা সেনগুপ্ত ১৯৪৬ সালের ৮ই আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। স্ট্রাকচারাল জিওলজিতে বিশেষজ্ঞ হয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

১৯৮৩ সালে বিজ্ঞানী হিসাবে গবেষণার জন্য কুমেরু অভিযানে যান। তাঁর সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 'টেরা ইন্‌কগ্‌নিটা' রচনায় অত্যন্ত সাবলীল ও সজীব ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন।

সমধর্মী রচনা

এই গল্পটির একটি সমধর্মী রচনা হল ঃ **দেবতাত্মা হিমালয়**, লেখক—**প্রবোধচন্দ্র সান্যাল**।

শব্দার্থ ও টীকা

24

নীলকণ্ঠ (নাটিকা)

উৎপল দত্ত

চরিত্র

মহারাজ, শিউনন্দন, চিদানন্দ, অলক, ছেলেরা, সুরেন, অবিনাশ, পোর্টফোলিও, সুদর্শন, নিতাই, সমীর, আরও অনেকে

24.1 প্রস্তাবনা

এই পাঠটির বৈশিষ্ট্য লক্ষ করুন। এর বক্তব্য নাটকের আকারে উপস্থিত করা হয়েছে। সাধারণ নাটকের মতো এটির অভিনয়ের জন্য কোনো মঞ্চ লাগে না, রঙিন আলোর দরকার নেই, পোশাক সাজসজ্জা লাগে না। এমনকি এখানে কোনো পর্দা নামারও দরকার নেই। পথের উপরই অভিনয় হতে পারে যে কোনো সময়, জাঁকজমক ছাড়াই। নাটকটির চরিত্ররা একেবারে সাধারণ লোক। দর্শকের সঙ্গে যেন মিশে গেছে। এ-ধরনের নাটককে বলা হয় পথনাটক।

নাটকের বিষয়েও বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে যারা নাটকের মূল চরিত্র তাঁরা দুজনেই সমাজের নীচুতলার লোক। জীবিকায় তাঁরা সাফাইকর্মী।

মেথর ধাঙড় নামে পরিচিত এই সাফাই কর্মীরা সমাজের তথাকথিত উচ্চবর্গের কাছে অস্পৃশ্য। এই সমস্যাটাই স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে এই নাটকে। শিউনন্দন এবং মহারাজ, এই দুই সাফাইকর্মী এসেছে গলির ম্যানহোলের ভেতর থেকে ময়লা তুলতে। অল্পবয়সি মহারাজ ম্যানহোলে নেমেই সেখানকার বিষাক্ত গ্যাসে ছটফট করতে থাকে। এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখতে নানা পেশার লোকের রীতিমতো ভিড়। সবাই নানা কথায় মেতে ওঠে। হকাররা এই ভিড়ে তাদের জিনিস বিক্রি করে যায়। কিন্তু কেউ এগিয়ে আসে না ম্যানহোল থেকে মহারাজকে উদ্ধার করতে। তার কাতর চিৎকারে কেউ বিচলিত নয়। এই সব মানুষের নির্বিকার মনোভাব পাঠককে বিচলিত করবে। অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে এত রকম মানুষের সমাবেশ করে নাট্যকার গোটা সমাজের চেহারাটাই যেন তুলে ধরেছেন। নীচুতলার প্রতি তথাকথিত উচ্চশ্রেণির উপেক্ষা ও অবহেলার বিরুদ্ধে, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে একটি নীরব প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছে নানা ঘটনায়। এখানেই 'নীলকণ্ঠ' নাটকের সার্থকতা। রচনার গুণে নাটকটি পাঠককে টেনে নিয়ে যায় ঘটনার পর ঘটনার দিকে।

শব্দার্থ ও টীকা

24.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ার পর আপনি পারবেন—

- সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের কথা জানাতে;
- সাফাইকর্মীদের প্রতি অন্যস্তরের মানুষের অবহেলা ও অস্পৃশ্যতার দৃষ্টান্ত দিতে;
- বিপন্ন মানুষের প্রতি কর্তব্যের অবহেলার দৃষ্টান্ত দিতে;
- তথাকথিত উচ্চস্তরের মানুষের ভেতরের কুশ্রী ছবিটি বর্ণনা করতে;
- অস্পৃশ্যতাবিরোধী, শ্রমিকদের প্রতি উপেক্ষার বিরুদ্ধে মানসিকতা গড়ে তোলার ভাব জাগিয়ে তুলতে।

24.3 মূল পাঠ

নীলকণ্ঠ

উৎপল দত্ত

24.3.1 (1)

(বিকেল বেলা চারটে নাগাদ মেঘ করে আসায় গলিটা কেমন অন্ধকার অন্ধকার ঠেকছে। এমন সময়ে শুধু মাত্র নেংটি পরনে, হাতে দড়ি আর বালতি নিয়ে কৃষ্ণকায় শিউনন্দন আর মহারাজ এসে শাবলের চাড় দিয়ে ম্যানহোলের ঢাকনাটি খুলে ফেলল। মহারাজ বালক মাত্র; তাই কলকাতার ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী সাফ করবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। ওদিকে শিউনন্দন বিড়ি ধরিয়েছে, গুন গুন করে গানও ধরেছে। মহারাজ ম্যানহোলের মুখে দাঁড়িয়ে পূতিগন্ধময় গহ্বরটাকে একবার দেখে নেয়। এদের ভাষা কাব্যময় ব্রজবুলি; সুবিধের জন্য এদের দিয়ে বাংলাই বলানো যাক।)

চাড় = জোর দিয়ে তোলা।
ভূগর্ভ = মাটির নীচে।
পূতিগন্ধ = দুর্গন্ধ।
গহ্বর = গভীর গর্ত।
ব্রজবুলি = একটি মিশ্রভাষা।

শিউনন্দন। নামবি তো, না চেয়েই থাকবি?

মহারাজ। নামছি, তাড়া কী?

শিউনন্দন। কাজ শেষ করে ঘরকে যাই। মন ভালো নেই।

মহারাজ। কী ব্যাপার?

শিউনন্দন। আর বলিস কেন; সকালে মোড়ের বাড়িটায় এক কাণ্ড হয়ে গেল।

মহারাজ। কী?

শিউনন্দন। জল ঢালতে বললাম, গিন্নির আর আসার সময় হয় না। কল ছুঁয়ে ফেলেছিলাম।

মহারাজ। তারপর?

শিউনন্দন। বাড়ির দুই পালোয়ান ছেলে জুতো নিয়ে মারতে এল, হাওয়া হয়ে গেলাম।

মহারাজ। হাতের ঝাঁটাটা দিয়ে মুখে এক-ঘা কষে দিতে পারলে না?

শব্দার্থ ও টীকা

শিউনন্দন। হ্যাঁ, আর পৈতৃক প্রাণটা যাক আর কি? নাম, নাম।

(মহারাজের নামার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। সে কুলপি কিনতে গেল। মহারাজ কুলপি খেতে খেতে ফিরে এল ম্যানহোলের কাছে।)

শিউনন্দন। তুই বেশ আছিস।

মহারাজ। কী?

শিউনন্দন। ছোটোখাটো শরীর, মাটির তলায় কাজ। আমার এই গতর নিয়েই হয়েছে মুস্কিল। রাজ্যের পায়খানা ঝেঁটিয়ে গালি খাও। নাম না রে বাবা!

মহারাজ। এই নামছি।

(মহারাজের সমবয়সি পাড়ার ছেলেরা ইস্কুল থেকে ফিরল। বইখাতা ঝপাঝপ রোয়াকে নামিয়ে রেখেই তারা গলিটাকে ক্রিকেট-পিচ-এ পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ করল। তাদের দেখে মহারাজ আধখানা কুলপি ফেলে ম্যানহোল দিয়ে নামতে শুরু করল।)

শিউনন্দন। কী হল?

মহারাজ। ওই ছেলেগুলো ভারী পাজি! সেদিন বস্তির মুখে ওদের দুটোকে ধরে আমরা ঠেঙিয়েছিলাম। ঘুড়ি কেড়ে নেবে।

(সে নেমে যায় অন্ধকূপে। শিউনন্দন বালতিতে দড়ি বেঁধে নামিয়ে দেয় ভেতরে। তারপর সে-ও কুলপি কেনে। খাচ্ছিল আয়েস করে। এমন সময় ম্যানহোল থেকে জেগে ওঠে একটা চিৎকার। ছেলেরা খেলা বন্ধ করে। শিউ-এর হাত থেকে কুলপি পড়ে যায়। সে ছুটে যায় ম্যানহোলের মুখে; মাথাটা ঝুঁকিয়ে সে কেশে ফেলে কাঠ-চেরা শব্দ করে— তাই সে পিছিয়ে যায়। নাকে গামছা বেঁধে সে আবার ঝোঁকে।)

আয়েস করে = আরাম করে।
ম্যানহোল = নর্দমার মধ্যে নামার জন্য বড়ো গর্ত।

শিউনন্দন। এই মহারাজ! মহারাজ! কী? গ্যাস?

(নীচ থেকে মহারাজ কী বলে আমরা শুনতে পাই না। কিন্তু শিউনন্দন শুনতে পেয়ে লাফিয়ে ওঠে।)

এক মিনিট চুপ করে শুয়ে থাক; তোকে এখুনি তুলে নিচ্ছি।. . .

(মহারাজ আরও কিছু বলছে, ওর অস্ফুট কথা একটা গোঙানির মতন শোনাচ্ছে। গলির বাসিন্দারা এখনও ব্যাপারটা সম্যক বুঝতে পারেননি, তাই তাঁরা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকেন।)

আরে বাবা, এখুনি আসছি, লোক ডাকতে হবে তো, নাকি?

(ছেলেদের বাবারা এগিয়ে এসেছেন সদলবলে ব্যাপারটার রহস্যভেদ করতে।)

অবিনাশ। অমন মটকা মেরে পড়ে আছে কেন?

মটকা মেরে = অনড় হয়ে।

সুদর্শন। থেকে থেকে কাশছে।

অলক। মরে যাবে নাতো?

সুরেন। কী ঝামেলা! পাড়ার মধ্যে ঢুকে এভাবে—

(পোর্টফোলিও হাতে এক ভদ্রলোক পথ বেয়ে দ্রুত চলে যাচ্ছিলেন, এ দৃশ্য দেখে ব্যবসা ভুলে তিনি দেখতে শুরু করলেন।)

শব্দার্থ ও টীকা

পোর্টফোলিও। কখন আটকাল?

নিতাই। এই তো।

সমীর। কিন্তু ব্যাপারটা কী? পড়ে গিয়ে জখম হয়েছে?

অলক। পা স্লিপ করে—

সুদর্শন। না, না, গ্যাস, কাদায় বালতি মারতেই—

চিদানন্দ। কী গ্যাস?

শিউনন্দন। কয়লাখনিতেও থাকে— কী যেন নাম?

পোর্টফোলিও। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এরকমটা হয়। সালফারের সঙ্গে জল মিশে হাইড্রোক্লোরিন গ্যাসের— মানে এরকমটা হয়।

24.3.2 (2)

(আটের দুইয়ের ডি বাড়ি থেকে বেরুলেন অতিবৃদ্ধ শ্যামসুন্দরবাবু, নাতির হাত ধরে ঠুকঠুক করে এগিয়ে এলেন ম্যানহোলের ধারে,

(অলকের সাহায্যে ম্যানহোলের ধারে পৌঁছে দাদু ঠাওর করেন, কিন্তু হতাশ হন।)

শ্যামসুন্দর। কাদায়, কালো রং-এ মাখামাখি, কিছু বোঝার উপায় নেই।

(কিন্তু নাতির নবীন চোখে মহারাজের দেহ শুধু দৃশ্যমান নয়, একগাদা প্রশ্নও।)

নাতি। দাদু, ও শুয়ে আছে কেন?

শ্যামসুন্দর। কিছু না, আবার উঠে আসবে।

নাতি। ওর গায়ে জামা নেই কেন?

শ্যামসুন্দর। ওরা গরিব, তাই জামা নেই।

নাতি। গরিব কেন?

শ্যামসুন্দর। মেথরের ছেলে তাই গরিব।

নাতি। ও ইস্কুলে যায় না কেন?

শ্যামসুন্দর। গরিব কিনা, তাই যায় না।

নাতি। গরিব কেন?

(প্রশ্নগুলো ক্রমশ বেয়াড়া রকমের হয়ে উঠছে দেখে শ্যামসুন্দর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেন।)

শ্যামসুন্দর। ওকে তোলা হচ্ছে না কেন?

অবিনাশ। সঙ্গে আরেকটা মেথর ছিল। সে লোক ডাকতে গেছে।

শ্যামসুন্দর। মরে যাবে যে! আমরাই একটু কষ্ট করে—

শব্দার্থ ও টীকা

নিতাই। ব্যাপারটা বিপজ্জনক। নীচে হাইড্রোক্লোরাইড গ্যাস— মানে ইনি বলবেন—

(বলে তিনি পোর্টফোলিওকে দেখিয়ে দেন।)

পোর্টফোলিও। হ্যাঁ, হ্যাঁ, রেসকিউ-এর কাজে নানাধরণের যন্ত্রপাতি— মানে গ্যাসমাস্ক আর অক্সিজেন— অর্থাৎ ইনস্ট্রুমেন্টস লাগে।

24.3.3 (3)

(শিউনন্দন একজন কনস্টেবল জোগাড় করে এনেছে। অতি শীর্ণ কনস্টেবল। বিরাট লাল পাগড়িটা রোগা দেহে অত্যন্ত বেমানান।)

কনস্টেবল। হঠ যাও, হঠ যাও, দেখতে হলে লাইন লাগাও। এসব ধাক্কাধাক্কি চলবে না।

শিউ। এই গর্তে—

(কনস্টেবল অন্ধকারে দৃষ্টি চালিত করে।)

কনস্টেবল। এই ছোকরা, উঠে আয় না! ওখানে পড়ে থেকে কেন ঝামেলা বাড়াচ্ছিস?

শিউ। তোমার যেমন কথা পুলিসসাহেব! উঠতে পারলে ও শখ করে ওখানে পড়ে আছে? আপনি মদত না দিলে কী করে তুলব হুজুর?

কনস্টেবল। আমি কী করে মদত দেব? আমি কি হরিজন উদ্ধার সমিতি খুলেছি, না আমার বাপের দড়ির কারখানা আছে? অ্যাঁঃ, কী বোঁটকা গন্ধ।

হরিজন = অস্পৃশ্যদের গান্ধিজি বলেছেন হরিজন।

শিউ। বাবুসাহেবরা, আপনারা একটু সাথ দিলে আমিই ওকে তুলে আনতে পারি, ওইটুকু তো শরীর।

এক যুবক। এই ন্যাড়া, চল, চল, রিলে-র সময় হয়ে গেল।

শিউ। বাবুজি একটু মদত দিন, হালকা বাচ্চা, বাবুজি—

মদত = সাহায্য।

অবিনাশ। হ্যাঁ ওখানে সেঁধিয়ে পৈতৃক প্রাণটা ওখানেই রেখে আসি—

সেঁধিয়ে = ভেতরে ঢুকে।

শিউ। পায়ে ধরছি, বাবুজি।

অবিনাশ। এই ছুঁবিনে বলছি। মেথর!

24.3.4 (4)

(ভেতর থেকে আবার তীক্ষ্ণ চিৎকার ফেটে পড়ে, শিউনন্দন অধীর হয়ে ওঠে।)

শিউ। কাছে টেলিফোন কোথায় আছে হুজুর—

(সকলে সমস্বরে বোঝাতে প্রয়াস পান, ফলে কিছুই বোঝা যায় না।)

সমস্বরে = একসাথে বলা।

পোর্টফোলিও। (ধমকে) আস্তে!— এগিয়ে বাঁ-হাতে গেটওয়ালা বাড়ি।

(শিউনন্দন ছুটে চলে গেল। যাঁরা গর্তের মধ্যে দৃষ্টিপাত করছিলেন তাঁদের মধ্যে থেকে একটা গুঞ্জন রাস্তাময় ছড়িয়ে পড়ল।)

শব্দার্থ ও টীকা

— নড়ছে! নড়ছে! নড়ছে! নড়ছে! নড়ছে!

(মহিলারা বারান্দা থেকে ম্যানহোলের অভ্যন্তর দেখতে পাচ্ছিলেন না। তাঁরা এবার দলে দলে পথে বেরিয়েছেন, ভিড় ফাঁকা হয়ে গেল, তাঁরা এসে দেখে যাচ্ছেন।)

— ওই দ্যাখ নীরা, তালগোল পাকিয়ে গেছে—

— পাড়ার মধ্যে এসব!

— ওখানে পড়ে থাকলে কী হবে?

— এ মা, কী গন্ধ!

অবিনাশ। আমার মনে হয় ও-বাড়ির ডাক্তারবাবুকে ডেকে এনে রাখা ভালো।

— রুমালে নাকটা ঢেকে নে, রমা!

— মা গো, মরার আর জায়গা পায় না এরা?

24.3.5 (5)

(অলক ডাক্তারবাবুকে পথ দেখিয়ে আনে।)

চিদানন্দ। এই যে, এসে গেছেন, দেখুন তো দিকি।

(ডাক্তার ঝুঁকে এক ঝলক দেখে নিলেন।)

ডাক্তার। দেখলাম।

পোর্টফোলিও। ও কী? চলে যাচ্ছেন কেন? দাঁড়ান। এক্ষুণি তোলা হবে। ফার্স্টএড দিতে হবে।

ডাক্তার। এ কেসে ফার্স্ট-সেকেন্ড কিস্যু নেই। প্রচুর টাকা লাগবে। আপনারা দেবেন?

পোর্টফোলিও। আ-হা-হা-হা, আপনারা এত ক্যালাস হলে চলে কী করে? আর্তদের সেবা করার একটা শপথ নিতে হয় না ডাক্তারদের? হিপোক্র্যাটিক ওথ?

ডাক্তার। সেবা করতে তো রাজি আছি। ওর শ্বাসপ্রশ্বাস বাড়াতে হবে, যাতে গ্যাসটা বেরিয়ে যেতে পারে। অক্সিজেন মিক্সচার ইনহেল করাতে হবে। কোনো সহৃদয় ব্যক্তি দয়া করে টাকা কটা ফেলে দিলেই তো হয়।

(সকলে ভিড়ে অস্বস্তিতে ঘামতে থাকেন)

কী হল? দয়া মায়া আর্তসেবা শেখাচ্ছিলেন না? আপনি দেবেন? আপনি? কই, কোনো উচ্চবাচ্য নেই যে বড়ো? আমার ফি'টা তো না হয় ছেড়েই দিলাম।

শিউ। আর বাচ্চাটার যে জান নিয়ে টানাটানি হুজুর।

ডাক্তার। কেন হয় অমন অ্যাকসিডেন্ট? অমন দামি দুর্ঘটনা ধাঙড়-মেথরের হওয়া উচিত নয়।

(শিউনন্দন বিশ্বময় সকল হুজুরের পাদস্পর্শে বিশেষ তৎপর। সে চকিতে ডাক্তারবাবুর পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।)

ফার্স্ট এড = প্রাথমিক চিকিৎসা।
ক্যালাস (Callous) = নিষ্ঠুর উদাসীনতা।
হিপোক্র্যাটিক ওথ (hypocratic oath) = শপথ করা ভণ্ডামি।
ইনহেল = নাকে টানা।

পাদস্পর্শ = পা ছোঁয়া।

শিউ। হুজুর, দয়া করুন হুজুর—

ডাক্তার। একি? ব্ল্যাকমেল নাকি? ছাড়, পা ছাড়।

(বলে ডাক্তার হন হন করে খানিক এগিয়ে গেলেন, সেখান থেকে বললেন)

তার চেয়ে ওলাইচণ্ডীর পুজো দে, সস্তায় হবে।

(ডাক্তার চলে গেলেন)

শব্দার্থ ও টীকা

ব্ল্যাকমেল (blackmail) = গোপন তথ্য ফাঁস করার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়।

ওলাইচণ্ডী = এক দেবী।

24.3.6 (6)

এমনি সময়ে আবির্ভূত হলেন একদল প্রেস রিপোর্টার, তৎসহ কয়েকজন ফটোগ্রাফার। 'কই কই' শব্দে তাঁরা দৌড়োতে দৌড়োতে ম্যানহোলের কাছে পৌঁছোলেন। এবং পরমুহূর্তে খটাখট শব্দে ফ্ল্যাশ বালব্ জ্বলতে শুরু করে। লিকলিকে একজন রিপোর্টার প্রথম প্রশ্নবান জ্যা-মুক্ত করতে শুরু করেন।

আবির্ভূত হলেন = এলেন।

রিপোর্টার = সংবাদদাতা।

জ্যামুক্ত = তির ছোঁড়া।

লিকলিকে। পড়ল ঠিক কখন?

শিউ। এই চারটে হবে।

জবাবগুলো খর খর শব্দে চোদ্দোখানা নোটবই-এ একযোগে লেখা হতে থাকে।)

লিকলিকে। কেমন করে পড়ল?

শিউ। হুজুর, গ্যাস খেয়ে।

লিকলিকে। নীচে নেমে গ্যাস খেয়ে পড়ল, না গ্যাস খেয়ে নীচে পড়ে গেল?

শিউ। জী, হ্যাঁ।

লিকলিকে। ঠিক করে বলো।

শিউ। হুজুর . . . গ্যাস খেল আর পড়ল।

লিকলিকে। পড়ার সময়ে কী বলল?

শিউ। জী?

লিকলিকে। কী বলল?

শিউ। হুজুর, বলবে কী?

লিকলিকে। মানে একটা কিছু বলল তো। ধরো, গ্যাস খেয়েছি, বা—

শিউ। হাঁ, মানে, না তা বলেনি।

লিকলিকে। তবে কী বলল?

শিউ। জানি না হুজুর।

লিকলিকে। দুর কিস্যু মনে রাখতে পারে না।

আরেকজন। বলল না— বাঁচাও, আমায় বাঁচাও?

শব্দার্থ ও টীকা

রাশভারি = গম্ভীর।

শিউ। না, হুজুর—

লিকলিকে। (ধমকে) ভালো করে ভাব।

শিউ। হ্যাঁ, হুজুর।

লিকলিকে। গুড! (লিখতে লিখতে) বাঁচাও, আমায় বাঁচাও।

(একজন অত্যন্ত রাশভারি সাংবাদিক, ফটোগ্রাফারসহ ভিড় ঠেলে এসে পড়েন। তাঁকে দেখে অন্যান্য রিপোর্টাররা সংকুচিত হয়ে পড়েন)

লিকলিকে। দাদা স্বয়ং!

রাশভারি। ঘাবড়াও মাৎ, বেশি কিছু লিখব না। এই যে 'ওরিয়েন্ট', রিপোর্টার কই?

ওরিয়েন্টের ফটোগ্রাফার। আজ্ঞে আমাদের কাগজকে তো চেনেন। ছবি ছাড়া আর কিছুই ছাপবে না।

রাশভারি। আর 'কালান্তর'? দেখছিলাম তোমাদের কাণ্ডকারখানা। একটা স্টোরির প্রাণ হচ্ছে একটা হিউম্যান অ্যাঙ্গল, যার থাকবে সর্বজনীন আবেদন, যা পড়ে লোকের চোখের পাতাটা একটু ভিজে উঠবে।

হিউম্যান অ্যাঙ্গল (Human angle) = মানবিক দৃষ্টি।

লিকলিকে। কী আপনি বলছেন দাদা, বুঝতে পারছি না। আমি যে অ্যাঙ্গল নিয়েছি, মানে গ্যাস খেয়ে ছেলেটা বললে— বাঁচাও, আমায় বাঁচাও।

রাশভারি। আরে ছোঃ!

(দাদার গলা নেমে এসেছে; সাংবাদিকরা ভিড় করে শুনছেন।)

আমার কাছে একখানা ছবি ছিল হে। চিনাকুড়ি খনি-দুর্ঘটনার। ছেলে মরে গেছে খবর পেয়ে নির্বাক শোকাহতা মায়ের ছবি। সেইটে সুপারইম্পোজ করব এই ম্যানহোলের ভিড়ের ছবির উপর। নিচে ছোট্ট একটি লাইন— মণিহারা! ওই নির্বাক মাতাই হবে আমার গল্পের নায়িকা।

সুপারইম্পোজ (Super impose) = একটা ছবির উপর আর একটা ছবি চাপিয়ে দেওয়া।
মণিহারা = মণি বা শ্রেষ্ঠধন পুত্র হারিয়েছে।

(এই বলে দাদা তাঁর ফটোগ্রাফারকে নানা নির্দেশ দিতে থাকলেন। শিউনন্দনের হাতখানাকে কপালে চেপে ধরতে বলে ছবির বাস্তবটাকে আরও নিশ্চিত করে তুললেন। অন্যান্য সাংবাদিকরা সপ্রশংস ও স-ঈর্ষা দৃষ্টি নিয়ে দেখতে থাকলেন।

দাদা হাঁকলেন— ক্যামেরা!

(ফ্ল্যাশ বাল্‌ব বিদ্যুৎ হানল। এমনি সময়ে ম্যানহোল থেকে একটা কাতরোক্তি উত্থিত হতে সবাই থেমে গেলেন এবং ভিড়ের মধ্যে গুঞ্জন ছড়াতে লাগল—।)

— গোঙাচ্ছে, গোঙাচ্ছে, গোঙাচ্ছে, গোঙাচ্ছে—

গোঙাচ্ছে = গোঁ গোঁ আওয়াজ করছে, কাতরাচ্ছে।
কর্দমাক্ত = কাদা মাখা।

(দমকলের ঘন্টাও শোনা গেল। সেই সঙ্গে দমকলের কর্মীরা যখন কর্দমাক্ত বীভৎস শীর্ণ ছোটো দেহখানা তুলে আনল, তখন মহারাজ মরে গেছে। চোখদুটো খোলা, সাদা আর মুখখানা হাঁ করা। নিঃশ্বাস নিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেছিল মহারাজ, কারণ মানুষ মরতে চায় না।)

শব্দার্থ ও টীকা

24.4 বিষয়ের রূপরেখা

এই পাঠটির বিশেষ দিক:

নাট্যকার হতদরিদ্র এক সাফাইকর্মীর নাম রেখেছেন মহারাজ, আর অন্যজনের নাম রেখেছেন শিউনন্দন মানে শিবের পুত্র। নিতান্তই ব্যবসায়ী একজনকে বলেছেন পোর্টফোলিও। ব্যবসা সংক্রান্ত কাগজপত্রই তার পোর্টফোলিও ব্যাগে থাকে। এভাবে নামকরণ করে নাট্যকার চরিত্রগুলোর নাম আর পরিচয়ের তফাত চমৎকার করে দেখিয়েছেন।

24.4.1 বিকেল বেলা . . . মানে ওরকমটা হয়।

বক্তব্যসার:

সাফাইকর্মী শিউনন্দন আর মহারাজ এসেছে ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে নীচে নেমে ময়লা তুলতে। এটা যে বেশ বিপজ্জনক সেটা জেনেও তাকে আসতে হয়েছে, কারণ এটাই তার জীবিকা। শিউনন্দন সকালে কল ছুঁয়ে দেবার অপরাধে চূড়ান্তভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে। এসব সয়েও এই কাজ তাদের করে যেতে হয় পেটের তাগিদে। মহারাজ ভেতরে নেমে গিয়েই কাদা আর বিষাক্ত গ্যাসের শিকার হয়। আর এখান থেকে ঘটনার সূত্রপাত। অবিনাশ, সুদর্শন, চিদানন্দ, আরও অনেকে এসে জুটে যায়। ম্যানহোলের ভেতরটায় মহারাজের অবস্থা সম্বন্ধে নানা সন্দেহ প্রকাশ করে। শিউনন্দন ওকে তুলে আনার আশ্বাস দিলেও সে কারো কোনো সাহায্য পাচ্ছে না।

মন্তব্য:

এটি নাটকের সূচনা অংশ। সমাজের নানা অংশের লোক এবং তাদের আচরণ সম্বন্ধে নানা কথা জানা যাচ্ছে। পরিবেশ পরিষ্কার রাখার গুরুদায়িত্ব পালন করে বলে সাফাইকর্মীরা প্রশংসার যোগ্য। এই অংশে তাঁদের যেমন দেখা যাচ্ছে তেমনি তাদের প্রতি অবজ্ঞার মনোভাব যাঁদের, সেই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের মনোভাবও তাঁদের আলোচনায় প্রকাশ পাচ্ছে। নাটকের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরবর্তী ঘটনা জানার জন্য কৌতূহল জাগানো। এরপর মহারাজের কী হল তা জানার জন্য পরের অংশে যেতে ইচ্ছে করবে।

পাঠগত প্রশ্ন : 24.1

1. যেটি ঠিক সেটিতে (✓) দিন—

1.1 সাফাই কর্মীদের কাজ (বেশ সোজা/ খুব মজার/ অত্যন্ত বিপজ্জনক/ কেবল ঝাঁট দেওয়া)

1.2 ঘটনাটি বলা হয়েছে (গল্পের মতো করে/ ভ্রমণ কাহিনির আকারে/ কবিতার ছন্দে/ নাটকের আকারে)

1.3 ম্যানহোলের ভেতর থেকে মহারাজের চিৎকার শুনে বোঝা যায় (সে খুশি হয়েছে/ বিপদে পড়েছে/ খেলায় মেতেছে/ সাপ দেখেছে)

1.4 উপস্থিত অনেকে (ওকে উদ্ধারের উদ্যোগ নিল/ পড়ার কারণ নিয়ে মশগুল হল/ মহারাজের

শব্দার্থ ও টীকা

বিপদ বুঝে বিচলিত হল/ এই ঘটনায় বিরক্ত হল)

2. শূন্যস্থানে ঠিক শব্দ বসান—

2.1 নাটকটি লিখেছেন .....

2.2 ঘটনাটি যখন ঘটেছে তখন সময় .....

2.3 কল ছুঁয়ে দেওয়ার অপরাধে শিউনন্দনকে .....

2.4 ম্যানহোল থেকে চিৎকার শুনে ছুটে গেল .....

3. দু-তিনটি বাক্যে উত্তর দিন—

3.1 'মোড়ের বাড়িটায় এক কাণ্ড হয়ে গেল।'— কাণ্ডটি শুনে মহারাজ রেগে গিয়েছিল কেন?

3.2 এমন সময়ে ম্যানহোলের ভেতর থেকে চিৎকার শুনে শিউনন্দনের হাত থেকে কুলপি পড়ে গেল কেন?

3.3 'মহারাজ'— বালকটির এই নামের সঙ্গে তার আসল পরিচয়ের পার্থক্য কী?

24.4.2 আটের দুই এর ডি বাড়ি . . . খনির অফিসার।

বক্তব্যসার :

ম্যানহোলের ভিতরের দৃশ্য দেখার কৌতূহলে কিছুক্ষণের মধ্যে রীতিমতো ভিড় জমে যায়। মহারাজের বিপদ নিয়ে কাউকে বিচলিত হতে দেখা যায় না। শ্যামসুন্দরবাবু কাদায় মাখা মহারাজকে তুলে আনার অনুরোধ জানাতেই নিতাই প্রবল আপত্তি জানায়। কারণ ব্যাপারটা এতই বিপদের যে এক পাও এগোনো অনুচিত। এসব বক্তব্য থেকেই বোঝা যায় যে একজনের মরণ-বাঁচন সমস্যা অন্যদের কাছে যেন নিতান্তই কৌতূহলের বিষয়, তার বেশি কিছু নয়।

মন্তব্য :

কিন্তু সবচেয়ে বড়ো প্রশ্নটি করে বসে বালকটি, শ্যামসুন্দর বাবুর নাতি। 'ওরা স্কুলে যেতে পারে না কেন?' দাদুর উত্তর, 'মেথর বলে, গরিব বলে'। কিন্তু 'গরিব কেন' এই প্রশ্নের মূলে যে সামাজিক বিভেদ, অবহেলা, বঞ্চনা, তার কোনো সদুত্তর কিন্তু কেউ দিতে পারে না। বস্তুত অস্পৃশ্যতা ও দারিদ্র্য যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত! নাট্যকার খুব প্রাসঙ্গিকভাবে এই প্রশ্নটি সকলের সামনে তুলে ধরেছেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 24.2

1. কোনটা ঠিক, (✓) দাগ দিয়ে দেখান—

1.1 ম্যানহোলের কাছে ভিড় জমে গিয়েছিল—

(ক) মহারাজকে উদ্ধারের জন্য

শব্দার্থ ও টীকা

(খ) কী হয়েছে দেখার জন্য

(গ) কেন ভিড় সেটা বোঝার জন্য

(ঘ) বাস ধরার জন্য

1.2 শ্যামসুন্দর বাবুর মতে মহারাজের গরিব হবার কারণ—

(ক) সে কোনো রোজগার করে না

(খ) সে কোনো সঞ্চয় করে না

(গ) সে মেথরের ছেলে

(ঘ) তাদের পরিবারে অনেক লোক

1.3 শ্যামসুন্দর ছেলেটাকে তুলে আনার প্রস্তাবে—

(ক) সবাই রাজি হল

(খ) দু-একজন এগিয়ে এল

(গ) কেউ রাজি হল না

(ঘ) সবাই একটু অপেক্ষা করার কথা বলল।

2. দু-তিনটি বাক্যে উত্তর লিখুন—

2.1 'আষাঢ়ে মেঘের মতন'— বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

2.2 দাদু তাঁর নাতির প্রশ্নগুলোকে বেয়াড়া রকমের মনে করেছিলেন কেন?

24.4.3 শিউনন্দন একজন কনস্টেবল . . . নফর কুণ্ডু হবার শখ নেই।

বক্তব্যসার :

কনস্টেবল মনে করে তার কড়া আদেশ শুনেই মহারাজ উঠে আসবে, যেন সে ওখানে শখ করে পড়ে আছে। তার হুকুমে সবাই মিলে ওকে উঠিয়ে আনবে— এটাই তার বিশ্বাস। শিউনন্দন একাজে তাকে সাহায্য করতে অনুরোধ জানালেও সে রাজি হয় না। পুলিশ প্রশাসনেরও মহারাজদের প্রতি অবজ্ঞা দেখাবার কথা জানা গেল।

মন্তব্য :

এই অংশে তিনজনের সংলাপে মেথরের প্রতি আসল মনোভাব ফুটে ওঠে। হরিজন প্রসঙ্গে কনস্টেবলের বিরূপ মনোভাব বোঝা গেল। অবিনাশ সরাসরি তাকে না ছোঁবার জন্য বলল। এমনকি ওই পোর্টফোলিও (ব্যবসায়ী) জানিয়ে দেয় সে ভদ্রলোকের ছেলে, যা 'ছোটোলোকের কাজ' তা সে করবে না। নাট্যকার এভাবেই সকলের অমানবিক চরিত্র প্রকাশ করে দিয়েছেন। অন্যেরা যখন নানা ছুতোয় দায়িত্ব এড়াতে চাইছে, শ্যামসুন্দর বাবু মহারাজকে উদ্ধারের প্রস্তাব করে তবু মানবিকতা দেখিয়েছেন।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 24.3

1. নীচের কথাগুলোতে বক্তার কী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে? বন্ধনীতে ঠিক উত্তরের সংখ্যাটি লিখুন:

ক) এ্যাঃ কী বোঁটকা গন্ধ— কনস্টেবল ( ) ১) অনুরোধ

খ) বাবুজি একটু মদত দিন— শিউনন্দন ( ) ২) অনিচ্ছা

গ) ওখানে সেঁধিয়ে প্রাণটা ওখানেই রেখে আসি অবিনাশ ( ) ৩) সাহায্য প্রার্থনা

ঘ) তা দেখান না আপনার উদারতা— চিদানন্দ ( ) ৪) নিজের আভিজাত্যের বালাই

ঙ) ভদ্রলোকের ছেলে, নফর কুণ্ডু হবার শখ নেই— পোর্টফোলিও ( ) ৫) সাফাই কর্মীর প্রতি অবজ্ঞা

2. নীচের উক্তিগুলির মধ্যে কোন্‌টি কোন্‌টি ঠিক? টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে দেখান—

ক.১) মহারাজকে তুলে আনা কনস্টেবলেরও একটা দায়িত্ব।

ক.২) ভিড় সামলানো ছাড়া এ ব্যাপারে কনস্টেবলের আর কোনো দায়িত্বই নেই।

খ.১) বাবুরা একটু মদত দিলেই ছেলেটাকে তুলে আনা যায়।

খ.২) বাবুরা মদত দিলেও ওকে তুলে আনা অসম্ভব।

গ.১) মেথরে ছুঁলেই অবিনাশের জাত যাবে।

গ.২) কারো ছোঁয়াছুঁয়িতে জাত যাবার কথাটা কুসংস্কার মাত্র।

ঘ.১) মেথরের ছোঁয়া অবাঞ্ছিত— এই ধারণা পুরোনো বলে বিশ্বাস করে পোর্টফোলিও।

ঘ.২) পোর্টফোলিও নিজেই এই কুসংস্কারকে বিশ্বাস করে।

24.4.4 অলক। আমি নামব . . . মরার আর জায়গা পায় না এরা।

বক্তব্যসার:

ম্যানহোলের ভেতর থেকে চিৎকার শুনেই শিউনন্দন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সে টেলিফোনে কর্তৃপক্ষকে সব জানাবার জন্য ছুটে যায়। এবার দেখা গেল মেয়েরা এসেছে। তাদের কেউ দেখল গর্তে তালগোল পাকানো শরীর, কেউ বিশ্রী গন্ধে অসুস্থ হবার আশঙ্কা করল।

মন্তব্য:

সবাই জানে নারী মমতাময়ী। এক্ষেত্রে দেখা গেল এই নারীদের যেন স্নেহ মমতা কিছুই নেই। বরং আচরণে ফুটে উঠল বিরক্তি। এমনকি গলির এই দুর্ঘটনাকে উৎপাত ভাবল কেউ। সবাই চায় পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা বজায় থাকুক। কিন্তু এর জন্য যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে তাদের প্রতি এদের চূড়ান্ত অবজ্ঞা। এই অংশে সংলাপে ও চরিত্রদের আচরণে সে-কথাই জানা গেল। বলা বাহুল্য, এই মনোভাব যে মোটেই সমর্থনযোগ্য নয় সেই ইঙ্গিতও স্পষ্ট।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 24.4

1. যেটি ঠিক সেটিতে (✓) দাগ দিন—

1.1 মহিলারা এসেছেন (উদ্ধার কাজে সাহস যোগাতে/ নিতান্ত কৌতূহল মেটাতে)।

1.2 তাঁরা ম্যানহোলের মধ্যে (জীবিত একটি ছেলেকে দেখলেন/ দেখতে পেলেন তালগোল পাকানো একটি দেহ)।

1.3 ম্যানহোলের দুর্গন্ধকে তাঁরা (গ্রাহ্য করলেন না/ দুর্গন্ধে তাঁরা বিরক্ত হলেন)।

1.4 তাঁদের গলিতে এই মৃত্যুর ঘটনায় তাঁরা (কান্নায় ভেঙে পড়লেন/ তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করলেন)।

2. দু-তিনটি বাক্যে উত্তর লিখুন—

2.1 'একটা গুঞ্জন রাস্তাময় ছড়িয়ে পড়ল'— এই গুঞ্জন ওঠার কারণ কী?

2.2 মহিলাদের আচরণে তাঁদের কী মনোভাব প্রকাশ পেল?

24.4.5 অলক ডাক্তারবাবুকে পথ. . . ছা পোষা, অতটাকা পাবো কোত্থেকে?

বক্তব্যসার:

ডাক্তার এলেন। তিনি দুর্ঘটনাগ্রস্তকে তুলে আনার কথা কিছুই বললেন না। বলে গেলেন মুমূর্ষুর চিকিৎসার জটিলতার কথা আর খরচের কথা। সবাই ডাক্তারকে আর্তের সেবার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে তিনি ফি না নিতে রাজি হলেন। কিন্তু ওষুধপত্রের খরচ সবাই মিলে দেবার প্রস্তাব দিতেই সবাই পিছিয়ে এল।

মন্তব্য:

ডাক্তারের উক্তি বড়োই বেদনাদায়ক। তিনি বললেন শিউনন্দনের উচিত মহারাজের ডাক্তারি চিকিৎসার বদলে ওলাইচণ্ডীর পুজো দেওয়া। উক্তি দুটোতে স্পষ্টত নীচুতলার মানুষের প্রতি বিদ্রুপ করা হয়েছে। মেথরদের কাজই তো ঝুঁকির কাজ। পদে পদে তাদের বিপদ আর অসুখ। চিকিৎসার পয়সা নেই বলেই তো বিনা চিকিৎসায় তারা মরে। ডাক্তারের কোনো সাহায্যই কি তারা পায়? ডাক্তার জানেন ওলাইচণ্ডীর পুজোতে রোগ সারে না। তবু এই কুসংস্কারের পথে যেতে তিনি বললেন কেন? সাফাইকর্মীর দারিদ্র্যের প্রতি এ যে পরিহাস মাত্র। এই ধরণের সংলাপে যে বক্রোক্তি তাতে নাটক বাস্তবসম্মত হয়েছে।

পাঠগত প্রশ্ন : 24.5

1. নীচের কোন্ বাক্য নাটকের ঘটনা অনুযায়ী ঠিক? (✓) চিহ্ন দিয়ে দেখান—

1.1 ডাক্তার ম্যানহোল দেখে নিয়ে বুঝেছেন মহারাজ বেঁচে আছে।

1.2 ডাক্তার বুঝতেই পারেননি মহারাজ জীবিত কি মৃত।

1.3 ডাক্তার ওষুধপত্রও বিনামূল্যে দেবেন বলেছিলেন।

1.4 ডাক্তার তাঁর ফি নেবেন না বলেছিলেন।

শব্দার্থ ও টীকা

1.5 উপস্থিত সবাই আর্তের সেবায় সবকিছু করতে প্রস্তুত।

1.6 দরকারি ওষুধপত্রের দাম দিতে রাজি হল পোর্টফোলিও।

2. কারণগুলি বেছে নিন—

2.1 ম্যানহোলে পড়ে যাওয়াকে দামি দুর্ঘটনা বলা হয়েছে কারণ—

(ক) এই দুর্ঘটনাগ্রস্তের চিকিৎসার ব্যয় অনেক।

(খ) ম্যানহোলটা খুব দামি।

2.2 ওলাইচণ্ডীর পুজো দিতে বলা হয়েছে কারণ—

(ক) তাতে মহারাজ তাড়াতাড়ি সারবে।

(খ) তাতে খরচ কম।

2.3 শিউনন্দন ডাক্তারবাবুর পায়ে পড়ল কারণ—

(ক) সে মহারাজকে বাঁচাতে চায়।

(খ) ডাক্তারের কাছে কিছু পয়সা চায়।

3. দু-তিনটি বাক্যে উত্তর লিখুন—

3.1 ডাক্তারি জীবন শুরু করার সময় ডাক্তারদের রোগীর সেবার একটা শপথ নিতে হয়। পোর্টফোলিও এই ডাক্তারবাবুর শপথকে অসত্য বলে বিদ্রূপ করলেন কেন?

24.4.6 এমনি সময়ে . . . মানুষ মরতে চায় না।

বক্তব্যসার:

অবশেষে সংবাদপত্রের রিপোর্টাররাও এসে গেল। ম্যানহোলে পড়ে-যাওয়া নিয়ে শিউনন্দনকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। শিউনন্দনের দিশেহারা অবস্থা। তাদের রিপোর্টকে আকর্ষণীয় করে লেখার জন্য নিজের সুবিধামতো কথা শিউনন্দনের মুখে বসিয়ে দিতে চায়। শেষ পর্যন্ত দমকল কর্মীরা এসে মহারাজের দেহ তুলে আনলে দেখা গেল সে কর্দমাক্ত, মৃত। আমরা বুঝতে পারলাম কিছু সাংবাদিক আছে যারা রিপোর্টকে আকর্ষণীয় করবার জন্য মিথ্যার আশ্রয়ও নিতে পারে।

মন্তব্য:

উপস্থিত যুবকেরা উদ্যোগী হলে হয়তো-বা মহারাজকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা যেত। তাদের স্বার্থপরতা এবং অস্পৃশ্যতার জন্যই মহারাজকে মরতে হল। মহারাজ কিন্তু সবার স্বার্থরক্ষার জন্যই ম্যানহোলের ময়লা তুলতে গিয়েছিল। নাটকে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে, গরিবের প্রতি তাচ্ছিল্যের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে এবং তাতেই নাটকটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 24.6

1. কোন্‌টি ঠিক দেখান—

1.1 মহারাজ ম্যানহোলে
- ক) পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল
- খ) গ্যাস খেয়ে পড়ে গিয়েছিল
- গ) নিজেই নেমেছিল
- ঘ) আচমকা পড়ে গিয়েছিল

1.2 পড়ার সময় মহারাজ
- ক) চিৎকার করেছিল
- খ) কিছুই বলেনি
- গ) 'বাঁচাও বাঁচাও' বলেছিল
- ঘ) 'বাবা গো!' বলেছিল

2. ঠিক অংশটিতে (✓) দিন—

2.1 মৃত শ্রমিক মহারাজের মুখখানা ছিল হাঁ-করা।

নাট্যকারের মতে এতে বোঝা যায়—

2.1.1 মহারাজের মুখ সর্বদা হাঁ-করা অবস্থায় থাকে।

2.1.2 মহারাজ কিছু খেতে চেয়েছিল।

2.1.3 মহারাজ বাঁচতে চেষ্টা করেছিল।

2.1.4 মহারাজ শিউনন্দনকে ডাকছিল।

3. দু-তিনটি বাক্যে উত্তর লিখুন—

3.1 সাংবাদিকদের আসল উদ্দেশ্য কী ছিল?

3.2 রাশভারী সাংবাদিকটি কী করতে চেয়েছিল?

3.3 মহারাজের মুখ ছিল হাঁ-করা— এর কারণ কী বলে আপনার মনে হয়?

24.5 আপনি যা শিখলেন

1. ঘটনাকে নাটকের মাধ্যমে উপস্থাপিত করলে আবেদন বেশি কার্যকর হয়;
2. সমাজে নানা অংশের মানুষের নানারকম জীবিকার বিষয়;
3. অস্পৃশ্য ভেবে নীচু তলার মানুষের প্রতি ওপর তলার মানুষের ঘৃণা ও অবজ্ঞার মনোভাব অনুচিত;
4. সমাজে কারা জীবন বাজি রেখে সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষা করে আর কারা তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে তাদের চিনে রাখা দরকার;
5. সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষায় নিয়োজিত থেকেও মেথর-ধাঙড়দের প্রতি অবহেলার কারণে তাদের করুণ মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।

শব্দার্থ ও টীকা

24.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. একটি বাক্যে উত্তর লিখুন—

   1.1 শিউনন্দন ও মহারাজের জীবিকা কী?

   1.2 অন্ধকূপ কাকে বলা হয়েছে?

   1.3 ম্যানহোলে মহারাজের কী অবস্থা হয়েছিল?

   1.4 'নীলকণ্ঠ' ছাড়া নাটকটির আর কী কী নাম দেওয়া যেতে পারে?

2. তিন-চারটি বাক্যে উত্তর দিন—

   2.1 কীভাবে বোঝা যাচ্ছে যে নাটকের ঘটনাটি এক শহরেই ঘটেছিল?

   2.2 মহারাজের সম্বন্ধে নাট্যকার কী কী বলেছেন?

   2.3 ডাক্তারের কোন্ কথায় কেউ উচ্চবাচ্য করছিল না?

   2.4 প্রত্যেকের পরিচয় সংক্ষেপে লিখুন—

   ক) পোর্টফোলিও

   খ) শ্যামসুন্দর

3. তিন-চারটি বাক্যে উত্তর দিন—

   3.1 নাটকটির নাম 'নীলকণ্ঠ'। এই নাম নাট্যকার দিয়েছেন কেন বুঝিয়ে দিন।

   3.2 নাটকে বর্ণিত ঘটনার বিবরণ লিখুন।

   3.3 উপস্থিত দর্শকদের নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি কী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে বুঝিয়ে দিন।

   3.4 বিপদগ্রস্ত মহারাজকে কীভাবে বাঁচানো যেত বলে আপনার মনে হয়? বুঝিয়ে দিন।

24.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

24.1

1. 1.1 অত্যন্ত বিপজ্জনক

1.2 নাটকের আকারে

1.3 বিপদে পড়েছে

1.4 পড়ার কারণ নিয়ে মশগুল হল

2. 2.1 উৎপল দত্ত

2.2 বিকেল প্রায় ৪টা

2.3 দুই পালোয়ান ছেলে জুতো নিয়ে মারতে এসেছিল

শব্দার্থ ও টীকা

2.4 শিউনন্দন

3. 3.1 শিউনন্দন কল ছুঁয়ে দেওয়ায় সে বাড়ির দুটো ছেলে তাকে জুতো দিয়ে মারতে এসেছিল বলে মহারাজ রেগে গিয়েছিল।

3.2 কারণ শিউনন্দন বুঝেছিল মহারাজ ঘোর বিপদে পড়েছে।

3.3 'মহারাজ' বলতে কোনো রাজ্যের অধীশ্বরকে বোঝায় আর এ মহারাজ দরিদ্র ধাঙড় এক বালক।

24.2

1. 1.1 (খ)

1.2 (গ)

1.3 (গ)

24.3

1. ক) ৫

খ) ৩

গ) ২

ঘ) ১

ঙ) ৪

24.4

1. 1.1 নিতান্ত কৌতূহল মেটাতে

1.2 দেখতে পেলেন তালগোল পাকানো একটি দেহ

1.3 দুর্গন্ধে তাঁরা বিরক্ত হলেন

1.4 তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করলেন

24.5

1. 1.1

1.4

2. 2.1 ক

2.2 খ

2.3 ক

24.6

1. 1.1 গ)

1.2 খ)

2. 2.1 2.1.3

শব্দার্থ ও টীকা

কবি পরিচিতি

নাট্যকার উৎপল দত্তের জন্ম অধুনা বাংলাদেশে ১৯২৯ সালে। কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ার সময় থেকে তাঁর নাটকের প্রতি গভীর আগ্রহ দেখা যায়। শেকসপীয়রের নাটক অভিনয় দিয়ে শুরু হয় তাঁর নাট্যচর্চা। উৎপল দত্ত প্রথমে 'পিপলস্ লিটল থিয়েটার গ্রুপ' নামে নাট্যদল গঠন করেন। পরে তৈরি করেন 'পিপলস্ লিটল থিয়েটার' (পি এল টি)। দীর্ঘ ৬৪ বছর ধরে তিনি অসংখ্য নাটক লেখেন, পরিচালনা করেন, তাতে অভিনয় করেন। ক্রমে তাঁর খ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর রচিত 'অঙ্গার', 'ফেরারি ফৌজ', 'কল্লোল', 'টিনের তলোয়ার' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'দিন বদলের পালা', 'ব্যারিকেড' প্রভৃতি পথনাটকের সাফল্য অবিস্মরণীয়। 'সন্ন্যাসীর তরবারি', 'সাদা পোশাক' প্রভৃতি যাত্রার পালাও তিনি রচনা করেছেন, সেগুলো পরিচালনা করেছেন।

উৎপল দত্ত রচিত নাটকের সংখ্যা ছোটো বড়ো মিলিয়ে শতাধিক। সমাজ ও রাজনীতির বিভিন্ন সমস্যা তাঁর নাটকের বিষয়। সহজে অনাড়ম্বর ভাবে, যে কোনো খোলা জায়গায় অভিনয় করা যেতে পারে এমন কতগুলো ছোটো ছোটো নাটক তিনি লিখেছেন যেগুলো পথ নাটক বলে পরিচিত। 'নীলকণ্ঠ' উৎপল দত্ত রচিত 'পথনাটক সংগ্রহ' গ্রন্থের অন্তর্গত।

নীলকণ্ঠ প্রথম প্রকাশিত হয় শারদীয় ১৯৬১-র দেশ পত্রিকায়।

সমধর্মী রচনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১) রথের রশি নাটক। (২) 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্য।

নির্মিতি

25. ব্যক্তিগত ও প্রশাসনিক পত্র
26. সংক্ষিপ্তসার
27. প্রতিবেদন রচনা
28. অফিসের ফাইলে নোট নেওয়া
29. রেখাচিত্র ও তালিকা তৈরি
30. বোধ পরীক্ষণ
31. বক্তব্যের নোট নেওয়া ও দেওয়া

25

ব্যক্তিগত ও প্রশাসনিক পত্ররচনা

25.1 প্রস্তাবনা

পত্ররচনা বা চিঠি লেখার প্রধান উদ্দেশ্য হল কোনো একজনের পক্ষ থেকে আর এক জনের কাছে মনের কথা জানানো। শুধু দূরের মানুষের উদ্দেশ্যেই নয়, কাছের বা অন্তরঙ্গ জনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের কাজেও চিঠির কার্যকারিতা অপরিসীম। সাম্প্রতিক কালে যদিও অত্যাধুনিক বৈদ্যুতিন প্রক্রিয়ার (টেলিফোন বা দূরভাষ, মোবাইল, এস এম এস, ই-মেল ইত্যাদি) সাহায্যে অনেকক্ষেত্রে যোগাযোগের কাজ সারা হয়ে থাকে, তা সত্ত্বেও পত্ররচনার গুরুত্ব হ্রাস পায়নি। হাতের লেখার স্পর্শে ব্যক্তিগত চিঠিতে হৃদয়ের স্পন্দন ধ্বনিত হয়। আবার নথিভুক্ত করার কারণে প্রশাসনিক পত্রেরও প্রয়োজন আছে।

পত্ররচনাকে দুটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা হয়ে থাকে। একটি ব্যক্তিগত, আর একটি বৈষয়িক। বৈষয়িক পত্র আনুষ্ঠানিক বা রীতিসম্মত। ব্যক্তিগত পত্র আনুষ্ঠানিকতাবর্জিত বা রীতিবহির্ভূত। ব্যক্তিগত পত্র বলতে বোঝায় সেই ধরণের চিঠি যার আদানপ্রদান হয় আপন বা ঘনিষ্ঠ মানুষজনের মধ্যে। (আপনারা নির্ধারিত পাঠক্রমের গদ্যপাঠের মধ্যে 'শিলাইদহ থেকে' শীর্ষক পাঠটিতে ব্যক্তিগত পত্রের একটি চমৎকার নিদর্শন পাবেন।) বৈষয়িক পত্রের মধ্যে পড়ে প্রশাসনিক বা সরকারিপত্র, ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক পত্র, আবেদন-নিবেদনমূলক পত্র এবং সামাজিকতা-সংশ্লিষ্ট পত্র। বৈষয়িক পত্ররচনার ব্যাপারে কিছু নির্দিষ্ট রীতিনিয়ম মেনে চলার বাধ্যবাধকতা আছে, কিন্তু ব্যক্তিগত চিঠি সে-রকম কিছু থাকে না। বৈষয়িক পত্রে কখনো কখনো দরকার মতো 'সংলগ্ন পত্র' জুড়ে দিতে হয় যেখানে মূল পত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু তথ্য থাকে।

দু-রকম পত্রের বিভাগ নীচে একটি চার্টের সাহায্যে বোঝানো হল:

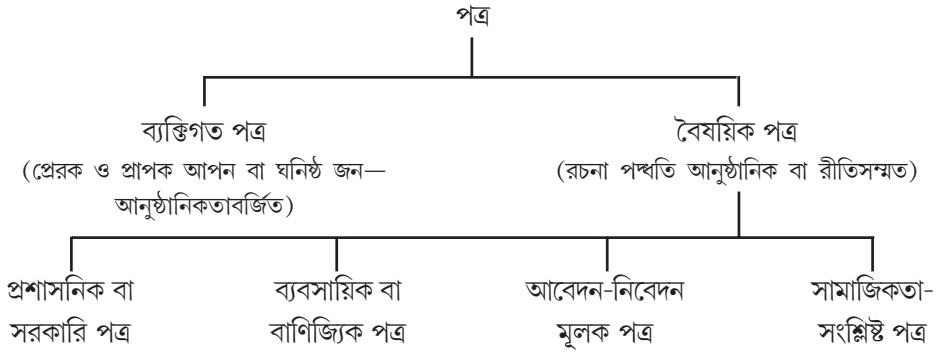

শব্দার্থ ও টীকা

পত্ররচনা প্রসঙ্গে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে-কোনো ভালো চিঠির গুণ হল তার বক্তব্যবিষয় সহজভাবে সরল ভাষায় যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত আকারে গুছিয়ে পরিবেশন করা। তা হলেই পত্রলেখকের কথা পত্রপ্রাপক যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হবেন।

25.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়বার পরে আপনি:

- চিঠি লেখার প্রয়োজন সম্পর্কে বুঝতে পারবেন;
- পত্ররচনার দুটি প্রধান শ্রেণির বিষয়ে জানতে পারবেন;
- ব্যক্তিগত ও বৈষয়িক পত্রের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অবহিত হবেন;
- ভালো চিঠির বৈশিষ্ট্য দেখাতে পারবেন;
- আপনার নিজের পক্ষে যথাযথভাবে ব্যক্তিগত ও বৈষয়িক পত্র রচনা করে ঠিকমতো বক্তব্য পরিবেশনের কাজে সমর্থ হবেন।

25.3 বিষয়ের রূপরেখা

25.3.1 চিঠির সাধারণ কাঠামো

মনে রাখা চাই, পত্ররচনা বা চিঠি লেখার ব্যাপারে কতকগুলি নিয়ম মেনে চলবার দরকার পড়ে। যে-কোনো চিঠিরই একটা সাধারণ কাঠামো আছে। এবার সেই কাঠামোর বিষয়টি বিবৃত করা হচ্ছে—

চিঠির ভিতরে এইসব অংশ থাকতে হবে:

(ক) পত্রপ্রেরক অর্থাৎ পত্ররচয়িতার ***পুরো ঠিকানা***। এটা লিখতে হয় চিঠির কাগজের মাথার ডানদিকে।

(খ) চিঠি লেখার বা চিঠি পাঠাবার ***তারিখ***। এটা সাধারণত ঠিকানার ঠিক নীচে লেখা হয়। তারিখটা সাধারণত খ্রিস্টিয় ক্যালেন্ডার অনুসারে দেওয়া হয়ে থাকে। ওটাই স্বীকৃত। তবে এই রাজ্যে প্রচলিত বঙ্গাব্দের তারিখ থাকাটাও বাঞ্ছনীয়। চিঠি তারিখহীন হলে চিঠির অঙ্গহানি হয়।

(গ) চিঠি যাকে লেখা হচ্ছে তাকে উদ্দেশ করে ***সম্বোধন বা সম্ভাষণসূচক পাঠ*** লিখতে হয় চিঠির মূল বয়ান শুরু করার আগে। সম্বোধন বা সম্ভাষণসূচক পাঠের পর কমা দেওয়া চাই।

(ঘ) এরপর শুরু হবে চিঠির মূল ***বয়ান***। এটিই হল কোনো চিঠির প্রধান অঙ্গ। এখানেই পত্ররচয়িতার বক্তব্যটি ঠিকভাবে গুছিয়ে লিখতে হবে। চিঠির বিষয়বস্তু এক বা একাধিক অনুচ্ছেদে সাজিয়ে দিতে হবে। বক্তব্য শেষ হলে দাঁড়ি দিয়ে তারপর 'ইতি' লেখা যেতে পারে। ইতি মানে সমাপ্ত বা শেষ।

(ঙ) চিঠির মূল বয়ান শেষ হলে তার তলায় ডানদিকে ***বিনয়বাচক পাঠ*** লিখতে হয়।

(চ) বিনয়বচনের ঠিক নীচে থাকবে চিঠির প্রাপক বা ***প্রেরকের স্বাক্ষর***। পরিচিত জন পত্ররচয়িতার হাতের লেখা আর সই সহজেই চিনে নিতে পারবেন, কিন্তু অপরিচিত জনের কাছে চিঠি লিখলে স্বাক্ষরটি স্পষ্ট হওয়া চাই এবং প্রয়োজনবোধে স্বাক্ষরের তলায় বন্ধনীর মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে পুরো নাম লিখে দিতে হবে।

(ছ) চিঠির মূল বয়ান শেষ হবার পর বিনয়বচন লিখে স্বাক্ষর করার পরেও যদি বিশেষ কিছু লেখার

দরকার হয় তাহলে পুনশ্চ শীর্ষকে কয়েকটি বাক্য লেখা যেতে পারে।

(জ) এছাড়া, চিঠির মোড়ক বা ***খামের উপর প্রাপকের পুরো নাম আর ঠিকানা*** লিখে দেওয়া চাই। পোস্টকার্ড বা ইনল্যান্ড লেটারে এজন্য নির্দিষ্ট জায়গা আছে। খামে ডানপাশে ওপরের দিকে ডাকটিকিট লাগাতে হবে। আর খামের মাঝামাঝি জায়গায় একটু ডানদিক ঘেঁসে বেশ স্পষ্ট করে লিখতে হবে প্রাপকের পুরো নাম-ঠিকানা। পিনকোড বা সূচক সংখ্যা অবশ্যই দেওয়া চাই এবং এর নম্বরগুলি লিখতে হবে ইংরেজিতে। খামের বাঁপাশে নীচের দিকে কোণ বরাবর পত্রলেখক বা প্রেরকের নাম-ঠিকানা লিখতে হবে।

শব্দার্থ ও টীকা

পুনশ্চ = পুনরায়, আরিও।

পত্রলিখনের একটি ছক নীচে দেওয়া হল—

চিঠির ভিতরের অংশ

পত্রলেখকের পুরো ঠিকানা

.....

.....

.....

তারিখ .....

সম্বোধন বা সম্ভাষণ,

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

বিনয়বচন

পত্রলেখকের স্বাক্ষর

পুনশ্চ (যদি প্রয়োজন হয়)

.....

.....

শব্দার্থ ও টীকা

চিঠির বাইরের অংশ

ডাকটিকিট

প্রাপকের নাম ও ঠিকানা

.....

.....

.....

ডাকঘর .....

পিনকোড .....

প্রেরক:

.....

.....

.....

ডাকঘর .....

পিনকোড .....

ব্যক্তিগত পত্রে কীভাবে সম্ভাষণ আর বিনয়বচন লিখতে হবে তার কয়েকটি নীচের ছকে দেওয়া হল:

সম্বন্ধ	সম্ভাষণ	বিনয়বচন
বয়সে বড়ো (পুরুষ)	শ্রীচরণেষু পূজনীয়েষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু, মাননীয়েষু, সম্মানভাজন, পাকজনাবেষু, মোবারক জনাবেষু	প্রণত, স্নেহার্থী, স্নেহধন্য, বিনীত, নিবেদক, খাকসার, খাদেন (লেখক মহিলা হলে লিঙ্গান্তরিত শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে।)

শব্দার্থ ও টীকা

সম্বন্ধ	সম্ভাষণ	বিনয়বচন
বয়সে বড়ো (মহিলা)	শ্রীচরণেষু, পূজনীয়াসু, শ্রদ্ধাস্পদাসু, মাননীয়াসু, সম্মানীয়া, মোয়াল্লেমা, . . .	ওই
বয়সে ছোট	কল্যাণীয়েষু/কল্যাণীয়াসু কল্যাণীয়/ কল্যাণীয়া স্নেহাস্পদেষু/ স্নেহাস্পদাসু স্নেহভাজন/ স্নেহের আজিজে কদর,	শুভার্থী, শুভাকাঙ্ক্ষী, শুভানুধ্যায়ী আশীর্বাদক, খায়েব, তালেম . . . (লেখক মহিলা হলে লিঙ্গান্তরিত শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে।)
বন্ধু বা প্রীতিভাজন (পুরুষ)	প্রিয়, বন্ধুবরেষু, সুহৃদবরেষু প্রীতিভাজন, দোস্তবরেষু, মেহেরবানেষু . . .	শুভেচ্ছু প্রীতিমুগ্ধ/ প্রীতিমুগ্ধা
বন্ধু বা প্রীতিভাজন (মহিলা)	প্রিয়, সুচরিতাসু, সুহৃদাসু, প্রীতিনিলয়াসু, মেহেরবান সাহেবা, . . .	প্রীতিধন্য/ প্রীতিধন্যা

বৈষয়িক পত্রে সম্ভাষণ বা সম্বোধন হিসাবে সাধারণত লেখা হয়: সবিনয় নিবেদন, মাননীয়/ মাননীয়া, মহাশয়/ মহাশয়া ইত্যাদি।

বৈষয়িক পত্রের বিনয়বাচক পদ এরকম হয়ে থাকে: ভবদীয়, বিনীত, বিনয়াবনত ইত্যাদি।

পাঠগত প্রশ্ন : 25.1

1. যে-কোনো চিঠির সাধারণ কাঠামোয় কী কী বিষয় থাকা চাই?
2. ব্যক্তিগত পত্রে বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলা ও পুরুষকে কী ধরণের সম্ভাষণ করা উচিত?
3. ব্যক্তিগত পত্রে বন্ধুস্থানীয় বা প্রীতিভাজনকে কী রকম বিনয়বচন জানানো যায়?
4. বৈষয়িক পত্রে সম্ভাষণ হিসাবে কী লেখা হয়?
5. বৈষয়িক পত্রের বিনয়বচন কেমন হয়?
6. চিঠির খামে বা মোড়কের উপর কী কী লিখতে হয়?

শব্দার্থ ও টীকা

25.3.2 ব্যক্তিগত চিঠির নমুনা

এবার আমরা কয়েকটি ব্যক্তিগত পত্রের নমুনা পেশ করছি—

1. বাবার কাছে ছেলের পত্র
(দুঃস্থ আত্মীয়কে সাহায্যের কথা জানিয়ে)

৯এ/২, নর্দার্ন অ্যাভিনিউ
পাইকপাড়া
কলকাতা ৭০০ ০৩৭
১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১০

শ্রীচরণেষু বাবা,

গতকাল রাত্রেই টেলিফোনে তোমার সঙ্গে অনেক কথা হয়েছে। আমাদের সব কুশল সংবাদ শুনেছ। আর আমরাও তোমার কাজের চাপ ও নানা জায়গা পরিদর্শন সম্বন্ধে জেনেছি। এই বয়সে চাকরির খাতিরে তোমাকে একা দূরে থেকে এতটা পরিশ্রম করতে হচ্ছে বলে আমাদের খুব উদ্‌বেগের মধ্যে থাকতে হয়। মা-ও এখন এখানকার সংসার ছেড়ে তোমার ওখানে যেতে পারছে না। দাদা সবে চাকরি পেয়েছে, পোস্টিং যদিও কলকাতার কাছেই, তবে কবে যে বদলির আদেশ এসে যাবে জানি না। আগামী বছরের গোড়ায় আমার শেষ সেমিস্টারের পরীক্ষা।

যাই হোক, যে-কথাটা জানাবার জন্য তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি সেটা বলছি। একটু আগে পিসিমণি ফোনে জানাল যে ছোড়দার ডিউডোনাল আলসার ধরা পড়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে তার তলপেটে খুব ব্যথা হচ্ছিল। দু-এক দিন মলদ্বার দিয়ে রক্ত বার হয়। কতকগুলো ডাক্তারি পরীক্ষার পর আসল রোগ নির্ণয় করা গেছে। ছোড়দা খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। ওদের পারিবারিক চিকিৎসকের পরামর্শে সাউথ ক্যালকাটা নার্সিং হোমে ভরতি করা হয়েছে। অন্তত পনেরো দিন থাকতে হবে। ওখানে দু-বেলার জন্য দু-জন নার্স রাখতে হবে। এই ব্যয়সাপেক্ষ চিকিৎসার ভার একা পিসেমশায়ের পক্ষে সামলানো খুব কষ্টকর। কিছুকাল আগে পিসেমশায়ের নিজের চিকিৎসার জন্য প্রচুর টাকা খরচ হয়ে গেছে। তাই ওঁদের সংসারে বেশ টানাটানি চলছে।

এইসব শুনে মা ঠিক করেছে, তোমার আর মা-র নামে এখানকার ব্যাংকে পঞ্চাশ হাজার টাকার যে ফিক্সড ডিপোজিট আছে সেটা ভাঙিয়ে পিসিমণিকে সাহায্য করবে। এ ব্যাপারে তোমার সম্মতি মিলবে তা আমরা ধরেই নিয়েছি। তুমি এই প্রস্তাবে রাজি হওয়ার কথা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে ওই টাকা তুলে ওদের দেওয়া হবে।

অসহায় বা দুঃস্থ আত্মীয়দের পাশে দাঁড়ানোর শিক্ষা আমরা তোমার কাছ থেকেই পেয়েছি। তাই মায়ের এই স্বতঃস্ফূর্ত সিদ্ধান্তে আমাদের পুরো সায় আছে।

তোমার উত্তরের অপেক্ষায় রইলুম।

প্রণত
অমলকুমার নাগ

শব্দার্থ ও টীকা

শ্রী অজয়কুমার নাগ
মালঞ্চনগর
কুঞ্জবন
আগরতলা
ত্রিপুরা
PIN 799 006

2. বন্ধুর কাছে চিঠি (পরিবেশ চেতনা নিয়ে)

সুমন্ত মিত্র
২৩ পিপুলপাতি রোড
চুঁচুড়া, হুগলি জেলা
৭ জুলাই ২০০৯

প্রিয় নীলাঞ্জন,

তোমার চিঠি দিন কয়েক আগে পেয়েছি। কিন্তু নানা কারণে উত্তর লিখতে কিছুটা দেরি হয়ে গেল।

পিম্পরি-তে তোমার চাকরিটা যে ভালো লেগেছে জেনে খুব খুশি হয়েছি। পুণেতে দিদি-জামাইবাবুর কাছে থাকার ফলে পারিবারিক সুখ পাচ্ছ এবং এখানকার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে যাওয়ার অভাবটা তত দুঃখ দিচ্ছে না বলে জানিয়েছ। এটা ভালো লক্ষণ, কেননা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেওয়াটা মানুষের একটা বড়ো গুণ।

তবে একটা বিষয়ে তোমাকে সচেতন করতে চাই। অবশ্য এ-বিষয়ে আমি বলার আগেই তুমি নিজে থেকে অবহিত আছ বলেই মনে করি। ব্যাপারটা হল, মহারাষ্ট্রের এই পুণে-পিম্পরি অঞ্চলটা বিবিধ শিল্প-কারখানায় জমজমাট। আমাদের রাজ্যে যেমন দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল। আর ওইসব কারখানা থেকে নিরন্তর বিষাক্ত গ্যাস উদ্‌গিরণ হতে থাকার দরুন পরিবেশ সর্বক্ষণ দূষিত হয়ে থাকে। নির্মল বাতাস কিংবা পানীয় জল মেলা ভার হয়ে ওঠে। এ কথা ঠিক, শিল্প-কারখানাগুলি আধুনিক নানা প্রণালী ব্যবহার করে দূষণের মাত্রা যথাসম্ভব কমাবার চেষ্টা করে। তা সত্ত্বেও ওখানকার আশপাশ এলাকা অনেকটাই দূষণযুক্ত। ওখানে ধুলো-ধোঁয়া এ সবের দাপটে যে-কেউ সহজেই অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। শ্বাসকষ্টের রোগ, স্নায়ুর রোগ, এমনকি ক্যানসারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই ওই দূষিত পরিবেশের মধ্যে নিজেকে রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়াটা খুবই জরুরি। শরীরে ধুলো-ধোঁয়া যাতে ঢুকতে না-পারে সেজন্য নাক-কান-চোখ-মুখ ঢেকে রাখার সরঞ্জাম ব্যবহার করা দরকার। জল বা কোনো পানীয় গ্রহণের সময় সাবধান থাকতে হবে। রাস্তার ধারের কোনো খাবার, বিশেষ করে কাটা-ফল, খাওয়া চলবে না। কাজের জায়গা থেকে বাড়ি ফিরে সাবান আর ডিসইনফেকট্যাণ্ট বা জীবানুনাশক দিয়ে খুব ভালো ভাবে নাক-চোখ-কান-মুখ তো বটেই গোটা শরীরটাই ধুয়ে পরিষ্কার করে নেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। পুষ্টিকর আহারের দিকে নজর দিতে হবে। রাতের ঘুমটা যেন ভালো হয়।

উদ্‌গিরণ = বেরিয়ে আসা।

দুরারোগ্য = সহজে সারে না।
সমূহ = প্রবল।

আরও একটা কথা, কাজের জায়গায় অনেক সময় নানা কারণে টেনশন বা মানসিক চাপ তৈরি হয়ে থাকে। এর পরিণতিতে শরীর ও মনের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার উৎপত্তি হয়ে জটিল রোগ পর্যন্ত দেখা দিতে পারে। তাই এই টেনশন্ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে। এটা পুরোপুরি নিজের হাতে। যে-কোনো

শব্দার্থ ও টীকা
আত্মপ্রত্যয় = নিজের উপর বিশ্বাস।

দায়িত্বই আসুক, যে কোনো অসুবিধা বা বিপত্তি ঘটুক তাতে একটুও বিচলিত না-হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় তার মোকাবিলা করা চাই। তাহলেই দেখবে তোমার আত্মপ্রত্যয় জেগে উঠবে এবং তুমি সকল সমস্যাই সহজে কাটিয়ে উঠতে পারবে।

আমার এই উপদেশভরা লম্বা চিঠি তোমার বিরক্তির কারণ হবে না বলেই মনে করি। একজন শুভানুধ্যায়ী অন্তরঙ্গ সুহৃদ হিসেবে তোমাকে এসব কথা জানানো— যা হয়তো অনেকটাই তোমার জানা আছে— আমার কর্তব্য বলে মনে হয়েছে।

তোমার ও দিদি-জামাইবাবুর কুশল কামনা করি।

ভালোবাসা জেনো,

তোমার সুমন্ত

শ্রী নীলাঞ্জন চৌধুরী
৫, পুষ্পাঞ্জলি
রামবাগ কলোনি
পুণে, মহারাষ্ট্র
PIN 799 006

3. বোনকে লেখা একটি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

বিশ্ববন্ধু দাশ
Banerghatta Main Road
Bengaluru 560 076
৭ জুলাই ২০০৯

স্নেহের বোন ব্রততী,

আমরা চার বন্ধু মিলে ট্রেনে সারা রাস্তা খুব মজা করতে করতে বেঙ্গালুরু স্টেশনে পৌঁছোনোর পর প্রদীপের দাদা তাঁর গাড়িতে করে তাঁদের ফ্ল্যাটে নিয়ে এলেন। এটা এগারো তলার উপর। অনেক দূর অবধি দেখা যায়। একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে ঢালু জমি। খুব মনোরম দৃশ্য। আর আবহাওয়াটা বসন্তকালের মতো। এখানে এসে বেশ আরাম করে স্নানটান সেরে শরীরটা চাঙ্গা করে পোশাক পালটে নেওয়া গেল। তারপর প্রদীপের বউদির পরিবেশনায় পর্যাপ্ত ব্রেকফাস্ট সারা হল। এই সাউথ সিটিটা একটু ঘুরে নেবার জন্য আমরা তখনই বেড়িয়ে পড়লুম। পিচ-বাঁধানো রাস্তা খুব পরিচ্ছন্ন। প্রচুর গাছপালা, খোলা মাঠ কিংবা পার্ক সবুজ ঘাসে ঢাকা। তারই মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেকগুলি ২০ তলার বহুতল বাড়ি। কিন্তু একটুও ঘিঞ্জি লাগে না। এখানকার জমি উঁচুনিচু। চড়াই-উতরাই বেয়ে চলতে হয়।

বিকেলে প্রদীপের দাদা অফিস থেকে ফিরে আমাদের সঙ্গে নিয়ে শহরের কয়েকটি জায়গা ঘুরিয়ে দেখালেন। বেশ বড়ো শহর। প্রচুর দোকানবাজার। লোক থইথই করছে। জে.পি. নগরে একটি রেস্তোরাঁয় রাতের খাবার সেরে নেওয়া হল। সেখানে আশপাশের টেবিল থেকে বাংলায় কথাবার্তা কানে আসছিল। আমরা যেচে কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করলুম। এখানে ইনফরমেশন টেকনোলজিতে বহু বাঙালি ছেলেমেয়ে বেশ উঁচু পদে আছে। তাছাড়া মলিকিউলার বায়োলজি পড়তে এবং চিকিৎসাগবেষণার কাজে অনেক বাঙালি ছেলেমেয়ে

শব্দার্থ ও টীকা

রত আছে। বেশ কিছু বাঙালি বেঙ্গালুরুতে ফ্ল্যাট কিনে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

পরের দিন, আমরা লালবাগে উদ্ভিদ উদ্যান, বিশ্বেশ্বরাইয়া বিজ্ঞান মিউজিয়াম, টিপু সুলতান-হায়দার আলির প্রাসাদ, বিধানসৌধ এসব দেখে কাটালুম।

তার পরের দিন আমাদের তিরুপতি যাওয়া। চার বন্ধু ভাড়ার গাড়িতে সকালে রওনা হলুম। ওখানে পৌঁছে লাইনে দাঁড়ানো। তবে ব্যবস্থা খুব সুশৃঙ্খল। দেবদর্শন হলে দুপুরের খাওয়া সেরে আবার ফেরার পথ। এই যাত্রাটা খুবই আনন্দের হয়েছিল।

আর দুটো দিন এখানে কাটিয়ে আমরা কলকাতার ট্রেন ধরব। প্রদীপের দাদা-বউদি আমাদের জন্য যা করেছেন তা বলে বোঝানো যাবে না। আমরা বাড়ির বাইরে এসেছি বলে বুঝতেই পারছি না।

এ চিঠি আমার আগে পৌঁছাবে, নাকি আমি চিঠির আগে পৌঁছোব তা জানি না।

রোজই টেলিফোনে তোদের খবর পাই। তাই আশ্বস্ত আছি। মা-বাবা, দাদা-বউদিকে আমার প্রণাম জানাস, তুই ভালোবাসা জানবি।

দাদা

ব্রততী দাশ
প্রযত্নে: শ্রী বিষ্ণুপদ দাশ
৭, জীবনকৃষ্ণ চ্যাটার্জী লেন
ডাক: সোদপুর
জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা
PIN 700 110

পাঠগত প্রশ্ন : 25.2

1. আপনার পরীক্ষার ফল জানিয়ে দিদিকে চিঠি লিখুন।
2. পূজোর ছুটিতে মামার বাড়িতে কাটানোর বিবরণ দিয়ে বন্ধুকে চিঠি লিখুন।
3. দূরে কর্মরত বন্ধুকে রোগ সম্বন্ধে সচেতন করে চিঠি লিখুন।

25.3.3 বৈষয়িক চিঠির নমুনা

1. সরকারি অফিসে অর্জিত ছুটি মঞ্জুরের আবেদন

শব্দার্থ ও টীকা

২১ সেন্ট্রাল রোড
যাদবপুর, কলকাতা ৭০০ ০৩২
০৮.০২.২০১০

নিবন্ধক
অর্থবিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মহাশয়/মহাশয়া,

আমি গত রাত্রি থেকে ভাইরাসঘটিত অসুখে আক্রান্ত হয়েছি। আমার চিকিৎসক আমাকে পাঁচদিনের জন্য পূর্ণ বিশ্রামের নির্দেশ দিয়েছেন। সে-কারণে আমাকে আজ ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১০ পর্যন্ত পাঁচদিনের অর্জিত ছুটি (আগের শনি-রবিবার ৬ ও ৭ তারিখ এবং পরের শনি-রবিবার ১৩ ও ১৪ তারিখ ছুটির দিনের মধ্যে গণনা না-করে) অনুমোদন করতে অনুরোধ জানাই। আমি কাজে যোগ দেবার সময় চিকিৎসকের শংসাপত্র জমা দেব।

আশা করি, আমার এই আবেদন সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা ছুটি মঞ্জুর করে আমাকে অনুগৃহীত করবেন।

নমস্কারান্তে,

ভবদীয় = আপনার।

ভবদীয়
প্রদ্যোতকুমার সেন
উচ্চবর্গীয় করণিক

2. সরকারি অফিসে নৈমিত্তিক ছুটির আবেদন

বি সি ৩৬/৩, সেক্টর ১
সল্টলেক
কলকাতা ৭০০ ০৬৪
১ ডিসেম্বর, ২০০৯

সংস্কৃতি অধিকর্তা
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মহাকরণ

মহাশয়,

আগামী ৩ ডিসেম্বর ২০০৯ আমার ভগিনীর বিবাহ। সেই উপলক্ষ্যে বাড়িতে বিধি কর্তব্যের জন্য আমার পক্ষে ২ থেকে ৪ ডিসেম্বর '০৯ অফিসের কাজে যোগ দেওয়া সম্ভব হবে না। তাই আমাকে উক্ত তিন দিনের নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করতে আবেদন জানাই।

শব্দার্থ ও টীকা

আমার এই আবেদন অনুমোদন করে আমাকে অনুগৃহীত করবেন বলে আমার একান্ত বিশ্বাস।

নমস্কার
ভবদীয়
অলোক সমাদ্দার
সহ অধিকর্তা (সংস্কৃতি)

3. চাকরির দরখাস্ত

১৯ শিববাটী লেন
কোন্‌নগর
হুগলি জেলা
PIN 712 235
১৮.০১.২০১০

পোস্ট বক্স নং XYZM
আনন্দবাজার পত্রিকা

বিজ্ঞাপনদাতা সমীপে
মহাশয়/মহাশয়া

গত ১৬.০১.২০১০ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় আপনার সংস্থার তরফে করণিকের পদের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। সেই সূত্রে আমি একজন প্রার্থী হিসেবে আবেদন জানাচ্ছি। আমার জীবনপঞ্জি এইসঙ্গে সংলগ্ন করে দেওয়া হল।

একান্তভাবে আশা করি যে আমার আবেদনপত্রটি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে আমাকে সাক্ষাৎকারে হাজির হওয়ার ব্যাপারে আনুকূল্য করে যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ দিয়ে অনুগৃহীত করবেন।

নমস্কারান্তে—

স্বাক্ষর
(অনসূয়া মুখোপাধ্যায়)

সংলগ্নপত্র : জীবনপঞ্জি

জীবনপঞ্জি

নাম	:	শ্রীমতী অনসূয়া মুখোপাধ্যায়
পিতা/স্বামীর নাম	:	প্রয়াত অনিল মুখোপাধ্যায়
ঠিকানা	:	১৯ শিববাটী লেন, কোন্‌নগর হুগলি জেলা

বিবাহিত/অবিবাহিত : অবিবাহিত

জন্মতারিখ : ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮

শিক্ষাগত যোগ্যতা : বি.এ. (ইংরেজি অনার্স)

শিক্ষাসংক্রান্ত পরিচয়

পরীক্ষা	বৎসর	পরীক্ষা গ্রহণ কর্তৃপক্ষ	বিষয়	বিভাগ ও মার্কস
মাধ্যমিক	২০০৪	প. ব. মধ্যশিক্ষা পর্ষদ	বাংলা, ইংরেজি গণিত ইতিহাস ভৌতবিজ্ঞান জীবনবিজ্ঞান ভূগোল ঐচ্ছিক গণিত	প্রথম ৭৭%
উচ্চ মাধ্যমিক (কলা)	২০০৬	উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ	বাংলা, ইংরেজি ইতিহাস পৌরবিজ্ঞান পরিবেশবিদ্যা	প্রথম ৭২%
বি.এ. (ইংরেজি অনার্স)	২০০৯	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	ইংরেজি, বাংলা ইতিহাস পৌরবিজ্ঞান	দ্বিতীয় ৫৭%

অন্যান্য যোগ্যতা

ইংরেজি টাইপিং : স্পিড - ৪৫ শব্দ/মিনিট

বাংলা টাইপিং : স্পিড - ৪০ শব্দ/মিনিট

ইংরেজি স্টেনোগ্রাফির শিক্ষানবিশি চলছে

চাকরির অভিজ্ঞতা : নেই

স্বাক্ষর

(অনসূয়া মুখোপাধ্যায়)

শব্দার্থ ও টীকা

4. পর্যটন সংস্থাকে পত্র

সারদামাতা বালিকা বিদ্যালয়
পাঁচলা, হাওড়া জেলা

২ এপ্রিল, ২০০৮

পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগম
৩/২, বিবাদী বাগ (পূর্ব)
কলকাতা ৭০০ ০০১

বিষয় : শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য শিক্ষার্থীদের বিশেষ প্যাকেজ

মহাশয়/মহাশয়া,

সংবাদপত্রে আপনাদের সংস্থার বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে যে পশ্চিমবগে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণার্থীদের নিয়ে যাওয়ার সুব্যবস্থা আপনাদের আছে। বিদ্যালয় বা কলেজের ছাত্রছাত্রেরা একযোগে শিক্ষামূলক ভ্রমণে গেলে তাদের জন্য বিশেষ প্যাকেজ আছে।

আমাদের বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ২৫ জন ছাত্রীকে নিয়ে আমরা আগামী জুন মাসের ৫ থেকে ১১ তারিখ পর্যন্ত বীরভূম ও সন্নিহিত অঞ্চলে শিক্ষামূলক ভ্রমণে যেতে চাই। প্রথমে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন, তারকেশ্বর বক্রেশ্বর হয়ে কেন্দুলি ও কাটোয়ার নানা ঐতিহাসিক ও দ্রষ্টব্য স্থান দেখানো হবে। শিক্ষিকা সহ মোট ৩০ জনের এই দলের লাক্সারি বাসে ভ্রমণকালে যাতায়াত সহ থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থার জন্য মোট কত টাকা লাগবে তার হিসাব যথাসত্বর পাঠাতে অনুরোধ জানাই। কোথায় কীভাবে থাকা হবে আর দুবেলার জলখাবার ও দু-বেলা আহারের মোটামুটি খাদ্যতালিকা পেশ করতে পারলে ভালো হয়। সেই সঙ্গে ভ্রমণকালে এতগুলি মেয়ের নিরাপত্তার বিষয়টিও বিবেচ্য।

পত্রোত্তরে বিশদে সব কিছু জানালে আমাদের পক্ষে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হবে।

নমস্কারান্তে
ভবদীয়

(প্রধান শিক্ষিকা)

শব্দার্থ ও টীকা

5. মাল সরবরাহের অর্ডার

ইস্টবেঙ্গল সোসাইটি

১৪৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০১২
দূরভাষ ২২৪১ ৫৮৫৮

দিনাঙ্ক ১৯.০৩.২০০৮

পত্রাঙ্ক : ইবিএস/২১ জি ০৮
মেসার্স ক্যালকাটা ড্রেস মেকার্স লিমিটেড
৪৫ বাগমারি রোড
কলকাতা ৭০০ ০৫৪

প্রসঙ্গ : উর্দি (ইউনিফর্ম) সরবরাহ

মহাশয়,

একটি সুবৃহৎ বেসরকারি সংস্থার বেয়ারা ও আর্দালিদের জন্য দু-মাসের মধ্যে প্রচুর পোশাক বা উর্দির অর্ডার আমাদের হাতে আছে। তবে আমাদের স্টকে যা মজুত আছে তাতে কিছু পরিমাণ উর্দি কম পড়ছে। আপনারা দীর্ঘদিন সুনামের সঙ্গে পোশাক বানানোর কাজে যুক্ত আছেন। আপনাদের সঙ্গে যদি আমাদের দর-দামে পোষায় তাহলে আপনাদের সংস্থাকে বেশ কিছু উর্দির ফরমাশ দিতে পারব।

পোশাক সংক্রান্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল:

১.	ফুলহাতা খাকি বুশশার্ট	২০ ইঞ্চি - ৩০ ইঞ্চি
২.	হাফহাতা খাকি বুশশার্ট	৩০ ইঞ্চি - ৪৫ ইঞ্চি
৩.	খাকি ড্রিল ট্রাউজার্স (কোমরের মাপ)	৩০ ইঞ্চি - ৪৫ ইঞ্চি

যথাসত্বর আপনাদের চলতি দরপত্র হাতে পাওয়ার পর সেটি বাজার-দরের সঙ্গে যাচাই করে আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে অর্ডার জানিয়ে দেব। মাল সরবরাহের আগে ২০ শতাংশ অর্থ অগ্রিম দেওয়া হবে এবং নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী সব মাল সরবরাহ করা হয়ে গেলে পনেরো দিনের মধ্যে বাকি টাকা মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

নমস্কারান্তে
ভবদীয়

স্বাক্ষর
ইস্ট বেঙ্গল সোসাইটির পক্ষে

শব্দার্থ ও টীকা

6. অর্ডার সরবরাহের ব্যাপারে দরপত্র দাখিল

ক্যালকাটা ড্রেস মেকার্স লিমিটেড

৬৫ বাগমারি রোড
কলকাতা ৭০০ ০৫৪
দূরভাষ ২৫২৪ ১৮৭৮

তাং ২২ মার্চ ২০০৮

মেসার্স ইস্ট বেঙ্গল সোসাইটি
১৪৮ বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০১২

প্রসঙ্গ : উর্দি সরবরাহের ব্যাপারে চলতি দরপত্র দাখিল

মহাশয়,

আপনাদের প্রেরিত ১৯.০৩.২০০৮ তারিখের ইবিএস/২১জি ০৮ সংখ্যক পত্রের জন্য ধন্যবান। আপনারা ওই পত্রে উর্দি সরবরাহের যে ফরমাশের কথা বলেছেন সেই ব্যাপারে আমাদের চলতি দরপত্র নীচে প্রদত্ত হল:

	মালের নাম	প্রতি ডজন
১.	ফুলহাতা খাকি বুশশার্ট (২০ ইঞ্চি - ৩০ ইঞ্চি)	১২০০ টাকা
২.	হাফ হাতা খাকি বুশশার্ট (৩০ ইঞ্চি - ৪৫ ইঞ্চি)	১০০০ টাকা
৩.	খাকি ড্রিল ট্রাউজার্স (কোমর ৩০ ইঞ্চি - ৪৫ ইঞ্চি)	১৭৫০ টাকা

আপনাদের অর্ডার পাওয়ার পর দু'সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত মাল সরবরাহ করার ব্যবস্থা হবে। মালের ফরমাশের সঙ্গে আপনাদের প্রস্তাবমতো মোট দামের ২০ শতাংশ টাকার ব্যাংক ড্রাফট পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ জানাই। আরও জানানো হচ্ছে মাল ডেলিভারির ৭ দিনের মধ্যে নগদে পুরো পাওনার টাকা মিটিয়ে দেওয়া হলে আমাদের তরফে ৫ শতাংশ ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে।

পোশাক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আমাদের কারিগরি দক্ষতা ও সততা সুবিদিত। আমরা নিশ্চিত যে আপনাদের পুরোপুরি সন্তুষ্টিবিধান করতে পারব। আপনাদের এই প্রসিদ্ধ সংস্থার অর্ডার অতিশয় যতনসহকারে ও দ্রুততার সঙ্গে মানসম্মতভাবে সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দিতে আমরা সমর্থ।

ধন্যবাদান্তে
ভবদীয়

(এস. কে. সেন)
ক্যালকাটা ড্রেস মেকার্স লি:-এর পক্ষে

7. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্ডার সরবরাহ করতে পারার অসুবিধা জানিয়ে পত্র

গুডলাক ইলেকট্রিকাল প্রোডাক্টস

২২, রাধাবাজার স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০১

দিনাঙ্ক ১৯.০৩.২০০৮

মেসার্স চ্যাটার্জি ইলেকট্রনিক্স
জি.টি. রোড, (পশ্চিম)
আসানসোল - ৪

বিষয় : নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাল সরবরাহে অপারগতা

মহাশয়,

আপনাদের প্রেরিত ১৭.০৪.০৮ তারিখের পত্রের জন্য ধন্যবাদ। ওই পত্রে আপনারা ২০০৮-এর মে মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে নিম্নলিখিত মাল সরবরাহের ফরমাশ জানিয়েছেন—

১.	খৈতান সিলিং ফ্যান ৪৮ ইঞ্চি	১০০ খানি
২.	পোলার সিলিং ফ্যান ৪৮ ইঞ্চি	১০০ খানি
৩.	ওরিয়েন্ট টেবিল ফ্যান ১৪ ইঞ্চি	৫০ খানি

গ্রীষ্মের মরশুম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়ভাবে পাখার চাহিদা অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের স্টক দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে এবং উৎপাদক কোম্পানি মালের ঠিকমতো জোগান দিতে পারছে না। তাই এত কম সময়ের মধ্যে আপনাদের ফরমাশ মতো মাল সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। আপনাদের যদি মে (২০০৮) মাসের শেষ বরাবর ওইসব মাল পেলে চলে তবে অনুগ্রহ করে তা জানালে আপনাদের ফরমাশ অনুযায়ী সব পাখা সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দিতে পারি। সত্বর আপনাদের অভিমত জানালে আমরা সেইমতো ব্যবস্থা নিতে পারব।

আপনাদের সন্তুষ্টিবিধানে আমরা সদা তৎপর আছি। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফরমাশ মতো মাল সরবরাহ করা সম্ভবপর হচ্ছে না বলে আপনাদের যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে সেজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তবে আপনারা চাইলে আমরা ৩১ মে ২০০৮-এর মধ্যেই পুরো মাল সরবরাহের আশ্বাস দিতে পারি।

আপনাদের উত্তরের অপেক্ষায় আছি।

ধন্যবাদান্তে

ভবদীয়

স্বাক্ষর
গুডলাক ইলেকট্রিকাল প্রোডাক্টস-এর পক্ষে

শব্দার্থ ও টীকা

৪. ব্যাংকে ওভারড্রাফট্ সুবিধার জন্য অনুরোধ

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স লিমিটেড

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩
দূরভাষ : ২২৪১ ৯৪৩১, ২২৪১ ৬৪২০

জুন ২৭, ২০০৯

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার
স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া
কলেজ স্ট্রিট শাখা

প্রসঙ্গ : ক্যাশ ক্রেডিট সুবিধার জন্য আবেদন

মহাশয়,

আমরা কলকাতার অন্যতম প্রাচীন প্রকাশক ও বিক্রেতা। দীর্ঘ তিরিশ বছরের বেশি সময় ধরে আপনাদের শাখায় আমাদের কয়েকটি সেভিংস অ্যাকাউন্ট ও কারেন্ট অ্যাকাউন্টে (নম্বর যথাক্রমে এস বি ২৪৭০, এস বি ৯৮৩৫, সি এ ১৫৬০৭) লেনদেনের কাজ হয়ে থাকে। আমাদের বইয়ের চাহিদা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। ফলে একসঙ্গে বেশ কিছু বই ছাপার জন্য প্রচুর পরিমাণে কাগজ ও অন্যান্য সরঞ্জাম সংগ্রহের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এর অনেকটাই নগদে কিনতে হয়। সে কারণে আমাদের তহবিলে মাঝেমাঝেই ঘাটতি দেখা দেয়।

এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য আমাদের পরিচালন পর্ষদ আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে আমাদের গুদামে মজুত মাল বন্ধকের বিনিময়ে প্রয়োজন অনুসারে কারেন্ট অ্যাকাউন্টে জমা টাকার অতিরিক্ত অর্থ ধার নেবার সুবিধার জন ব্যবস্থা করতে। আপনাদের ব্যাংকের প্রচলিত শর্তসাপেক্ষে আমাদের প্রতিষ্ঠানকে অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ওভারড্রাফট গ্রহণের সুবিধা দেবার বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করতে অনুরোধ জানাই।

আমাদের এই প্রস্তাব যথাসত্বর অনুমোদন করে এ ব্যাপারে আবেদনের জন্য নির্দিষ্ট ফরম ও অন্যান্য দরকারি কাগজপত্র পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলে বিশেষভাবে অনুগৃহীত বোধ করব।

নমস্কারান্তে

ভবদীয়

(এস. এন. রায়)
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
লিমিটেডের পক্ষে

9. সামাজিক পত্র (কোনো অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র)

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : (০৩৩) ২৩৫০ ৩৭৪৩

সবিনয় নিবেদন,

আগামী ৮ শ্রাবণ ১৪১৬ (২৫ জুলাই ২০০৯) শনিবার বিকেল পাঁচটায় পরিষৎ-সভাঘরে পরিষদের ১১৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হবে। এই উপলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠাদিবসের ভাষণ প্রদান করবেন অধ্যাপক সুবিমল সেন।

বিষয় : বিজ্ঞান ও সাহিত্য।

সংগীত পরিবেশন করবেন দেবজিত্ ও ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন পরিষৎ-সভাপতি অধ্যাপক রমাকান্ত চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানে আপনার সানুগ্রহ উপস্থিতি কামনা করি। নমস্কার।

স্বপন বসু

কলকাতা
১৫.০৭.২০০৯

সম্পাদক
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

পাঠগত প্রশ্ন : 25.3

1. আপনার অসুস্থতার জন্য অফিসে ৩ দিনের ছুটির আবেদন করুন।

2. চাকরির দরখাস্তে কী কী বিষয় থাকা উচিত?

25.4 আপনি যা শিখলেন

1. পত্ররচনার আবশ্যকতা;
2. পত্রের প্রধান দুটি শ্রেণি— ব্যক্তিগত ও বৈষয়িক;
3. বৈষয়িক পত্রের বিবিধ বিভাগ;
4. চিঠির কাঠামো কেমন হওয়া উচিত;
5. ভালো চিঠির বৈশিষ্ট্য;
6. যথাযথভাবে পত্ররচনার রীতি এবং যে-কোনো চিঠি লেখার বেলায় তা ঠিকমতো প্রয়োগ।

শব্দার্থ ও টীকা

25.5 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. ব্যক্তিগত পত্র আর বৈষয়িক পত্র রচনার ক্ষেত্রে মিল এবং পার্থক্যের বিষয়টি আলোচনা করুন।
2. হস্টেল থেকে মা-কে চিঠি লিখে লেখাপড়ার অগ্রগতির কথা জানান।
3. বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে বন্ধুকে চিঠি লিখুন।
4. ধূমপানের অপকারিতার কথা জানিয়ে ভাইকে চিঠি লিখুন।
5. মফস্‌ল থেকে কলকাতার পুস্তকবিক্রেতাকে কতকগুলি বই ভি.পি.পি.-তে পাঠাবার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখুন।
6. অসুস্থ নিকট আত্মীয়কে চিকিৎসার জন্য মুম্বাই নিয়ে যেতে হবে বলে অফিসে দু-সপ্তাহের ছুটির জন্য আবেদন করে চিঠি লিখুন।

25.6 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

25.1

25.3.1-এ দেওয়া চিঠিগুলি পড়ে উত্তর লিখুন।

25.2

25.3.2-এ দেওয়া চিঠিগুলি পড়ে উত্তর লিখুন।

25.3

25.3.3-এ দেওয়া চিঠিগুলি পড়ে উত্তর লিখুন।

শব্দার্থ ও টীকা

26

সংক্ষিপ্তসার

26.1 প্রস্তাবনা

গদ্যের এক বা একাধিক অনুচ্ছেদ কিংবা কবিতার এক বা একাধিক স্তবকের বক্তব্য-বিষয়কে সংক্ষেপে ও সহজভাবে নিজের ভাষায় প্রকাশ করার কাজটাই হল সংক্ষিপ্তসার রচনা। সংক্ষিপ্তসারকে ইংরেজিতে বলে প্রেসি (précis)।

সংক্ষিপ্তসার এবং সারাংশ (Precis আর Substance) কিন্তু এক নয়। সারাংশ বা ভাবার্থে প্রদত্ত পাঠের কেন্দ্রীয় ভাবকে তুলে এনে তাকে সহজ ও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে হয়। সারাংশে কোনো শিরোনাম দিতে হয় না।

সংক্ষিপ্তসার বা প্রেসি প্রস্তুত করার ব্যাপারে যেসব সাধারণ সূত্র মনে রাখা দরকার সেগুলি হল —

(ক) প্রদত্ত পাঠটি বারকয়েক মন দিয়ে পড়ে নিয়ে তার অন্তর্নিহিত ভাবটি ঠিকমতো বুঝে নিতে হবে।

(খ) প্রদত্ত পাঠটি গদ্যে বা পদ্যে কিংবা সাধু বা চলিত যাতেই লেখা হোক-না কেন সংক্ষিপ্তসারটি লিখতে হবে মান্য চলিত গদ্যে নিজের ভাষায়। প্রকাশভঙ্গি সরল ও স্পষ্ট হওয়া চাই। মূল পাঠের বক্তব্যটুকু সংক্ষেপে তুলে ধরতে হবে। তাই রচনাটি হবে বাহুল্যবর্জিত।

(গ) প্রদত্ত পাঠটি উত্তমপুরুষ বা মধ্যমপুরুষের বয়ানে বর্ণিত হয়ে থাকলে সেটিকে প্রথম পুরুষে লিখতে হবে। পাঠে উক্তি-প্রত্যুক্তি থাকলে শুধু তার মর্মটুকু পরোক্ষ উক্তিতে বলতে হবে। অলংকার থাকলে তা বর্জন করে সেখানকার আসল ভাবটুকু সহজ করে লিখতে হবে।

(ঘ) সংক্ষিপ্তসারটির আয়তন মূল পাঠের এক-তৃতীয়াংশের বেশি না-হওয়াই উচিত।

(ঙ) প্রদত্ত পাঠের মূল বক্তব্যটি যে-অংশে আছে সেটি বুঝে নিয়ে তাকেই প্রাধান্য দিতে হবে এবং সংক্ষিপ্তসারের শিরোনামও হবে সেই অনুযায়ী।

26.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়বার পরে আপনি:

- সংক্ষিপ্তসার বা প্রেসি বলতে কী বোঝায় তা জানতে পারবেন;

শব্দার্থ ও টীকা

- সংক্ষিপ্তসার লেখার রীতিনীতি জানতে পারবেন;
- সংক্ষিপ্তসারের বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরার দক্ষতা অর্জন করবেন;
- মূল পাঠের আসল বক্তব্য যেখানে আছে তা খুঁজে নিয়ে তাকেই প্রাধান্য দিতে পারবেন;
- সংক্ষিপ্তসারের উপযুক্ত শিরোনাম দিতে পারবেন।

26.3 বিষয়ের রূপরেখা

একটি রচনাংশের সংক্ষিপ্তসার লেখার সূত্রাবলি:

26.3.1 প্রথম সূত্র :

রচনাংশের মূল বক্তব্য চিহ্নিত করা। দৃষ্টান্ত:

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,—
তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পরধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি।
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায় মন,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি;—
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন।

স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
''ওরে বাছা মাতৃ-কোশে রতনের রাজি,
এ ভিখারি-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে।''
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।

এই অংশের মূল বক্তব্য বলা হয়েছে শেষ লাইনে— মাতৃভাষা মণিমাণিক্যপূর্ণ একটি খনির মতো।

পাঠগত প্রশ্ন : 26.1

1. নীচের উদ্ধৃতাংশের মূল বক্তব্য চিহ্নিত করুন।

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে—
ওরা কাজ করে

শব্দার্থ ও টীকা

নগরে প্রান্তরে।
রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে,
জয়স্তম্ভ মূঢ় সম অর্থ তার ভোলে,
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনিতে থাকে মুখ ঢাকি।
ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে
পঞ্জাবে বোম্বাই-গুজরাটে।

26.3.1 দ্বিতীয় সূত্র :

(১) সংক্ষিপ্তসার উত্তম বা মধ্যম পুরুষ নয়, লিখতে হবে প্রথম পুরুষে।

(২) সবরকম অলংকার ও বাহুল্যবর্জিত হতে হবে। দৃষ্টান্ত:

হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন কঠোর গদ্য আনো,
পদ-লালিত্য-ঝংকার মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো।
প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা—
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়:
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

এখানে চিহ্নিত অংশগুলো অলংকার। এগুলো বর্জন করে সহজ ভাষায় লেখার নমুনা—

কঠোর জীবন সংগ্রামের কথা কবিতার কোমল ভাষায় বলা যায় না। তার জন্য প্রয়োজন কঠোর গদ্যভাষা।

পাঠগত প্রশ্ন : 26.2

1. নীচের উদ্ধৃতাংশের মূল বক্তব্যকে প্রাধান্য দিয়ে বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপে লিখুন। সব রকম অলংকার বর্জন করবেন।

''হে ভারত ভুলিয়ো না— নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন করো। সদর্পে বলো— আমি ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, অজ্ঞান ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী। বলো ভাই— ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। আর বলো দিনরাত, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও মা, আমার দুর্বলতা, আমার কাপুরুষতা দূর করো, আমায় মানুষ করো।''

শব্দার্থ ও টীকা

26.3.1 তৃতীয় সূত্র :

সংক্ষিপ্তসার হবে মূল অংশের মোটামুটি এক তৃতীয়াংশ। দৃষ্টান্ত:

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও
তার মতো সুখ কোথাও কী আছে,
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।
পরের কারণে মরণেও সুখ
সুখ সুখ করি কেঁদো না আর।
যতই কাঁদিবে, যতই ভাবিবে,
ততই বাড়িবে হৃদয়ভার।
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনি 'পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

এই অংশে মোট ৫৫টির মতো শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর সংক্ষিপ্তসার লিখতে হবে অনধিক ২০টি শব্দে।

উদ্ধৃতাংশের সংক্ষিপ্তসার:

কেবল ব্যক্তিগত সুখলাভই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া অনুচিত। এতে প্রকৃত সুখ নেই। পরের দুঃখ দূর করার মধ্যেই আছে জীবনের সার্থকতা।

পাঠগত প্রশ্ন : 26.3

1. নীচের উদ্ধৃতাংশের বিষয় এক তৃতীয়াংশ শব্দে লিখুন।

অনুবীক্ষণ নামে এক প্রকার যন্ত্র আছে তাহাতে ছোটো জিনিসকে বড়ো দেখায়। বড়ো জিনিসকে ছোটো দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থবিদ্যাশাস্ত্রে থাকিলেও ওই উদ্দেশ্যে নির্মিত কোনো যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবন চরিত্র বড়ো জিনিসকে ছোটো দেখাইবার নিমিত্ত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাহারা খুব বড়ো বলিয়া পরিচিত, এইখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাহারা সহসা অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। এই চতুষ্পার্শস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবলগিরির ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে, কাহারও সাধ্য নাই যে সেই উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।

26.3.1 চতুর্থ সূত্র :

প্রত্যেক সংক্ষিপ্তসারের একটি উপযুক্ত শিরোনাম দিতে হয়। নীচে শিরোনাম সহ একটি পূর্ণাঙ্গ সংক্ষিপ্তসারের নমুনা দেখুন—

বিশ্বে একটি বাহিরের দিক আছে, সেইদিকে সে মস্ত একটা বল। সে দিকে তার বাঁধা নিয়মে এদিক ওদিক হবার জো নেই। এই বিরাট বস্তুবিশ্ব আমাদের নানা রকমে বাধা দেয়, কুঁড়েমি করে, বা মূর্খতা করে যে তাকে এড়াতে গেছে বাধাকে সে ফাঁকি দিতে পারেনি, নিজেকে ফাঁকি দিয়েছে। অপর পক্ষে বস্তুর নিয়ম যে শিখেছে, শুধু যে বস্তুর বাধা তার কেটেছে তা নয়, বস্তু স্বয়ং তার সহায় হয়েছে। বস্তুবিশ্বের দুর্গম পথে ছুটে চলবার বিদ্যা তার হাতে। সকল জায়গায় সকলের আগে সে পৌঁছাতে পারে বলে বিশ্বভোজের প্রথম ভাগটা পড়ে তার পাতে। আর, পথ হাঁটতে হাঁটতে যাদের বেলা বয়ে যায়, তারা গিয়ে দেখে যে তাদের ভাগ্যে হয় অতি সামান্যই বাকি, নয় সমস্তটাই ফাঁকি। (অংশটি ১০০টি শব্দে লিখিত)

উদ্ধৃতাংশের সংক্ষিপ্তসার: এতে আছে (১) শিরোনাম, (২) অলংকার ও বাহুল্যবর্জিত, (৩) প্রধান বক্তব্যের প্রাধান্য, (৪) মূল অংশের এক তৃতীয়াংশ শব্দ।

বস্তুবিশ্ব নিয়মের অধীন

এই বিশ্বজগৎ নিয়মশৃঙ্খলার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কোথাও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। বস্তুবিশ্বের নিয়মকে মেনে চললে তবেই কৃতকার্য হওয়া সম্ভব। তাকে অগ্রাহ্য করলে ব্যর্থতা অবধারিত। প্রকৃতির নিয়ম মেনেই প্রকৃতির বাধাকে লঙ্ঘন করা সম্ভব। এই নিয়ম যে মানে না সে দুরবস্থায় পড়ে।

পাঠগত প্রশ্ন : 26.4

1. নীচের অংশটির একটি পূর্ণাঙ্গ সংক্ষিপ্তসার লিখুন।

রামায়ণে যদি কোনো চরিত্র আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে তাহা একমাত্র ভরতের চরিত্র। সীতা লক্ষ্মণকে যে কটূক্তি করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষমার্হ নহে। রামচন্দ্রের বালিবধ ইত্যাদি অনেক কার্যই সমর্থন করা যায় না। লক্ষ্মণের কথা অনেক সময় অতি রুক্ষ ও দুর্বিনীত হইয়াছে; কৌশল্যা দশরথকে বলিয়াছিলেন, 'কোনো কোনো জলজন্তু যেমন স্বীয় সন্তানকে ভক্ষণ করে, তুমিও সেইরূপ করিয়াছ।' কিন্তু ভরতের চরিত্রে কোনো খুঁত নাই। পাদুকার উপর হেমছত্রধর জটাবল্কলধারী এই রাজর্ষির চিত্র রামায়ণে এক অদ্বিতীয় সৌন্দর্যপাত করিতেছে। কৈকেয়ীর সহস্র দোষ আমরা ক্ষমার্হ মনে করি, যখন মনে হয় তিনি এরূপ সুপুত্রের গর্ভধারিণী।

26.4 আপনি যা শিখলেন

1. সংক্ষিপ্তসার বা প্রেসি বলতে কী বোঝায়;
2. সংক্ষিপ্তসার লিখিত হয় মান্য চলিত গদ্যে এবং প্রথম পুরুষের বয়ানে;
3. মূল পাঠে অলংকার বা বাগ্‌বিস্তার থাকলে তা পরিহার করে কেবল সার বক্তব্যটুকু উদ্ধার করা চাই;
4. মূল অংশের আসল বক্তব্যকে প্রাধান্য দিতে হয়, মূল অংশের এক তৃতীয়াংশ শব্দে সংক্ষিপ্তসার লিখতে হয়;
5. সংক্ষিপ্তসারের ঠিকমতো শিরোনাম দেওয়া চাই।

শব্দার্থ ও টীকা

26.5 পাঠান্ত প্রশ্ন

নীচে প্রদত্ত অংশগুলির সংক্ষিপ্তসার তৈরি করুন—

1. চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়—
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করেনি শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

2. কেন নিবে গেল বাতি
আমি অধিক যতনে ঢেকেছিনু তারে
জাগিয়া বাসর রাতি
তাই নিবে গেল বাতি।
কেন ঝরে গেল ফুল
আমি বক্ষে জাগিয়া ধরেছিনু তারে
চিন্তিত ভয়াকুল
তাই ঝরে গেল ফুল।
কেন মরে গেল নদী
আমি বাঁধ বাঁধি তারে চাহি চারিধারে
চাহি তারে নিরবধি,
তাই মরে গেল নদী।
কেন ছিঁড়ে গেল তার
আমি অধিক আবেগে প্রাণপণ বলে
দিয়েছিনু ঝংকার,
তাই ছিঁড়ে গেল তার।

3. আমরা সিঁড়ি
তোমরা আমাদের মাড়িয়ে
প্রতিদিন অনেক উঁচুতে উঠে যাও,
তারপর ফিরেও তাকাও না পিছনের দিকে।

শব্দার্থ ও টীকা

তোমাদের পদধূলি ধন্য আমাদের বুক
পদাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় প্রতিদিন।
তোমরাও তা জানো,
তাই কার্পেটে মুড়ে রাখতে চাও আমাদের বুকের ক্ষত—
ঢেকে রাখতে চাও তোমাদের অত্যাচারের চিহ্নকে
আর, চেপে রাখতে চাও পৃথিবীর কাছে
তোমাদের গর্বোদ্ধত অত্যাচারী পদধ্বনি।
তবু আমরা জানি,
চিরকাল আর পৃথিবীর কাছে
চাপা থাকবে না
আমাদের দেহে তোমাদের এই পদাঘাত,
আর, সম্রাট হুমায়ুনের মতো
একদিন তোমাদেরও হতে পারে পদস্খলন।

4. আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে যে সময়ে ইংরেজ মহাপুরুষেরা বাঙালিদিগকে বাংলা শিখাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন, সেই সময় যে-সকল পণ্ডিতের সহিত তাঁহাদের আলাপ ছিল তাঁহারা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। তখন সংস্কৃত কালেজ বাংলায় একঘরে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা তাঁহাদিগকে যবনের দাস বলিয়া সঙ্গে মিশিতে দিতেন না। তাঁহারা যে-সকল গ্রন্থাদি পড়িতেন তাহা এ দেশমধ্যে চলিত ছিল না। এমনকি দেশীয় ভদ্রসমাজে তাঁহাদের কিছুমাত্র আদর ছিল না। সুতরাং তাঁহারা দেশে কোন্ ভাষা চলিত কোন্ ভাষা অচলিত, তাহার কিছুই বুঝিতেন না। হঠাৎ তাঁহাদিগের উপর বাংলা পুস্তক প্রণয়নের ভার হইল। তাঁহারাও পণ্ডিতস্বভাবসুলভ দাম্ভিকতা সহকারে বিষয়ের গুরুত্ব কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া লেখনী ধারণ করিলেন।

5. বঙ্গবাসী মাত্রই সজ্জন, বঙ্গে কেবল প্রতিবাসীরাই দুরাত্মা, যাহা নিন্দা শোনা যায় তাহা কেবল প্রতিবাসীর। প্রতিবাসীরা পরশ্রীকাতর, দাম্ভিক, কলহপ্রিয়, লোভী, কৃপণ, বণিক; তাহারা আপনার সন্তানকে ভালো কাপড়, ভালো জুতা পরায়, কেবল আমাদের সন্তানকে কাঁদাইবার জন্য। তাহারা আপনার পুত্রবধূকে উত্তম বস্ত্রালঙ্কার দেয়, কেবল আমাদের মুখ ভার করাইবার নিমিত্ত। পাপিষ্ঠ প্রতিবাসীরা। যাহাদের প্রতিবাসী নাই তাহাদের ক্রোধ নাই। তাহাদের নাম ঋষি। ঋষি কেবল প্রতিবাসী-পরিত্যাগী গৃহী। ঋষির আশ্রমপার্শ্বে প্রতিবাসী বসাও, তিন দিনের মধ্যে ঋষির ঋষিত্ব যাইবে। প্রথম দিন প্রতিবাসীর ছাগল পুষ্পবৃক্ষ নিষ্পত্র করিবে। দ্বিতীয় দিনে প্রতিবাসীর গোরু আসিয়া কমণ্ডলু ভাঙিবে, তৃতীয় দিনে প্রতিবাসীর গৃহিণী আসিয়া ঋষিপত্নীকে অলংকার দেখাইবে, তারপরই ঋষিকে ওকালতি পরীক্ষা দিতে হইবে, নতুবা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের দরখাস্ত করিতে হইবে।

6. সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায়, দুঃখময় জীবনে যারা ভেবেই পেল না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই— এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাই আমার কারবার শুধু এদের নিয়ে। . . . সংসারে সৌন্দর্যসম্পদে ভরা বসন্ত জানি আনে সঙ্গে করে তার কোকিলের গান, আনে প্রস্ফুটিত মালিকা-মালতী জাতি-যূথী, আনে গন্ধ-ব্যাকুল দক্ষিণা পবন। কিন্তু যে আবেষ্টনের

শব্দার্থ ও টীকা

ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটল না, সে দারিদ্র্য আমার লেখার মধ্যে চাইলেই চোখে পড়ে। কিন্তু অন্তরে যাকে পাইনি— শ্রুতিমধুর শব্দরাশির অর্থহীন মালা গেঁথে তাকে পেয়েছি বলে প্রকাশ করার ধৃষ্টতা আমি করিনি।

26.6 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

26.1

1. শ্রমশক্তির দ্বারাই সভ্যতার অগ্রগতি হয়।

26.2

1. প্রকৃত ভারতবাসীর কাছে ধর্ম-বর্ণ, ধনী-দরিদ্র সমাজের সব অংশের মানুষই এক। কাপুরুষতা দুর্বলতা মুক্ত হোক ভারতবাসী।

26.3

1. বিদ্যাসাগরের উন্নত জীবনের কাছে অন্য বিখ্যাত ব্যক্তিদের ম্লান দেখায়। তাঁর মতো উচ্চতায় পৌঁছানো বুঝি সম্ভব নয়। সমাজের চারদিকে ক্ষুদ্রতার ক্ষধ্যে বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব অতুলনীয়।

26.4

1. রামায়ণের আদর্শ চরিত্র ভরত

ভরতই রামায়ণের আদর্শ চরিত্র। রামের বালি বধ, লক্ষ্মণের রূঢ় বাক্য, লক্ষ্মণের প্রতি সীতার কটূক্তি, কৌশল্যাকে দশরথের ভর্ৎসনা প্রভৃতি ত্রুটি দেখা যায়। কিন্তু ভরত আগাগোড়া নিষ্কলঙ্ক। তাই রামায়ণ মহাকাব্যে ভরতের চরিত্রই শ্রেষ্ঠ।

শব্দার্থ ও টীকা

27
প্রতিবেদন রচনা

27.1 প্রস্তাবনা

বাংলা সাহিত্যের কিছু কিছু কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক ইত্যাদি আপনারা পড়লেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের রূপরেখাও জানতে পারলেন। বাংলা ভাষার শব্দ পরিচয় ও বাক্যগঠন পদ্ধতি আপনারা জেনেছেন। বাংলা লেখার সাধু ও চলিত রীতির পরিচয়ও আপনারা পেয়েছেন। সাহিত্যিক গদ্যের পাশাপাশি কাজের গদ্যের নমুনাও এবার আপনারা দেখবেন। বিভিন্ন সময়ে নানা ঘটনা, পরিস্থিতি ও সমস্যা ইত্যাদি জানা ও সাধারণকে জানানোর জন্য প্রতিবেদন রচনার প্রয়োজন হয়। এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যাক।

27.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়লে আপনি:

- প্রতিবেদন কাকে বলে তা বুঝতে পারবেন।
- প্রতিবেদন লেখার প্রয়োজনীয়তা জানতে পারবেন।
- প্রতিবেদনের কার্যকারিতা উপলব্ধি করতে পারবেন।
- বিভিন্ন ব্যাপারে প্রতিবেদন লিখতে শিখবেন ও প্রয়োজনে তা কাজে লাগাতে পারবেন।

27.3 বিষয়ের রূপরেখা

27.3.1 প্রতিবেদন কাকে বলে

দেশে বিদেশে বা এলাকায় প্রতিনিয়ত নানা ঘটনা ঘটে চলেছে, নানা পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে, নানা সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। এই সব বিষয় জানবার জন্য মানুষ উৎসুক থাকে। তা জানাবার জন্য লিখতে হয় রিপোর্ট বা প্রতিবেদন। প্রতিবেদন নানা প্রকারের হতে পারে। সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য যেমন প্রতিবেদন রচনা করা হয় তেমনি শ্রাব্য মাধ্যম বা রেডিও-তে শোনার জন্য প্রতিবেদন রচনা করা হয়, তাৎক্ষণিকভাবে শুনেই যাতে বোঝা যায় এমনভাবে তা রচিত হয়। আবার দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যম বা টেলিভিশনে শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনা বা পরিস্থিতির জীবন্ত চিত্র ফুটে ওঠে। ফলে সে প্রতিবেদনে পরিস্থিতির দীর্ঘ বর্ণনার প্রয়োজন হয় না।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 27.1

1. প্রতিবেদন কেন লেখা হয়— একটি বাক্যে লিখুন।
2. কোন্ কোন্ মাধ্যমের জন্য প্রতিবেদন রচনা করা হয়?

27.3.2 প্রতিবেদনের উপযোগিতা

বর্তমানে প্রতিবেদনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে গণ্য করা হয়। তা সমাজ ও জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করে। প্রতিবেদক একটি সমিতিই হোক কিংবা জনৈক ব্যক্তিই হোন তাঁরা বিষয়টির জানা-অজানা সকল তথ্যই খুঁজে বের করেন। বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করে ঘটনা বা সমস্যার বিভিন্ন দিক উদ্ঘাটিত করেন। এই সকল তথ্য, সাক্ষাৎকার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে ঘটনা বা পরিস্থিতি বা সমস্যার উৎস, মূল কারণ ইত্যাদিতে উপনীত হন। বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট পক্ষের ভুলত্রুটি নির্দেশ করেন। এই সব বিচার বিবেচনা করে বিভিন্ন প্রস্তাব বা সুপারিশ তাঁরা পেশ করেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা থেকে তাঁদের কর্তব্যের দিক্ নির্দেশ লাভ করেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 27.2

1. সঠিক উত্তরে টিক দিন—
   (ক) প্রতিবেদন রচনার বিশেষ গুরুত্ব নেই। (হ্যাঁ / না)
   (খ) প্রতিবেদন রচনার জন্য তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজন। (হ্যাঁ / না)
   (গ) প্রতিবেদন রচনার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রয়োজন নেই। (হ্যাঁ / না)
   (ঘ) প্রতিবেদনে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্দেশ করা হয়। (হ্যাঁ / না)
2. প্রতিবেদন কাকে বলে?
3. প্রতিবেদন রচনা করে কে?

27.3.3 প্রতিবেদনের প্রধান প্রধান দিক

(ক) কোনো ঘটনা, দুর্ঘটনা, জ্বলন্ত সমস্যা, অস্বাভাবিক পরিস্থিতি, বিতর্কিত বিষয়, নিয়মনীতি বহির্ভূত কাজই হচ্ছে প্রতিবেদনের বিষয়।

(খ) ঘটনা বা পরিস্থিতির যাবতীয় দিক খতিয়ে দেখা, এবং তার উৎস খুঁজে বের করার জন্য সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একজন ব্যক্তি বা একটি সমিতিকে প্রতিবেদন রচনার ভার দেওয়া হয়।

(গ) পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাবতীয় খোঁজখবরের ভিত্তিতে তৈরি প্রতিবেদনে সমস্যার গভীরে যাওয়া ও তার জটিল গ্রন্থি মোচন করা সম্ভব হয়।

(ঘ) প্রতিবেদনকে প্রামাণ্য দলিলে পরিণত করার জন্য সকল সংশ্লিষ্ট তথ্য ও সম্পর্কিত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা প্রয়োজন।

শব্দার্থ ও টীকা

(ঙ) ধীর স্থির পক্ষপাতহীন বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে প্রতিবেদকরা যে সব সিদ্ধান্তে আসেন, তা তাঁদের প্রস্তাব বা সুপারিশের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়।

(চ) কোনো কোনো সময় সাময়িক বিষয়ের উপর প্রতিবেদন তৈরি করতে হয়। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তা না করতে পারলে তার প্রাসঙ্গিকতা নষ্ট হয়।

27.3.4 প্রতিবেদন রচনার পদ্ধতি

প্রতিবেদন রচনার জন্য বিষয় অনুযায়ী একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা তৈরি করে তা ধাপে ধাপে কার্যকর করতে হবে।

(ক) প্রতিবেদন রচনায় প্রথম যে কথা মনে রাখতে হবে তা হল, বিষয়ের গভীরে প্রবেশের সময় সর্বদা মূল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা।

(খ) উদ্দেশ্য অনুযায়ী কর্মপ্রক্রিয়ার একটি রূপরেখা আগেই তৈরি করে নেওয়া।

(গ) প্রতিবেদনের সঙ্গে সম্পর্কিত ছবি, ম্যাপ, রেখাচিত্র, পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে নেওয়া।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট সব মানুষকে আহ্বান করে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের বক্তব্য জানা, বিভিন্ন পক্ষের মতামত গ্রহণ করা।

(ঙ) এইভাবে যে সব তথ্য, প্রমাণ, পরিসংখ্যান মিলবে সেগুলি বিশ্লেষণ করে সারণি প্রস্তুত করা।

(চ) সমস্ত কিছু বিচার বিশ্লেষণের পর যে সব সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হবে এবং যে সব প্রস্তাব বা সুপারিশ করা হবে তার একটি খসড়া প্রস্তুত করা।

(ছ) সব শেষে যে প্রতিবেদন তৈরি হবে তার সঙ্গে যাবতীয় সাক্ষ্য, ইত্যাদির কাগজপত্র, ছবি, পরিসংখ্যান, তথ্য যুক্ত করে সকল সদস্যের স্বাক্ষর সহ পেশ করা।

পাঠগত প্রশ্ন : 27.3

শূন্যস্থান পূর্ণ করুন—

(১) প্রতিবেদনে সমস্যার _____ পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়।

(২) প্রতিবেদনকে প্রামাণ্য দলিলে পরিণত করতে প্রয়োজন সাক্ষ্য এবং _____।

(৩) প্রতিবেদনকে নিরপেক্ষ করার জন্য _____ মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(৪) প্রতিবেদনের ভাষা _____ ও _____ হওয়া চাই।

(৫) প্রতিবেদনে যে সব সুপারিশ বা প্রস্তাব দেওয়া হবে চূড়ান্ত করার আগে তার একটি _____ করা চাই।

27.3.4 প্রতিবেদনের নমুনা

আন্ত্রিক রোগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে প্রতিবেদন

সম্প্রতি বীরভদ্র জেলার নক্সিপুর মহকুমার অঞ্জনগড় পৌরসভার ৩টি ওয়ার্ডে আন্ত্রিক রোগাক্রান্ত হয়ে শতাধিক পুরুষ, মহিলা ও শিশুর মৃত্যু ঘটায় রাজ্য সরকার ১৪/১২/০৮ তারিখে একটি তদন্ত কমিটি গঠন

শব্দার্থ ও টীকা

করেন। ছয় সদস্য বিশিষ্ট এই তদন্ত কমিটিতে জনস্বাস্থ্য দপ্তর, নগরোন্নয়ন দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট পৌরসভার দুজন করে প্রতিনিধি ছিলেন। জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক এই কমিটির সদস্য-সচিব হন। ৬ সপ্তাহের মধ্যে তাঁদের প্রতিবেদন পেশ করতে বলা হয়। কমিটির বিচার্য বিষয় —

১) কী কী কারণে এই রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল এবং এত মানুষের মৃত্যু ঘটল তা খতিয়ে দেখা।

২) কোনো কর্তৃপক্ষের ত্রুটি-বিচ্যুতি গাফিলতি ঘটেছে কি না তা নির্দেশ করা।

৩) ভবিষ্যতে যাতে এমন মহামারির পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার তার সুপারিশ করা।

গত ১৪/০২/০৯ তারিখে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন রাজ্য সরকারের নিকট পেশ করা হয়।

পেশ করা প্রতিবেদন :

তদন্ত কমিটি এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করে, বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে, বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নিয়ে জনশুনানি গ্রহণ করে, মৃত ব্যক্তিসমূহের পরিবারগুলির সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে ও কথা বলে এই প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন।

আক্রান্ত অঞ্চল —

৫ নং ওয়ার্ডের ৩টি কাঁচা বস্তি।

১৪ নং ওয়ার্ডের ময়লা খালের সংলগ্ন ৬৫টি ঝুপড়ি।

১৭ নং ওয়ার্ডের রেললাইনের পার্শ্ববর্তী কলোনি

(এ সম্পর্কিত বিস্তৃত তথ্য, মৃতদের নাম ধাম ইত্যাদি পরিশিষ্টে সংযোজিত হল।)

এলাকার আর্থসামাজিক অবস্থা :

এলাকাগুলিতে অত্যন্ত দরিদ্র মানুষের বাস। পুরুষদের একাংশ ছোটো ছোটো কারখানায় সামান্য মজুরিতে অনিয়মিতভাবে কাজ করেন। যা রোজগার করেন তাতে পরিবারের ৫ থেকে ৭ জনের দুবেলা ভাত বা রুটির সংস্থান হয় না। এলাকার অধিকাংশ অসংগঠিত শ্রমিক। তাঁরা রিক্সা বা ঠেলা চালান, মোট বহন করেন কিংবা রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করেন।

মহিলাদের অনেকে সম্পন্ন ব্যক্তিদের বাড়িতে বাসন মাজা, ঘর পরিষ্কার করা, কাপড় কাচা ইত্যাদি কাজ করে কিছু রোজগার করেন। বৃদ্ধ ও শিশুদের একাংশ আবর্জনাকুণ্ড থেকে কাগজ, প্লাস্টিক ইত্যাদি সংগ্রহ করে সামান্য কিছু উপার্জন করেন।

বাসস্থান ও পরিবেশগত সমস্যা :

এদের বাসস্থানগুলি পরস্পর সংলগ্ন, মেঝে ও দেওয়াল মাটির, মাথায় খাপরা বা টালির চাল। খোলা জায়গা বলতে বিশেষ কিছু নেই, ঘরে আলো-বাতাস বিশেষ প্রবেশ করে না। এক একটি অপ্রশস্ত ঘরে পুরো পরিবার বাস করে। এক চিলতে জায়গায় কাঠকুটো, পোড়া কয়লা জ্বালিয়ে রান্না হয়। কোনো কোনো বারান্দায় ছাগল মুরগিও পোষা হয়।

১৫/২০টি পরিবার পিছু এক একটি সাধারণ শৌচাগার। শিশুরা নালা-নর্দমাতে মলত্যাগ করে। পয়প্রণালী অধিকাংশ কাঁচা, পাকাগুলিও খোলা। সেখানে সারা বছরই ময়লা জল জমে থাকে, মশা মাছি ভনভন করে। সাধারণ স্নানাগারে বাসন-মাজা, কাপড়-কাচা, স্নান সবই হয়। পরিশ্রুত পানীয় জল অপ্রতুল। আবর্জনা, বর্জ্য পদার্থ অপসারণের নিয়মিত ব্যবস্থা নেই। ফলে তা জমে থাকে।

শব্দার্থ ও টীকা

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার অবস্থা :

এলাকার অধিকাংশ শিশু অপুষ্টিতে আক্রান্ত। রোগে ডাক্তার দেখানো ও ঔষধ কেনার সামর্থ্য অনেকেরই নেই। উদ্যোগ ও সচেতনতার অভাবও রয়েছে। গুরুতর ব্যাধিতে লোকে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যায়। কিন্তু সেখানে রোগীর তুলনায় ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা খুব কম। স্বাস্থ্যকর্মীদের গৃহে গৃহে পরিদর্শনও অনিয়মিত। স্বাস্থ্যবিধি পালনের সময় ও সামর্থ্যেরও অভাব রয়েছে।

রোগ বিস্তার ও মৃত্যুর কারণসমূহ :

উপরে বর্ণিত অবস্থাই আন্ত্রিক মহামারির মূল কারণ। প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধি না মানার ফলে রোগ বিস্তার লাভ করেছে। অপুষ্টির জন্য একের পর এক শিশু দ্রুত রোগাক্রান্ত হয়েছে এবং তাদের মৃত্যু ঘটেছে। মৃতদের তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হল।

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়েছে। পৌর কর্তৃপক্ষ এলাকাকে দূষণমুক্ত রাখার জন্য আবর্জনা সরানো, বদ্ধ জল অপসারণ, ড্রেন পরিষ্কার বা ব্লিচিং ছড়ানো ইত্যাদি কাজকে আপৎকালীন ভিত্তিতে গ্রহণ করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য ও পরিসংখ্যান পরিশিষ্টে দেওয়া হল।

প্রস্তাব বা সুপারিশ সমূহ :

সমস্ত অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে কমিটি মনে করে যে —

(1) স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে অবিলম্বে আরও শক্তিশালী করার জন্য পরিকাঠামো উন্নত করা, স্থায়ী অস্থায়ী শয্যার সংখ্যা বৃদ্ধি, পর্যাপ্ত ঔষধের ব্যবস্থা, ডাক্তার নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হোক।

(2) স্বাস্থ্য সেবিকারা যাতে সপ্তাহে অন্তত একবার করে সমস্ত পরিবার পরিদর্শন করেন এবং সাধারণ রোগ প্রতিরোধমূলক ঔষধ বিতরণ, রোগ দেখা দেওয়ার শুরুতে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং প্রয়োজনে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি কাজে তৎপর হন সেদিকে নজর দেওয়া হোক।

(3) জনস্বাস্থ্য আধিকারিক যাতে প্রতিনিয়ত সমস্ত অঞ্চলের রোগ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ এবং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হন সেদিকে নজরদারির ব্যবস্থা হোক।

(4) ৩/৪টি পরিবারপিছু একটি করে স্যানিটারি পায়খানা সরকারি ব্যয়ে নির্মাণ করে দেওয়া হোক।

(5) নলকূপের সংখ্যা দ্বিগুণ করা, পাকা ও ঢাকা নর্দমা নির্মাণ করা, নিয়মিত বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করার জন্য পৌরসভা উদ্যোগী হোন।

(6) শিশুদের ও গর্ভবতী মায়েদের জন্য বিশেষ পুষ্টি প্রকল্প গ্রহণ করা হোক।

(7) অবিলম্বে বাসস্থানের সংলগ্ন অঞ্চলে শূকর, ছাগল, মুরগি পোষা নিষিদ্ধ করা হোক।

(8) বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পে বহুতল পাকা বাড়ির ব্যবস্থা করা হোক।

(9) বস্তিবাসীদের আর্থ-সামাজিক-উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। যেমন —

(ক) রিক্সা, সেলাই কল, ছোটোখাটো মেশিন বিনামূলে বিতরণ

(খ) বিনা সুদে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ এবং অনুদানের ব্যবস্থা

(গ) সমবায় ভিত্তিতে ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠা।

পরিশিষ্ট :

(1) বিভিন্ন তথ্যাবলি, চিত্র, পরিসংখ্যান ইত্যাদি।

শব্দার্থ ও টীকা

(2) বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত স্মারকলিপিসমূহ।

(3) বিভিন্ন ব্যক্তির জবানবন্দি।

(4) এলাকার বিশিষ্টজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

(1) সদস্য সচিব	**(2)** সদস্য	**(3)** সদস্য
স্বাক্ষর	স্বাক্ষর	স্বাক্ষর
(4) সদস্য	**(5)** সদস্য	**(6)** সদস্য
স্বাক্ষর	স্বাক্ষর	স্বাক্ষর

এতক্ষণ আপনারা যে প্রতিবেদনটি পড়লেন সেটি একটি সমিতি কর্তৃক রচিত। এর থেকে আপনারা প্রতিবেদনের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, তা রচনার পদ্ধতি অনুধাবন করতে পারলেন। এবার জনৈক ব্যক্তির দ্বারা রচিত একটি প্রতিবেদনের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করা হচ্ছে।

মহামায়া কলোনিতে অগ্নিকাণ্ড

গত ১২ জানুয়ারি পূর্বরেলের বিদ্যানগর স্টেশনের পার্শ্ববর্তী মহামায়া কলোনি নামক বস্তিতে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ৪৫০টি ঝুপড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। একজন জীবন্ত দগ্ধ হয়েছেন। আশ্রয় হারিয়েছেন অন্তত দু'হাজার মানুষ। তাদের জামাকাপড়, বিছানাপত্র, বাসনকোসন, সংসারের যাবতীয় আসবাব তৈজসপত্র, যৎসামান্য গহনাগাটি, টাকাপয়সা ইত্যাদি সর্বস্ব সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেছে। ঘরবাড়ির চিহ্নমাত্র নেই।

ঘটনার পরপরই ওই অঞ্চলে গিয়ে দেখা গেল কয়েক সহস্র মানুষ চারনম্বর রেললাইনের উপর অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। কোনো কোনো মহিলা অবিরাম কান্নাকাটি করছেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে জানা যায় — দুপুরে যখন বাড়িতে বাড়িতে রান্না চলছিল তখন একটি বাড়িতে হঠাৎ আগুন ধরে যায়। তারপর একের পর এক বাড়িতে আগুন লাগে। পৌষমাসের শুকনো উত্তুরে হাওয়ায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মাঝে মাঝে একের পর এক গ্যাসের সিলিণ্ডার ফাটতে থাকায় আগুন ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। দাহ্য পদার্থ— বাঁশ, কাঠ, প্লাস্টিক ইত্যাদি— দ্রুত জ্বলে ওঠে।

দমকলের তিনটি ইঞ্জিন কিছুক্ষণের মধ্যে এসে অগ্নিনির্বাপণের কাজ শুরু করে। কিন্তু কিছু দুষ্কৃতী দেরিতে আসার অজুহাত তুলে ইঁট-পাটকেল ছুঁড়ে তাদের কাজে বিঘ্ন ঘটায়। আগুনকে আয়ত্তে আনার যথাসাধ্য চেষ্টা দমকল করতে থাকে। কিন্তু একদিকের আগুন নিভতে না নিভতে অন্যদিকে জ্বলে ওঠে। অবশেষে শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে আরও ২১টি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভায়। কিন্তু কলোনি ও সংলগ্ন বাজারটি পুরো ভস্মীভূত হয়ে যায়। তবে সংলগ্ন অঞ্চলের কয়েকশত বাড়ি ও হরিশচন্দ্র মার্কেটটি আগুনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

আগুন লাগার কারণ এখনও নির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। কেউ কেউ মনে করে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছিল। বিষয়টি তদন্ত করার জন্য পুলিশ ও দমকল বাহিনীর উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি রাজ্যসরকার গঠন করেছেন। সাত দিনের মধ্যে তাদের রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছে। ইতিমধ্যে

শব্দার্থ ও টীকা

ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ভস্মস্তূপ থেকে নমুনা সংগ্রহের কাজ শুরু করেছেন।

সর্বস্বহারা গৃহহীন পরিবারগুলিকে আপাতত অস্থায়ীভাবে ডাক ও তার বিভাগের আবাসনের সামনের মাঠে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। সরকার ও পুরসংস্থার তরফ থেকে তাদের পলিথিনের তাঁবু, রান্না করা খাবার, শীতবস্ত্র, কম্বল ইত্যাদি বিতরণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষা সামনে, ছাত্রছাত্রীদের বই খাতাপত্র পুড়ে গিয়েছে। ছাত্র সংগঠন নতুন বই খাতা কিনে দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

পুড়ে যাওয়া জায়গায় নতুন করে বাড়ি তৈরি করে দেবার জন্য রাজ্য সরকারের নগরোন্নয়ন বিভাগ উদ্যোগী হয়েছে।

বিশ্লেষণ :

এতক্ষণ আপনারা প্রতিবেদনের দুটি দৃষ্টান্ত পাঠ করলেন। দৃষ্টান্তদুটি ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখবেন —

প্রথমটি প্রণয়ন করেছে একটি সমিতি। এই সমিতির ছয়জন সদস্য। একজন সদস্য-সচিব, আর পাঁচজন সাধারণ সদস্য। এঁরা সকলে মিলে ঘটনাস্থলে গিয়েছেন, সমস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করেছেন, বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন, বিভিন্নভাবে মতামত গ্রহণ করেছেন। সমস্ত কিছু বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করেছেন। প্রতিবেদনের সঙ্গে সমস্ত তথ্য, বিবরণ, মূল দলিল ইত্যাদি যুক্ত করেছেন। প্রতিবেদনে সকল সদস্য স্বাক্ষর করেছেন।

দ্বিতীয় প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করেছেন এক ব্যক্তি। এটি একটি অগ্নিকাণ্ডের প্রতিবেদন। প্রতিবেদক ঘটনাস্থলে সশরীরে উপস্থিত হয়েছেন। আগুনের বিস্তৃতি ও ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছেন। ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা তুলে ধরেছেন। ক্ষতিগ্রস্তদের অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন, অগ্নিনির্বাপণ ও তার সমস্যার কথা বলেছেন। পরবর্তী অবস্থা ও ব্যবস্থার কথাও জানিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে সমস্ত পরিস্থিতিটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই প্রতিবেদন দুটিতে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা সাহিত্যিক ভাষা নয়, এটি কাজের ভাষা।

27.4 আপনি যা শিখলেন

- আপনি শিখলেন, প্রতিবেদন কত রকমের হতে পারে
- প্রতিবেদন রচনার জন্য কী কী প্রস্তুতি নিতে হবে
- প্রতিবেদনকে নিরপেক্ষ করার জন্য কী কী করা প্রয়োজন
- প্রতিবেদনে প্রস্তাব বা সুপারিশ কী ভাবে লিখতে হয়
- সরকার নিয়োজিত সমিতির প্রতিবেদনে কাদের স্বাক্ষর থাকে

27.5 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. প্রতিবেদনকে নিরপেক্ষ করার জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া দরকার?
2. সমিতির প্রতিবেদন ও ব্যক্তিগত প্রতিবেদনের পার্থক্য কী?
3. প্রতিবেদন রচনার জন্য ঘটনাস্থলে যাওয়ার প্রয়োজন কী?

শব্দার্থ ও টীকা

4. প্রতিবেদন রচনার জন্য কী কী সাক্ষ্য প্রমাণ প্রয়োজন?

5. কয়েকদিন ধরে প্রচণ্ড বর্ষণ হল, জল সরল না, এলাকা জলমগ্ন রইল। কারণ প্লাস্টিক জমা হয়ে নালা নর্দমার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্লাস্টিকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।

6. এই মরশুমে যেমন গরম তেমনি শীত প্রবল ও দীর্ঘস্থায়ী হল। এদিকে বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে কোপেনহেগেনে পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলির সম্মেলন হয়ে গেল। এ সম্পর্কে সংবাদপত্রের জন্য একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।

27.6 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

27.1

1. ঘটনা, পরিস্থিতি, সমস্যার কথা জানানোর জন্য

2. সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন

27.2

1. (ক) না
   (খ) হ্যাঁ
   (গ) না
   (ঘ) হ্যাঁ

2. ঘটনা ইত্যাদির বিবরণ

3. সমিতি বা ব্যক্তি

27.3

(১) উৎসে
(২) তথ্য
(৩) সব পক্ষের
(৪) স্পষ্ট, সরল
(৫) খসড়া

শব্দার্থ ও টীকা

28

অফিসের ফাইলে নোট দেওয়া

28.1 প্রস্তাবনা

অফিসে যেসব কাজকর্ম হয় এবং নানা বিষয়ে যেসব চিঠিপত্র আসে সে-সম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থাদি ও ওইসব চিঠির উত্তর সবই নথিভুক্ত করে রাখতে হয়। এভাবেই দপ্তরে কোন্ সময়ে কী সব কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল কিংবা নানা মহল থেকে প্রাপ্ত আবেদন বা অনুরোধ বা অভিযোগ সম্পর্কে কী ধরনের বিবেচনা ও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল সে-সমস্তই নথিতে রেকর্ড হয়ে থাকে। এর থেকে যেমন আগেকার কাজের ধারা বুঝতে পারা যায় তেমনি পরবর্তী পদক্ষেপ সম্বন্ধেও দিশা মেলে।

এছাড়া, দপ্তরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও—বিশেষ করে কর্মী নিয়োগ, বিভিন্ন পদের বেতনকাঠামো, পদোন্নতি, বদলি, ছুটির হিসাব ইত্যাদি— নথি তৈরি করার দরকার হয়।

অনেক সময় এক দপ্তরের সঙ্গে অন্য দপ্তরের যোগাযোগ করা ও মতামত নেওয়ার জন্যও ফাইল চালাচালি করতে হয়।

এক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা ফাইল খোলা চাই। সেই সেই ফাইলে শুধু সেই সেই সংক্রান্ত কাগজপত্রই রাখতে হবে। প্রতিটি ফাইল একটি পুরু কভারে ফ্ল্যাপ দিয়ে বেঁধে রাখা থাকে। ফাইলের দুটি ভাগ—নোটশিট বা মন্তব্যপত্র আর প্রাপ্ত ও প্রেরিত চিঠিপত্র।

28.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ার পরে আপনারা:

- অফিসে কী জন্য ফাইল তৈরি করতে হয় তা জানতে পারবেন;
- কী কী কারণে ফাইল খোলা হয় তা জানতে পারবেন;
- ফাইলের দু-টি ভাগ সম্বন্ধে জানতে পারবেন;
- নিজেদের অফিসে ফাইল খুলতে পারার ব্যাপারে সামর্থ্য অর্জন করতে পারবেন;
- ফাইলে নোট দেওয়ার কৌশল শিখতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা

28.3 বিষয়ের রূপরেখা

28.3.1 ফাইলের গঠন

ফাইল বা নথি প্রস্তুত করার ব্যাপারে কতকগুলি রীতি মেনে চলার দরকার হয়।

বিশেষত সরকারি দপ্তরে ফাইলের কভারে উপরের ডানদিকে নথিসংখ্যা ও বৎসরের উল্লেখ থাকবে। তারপর মাঝ বরাবর রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার ও তার সংশ্লিষ্ট বিভাগ আর সেই বিভাগের শাখার নাম লেখা হয়। তার নীচে থাকবে নথির বিষয় বা subject-এর উল্লেখ। এই বিষয়টি ঠিকমতো স্পষ্টভাবে রচিত হওয়াটা বিশেষ জরুরি।

ফাইলের দু-টি ভাগ থাকে।

(ক) সাধারণত যে-চিঠি কিংবা নোটের ভিত্তিতে নথিটি খোলা হয় সেই চিঠি (বা নোট) এবং তার উত্তর ও পরবর্তী নানা চিঠিচাপাটি ফাইলের তৃতীয় কভারের সঙ্গে একটি ট্যাপ দিয়ে গেঁথে রাখা হয়। নীচের দিক থেকে প্রতিটি কাগজে ক্রমান্বয়ে সংখ্যা বসানো হয়।

(খ) নথির অপর অংশটি হল নোটশিট বা মন্তব্যপত্র। কোনো দপ্তর বা তার শাখার নাম মুদ্রিত-করা ফুলস্কেপ সাইজের কাগজের একটি নোটশিট দিয়ে ফাইল লেখা শুরু হয়। নোটশিটের বাঁ-দিকের মার্জিন বরাবর একটি খাড়া লাইন টানা থাকে। ওই নোটশিটের দুই পৃষ্ঠা ভরতি হয়ে গেলে আদালা একটি কাগজ নেওয়া হয়, তবে তার মাথায় দপ্তর বা তার শাখার নাম ছাপা থাকার দরকার নেই যদিও মার্জিন কাটা থাকতে হবে। মন্তব্যপত্রে ফাইলের চিঠি বা নোট সংক্রান্ত বক্তব্য লিখে সে-সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়। নোটশিট বা মন্তব্যপত্র হল ফাইলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সাধারণত, কোনো অবরবর্গীয় (নিম্নপদস্থ) সহায়ক এই বক্তব্য লিখে ঊর্ধ্বতন আধিকারিকের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করেন। অনুমোদিত হলে তখন পত্রোত্তরের একটি খসড়া বা ড্রাফট পেশ করেন ওই অবরবর্গীয় সহায়ক। খসড়ায় ঊর্ধ্বতন আধিকারিক সই (initial) করলে সেটি যথাযথ লেটারহেড কাগজে টাইপ করে আবার সেই আধিকারিকের স্বাক্ষরের (signature) জন্য পাঠানো হয়। স্বাক্ষরসহ চিঠিখানিতে দপ্তরের পত্রাঙ্ক ও দিনাঙ্ক বসিয়ে প্রাপকের কাছে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়। এইভাবে ফাইলের কাজ চলে।

ফাইলে নোট দেওয়ার সময় এইসব বিষয়ে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে—

- বিবেচনাধীন পত্রটির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে ও পরিষ্কারভাবে বিবৃত করতে হবে।
- একই বিষয়ের পুনরুল্লেখ বর্জনীয়।
- বক্তব্য বিষয় অনুসারে মন্তব্যের অনুচ্ছেদ ভাগ করা চাই।
- বিবেচ্য পত্রটির অনুরোধ বা আবেদন বিবেচনা করে বিভাগীয় বা প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক যেসমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব তা যথাযথভাবে, প্রয়োজন হলে নজির সহ, উল্লেখ করতে হবে।
- নোটের ভাষা হবে সহজ ও স্পষ্ট। দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া চাই অপক্ষপাতমূলক। উত্তম পুরুষে লেখা চলবে না।
- নোটের শেষে অবশ্যই তারিখসহ নিজের সই (initial) দিতে হবে।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 28.1

1. ফাইল গঠনের প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।
2. ফাইলে নোট দেওয়ার সময় কী নিয়ম মেনে চলা দরকার?

28.3.1 বিষয়ের উদাহরণ

ফাইলে কীভাবে নোট দিতে হয় তার কতকগুলি নমুনা এবার দেখুন—

১. দপ্তরের একজন অবরবর্গীয় সহায়কের সান্ধ্য কলেজে ভরতি হওয়ার জন্য অনুমতির আবেদন বিবেচনা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
সংস্কৃতি শাখা

নথিতে এই শাখার হিসাব সেকশানের অবরবর্গীয় সহায়ক শ্রীচঞ্চলকুমার রায়ের ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ তারিখে উপসচিবকে লেখা পত্রটি দেখা যেতে পারে।

ওই পত্রে শ্রীরায় তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়ানোর অভিপ্রায়ে আগামী শিক্ষাবর্ষে গোয়েঙ্কা কলেজ অব কমার্সে সান্ধ্যকালীন ক্লাসে অ্যাকাউন্টেসি অনার্সসহ বি.কম পড়ার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছেন। তিনি উচ্চ মাধ্যমিকে বাণিজ্য শাখায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার পর আর লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাননি। এবার তিনি উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, যেহেতু অফিসের কাজের শেষে ছুটির পর তিনি ক্লাস করতে যাবেন তাতে তাঁর টেবিলের কাজ ঠিকমতো সম্পাদন করায় কোনো বিঘ্ন ঘটবে না। তিনি এতদিন যেভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে ও যথাসম্ভব দ্রুততায় তাঁর সকল দায়িত্ব পালন করে এসেছেন এর পরেও ঠিক সেভাবেই সব কাজ করে যাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

শ্রীরায়ের আবেদনটি বিবেচনা করে তিনি সান্ধ্য কলেজে ভরতি হওয়ার দরুন অফিসের কাজে কোনোরকম ক্ষতি বা অসুবিধা ঘটবে না এই শর্ত মেনে চলা সাপেক্ষে তাঁকে অফিস ছুটির পর ক্লাস করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত হল।
নী. সেন
সহায়ক
৭.২.০৭

শ্রীচঞ্চলকুমার রায়, অবরবর্গরীয় সহায়ক, হিসাব সেকশান, সংস্কৃতি শাখা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, সান্ধ্য কলেজে বি.কম অনার্স পড়ার ব্যাপারে যে-অনুমতি চেয়েছেন তা নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে মঞ্জুর করা যেতে পারে—

১. তিনি সান্ধ্য কলেজে ক্লাস করার ফলে অফিসে তাঁর কাজের কোনোরকম অসুবিধা বা ক্ষতি হবে না।

২. বিভিন্ন পার্টের শুধু পরীক্ষার দিনগুলির জন্য তিনি অর্জিত ছুটি নিতে পারবেন। তবে সেই সময় যদি অফিসে কাজের চাপ বেশি থাকে তা হলে পরীক্ষা শেষে কয়েক দিন অতিরিক্ত সময় অফিসে থেকে সেই কাজ তুলে দিতে হবে।

শব্দার্থ ও টীকা

উপরোক্ত বিষয়গুলি উল্লেখ করে শ্রীরায়কে অনুমতিপত্র দেওয়া যেতে পারে।

উপসচিবের অনুমোদনের পর খসড়া পেশ করা হোক।

আ. সমাদ্দার
অ্যাকাউন্টস অফিসার
০৮.০২.২০০৭
ক. মজুমদার
সহসচিব
৮.২.০৭
পী. বন্দ্যোপাধ্যায়
উপসচিব
৯.২.০৭

উপরের আদেশ। খসড়া পেশ করা হল।
নী. সেন
সহায়ক
১০.২.০৭

খসড়া

পত্রাঙ্ক..... দিনাঙ্ক.....

শ্রীচঞ্চলকুমার রায়
অবরবর্গীয় সহায়ক
হিসাব সেকশান, সংস্কৃতি শাখা
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

মহাশয়,

আপনার ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ তারিখের পত্রে আগামী শিক্ষাবর্ষে বি.কম অনার্স পড়ার জন্য গোয়েঙ্কা কলেজ অব কমার্সে সান্ধ্যকালীন ক্লাসে ভরতি হওয়ার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছেন।

আপনার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে নিয়মানুসারে নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে এই অনুমতি দেওয়া সম্ভব :

১. আবেদনকারী দিনের শেষে অফিসের ছুটির পর কোনো ক্লাসে যোগ দেওয়ার ফলে অফিসে তাঁর কাজের কোনোরকম ক্ষতি বা অসুবিধা যেন না ঘটে; এবং

২. শুধু বিভিন্ন পার্টের পরীক্ষার দিনগুলিতে অনুপস্থিতির জন্য আবেদনকারীকে অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা যেতে পারে, তবে ওই সময় যদি অফিসে কাজের চাপ বেশি থাকে তাহলে তাঁকে পরীক্ষা শেষে যে-কদিন লাগে অতিরিক্ত সময় অফিসে থেকে সেই কাজ তুলে দিতে হবে।

আপনি লিখিতভাবে উপরোক্ত শর্তে স্বীকৃতি জানালে তবেই আপনাকে উচ্চতর ডিগ্রি লাভের জন্য সান্ধ্য

কলেজে ভরতি হওয়ার ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে।

ভবদীয়
পী. বন্দ্যোপাধ্যায়
উপসচিব (সংস্কৃতি)
তাং.....

২. একটি জেলা মেলায় সরকারি স্টল দেওয়ার জন্য আবেদন বিবেচনা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
কৃষি বিভাগ
কৃষি আধিকার

নথিতে রক্ষিত বিবেচ্যপত্রখানি দেখা যেতে পারে। এটি প্রেরিত হয়েছে 'জলপাইগুড়ি মেলা' কর্তৃপক্ষের তরফে। ১০ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে জলপাইগুড়ি মেলার আহ্বায়ক কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের কৃষি অধিকর্তার কাছে লিখিত এই পত্রে আগামী ১৪-২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১০ অনুষ্ঠেয় দশ দিনের ওই মেলায় রাজ্যের কৃষি বিভাগের একটি স্টল স্থাপনের জন্য আবেদন করা হয়েছে। এটি মেলার দ্বাদশ বৎসর। অন্যান্য বছরের মতো এবারেও সেখানকার ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে মেলাটি বসবে। এটি একটি অবাণিজ্যিক উদ্যোগ। এখানে প্রতিদিন বিবিধ বিষয়ে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নানারকম শিক্ষামূলক আলোচনা (যথা : সাক্ষরতা, পরিবেশ ভাবনা, রোগ প্রতিরোধ, কুসংস্কার মোচন প্রভৃতি) আয়োজিত হবে, সেই সঙ্গে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানও থাকবে। প্রতি বছরের মেলাতেই আমাদের কৃষি বিভাগ ছাড়াও রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি দপ্তরও যোগ দিয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকটি মন্ত্রক থেকেও স্টল দেওয়া হয়। কিছু বেসরকারি উদ্যোগ এবং স্থানীয় অনেক সংস্থার স্টলও থাকে। কলকাতার ও স্থানীয় পুস্তকব্যবসায়ীরাও স্টল খোলেন। দশ দিনের মেলায় প্রচুর জনসমাগম হয় এবং সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন স্টলে উৎসাহী দর্শক ভিড় করেন বলে দাবি করা হয়েছে।

কৃষি বিভাগ থেকে আগের আগের বারের মতো গত বৎসরও জলপাইগুড়ি জেলায় স্টল স্থাপন করা হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট নথিখানি এই সঙ্গে নীচে রাখা হল। ৫০০ স্কোয়ার ফুট জায়গার উপর এই স্টল নির্মাণ ও আনুষঙ্গিক বিভিন্ন খরচ ধরে অর্থবিভাগ থেকে নির্ধারিত খাতে মোট ১,২৫,০০০ (এক লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকার ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। হিসাবে দেখা যাচ্ছে গত বছর সাকুল্যে ১,২৩,৮৩৫ টাকা খরচ হয়েছিল এবং বরাদ্দকৃত অর্থের সমন্বয়সাধনপূর্বক উদ্বৃত্ত ১,১৬৫ টাকা অর্থবিভাগে ২৫ জুন ২০০৯ তারিখে জমা দেওয়া হয়।

গত কয়েক বৎসরের মতো এই বছরেও আমাদের বিভাগ 'জলপাইগুড়ি মেলা'-য় যোগ দিতে পারে। এবারের খরচ কিছুটা বাড়বে অনুমান করে ১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মঞ্জুরের জন্য অর্থ বিভাগে নথি পাঠানো যেতে পারে।

খরচের দফাওয়ারি আনুমানিক হিসাব নীচে রাখা হল।

কৃষি অধিকর্তার বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত হল।

ম. ঘোষ

শব্দার্থ ও টীকা

সহায়ক
১৬.১১.০৯

শ্যা. সাহা
সহ অধিকর্তা
১৭.১১.০৯
আ. রসিদ
উপ-অধিকর্তা
১৯.১১.০৯

৩. স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারে সদস্য মনোনীত করে আদেশ জারি

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের ফাইল)

পূর্বপৃষ্ঠার নোটে 'ক' চিহ্নিত অংশটি দেখা যেতে পারে।

গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী নদিয়া জেলার এল.এল.এ. (লোকাল লাইব্রেরি অথরিটি)-তে এই বিভাগের ৮/২(৯ক) এবং ৮/২(৫) ধারা মোতাবেক মনোনীত প্রার্থীদের নাম অনুগ্রহপূর্বক অনুমোদন করেছেন।

এখন সেই অনুযায়ী নদিয়া জেলার স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার (লোকাল লাইব্রেরি অথরিটি)-এ নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে সদস্য মনোনীত করে সরকারি আদেশ জারি করা হোক।

ধারা	নাম ও ঠিকানা
৮/২(৯ক)	১. শ্রীবিভাস বিশ্বাস, চেয়ারম্যান, নদিয়া জেলা প্রাথমিক সংসদ
	২. শ্রী এস.এম. সাদী ধর্মতলা লেন, মালোপাড়া ডাক : কৃষ্ণনগর, জেলা-নদিয়া
	৩. শ্রী মেঘলাল শেখ কানাই কুণ্ডু ভবন, ডাক : স্বরূপগঞ্জ জেলা - নদিয়া
	৪. শ্রীগৌর ঘোষ, রাধানগর ডাক : কৃষ্ণনগর, জেলা-নদিয়া
৮/২(৫)	১. শ্রীরাধাকান্ত বিশ্বাস দালালপাড়া লেন, রবীন্দ্রপল্লি, সূত্রাগড় ডাক : শান্তিপুর, জেলা-নদিয়া
	২. ড. বিমল বানি বি-২/১৫৫, ডাক : কল্যাণী, জেলা-নদিয়া

শব্দার্থ ও টীকা

স্বা:
(বিভাগীয় প্রতিমন্ত্রী)
২২/১৯/০৯

মাননীয় গ্রন্থাগার মন্ত্রী মহোদয়ের আদেশ দেখা যেতে পারে।

নীচে একটি খসড়া অনুমোদনের জন্য পেশ করা হল।

দে. সেন	বি. সামন্ত
সহায়ক	সহসচিব
৬.১২.০৫	৬.১২.০৫

যথা প্রস্তাবিত। খসড়া স্বাক্ষরিত হল।

আ. শ. গুপ্ত

উপসচিব

০৭/১২/০৫

৪. কলেজে দু-টি অশিক্ষক শূন্যপদ পূরণের আবেদন বিবেচনা

(প.ব. সরকারের উচ্চ শিক্ষা বিভাগের নথি)

পৃ. ৪১

পূর্বপৃষ্ঠায় শিক্ষা অধিকর্তার মন্তব্য দেখা যেতে পারে। রামানন্দ কলেজ, বিষ্ণুপুর, জেলা বাঁকুড়া থেকে ১৮.১০.২০০০ তারিখে প্রেরিত পত্রে (পত্রখানি নথিমধ্যে রাখা আছে) উক্ত কলেজের দুটি অশিক্ষক পদ—প্রধান করণিক ও গাণনিক—কিছুকাল ধরে শূন্য পড়ে থাকায় সেগুলি পূরণের অনুমতি প্রার্থনা করা হয়েছে। শিক্ষা অধিকর্তা মহাশয় শিক্ষা বিভাগকে যথাসত্বর ওই শূন্যপদ দুটি পূরণের অনুমতি প্রদানের ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানিয়েছেন। পদবিন্যাস সংক্রান্ত সংশোধিত বিধিতে ওই পদ দুটি পূরণে কোনো বাধা নেই বলেও শিক্ষা অধিকর্তা উল্লেখ করেছেন।

রামানন্দ কলেজ, বিষ্ণুপুর থেকে প্রাপ্ত পত্রে দেখা যাচ্ছে যে নিম্নোক্ত দু-টি শূন্য পদ পূরণের অনুমতি চাওয়া হয়েছে—

১. শ্রীঅদ্বৈত দাশগুপ্তের অবসর গ্রহণের ফলে ১.৪.৯৯ থেকে শূন্য হয়ে থাকা প্রধান করণিকের পদটি; এবং

২. শ্রীবিশ্বনাথ ব্যানার্জির অবসর গ্রহণের ফলে ১.৫.৯৮ থেকে শূন্য হয়ে থাকা গাণনিকের পদটি।

এই দুটি শূন্যপদ পূরণের ব্যাপারে শিক্ষা অধিকর্তা মহাশয় সুপারিশও করেছেন। পদবিন্যাসের সংশোধিত বিধি অনুসারে উভয় পদই কলেজটির প্রাপ্য। পদ দুটি বেশ কিছু দিন শূন্য পড়ে রয়েছে।

কাজেই, শূন্যপদ দুটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং সেগুলির পূরণ বিধিসম্মত বিধায় বিষ্ণুপুরের রামানন্দ কলেজের প্রধান করণিক ও গাণনিকের পদ দুটি পূরণের প্রয়োজনীয় অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে।

র.চ.

সহায়ক

২৭.১১.২০০০

বি. ভট্টাচার্য
যুগ্মসচিব
২৮.১১.২০০০
দী. মুখোপাধ্যায়
সচিব
২৯.১১

উপরের নির্দেশমতো একটি খসড়া অনুমোদনের জন্য নীচে পেশ করা হল।

র.চ.
সহায়ক
৩.১২.২০০০

৫. ক্রমতালিকা (Gradation List) অনুসারে সরকারি কর্মীদের উচ্চতর পদে অন্য বিভাগে যোগদানের নির্দেশ দিয়ে আদেশনামা জারি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
স্বরাষ্ট্র (কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার) বিভাগ
Home (Per) Deptt.
কমন ক্যাডার শাখা

আগামী ১ জানুয়ারি ২০০৭ থেকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগে কর্মীদের অবসরগ্রহণ জনিত ২২টি আপার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট-এর পদ আপাতত শূন্য হচ্ছে।

বিভিন্ন দপ্তর ও শূন্যপদের হিসাব নিম্নরূপ :

অর্থ (অডিট)	৩
অর্থ (গণন)	২
বিধানসভা সচিবের অফিস	২
রাজভবন সচিবের অফিস	১
উচ্চ শিক্ষা	২
বিদ্যালয় শিক্ষা	২
তথ্য ও সংস্কৃতি	২
শিল্প	৩
নগরোন্নয়ন	২
কৃষি	৩
	২২

এই বিভাগে রক্ষিত গ্রেডেশন লিস্ট বা ক্রমতালিকা অনুযায়ী এখন এই বাইশ জন অবরবর্গীয় সহায়ক পরবর্তী পর্যায় অর্থাৎ উচ্চবর্গীয় সহায়কের পদে উন্নীত হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে রয়েছেন। এইসব কর্মীর ক্রমিক নাম এবং তাঁরা এখন যে যে দপ্তরে কর্মরত তার বিবরণ এরকম—

১. শ্রীপ্রিয়তোষ গঙ্গোপাধ্যায়	অর্থ (অডিট)
২. শ্রীঅনিন্দ্য রায়	অর্থ (অডিট)
৩. শ্রীমতী মিলি সেনগুপ্ত	অর্থ (গণন)
৪. শ্রীশুভ হালদার	স্বাস্থ্য
৫. শ্রীপরেশ বাসকে	অর্থ (গণন)
৬. শ্রীমিলন মণ্ডল	ক্ষুদ্র শিল্প
৭. শ্রীতাপস মাইতি	জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি
৮. শ্রীমতী ঈশিতা মৈত্র	রাজভবন সচিবালয়
৯. শ্রীমতী মন্দিরা মুখোপাধ্যায়	উচ্চ শিক্ষা
১০. শ্রীসহাবুদ্দিন আলি	গ্রন্থাগার পরিষেবা
১১. শ্রীজয়ন্ত মাহাত	বিদ্যালয় শিক্ষা
১২. শ্রীঅয়ন সিংহ	বিদ্যালয় শিক্ষা
১৩. শ্রীমতী সীমা কুণ্ডু	তথ্য ও সংস্কৃতি
১৪. শ্রীদেবব্রত দত্ত	তথ্য ও সংস্কৃতি
১৫. শ্রীনুরুল ইসলাম	জলসম্পদ
১৬. শ্রীপার্থসারথি ভুঁইয়া	শিল্প
১৭. শ্রীমানবেন্দ্র মজুমদার	শিল্প
১৮. শ্রীগৌতম দাশগুপ্ত	নগরোন্নয়ন
১৯. শ্রীমতী ব্রততী বসাক	বিদ্যালয় শিক্ষা
২০. শ্রীঅক্ষয় কয়াল	উচ্চ শিক্ষা
২১. শ্রীতাপস ভদ্র	কৃষি
২২. শ্রীমতী অনুরাধা চক্রবর্তী	কৃষি

এইসব অবরবর্গীয় সহায়ককে উচ্চবর্গীয় সহায়ক পদে উন্নীত করে ওই বাইশটি শূন্যপদে যোগদানের জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করা যেতে পারে।

অনুমোদনের জন্য পেশ করা হল।
প্র. কর
সহায়ক
১৫.১১.০৭

নথিতে বর্ণিত ক্রমতালিকা অনুসারে সহায়কগণকে অবরবর্গীয় থেকে উচ্চবর্গীয় পদে উন্নীত করে এভাবে বিভিন্ন বিভাগে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে—

ক্রম ১ থেকে ৩	অর্থ (অডিট)
ক্রম ৪ — ৫	অর্থ (গণন)
ক্রম ৬—৭	বিধানসভা সচিবের অফিস
ক্রম ৮	রাজভবন সচিবের অফিস
ক্রম ৯—১০	উচ্চশিক্ষা
ক্রম ১১—১২	বিদ্যালয় শিক্ষা
ক্রম ১৩—১৪	তথ্য ও সংস্কৃতি

শব্দার্থ ও টীকা

ক্রম ১৫—১৭ শিল্প
ক্রম ১৮—১৯ নগরোন্নয়ন
ক্রম ২০—২২ কৃষি

জ. গুপ্ত
সহসচিব
১৮.১১.০৭

মা. লাহা
উপসচিব
১৯.১১.০৭

মী. বালসুব্রামানিয়ম
সচিব
২০.১১.০৭

সচিব মহোদয়ের ২০.১১.০৭ তারিখের আদেশ দেখা যেতে পারে।

আগামী ৩১.১২.২০০৭ তারিখে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগে যে-বাইশজন উচ্চবর্গীয় সহায়ক অবসর গ্রহণ করছেন তাঁদের শূন্যপদে ক্রমতালিকার ভিত্তিতে ২২ জনকে যোগ দেওয়ার আদেশ দিয়ে একটি আদেশনামার খসড়া নীচে পেশ করা হল।

অনুমোদনের জন্য।

প্র. কর
সহায়ক
২৫.১১.০৭

৬. বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে জনস্বার্থে চিকিৎসক বদলির আদেশনামা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
স্বাস্থ্য বিভাগ
স্বাস্থ্য অধিকার
চক্ষু রোগ শাখা

এই শাখার আটজন চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞের ৩১ মার্চ ২০০৮ তারিখে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে প্রায় চার বছরের কার্যকাল পূর্ণ হবে। এ সম্পর্কে বিবরণ নীচে দেওয়া হল—

চিকিৎসকের নাম	যে হাসপাতালে কর্মরত	এখানে যোগদানের তারিখ
ড. জ্যোতির্ময় চৌধুরী	কাটোয়া মহকুমা হাসপাতাল	০৩.০৪.২০০৪
ডা. শ্রীমতী স্মৃতিকণা রায়	বাঁকুড়া জেলা হাসপাতাল	০২.০৫.২০০৪
ডা. মহেশ্বর টুডু	বিধাননগর মহকুমা হাসপাতাল	১৫.০৫.২০০৪
ডা. অলোক সেন	শিলিগুড়ি মহকুমা হাসপাতাল	০১.০৬.২০০৪

ডা. শ্রীমতী প্রকৃতি ভট্টাচার্য	হাওড়া জেলা হাসপাতাল	০১.০৬.২০০৪
ডা. সুদীপ হাজরা	শান্তিপুর মহকুমা হাসপাতাল	১৭.০৬.২০০৪
ডা. মনোজ জোয়ারদার	বারাসত মহকুমা হাসপাতাল	০১.০৮.২০০৪
ডা. অভয় সরকার	ঝাড়গ্রাম মহকুমা হাসপাতাল	১৬.০৮.২০০৪

একই স্টেশনে তিন বছরের অধিককাল অতিবাহনের পর স্বভাবতই অন্যত্র বদলির বিষয়টি বিবেচিত হতে পারে। উপরোক্ত আটজনের সকলেই ইতিমধ্যে বদলি চেয়ে চিঠিও দিয়েছেন (চিঠিগুলি নথিতে রাখা আছে—পতাকা ১-৮ দ্রষ্টব্য)।

এইসব চিকিৎসককে এবার জনস্বার্থে বদলির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

প্রয়োজনীয় আদেশের জন্য উপস্থাপিত হল।

চ. ধর
সহায়ক
০২.০৩.০৮

যে-আটজন চক্ষু চিকিৎসকের বিভিন্ন হাসপাতালে কর্মকাল তিন বৎসরের অধিককাল হয়ে গিয়েছে তাঁদের ১ এপ্রিল ২০০৮ থেকে নিম্নোক্তরূপে বদলি করা যেতে পারে —

চিকিৎসকের নাম	বর্তমান কর্মরত	পরবর্তী কর্মক্ষেত্র
ড. জ্যোতির্ময় চৌধুরী	কাটোয়া মহকুমা হাসপাতাল	হাওড়া জেলা হাসপাতাল
ডা. শ্রীমতী স্মৃতিকণা রায়	বাঁকুড়া জেলা হাসপাতাল	বিধাননগর মহকুমা হাসপাতাল
ডা. মহেশ্বর টুডু	বিধাননগর মহকুমা হাসপাতাল	বাঁকুড়া জেলা হাসপাতাল
ডা. অলোক সেন	শিলিগুড়ি মহকুমা হাসপাতাল	বারাসত মহকুমা হাসপাতাল
ডা. শ্রীমতী প্রকৃতি ভট্টাচার্য	হাওড়া জেলা হাসপাতাল	কাটোয়া মহকুমা হাসপাতাল
ডা. সুদীপ হাজরা	শান্তিপুর মহকুমা হাসপাতাল	শিলিগুড়ি মহকুমা হাসপাতাল
ডা. মনোজ জোয়ারদার	বারাসত মহকুমা হাসপাতাল	ঝাড়গ্রাম মহকুমা হাসপাতাল
ডা. অভয় সরকার	ঝাড়গ্রাম মহকুমা হাসপাতাল	শান্তিপুর মহকুমা হাসপাতাল

স্বাস্থ্য অধিকর্তা মহোদয়ের অনুমোদনের পর জনস্বার্থে বদলির আদেশনামা জারি করা যেতে পারে।

জ. ঘোষাল
সহঅধিকর্তা
০৫.০৩.০৮

শরাফৎ আলি
উপ-অধিকর্তা
০৬.০৩.০৮

জ্যোৎস্না মল্লিক
স্বাস্থ্য অধিকর্তা
০৮.০৩.০৮

স্বাস্থ্য অধিকর্তার আদেশ।

শব্দার্থ ও টীকা

বদলি সংক্রান্ত আদেশনামার খসড়া পেশ করা হোক। সত্বর।

জ. ঘোষাল
সহঅধিকর্তা
১০.০৩.০৮

28.4 আপনি যা শিখলেন

1. অফিসে ফাইল খোলার প্রয়োজনীয়তা
2. কোন্ কোন্ কারণে ফাইল খুলতে হয়
3. কেমনভাবে ফাইল গঠিত হয়
4. ফাইলের দু-টি ভাগ কী কী
5. ফাইলে নোট লেখার এবং খসড়া প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া
6. ফাইলে নোট লেখার ব্যাপারে সাধারণ রীতি
7. যথাযথভাবে ফাইল খোলা ও তাতে নোট দেওয়া আর খসড়া তৈরি করার ক্ষেত্রে সামর্থ্যের প্রয়োগ

28.5 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. অফিসের কোনো সহায়কের পূর্বানুমতি না নিয়ে মাঝে মাঝে অনুপস্থিতি এবং নিয়মানুযায়ী ছুটির দরখাস্ত জমা না-দেওয়ার দরুন তাকে 'শো-কজ' করা বা কারণ দর্শানোর জন্য একটি নোট তৎসহ খসড়া প্রস্তুত করুন
2. কলকাতা পুস্তক মেলায় তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের স্টল স্থাপনের ব্যাপারে অর্থ বরাদ্দের জন্য একটি নোট প্রস্তুত করুন
3. মিলনমেলা প্রাঙ্গণে 'শিল্প মেলা' উদ্‌বোধনের জন্য শিল্পমন্ত্রী কর্তৃক মুখ্যমন্ত্রীর সমীপে অনুরোধ জানিয়ে একটি পত্রের খসড়া তৈরি করুন
4. রায়গঞ্জ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দুটি নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের জন্য অর্থবরাদ্দের আবেদন জানিয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে প্রেরিত পত্রখানি বিবেচনার্থে দপ্তরে ফাইল খুলে তাতে নোট লিখুন
5. কৃষি দপ্তরের জেলা কৃষি আধিকারিদের বদলির ব্যাপারে ফাইলে নোট প্রস্তুত করুন।

28.6 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

1. অনুচ্ছেদ (ক) ও (খ) দেখুন।
2. 28.3.1 দেখুন।

শব্দার্থ ও টীকা

29

রেখাচিত্র ও তালিকা তৈরি

29.1 প্রস্তাবনা

মানুষের ভাববিনিময়ের মাধ্যম হচ্ছে ভাষা। ভাষার সাহায্যে মানুষ তার নিজের মনের ভাব অন্যের কাছে ব্যক্ত করে। কিন্তু এই ভাষারও একটা সীমাবদ্ধতা আছে। এই ভাষাও মানুষের গহন মনের গভীর বেদনার কথা কখনও কখনও প্রকাশ করতে পারে না, তাই মানুষ কথায় দেয় সুর, গায় গান। সেইভাবেই প্রয়োজনের তাগিদে সহজ থেকে সহজতর ভাবে কোনো কিছু বোঝাতে মানুষ ব্যবহার করে নানা সাংকেতিক চিহ্ন, ছবি আঁকে, রেখাচিত্র তৈরি করে। বিশেষ বিশেষ জটিল বিষয়ে তথ্যলিপি লিখে, সারণি প্রস্তুত করে, প্রবাহচিত্র, স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করে মানুষ তার প্রয়োজন মেটায়। কাজেই, শিক্ষাক্ষেত্রে এই সব সাংকেতিক রেখাচিত্র, সারণির গুরুত্ব অপরিসীম।

29.1 উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করলে আপনারা —

- তালিকা, সারণি, রেখাচিত্র, স্তম্ভচিত্র সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- নিজেরাও প্রয়োজনে এইসব রেখাচিত্র, প্রবাহচিত্র, স্তম্ভচিত্র আঁকতে পারবেন;
- কর্মক্ষেত্রে এগুলির ব্যবহার করতে পারবেন।

29.3 বিষয়ের রূপরেখা

বিভিন্ন প্রকার রেখাচিত্র তৈরি ও তার ব্যবহার :

29.3.1

তালিকা বা ফর্দ — আমরা যখন বাজার করতে যাই, তখন একটা তালিকা বা ফর্দ তৈরি করে হাতে করে নিয়ে যাই। এতে সুবিধা, বিশেষ ঘোরাঘুরি করতে হয় না। বিশেষ বিশেষ জিনিসের দোকানে গিয়ে শুধুমাত্র সেই জিনিসটি সংগ্রহ করে নিয়ে আসি। এতে সময় বাঁচে। আবার কোন্ জিনিস কতটুকু পরিমাণ লাগবে, তা তালিকায়

শব্দার্থ ও টীকা

লেখা থাকলে জিনিসের অপচয় রোধ করা যায় এবং অর্থেরও অপব্যবহার কমে। বিশেষভাবে আমাদের ঘরে কোনো উৎসব আয়োজন অথবা বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়- স্বজনের আগমন ঘটলে তো কথাই নেই। তখন তালিকা তৈরি করে জিনিস সংগ্রহ করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। বড়ো বড়ো উৎসবে পালা-পার্বণে ফর্দের ব্যবহার দেখা যায়। এখানে চিত্র এঁকে সাধারণ বাজারের এক তালিকা তৈরি করে দেখান হল।

তালিকা বা ফর্দ - 1 : একটি প্রাত্যহিক বাজারের তালিকা। লোকটিকে প্রতিদিন বাজারে চাল, ডাল, সবজি, মাছ, তরিতরকারি, আলু, পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা, চিনি, চা, পাঁউরুটি কিনতে হয়। সে নীচে লেখা তালিকার মতো একটি তালিকা তৈরি করে বাজারে নিয়ে যাবে। এতে তার সময় এবং অর্থ উভয়েরই সংকুলান হবে।

জিনিস	পরিমাণ	আনুমানিক মূল্য
চাল	২.৫ কেজি	৫০ টাকা
ডাল	৫০০ গ্রাম	৩০ টাকা
মাছ	১ কেজি	১৪০ টাকা
সবজি	৫০০ গ্রাম	১০ টাকা
আলু	১ কেজি	১০ টাকা
পেঁয়াজ	২৫০ গ্রাম	৫ টাকা
চিনি	৫০০ গ্রাম	২০ টাকা

তালিকা বা ফর্দ - 2 : এবারে আমরা বিভিন্ন বয়সের বালক-বালিকা, স্ত্রী-পুরুষ, পরিশ্রমী ব্যক্তি এবং সামান্য কাজ করে এমন সব ব্যক্তিদের শরীরে প্রতিদিন শাক-সব্জি, ফল-মূল, দুধ, চিনি, প্রভৃতি কতটুকু তার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজন, তার একটি তালিকা প্রস্তুত করে দিচ্ছি। এই ধরনের তালিকা সামনে থাকলে স্বাস্থ্যসচেতনতা বাড়ে, খাদ্যাভ্যাস নিয়মিত এবং পরিমিত হয়। কাজেই এই ধরনের খাদ্য-তালিকা প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে আবশ্যিক।

ভোজ্য সামগ্রী (গ্রাম প্রতি)	বয়স্ক পুরুষ			বয়স্ক স্ত্রী			শিশু		ছেলে	মেয়ে
	কার্যক্ষমতা			কার্যক্ষমতা						
	কম কাজ	সামান্য কাজ	বেশি কাজ	কম কাজ	সামান্য কাজ	বেশি কাজ	১ - ৩ বছর	৪ - ৬ বছর	১০ ১২ বছর	১০ ১২ বছর
১ বৎসর										
তরি-তরকারি	460	520	670	410	440	575	175	270	420	380
ডাল	40	50	60	40	45	50	35	35	45	45
তাজা টাটকা শাক-সবজি	40	40	40	100	100	50	40	50	50	50
অন্যান্য সবজি	60	70	80	40	40	100	20	30	50	50
মাটির নিচের কন্দ জাতীয় সবজি	50	60	80	50	50	60	10	20	30	30
দুধ	150	200	250	100	150	200	300	250	250	250
তেল-ঘি	40	45	65	20	25	40	15	25	40	35
শর্করা/চিনি	30	35	55	20	20	40	30	40	45	45

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 29.1

নীচের প্রশ্নগুলি পড়ে ঠিক উত্তরটিতে ✓ চিহ্ন দিন :—

1. তালিকা, রেখাচিত্র, প্রবাহচিত্র প্রভৃতি ব্যবহার করা হয় —
   (ক) যাতে একই জিনিস বারবার বোঝাতে না হয়,
   (খ) অতি সহজে জিনিসটি বুঝতে পারা যায়
   (গ) বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত করা যায়।

2. ঘরে একটি ক্যালেন্ডার রয়েছে, ক্যালেন্ডারটিকে বলা যায় —
   (ক) তথ্যচিত্র
   (খ) বর্ষতালিকা
   (গ) বর্ষপঞ্জি

3. বিভিন্ন বয়সের জন্য খাদ্যতালিকাটি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে দেখুন, এবারে একজন বেশি কার্যক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষের যে খাদ্যতালিকা এখানে দেওয়া হল, সেটি সঠিক কি না উত্তরে হ্যাঁ বা না লিখুন।

   বেশি কার্যক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ

ডাল	—	৬০ গ্রাম	হ্যাঁ / না
সবজি	—	৭০ গ্রাম	
দুধ	—	২৫০ গ্রাম	
তেল/ঘি	—	৫০ গ্রাম	
চিনি	—	৫০ গ্রাম	

29.3.2

চক্র চিত্র (Pie Chart) : এবারে আমরা অন্য একটি চিত্র সম্পর্কে আলোচনা করব। এই প্রক্রিয়াটি পড়াশোনার ব্যাপারে বিশেষ কাজে লাগে। ধরুন একটি বিদ্যালয়ে 1000 জন ছাত্র পড়ে। এর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে 600 জন, বাণিজ্য বিভাগে 200 এবং কলা বিভাগে 200 জন পড়ে। অঙ্কের সাহায্যে অতি সহজে এর শতকরা হিসাব বের করা যায়। যেমন,

$$\text{কলা বিভাগে শতকরা } \frac{200}{1000} \times 100 = 20\%$$

গণিত শাস্ত্রে একে 'পাই ফরমূলা' বলে। 'পাই' (pie) একটি ইংরেজি শব্দ। বাংলায় এর অর্থ 'অংশ'। যে চিত্রের সাহায্যে আলোচ্য বিষয়টি সমগ্র বিষয়ের কত অংশ জুড়ে আছে তার পরিচয় দেওয়া হয় তাকে বলে পাই চার্ট (Pie Chart)। এই চিত্র দেখতে চাকার মতো বলে বাংলায় একে বলা হয় চক্রচিত্র।

চিত্রের সাহায্যে উপরের শতকরা বা শতাংশের হিসাবটি অতি সুন্দর এবং সহজে প্রকাশ করা যায়। নীচের চিত্রটি বিশেষভাবে লক্ষ করুন।

শব্দার্থ ও টীকা

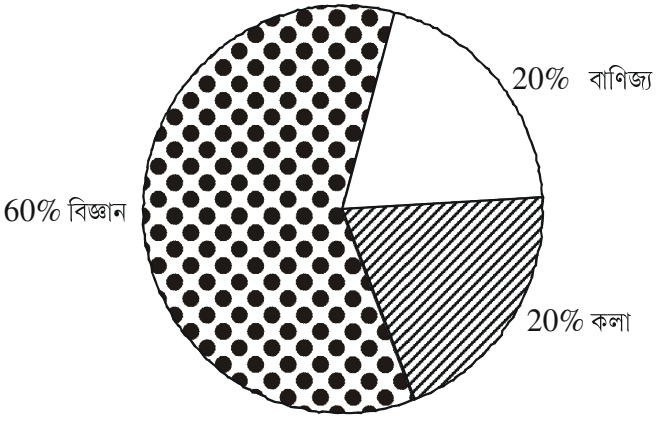

বংশলতিকা:

এই প্রক্রিয়াটিকে সাধারণ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়। একটি বৃক্ষ যেমন শাখা-প্রশাখা বৃদ্ধি করে একটি বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়, তেমনি একজন ব্যক্তিও একটি পরিবার প্রতিষ্ঠা করে কালক্রমে সেই বৃহৎ পরিবারের আদি পুরুষ হিসাবে পরিচিত হন। প্রাচীনকালে এইসব পরিবারে পারিবারিক সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে কুলপঞ্জি বা বংশলতিকা ব্যবহার করা হত। প্রসঙ্গত জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের উল্লেখ করা যেতে পারে। দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ এবং দেবেন্দ্রনাথের পুত্রকন্যা প্রমুখ এক বিরাট পরিবার। বর্তমানে এই পঞ্জি শুধুই জীবনক্ষেত্রেই নয়, অন্য ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। নীচে বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব সম্পর্কে একটা বংশলতিকা তৈরি করে দেওয়া হল, লক্ষ করুন।

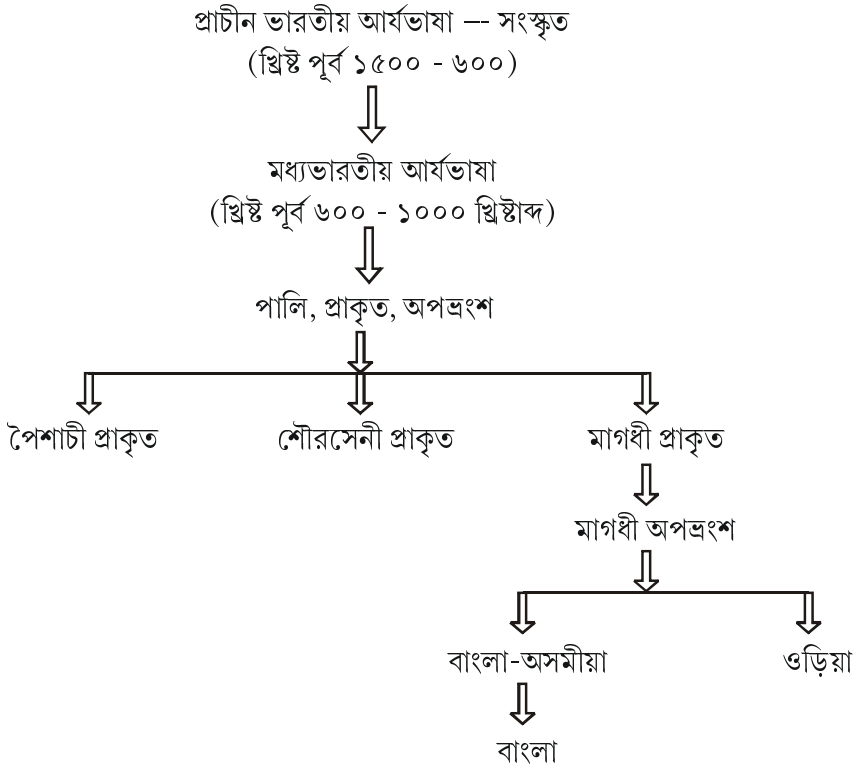

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 29.2

নীচের প্রশ্নগুলি পড়ে উত্তর দিন :

1. এবছর 2009-এ পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পরীক্ষায় ধরা হল, বিজ্ঞান বিভাগে 94%, কমার্স বিভাগে 82% এবং কলা বিভাগে 68% পাশ করেছে। একটি পাইচিত্র অঙ্কন করে বিষয়টি পরিস্ফুট করুন।

2. এক শেখর রায়ের এক ছেলে বড়ো, পরপর দুটি মেয়ে, পরে আরও একটি ছেলে জন্মায়। বড়ো ছেলে বিবাহিত, তার এক ছেলে, এক মেয়ে। বড়ো মেয়ে অবিবাহিত, মেজ মেয়ে বিবাহিত, তার এক ছেলে, এক মেয়ে, ছোটো ছেলে দশ বছর বয়সে অকালমৃত। শেখর রায়ের পরিবারের একটি বংশলতিকা তৈরি করুন।

প্রবাহ চিত্র (Flow Chart):

এবারে প্রবাহ চিত্র বা Flow Chart সম্পর্কে কিছু জানতে পারবেন। আপনারা প্রত্যহ বাজার থেকে আপেল, আঙুর, কমলালেবু কিনে খান। কখনও কখনও এই ফলগুলির জুস (juice)ও কিনতে পাওয়া যায়। এখন, কমলালেবু কিনে তার খোসা ছাড়িয়ে তার জুস তৈরির ব্যাখ্যা করতে গেলে অনেক সময় এবং প্রচুর ব্যাখ্যার প্রয়োজন। কিন্তু সেই কাজই সহজে করা যায় একটা প্রবাহচিত্রের সাহায্যে। নীচের চিত্রটির প্রতি লক্ষ করুন।

শব্দার্থ ও টীকা

স্তম্ভচিত্র (Bar Chart):

এতক্ষণ বিভিন্ন প্রকার তালিকা, পাই চার্ট, প্রবাহ চার্ট প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। এবার আমরা বলব বারচিত্র বা স্তম্ভচিত্রের কথা। অত্যন্ত জটিল এবং সমস্যাবহুল একটি বিরাট তালিকা বারচিত্রের সাহায্যে অতি সরলভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। নীচে দেওয়া বিভিন্ন রাজ্যের জনসংখ্যা (2001) লক্ষ করুন।

উত্তরপ্রদেশ	—	14,27,18,015
মধ্যপ্রদেশ	—	10,89,14,265
মহারাষ্ট্র	—	17,58,15,814
কর্নাটক	—	9,78,27,763
পশ্চিমবঙ্গ	—	8,02,21,171
বিহার	—	8,29,98,509
রাজস্থান	—	5,65,07,188
গুজরাট	—	5,06,71,017

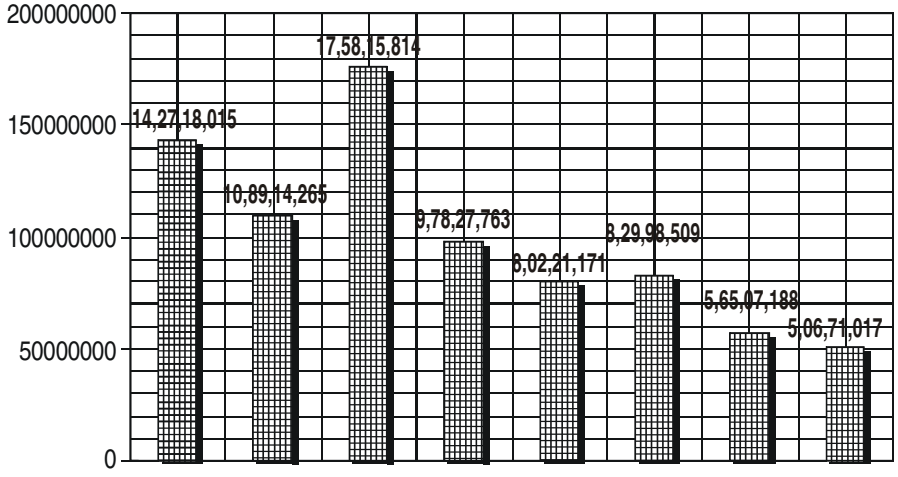

বিভিন্ন রাজ্যের জনসংখ্যা (2001)

দলগত স্তম্ভচিত্র (Group Bar Chart):

আগের চিত্রে সরল স্তম্ভচিত্র (Bar Chart)-এর কথা আলোচনা করা হয়েছে। কখনও কখনও এমন কিছু সমস্যা দেখা দেয়, যার সমাধান সরল স্তম্ভচিত্র দ্বারা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে দলগত স্তম্ভচিত্র ব্যবহার করতে হয়। ভারতের বর্তমান সাক্ষরতার হার জানতে গিয়ে পুরুষ ও নারীর প্রশ্ন ওঠে, এবং এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। এখানে দলগত স্তম্ভচিত্রের সাহায্যে পুরুষ ও নারীর পৃথক পৃথক হার দেখানো হল। চিত্রটি লক্ষ করুন।

ভারতে সাক্ষরতার হার

সাল	পুরুষ	নারী
1961	40.4	15.3
1971	46.0	22.0

শব্দার্থ ও টীকা

1981	56.4	29.8
1991	63.9	39.4
2001	75.85	54.16

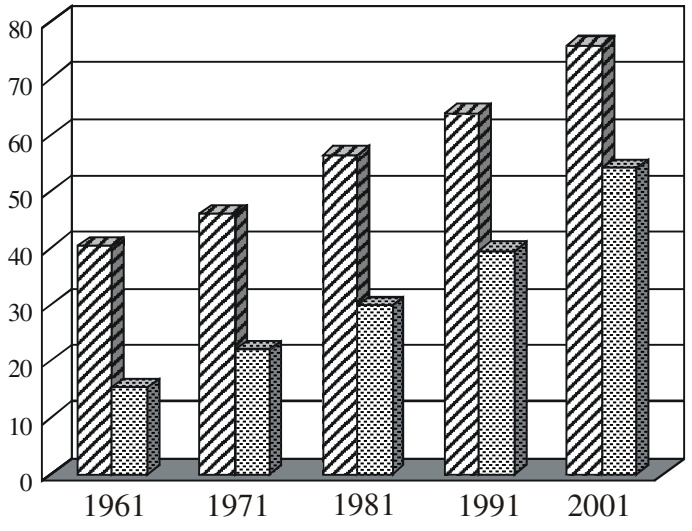

29.5 আপনি যা শিখলেন

1. এতদিন পর্যন্ত বইপত্র পড়াশোনা করে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সঙ্গে মতামত বিনিময় করে শিক্ষালাভ করেছেন। এখন তারও অতিরিক্ত কিছু যেমন, তালিকা প্রস্তুতকরণ, রেখাচিত্র, প্রবাহচিত্র, স্তম্ভচিত্র অঙ্কন প্রভৃতির মাধ্যমে অতিরিক্ত কিছু সামর্থ্য লাভ করলেন।
2. এই সমস্ত শিক্ষণ সামগ্রী স্বহস্তে প্রস্তুত করতে গিয়ে কিছু দক্ষতা অর্জন করলেন এবং নূতন নূতন ভাবনা-চিন্তা শুরু হল।
3. এই সকল কাজ করতে গিয়ে কঠিন থেকে কঠিনতর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এবং সেই সমস্যা নিজেই চিন্তা করে উদ্ভাবন করেছেন এবং সফল হয়েছেন, নতুন শিক্ষা অর্জন করেছেন।
4. অঙ্কের একটা জটিল পদ্ধতি কীভাবে শতকরা হার নির্ণয় করা হয়, শিখেছেন।
5. জটিল সমস্যা প্রস্তুতিতে গ্রাফচিত্র, বারচিত্রের সাহায্যে সমাধান করা যায়, শিখেছেন।

29.4 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. বিভিন্ন রাজ্যে শিশু শ্রমিকের শতকরা হার দেওয়া হল। চক্রচিত্রের সাহায্যে অঙ্কন করে দেখান।

মহারাষ্ট্র	—	9.5%
কর্নাটক	—	8.7%
মধ্যপ্রদেশ	—	12.0%
উত্তরপ্রদেশ	—	12.5%

শব্দার্থ ও টীকা

অন্ধ্রপ্রদেশ — 14.5%
অন্যান্য — 42.6%
[শ্রম মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার।
বার্ষিক রিপোর্ট - 2002-2003]

2. বিভিন্ন রাজ্যে পঞ্চায়েতে শতকরা কতজন মহিলা নিযুক্ত আছেন তার বিবরণ দেওয়া হল। একটি স্তম্ভচিত্রের সাহায্যে বিষয়টি বুঝিয়ে দিন।

রাজ্য	পঞ্চায়েতে মহিলাদের স্থান (%)
ত্রিপুরা	42.00
অন্ধ্রপ্রদেশ	27.00
মহারাষ্ট্র	21.30
কেরেলা	20.00
বিহার	20.00
পাঞ্জাব	14.48

3. একটি পারিবারিক বংশলতিকা নির্ণয় করুন।

29.6 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

29.1

1. খ
2. গ
3. হ্যাঁ, না, হ্যাঁ, না, না।

29.2

দুটি প্রশ্নের উত্তর চক্রচিত্র ও বংশলতিকা তৈরি করার পদ্ধতি অনুসারে এঁকে দেখাতে হবে।

শব্দার্থ ও টীকা

30

বোধ পরীক্ষণ

30.1 প্রস্তাবনা

লেখাপড়ার বিষয়ে 'আমরা স্বনির্ভর'— এ-কথা যত সহজে বলা যায় ব্যাপারটা তত সহজ নয়। স্বনির্ভরতার নানা মাত্রা বা স্তর আছে। আংশিক স্বনির্ভরতার থেকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাবার জন্য আমাদের যথেষ্ট চেষ্টা থাকা চাই। সাধারণত দেখা যায়, গৃহশিক্ষকের উপর শিক্ষার্থীরা খুব নির্ভরশীল। শিক্ষক লিখিয়ে দেন, ছাত্রছাত্রীরা অনেকে মুখস্থ করে। তাদের আশা মুখস্থ বিদ্যার জোরে পরীক্ষায় উতরে যাবে। তার ফলে পরীক্ষার খাতায় অনেক হাস্যকর ভুলও দেখা যায়। তাতে বোঝা যায়, পাঠ্যবিষয় ঠিকমতো বোধগম্য হয়নি। 'বোধ পরীক্ষণ' পাঠটি আমাদের এগোতে সাহায্য করবে। আমরা নিজেরাই বিচার করতে পারব, আমরা যতটা বুঝতে পারছি তা ঠিকমতো প্রকাশ করতে পারছি কিনা।

30.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়লে আপনারা—

- বোধ পরীক্ষণ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা দিতে পারবেন;
- উদ্ধৃত বিষয়ের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন।

30.3 বিষয়ের রূপরেখা

30.3.1 বোধ পরীক্ষণ বলতে কী বোঝায়?

রোজই আমাদের কিছু-না-কিছু পড়তে হয়। খবরের কাগজ, রাস্তার ধারের বিজ্ঞাপন, আবার বইপত্রও। এই পড়া তো শুধু পড়া নয়, পড়ে বোঝা। আবার শুধু বুঝলেই হবে না, কী বোঝা গেল তা প্রকাশ করে অপরকে বুঝিয়ে দেওয়া চাই। বোধ পরীক্ষণের প্রশ্নের উত্তরে ব্যবহার করতে হবে চলিত ভাষা, প্রত্যক্ষ উক্তি পরিণত হবে পরোক্ষ উক্তিতে। প্রশ্নের উত্তরে বাড়তি কথা লেখা চলবে না, যতটুকু উত্তর চাওয়া হয়েছে ততটুকুই শুধু লিখতে হবে। এভাবে প্রকাশ করতে গেলে নিজের কাছেই পরিষ্কার হয়ে যাবে, পঠিত বিষয়টি কতখানি বোধের মধ্যে এসেছে। ঘরে-বাইরে আমরা অনেক কিছু পড়ি— ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান রাজনীতির বিষয়, খেলার খবর, আরও কত-কী। বোধ পরীক্ষণের অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে পাঠ্য বহির্ভূত যে-কোনো প্রশ্নের

শব্দার্থ ও টীকা

উত্তর বা বক্তব্যের প্রকাশ সহজে করা যায়। তবে লিখতে গেলে ভাষার উপর দখল থাকা চাই। ভাবনা ও অনুভূতি আমরা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করি। মাধ্যমটিকে আয়ত্ত করতে না-পারলে ভাষা অশুদ্ধ হবে, লেখা আটকে যাবে। সব সময় মনে রাখতে হবে সহজ ভাষায় লেখা অনুশীলন সাপেক্ষ।

পাঠগত প্রশ্ন : 30.1

1. বোধ পরীক্ষণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত বিষয় সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর কীভাবে লেখা উচিত? (অনধিক চারটি বাক্যে উত্তর দিন)

2. ভাষা-মাধ্যমকে আয়ত্ত করা খুব দরকার কেন?

30.3.1 বোধ পরীক্ষণ বিষয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত

(1)

কত্তাবাবা (রবীন্দ্রনাথ) মাঝে মাঝে জোড়াসাঁকোয় অভিনয়ের আয়োজনে মাতিয়ে তুলতেন সবাইকে। শান্তিনিকেতনের দল যখন তৈরি হয়নি তখন যা-কিছু করত কলকাতার দল। কলকাতায় এসে কত্তাবাবাকে দল সংগ্রহ করতে হত। দাদামশায়দের (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরদের) টানতেন, অন্যান্য আত্মীয়-বন্ধুরা এসে যোগ দিতেন, শান্তিনিকেতনেরও কেউ কেউ আসতেন। এইভাবে দল গড়ে উঠত। জোড়াসাঁকো হত জমজমাট। বাড়ির রূপই বদলে যেত। লেখাপড়া প্রায় হতই না আমাদের। খেলাও বন্ধ হয়ে আসত।

রিহার্সাল আরম্ভ হলে আমরা লক্ষ করতুম যে আমাদের ছোটোদের মধ্যে থেকে একমাত্র খুকিমাসি (অবনীন্দ্রনাথের কন্যা সুরূপা) ছাড়া আর কারুর কত্তাবাবার দলে ঢোকবার ডাক আসত না। খুকিমাসি 'ডাকঘর'-এ মালিনীর পার্ট করে খুব নাম করেছিল। সেই থেকে তার কদর। বাকিদের করবার মতো পার্ট তাঁর নাট্যে থাকত না। কিংবা এমনও হতে পারে যে আমাদের কাউকে তিনি উপযুক্তই মনে করতেন না। এর ফলে আমরা দর্শকের কোঠায় পড়ে থাকতুম। অবশ্য দিনের পর দিন প্রতি সন্ধ্যায় রিহার্সাল দেখে ভারী আমোদ পেতুম— পার্ট সব মুখস্থ হয়ে যেত— কত্তাবাবার শেখানো ঢংগুলো পর্যন্ত। তার ফলে যতদিন তালিম শুনতুম ততদিন অভিনয় করতে না-পারার কোনো দুঃখ আমাদের মনকে স্পর্শ করত না। কিন্তু অভিনয় সাঙ্গ হয়ে গেলে দল ভেঙে যে-যাঁর পথে চলে গেলে, কত্তাবাবা শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলে আমাদেরও থিয়েটার করবার শখ জাগত মনে।

(মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়: দক্ষিণের বারান্দা)

প্রশ্ন :

১) উদ্ধৃত অংশে অভিনয়ের কোন্ দুটি দলের কথা বলা হয়েছে?

২) রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের দল গড়ে উঠত কীভাবে?

৩) ক) অভিনয় করার জন্যে ছোটোদের মধ্যে কার ডাক পড়ত?

খ) কেন তার ডাক পড়ত?

৪) কারা কেন দর্শক হয়েই থাকত?

শব্দার্থ ও টীকা

৫) অভিনয় না-করার দুঃখ কেন ছোটোরা ভুলে যেত?

৬) কখন ছোটোদের মধ্যে অভিনয় করার শখ জাগত?

৭) অবনীন্দ্রনাথ লেখকের দাদামশায়, তাহলে লেখক অবীনন্দ্রনাথের কে?

উত্তর :

১) কলকাতার দল ও শান্তিনিকেতনের দলের কথা বলা হয়েছে।

২) কলকাতায় এলে রবীন্দ্রনাথ অভিনয়ের দল গড়ে তুলতেন। দলের মধ্যে নিয়ে আসতেন অবনীন্দ্রনাথদের, আত্মীয় ও বন্ধুদের ডাক দিতেন, আর থাকতেন শান্তিনিকেতনের কয়েকজন। এই ভাবে গড়ে উঠত কলকাতার দল।

৩) ক) অবনীন্দ্রনাথের কন্যা সুরূপা বা 'খুকুমাসি'র ডাক পড়ত।

খ) 'মালিনী' নাটকে ভালো অভিনয় করেছিল খুকুমাসি, তাই অভিনেত্রী হিসেবে তার খুব সমাদর ছিল। এই পরীক্ষিত অভিনয়-প্রতিভার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাকে দলের মধ্যে নিতেন।

৪) অবনীন্দ্রনাথ এবং অন্য ছোটো ছেলেমেয়েদের অভিনয়ের যোগ্য কোনো ভূমিকা নাটকে থাকত না। অথবা রবীন্দ্রনাথ হয়তো অন্য কোনো ছোটোকে অভিনয়ের উপযুক্ত মনে করেন নি। কাজেই ছোটোরা দর্শক হয়েই থাকত।

৫) প্রতিদিন সন্ধ্যায় নাটকের মহলা হত। সে ছিল ভারী আনন্দের অভিজ্ঞতা। দেখতে দেখতে সকলের পার্ট স্মৃতিতে গেঁথে যেত। রবীন্দ্রনাথ অভিনেতাদের যে-ভঙ্গি শেখাতেন সে-সব তারা আয়ত্ত করে ফেলত। ফলে মহলা চলতে থাকলে অভিনয় না-করতে পারার দুঃখ মন থেকে মুছে যেত।

৬) একসময় অভিনয় সাঙ্গ হত, নাটক মঞ্চস্থ হয়ে যেত। অভিনেতারা বিদায় নিতেন। রবীন্দ্রনাথও শান্তিনিকেতনে ফিরে যেতেন। আনন্দের দিন শেষ হত ছোটোদেরও। এই সময় তাদের মধ্যে জেগে উঠত নাটক করার আগ্রহ।

৭) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্র মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

(2)

দরজার সম্মুখে বসিবার উপায় নাই, জলে ভিজিয়া গিয়াছে। নীল ডোরাকাটা ইজারটি দিয়া জল মুছিয়া লইলাম। ইজার ময়লা হইলেও আর ক্ষতি নাই। কাল তো আর ওটি পরিতে হইবে না। নয় বৎসর আগে ভূমিকম্পের সময় মেঝেতে এই স্থানে গর্ত হইয়া গিয়াছে। আজ পর্যন্ত সেই অবস্থাতেই রহিয়া পি.ডব্লু.ডি'র কর্মনিষ্ঠার সাক্ষ্য দিতেছে। এক নম্বর সেলে যে থাকে তাহার আবার এত বাছ-বিচার! ফাঁসির মঞ্চ হইতে যে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী তাহারই দাবি এই ঘরের উপর সবচেয়ে বেশি। সেলের সাড়ে চার হাজার বাসিন্দার মধ্যে এই ঘরের উপর আমারই দাবি সর্বোচ্চ। পি.ডব্লু.ডি.-র লোকেরা ঠিকই ভাবিয়াছে— ভিজা মেঝের উপর বসিয়া বাতগ্রস্ত হইতে যতদিন সময়ের দরকার, এ-বাসিন্দাকে ততদিন বাঁচিতে হইবে না। আজিকার দিনেও কিন্তু

শব্দার্থ ও টীকা

মনে হইতেছে, এই ভিজার উপরে বসিয়া অসুখ করিতে পারে। একটা গল্প পড়িয়াছিলাম,— একজন লোক আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত। বিষের শিশি মুখের কাছে লইয়া গিয়াছে। হঠাৎ তাহার বন্ধু বাহির হইতে ইহা দেখিয়া, পিস্তলটি তাহার দিকে নিশানা করিয়া বলিল, 'ফেলে দে বলছি গেলাসটা, না হলে এখুনি গুলি করলাম।' হাত হইতে গ্লাস পড়িয়া গেল। কে বুঝিতে পারে মনের এই গতি! . . . হয়তো দরজার সম্মুখের এই গর্তটি ভূমিকম্পের পর মেরামতের সময় নজরে পড়ে নাই। কী কাণ্ড সেবার ভূমিকম্পের সময়! ১৯৩৪ সালের ভূমিকম্পের কথা বলিতেছি। পাটনা ক্যাম্প জেল হইতে উত্তর বিহারের সকল রাজবন্দীকে গভর্নমেন্ট ছাড়িয়া দিল— ভূমিকম্পপীড়িত জনগণের সেবার জন্য।

(সতীনাথ ভাদুড়ী: জাগরী)

প্রশ্ন :

1. ঠিক উত্তরে টিক(✓) দিন—

বক্তা কোথায় বসেছিলেন?

(ক) একটি গর্তের উপর।
(খ) ঘরের বাইরে বারান্দায়।
(গ) জেলখানার একটি ঘরে।
(ঘ) নিজের বাড়ির একটি ঘরে।

2. দরজার সামনে বসবার উপায় ছিল না কেন?

3. ইজার ময়লা হলেও ক্ষতি নেই কেন?

4. দরজার সামনে কেন গর্ত হয়েছিল?

5. গর্তটি থাকার জন্য বক্তার কী অসুবিধে হচ্ছিল?

6. পি.ডব্লু.ডি.-র কর্মনিষ্ঠার কথা কেন উঠল?

7. নির্দিষ্ট ঘরটির উপর কার দাবি কেন সর্বোচ্চ?

8. পি.ডব্লু.ডি.-র লোকেরা ঠিকই ভেবেছে কোন্ কথা?

9. বক্তার একটি গল্প মনে পড়ল, কী সেই গল্প?

10. কেন ওই গল্পটিই বক্তার মনে এল?

11. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন:

ক) কত সালের ভূমিকম্পের কথা বক্তা বলেছেন?
খ) ভূমিকম্পের পর গভর্নমেন্ট কী পদক্ষেপ নিয়েছিল?
গ) কেন ওই বিশেষ পদক্ষেপের কথা বক্তার মনে পড়ল?

12. বক্তার জীবনের যে-ঘটনার কথা এখানে বলা হয়েছে তা কত খ্রিস্টাব্দের?

উত্তর :

1. গ

2. দরজার সামনেটা জলে ভেজা, তাই বসার উপায় নেই।

শব্দার্থ ও টীকা

3. পরের দিন ইজারটি আর পরতে হবে না। তাই সেটা ময়লা হলেও ক্ষতি নেই।

4. ভূমিকম্পের কারণে দরজার সামনে গর্ত তৈরি হয়েছিল।

5. গর্তে জল জমে, দরজার সামনেটা ভিজে যায়। তাই সেখানে বসার অসুবিধে।

6. গর্ত সারানোর দায়িত্ব পি.ডব্লু.ডি.-র। গর্তটা ন-বছর ওখানে রয়ে গেছে, তবু তারা সারায়নি। তাতে পি.ডব্লু.ডি.-র কর্মনিষ্ঠার অভাবই প্রমাণিত হয়। কিন্তু বক্তা উলটো কথা বলেছেন— গর্তটা কর্মনিষ্ঠার পরিচয় দিচ্ছে। স্বভাবতই মন্তব্যটি ব্যঙ্গাত্মক।

7. বক্তা ফাঁসির অপেক্ষায় আছেন, তাঁর দাবি সর্বোচ্চ। ফাঁসির মঞ্চ থেকে সবচেয়ে কাছে যে-ঘর, সেই ঘরে বক্তাকে রাখা হয়েছে। যাঁর ফাঁসির দিন সবচেয়ে কাছে চলে এসেছে তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট থাকে এই ঘর। বক্তার ফাঁসির সময় ঘনিয়ে আসছে, তাই তাঁর অবস্থান ওই ঘরে।

8. ওই বিশেষ ঘরের বাসিন্দাকে ভিজে মেঝের ওপর থাকতে হবে। তাতে বাতব্যাধিতে মরবে। কিন্তু সে ব্যাধি ধরতে যে-সময় লাগার কথা তার আগেই বাসিন্দার ফাঁসি হয়ে যাবে। সুতরাং গর্ত বোঝানো নিরর্থক— এই কথাই ভেবেছে পি.ডব্লু.ডি।

9. গল্পটি আত্মহত্যায় উদ্যত একজন মানুষের। তিনি আত্মহত্যার জন্য মুখের কাছে বিষের শিশি নিয়ে এসেছেন। এমন সময় তাঁর বন্ধু বাইরে থেকে ব্যাপারটা দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল তাক করে শিশিটা ফেলে দিতে হুকুম করলেন, না-ফেললে সেই মুহূর্তেই তিনি গুলি করবেন। সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যা-করতে-যাওয়া মানুষটির হাত থেকে বিষের শিশি খসে পড়ল।

10. বক্তার ফাঁসির সময় ঘনিয়ে আসছে। অথচ তিনি ভাবছেন— ভিজে মেঝেতে বসলে তাঁর অসুখ করবে। তাঁর মনের অবস্থার সঙ্গে মিল আছে গল্পে কথিত মানুষটির। তাই এই সময় গল্পটি তাঁর মনে পড়ল।

11. (ক) ১৯৩৪ সালের ভূমিকম্পের কথা বক্তা বলেছেন

(খ) ভূমিকম্পে বিপর্যস্ত মানুষদের সাহায্য করবেন তাই পাটনা ক্যাম্প জেল থেকে উত্তর বিহারের সব রাজবন্দিকে সরকার মুক্তি দিয়েছিল।

(গ) পাটনা জেল থেকে আকস্মিকভাবে মুক্তি পেয়েছিলেন রাজবন্দিরা। কত আকস্মিক ঘটনা পৃথিবীতে ঘটে। এমন কোনো ঘটনা মৃত্যুপথযাত্রী বক্তার জীবনেও ঘটতে পারে— এই রকম কোনো ভাবনা লুকিয়ে ছিল বক্তার মনের গহনে। একটু আগেই তিনি মন্তব্য করেছেন— মানুষের মনের গতি কী বিচিত্র। সেই বিচিত্র গতিরই নিদর্শন মিলল বক্তার ভাবনায়।

12. ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের কথা এখানে বলা হয়েছে।

(3)

অদ্ভুত সেই হরিণ দেখে সীতা খুশি হয়ে রামকে ডেকে বললেন, প্রভু, তুমি শিগ্‌গির লক্ষ্মণকে নিয়ে এখানে এসো। রাম সঙ্গে-সঙ্গে লক্ষ্মণের সঙ্গে সেখানে আসতেই হরিণটাকে দেখতে পেলেন। লক্ষ্মণের মনে সন্দেহ হল। তিনি বললেন, মনে হচ্ছে মারীচই এই হরিণের রূপ ধরেছে। রাজারা বনে মৃগয়া করতে এলে দুষ্ট মারীচ হরিণ সেজে তাদের মৃত্যু ঘটায়। এই রকম রত্নময় হরিণ থাকা অসম্ভব। এ নিশ্চয় রাক্ষসী মায়া। সীতা কিন্তু ছলনায় মুগ্ধ হয়ে আছেন। লক্ষ্মণের কথা শুনে রামকে বললেন, তুমি ওই হরিণ আমায় এনে দাও। আমি

শব্দার্থ ও টীকা

ওকে নিয়ে খেলা করব। তুমি যদি ওকে জীবন্ত ধরে আনতে পারো, তাহলে বনবাস শেষ হলে আবার যখন রাজ্যে ফিরে যাব, তখন এই হরিণ আমাদের শোভার সামগ্রী হয়ে থাকবে। ভরত, শাশুড়িরা আর আমি অবাক হয়ে দেখব। আর যদি মারাও যায়, ওর ওই সুন্দর চামড়া আমরা ব্যবহার করতে পারব। ঘাসের উপর সোনার চামড়া বিছিয়ে আমরা বসতে পারব। রাম সীতার কথা শুনে এবং সোনার বরন হরিণ দেখে উল্লাসের সঙ্গে লক্ষ্মণকে বললেন, আজ এই হরিণ তার অসামান্য রূপের জন্য আমার হাতে বিনষ্ট হবে। পৃথিবীর কথা দূরে থাক, স্বর্গের বাগানেও এমন জিনিস আর নেই। এর মুখমণ্ডল ইন্দ্রনীলময় (নীলকান্তমণিময়) পানপাত্রের মতো সুন্দর, উদর শঙ্খ ও মুক্তার মতো মনোহর। এমন মনোহরণ স্বর্ণমৃগকে দেখলে কার-না লোভ হয়। রাজারা মাংসের জন্য হোক বা ক্রীড়ার জন্য হোক, বনে গিয়ে হরিণ বধ করেন। তুমি সীতার পাহারায় থাকো, এ যদি মারীচ হয় তাহলে তাকে হত্যা করব, আর যদি সত্যিই মৃগ হয় তাহলে ধরে আনব।

(জ্যোতিভূষণ চাকী: গদ্যে বাল্মীকি রামায়ণ)

প্রশ্ন :

1. হরিণটিকে দেখে লক্ষ্মণ কী বললেন?
2. হরিণ নিয়ে সীতা কী করতে চান?
3. সীতা লক্ষ্মণের কথা শুনেও শুনলেন না কেন?
4. হরিণটি দেখে রামচন্দ্রের লোভ হল কেন?
5. রামচন্দ্র হরিণের পিছনে ধাওয়া করে কী করবেন?
6. উদ্ধৃত অংশে সীতার চরিত্রের কী পরিচয় আমরা পাই?
7. রাম ও লক্ষ্মণ— এই দুই চরিত্রের মধ্যে কী পার্থক্য আমরা লক্ষ করি?
8. উদ্ধৃত অংশ থেকে শব্দ নিয়ে একপদে পরিণত করুন।
   - ক) যা রত্ন দিয়ে আচ্ছন্ন
   - খ) যার জীবন আছে
   - গ) পান করার জন্য পাত্র
   - ঘ) যা মন কাড়ে।

উত্তর :

1. হরিণ দেখে লক্ষ্মণ তাঁর সন্দেহ ব্যক্ত করে বলেছেন, মারীচ হরিণের চেহারা নিয়ে তাঁদের সামনে হাজির হয়েছেন। রাজারা যখন অরণ্যে শিকার করতে আসেন তখন দুষ্ট মারীচ হরিণের রূপ ধরে তাঁদের ভোলায়। হত্যা করে। লক্ষ্মণ নিশ্চিত, এমন রত্নদেহী হরিণ অবাস্তব, সুতরাং এ হল রাক্ষসের ছলনা।
2. রাম যদি হরিণকে জীবন্ত ধরে আনতে পারেন, তাহলে সীতা তার সঙ্গে খেলা করবেন। তারপর বনবাসপর্ব শেষ হলে হরিণটি নিয়ে ফিরবেন নিজেদের রাজ্যে, সেখানে হরিণ হবে এক দর্শনীয় জিনিস। ভরত ও শাশুড়িদের সঙ্গে সীতা তাকে অবাক দৃষ্টি মেলে দেখবেন। আর রামচন্দ্র যদি তাকে মৃত অবস্থায় আনেন, তাহলেও হরিণের সুদৃশ্য চামড়া হবে তাদের ব্যবহারের সামগ্রী, ঘাসের উপর স্বর্ণময় চামড়া পেতে তাঁরা বসতে পারবেন।

3. মারীচের ছলনায় সীতা মুগ্ধ হয়েছিলেন, হরিণের প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণ জন্মেছিল, তাই লক্ষ্মণের বক্তব্য তিনি উপেক্ষা করেছেন।

4. এমন হরিণ সম্পূর্ণ দুর্লভ। তার মুখমণ্ডল নীলকান্তমণিখচিত পানপাত্রের মতো অপূর্ব, তার উদর শাঁখ ও মুক্তার মতো মনোহারী। এই দুর্লভ সৌন্দর্য রামচন্দ্রের মনে লোভের জন্ম দিয়েছিল।

5. হরিণটি যদি ছদ্মবেশী মারীচ হয় তাহলে রামচন্দ্রের হাতে সে নিহত হবে, আর ওটি যদি সত্যিই হরিণ হয় তাহলে তাকে ধরে নিজেদের কুটিরে নিয়ে আসবেন।

6. সীতা রত্নময় হরিণ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। সেই মুগ্ধতা এতই গভীর যে লক্ষ্মণের যুক্তি তাঁকে কিছুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি। তিনি নিশ্চিত যে ওটা হরিণই। কোনো সন্দেহ বা আশঙ্কার কথা তিনি ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেননি। তিনি ভাবছেন, সুন্দর হরিণটির সঙ্গে বনবাসজীবনে তিনি খেলা করবেন, জীবনযাপনের মধ্যে বৈচিত্র্য আনবেন। ভরত ও শাশুড়িদের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ আছে তাঁর কথার মধ্যে— সকলে মিলে তাঁরা উপভোগ করবেন হরিণের সৌন্দর্য। আমরা আরও দেখতে পাই, সোনার চামড়া তাঁরা ব্যবহার করবেন, সেটি পেতে বসবেন— এসব ভাবতেও সীতার ভালো লাগছে। এই আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে সুরুচিসম্পন্ন জীবনের প্রতি সীতার আকর্ষণ প্রকাশিত হয়েছে।

7. স্বর্ণমৃগ রামচন্দ্রকে মুগ্ধ ও লুব্ধ করেছে। লক্ষ্মণের কথায় মোহ ও লোভের কোনো পরিচয় নেই।

লক্ষ্মণ বুঝেছেন, এমন বিচিত্র হরিণের অস্তিত্ব অসম্ভব। এমন বোধের পরিচয় রামচন্দ্রের কথায় আমরা পাই না।

লক্ষ্মণ হরিণের মধ্যে দেখেছেন মারীচকে। রামচন্দ্রের এমন স্বচ্ছ দৃষ্টি নেই।

রামচন্দ্র হরিণের পিছনে ধাওয়া করতে চেয়েছেন। লক্ষ্মণ এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব।

লক্ষ্মণ যুক্তির দ্বারা চালিত, রামচন্দ্র প্রধানত আবেগ-তাড়িত

8. (ক) রত্নময়
(খ) জীবন্ত
(গ) পানপাত্র
(ঘ) মনোহর বা মনোহরণ

30.4 আপনি যা শিখলেন

1. বোধ পরীক্ষণের জন্য প্রদত্ত বিষয় পড়ে বুঝতে;
2. সাধুভাষাকে চলিত ভাষায় রূপান্তরিত করতে;
3. প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিণত করতে;
4. নিজের ভাষায় উত্তর দিতে।

পাঠান্ত প্রশ্ন : 30.5

নীচে অংশ পড়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দিন—

1. হস্তলিপি একটা শিল্প। যাঁরা ডিটেকটিভ হতে চান তাঁদের এই শিল্পের সঙ্গে ভালো পরিচয় থাকা

শব্দার্থ ও টীকা

দরকার। হস্তলিপির ব্যাখ্যা শিখতে হয়, কারণ হাতের লেখায় মনের ভাব ধরা পড়ে। সরল মনে লিখলে তার চেহারা একরকম হয়, অপরাধের চেতনা নিয়ে লিখলে আর-এক রকম। অপরাধ-চেতনা হাতের পেশিতে কাজ করে। হাতের লেখার সময় আঙুল বেশি ব্যবহৃত হয়, না হাত বেশি ব্যবহৃত হয় তা নিয়ে মতভেদ আছে। আমার মনে অক্ষরের ঊর্ধ্বমুখী আর নিম্নমুখী টানগুলি দিতে আঙুল ব্যবহৃত হয়, আর লেখাগুলি বাঁ ধার থেকে ডানধারে চালাতে হাত ব্যবহৃত হয়। কাজেই স্বাভাবিক লেখাতে দুইয়েরই ব্যবহার হয়ে থাকে। স্বাভাবিক লেখায় হাত সহজভাবে চলে, সমানভাবে চলে, কোথাও হঠাৎ বেশি চাপ পড়ে না। নকল লেখায় হাতের ঝাঁকুনি লাগে, দেখলেই বোঝা যায় অক্ষরগুলো লেখকের নিয়ন্ত্রণের অধীন ছিল না। লেখার সময় নিব যখন উপরের দিকে চলে তখন নিব কাগজে বিঁধে যায়। নকল লেখায় অক্ষরের উলটোদিকে চাপ পড়ে বেশি। তাতেও অনেক সময় নকল ধরা যায়। বেনামি চিঠিতেই এরকম থাকে বেশি। স্বাক্ষর বা হস্তাক্ষর যখন প্রতারণার জন্য নকল করা হয় তখন হাতের পেশির কাজই হয় বেশি। তখন আঙুল স্বাধীন ইচ্ছায় সহজ লিখন লিখতে পারে না। মনোযোগটা নকল করার দিকে বেশি চলে যায়।

(পরিমল গোস্বামী: ইংরাজ ডিটেকটিভের চোখে প্রাচীন কলকাতা)

প্রশ্ন :

1. ডিটেকটিভদের ভালো পরিচয় থাকা দরকার কীসের সঙ্গে?
2. স্বাভাবিক লেখায় হাতের চাপ হঠাৎ বেশি পড়ে না কেন?
3. স্বাভাবিক লেখায় আঙুল ও হাতের ব্যবহার কীভাবে হয়?
4. বেনামি চিঠিতে কোন্ বৈশিষ্ট্য বেশি কাজ করে?
5. কীভাবে বোঝা যবে অক্ষর লেখকের নিয়ন্ত্রণের অধীনে নেই?
6. আঙুলের চেয়ে হাতের পেশি বেশি কাজ করে কখন?
7. নকল করার সময় হাতের লেখা অস্বাভাবিক হয়ে যায় কেন?

2. মহাভারতের কর্ণ আমার সবচেয়ে প্রিয় চরিত্র। মহাভারতের নায়ক যদিও যুধিষ্ঠির, কিন্তু সর্বাংশে উজ্জ্বল পুরুষ অর্জুন। কিন্তু অর্জুন যেন স্রষ্টার আদুরে ছেলে। তিনি সব পান। তিনি সব প্রতিযোগিতায় জেতেন। অর্জুন বীর, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর জয় এমনই অবধারিত যে রোমাঞ্চ হয় না। অর্জুন যে কোনো সংকটের সম্মুখীন হলেই আমরা জানি তিনি ঠিক অপরাভূত হয়ে বেরিয়ে আসবেন।

কিন্তু কর্ণ প্রথম থেকেই হারছেন। জয়ী হবার মতন সমস্ত গুণ এবং সম্ভাবনাই ছিল তাঁর মধ্যে, তবু তিনি জেতেননি একবারও। অর্জুন পেয়েছিলেন তাঁর গুরুর আশীর্বাদ, কর্ণ পেলেন তাঁর গুরুর অভিশাপ, বিনা দোষে। অস্ত্র পরীক্ষার সময় কিংবা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় তাঁর অপমান আমাদেরও গায়ে বাজে। স্বয়ম্বর সভায় দ্রৌপদী যখন কর্ণের বীরত্ব প্রমাণ করার আগেই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন তখন কর্ণ হেসেছিলেন। কী মর্মান্তিক সেই হাসি। বঞ্চিত অপমানিত মানুষের এরকম হাসি আমরা সহসা দেখি না। তাঁর দানের অহংকার ছিল প্রবল। ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্র যখন তাঁর কবচকুণ্ডল চান, কর্ণ তা দিয়ে দিতে দ্বিধা করেননি। তখনও কর্ণ হেসেছিলেন। ছদ্মবেশী ইন্দ্রকে যখন তিনি চিনে ফেলেছিলেন, তখন দানের সময় তাঁর ওষ্ঠে তাচ্ছিল্যের হাস্য ফুটে ওঠাই স্বাভাবিক মনে হয়। অনেক সময় জয়ের গৌরবের চেয়েও এই হাসির তাৎপর্য অনেক মহান হয়ে ওঠে।

কর্ণের চরিত্রে দোষ অনেক। যদি আমরা ধরে নিই যে গোটা মহাভারত একা বেদব্যাসের রচনা

শব্দার্থ ও টীকা

নয়, পরবর্তী অনেক কবিই এই মহাগ্রন্থের ওপর কলম চালিয়েছেন, তাহলে অনায়াসে একথাও বলা যায় যে, ওই সব প্রক্ষিপ্ত রচনাকাররা অনেকেই কর্ণবিদ্বেষী ছিলেন। কেউ বলেছেন, কর্ণ মহাবীর, আবার অনেকেই বলেছেন, তিনি কাপুরুষ। কেউ বলেছেন, কর্ণ অতিশয় উদার, আবার অনেকে বলেছেন, তিনি কুৎসিতভাষী ও নীচ। তবু এতসব হস্তাবলেপেও কর্ণ যেন আলাদাভাবে এক মহান ট্রাজেডির নায়ক।

(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : সাহিত্য এবং সাহিত্য)

প্রশ্ন :

1. একটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন:
   (ক) মহাভারতের সবচেয়ে উজ্জ্বল চরিত্র কোন্‌টি?
   (খ) গুরুর কাছ থেকে অর্জুন ও কর্ণ কী কী পেয়েছিলেন?
   (গ) দ্রৌপদী কোথায় কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করেন?
2. অর্জুনকে স্রষ্টার আদুরে ছেলে বলা হয়েছে কেন?
3. অর্জুনের বীরত্ব লেখককে রোমাঞ্চিত করে না কেন?
4. কর্ণ প্রথমবার কখন হেসেছিলেন?
5. কর্ণ দ্বিতীয়বার কখন হাসলেন?
6. কর্ণের দুটি হাসির বৈশিষ্ট্য কী?
7. মহাভারতের রচনাকার কে বা কারা?
8. কর্ণের চরিত্রে নানা দোষ ও গুণের যে একত্র সমাবেশ ঘটেছিল, তার কারণ কী?

4. ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় ভাস্কো ডা গামা সসৈন্যে ভারত যাত্রা করিলেন। এবার বৈরনির্যাতনের প্রবল উত্তেজনায় পর্তুগিজ সেনাপতির ধর্মবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। গামা কালিকট আক্রমণ করিয়া নগর-প্রাচীরের উপর গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। বন্দরের মুসলমান বণিকবর্গের বাণিজ্যতরণী ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন। কালিকটরাজের নৌসেনা গামার নিকট বন্দিবেশে আনীত হইল। গামা ৮০০ বন্দির নাসা কর্ণ ও হস্তদ্বয় ছেদন করিয়া তাহা উপঢৌকন স্বরূপ কালিকট রাজাকে প্রেরণ করিলেন। ভারতবর্ষের লোক এরূপ নিষ্ঠুরতার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এখন ভাস্কো ডা গামার নাম ইতিহাসে সুপরিচিত হইয়াছে। তাঁর চরিত্রদোষ বিস্মৃত হইয়া ইতিহাস-লেখকগণ তাঁহার চরিত্রগুণেরই উল্লেখ করিতেছেন। কিন্তু সেকালের কাগজপত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, গামা বীর হইলেও দস্যু, ধর্মোন্মত্ত হইলেও রাক্ষসের ন্যায় নিষ্ঠুর! গামার সহিত মালাবার-প্রবাসী যে সকল মুসলমান বণিকের কলহ ঘটিয়াছিল, তাঁহারা রাজা বা রাজপুরুষ ছিলেন না। গামা তাহাকে এশিয়া ও ইউরোপের— কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গের— জাতিগত কলহ বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিলেন।

মিশরের সুলতানের নিরীহ প্রজাবর্গ মক্কাতীর্থ দর্শন করিয়া একখানি অর্ণবপোতে (জাহাজে) আরোহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল। আফ্রিকার পূর্বোপকূলের নিকটে আসিয়া গামার অর্ণবপোতের সহিত তীর্থযাত্রীদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। যাহার নিকট যাহা ছিল, হাজিগণ সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া কেবল প্রাণভিক্ষা চাহিল। কিন্তু তাহারা যে সকলেই মুসলমান! গামা মুসলমান তীথযাত্রীদের কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়া, তাহাদের অর্ণবপোত লক্ষ করিয়া গোলাবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। একজন লিখিয়া গিয়াছেন, ''মুসলমান তীর্থযাত্রীবর্গের অর্ণবপোতে যে সকল রমণী ছিলেন তাঁহারা

শব্দার্থ ও টীকা

শিশুসন্তানগণকে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া বালকবালিকার প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। গামা অবিচলিত চিত্তে স্ত্রীহত্যায় শিশুহত্যায় নিবিষ্ট রহিলেন।

(অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়: ফিরিঙ্গি বণিক)

প্রশ্ন :

1. একটি বাক্যে উত্তর দিন—
   - ক) ভাস্কো ডা গামা কোন্ দেশের অধিবাসী?
   - খ) গামা কত খ্রিস্টাব্দে কাদের সঙ্গে পুনরায় ভারত-যাত্রা করেন?
   - গ) মক্কাতীর্থ-ফিরত মুসলমানরা কোন্ দেশের মানুষ?
   - ঘ) গামা কালিকটে কোথায় গোলাবর্ষণ করেন?
2. নীচের শব্দগুচ্ছের বদলে উদ্ধৃত অংশ থেকে উপযুক্ত শব্দ নিয়ে বসান—
   - ক) যা ভস্ম হয়ে গেছে।
   - খ) যে-মানুষের রং কালো।
   - গ) নিজের ধর্ম নিয়ে যিনি উন্মাদ।
   - ঘ) রাজার বা সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী।
3. ইতিহাস-লেখকরা ভাস্কো ডা গামাকে কীভাবে দেখাচ্ছেন?
4. সেকালের কাগজপত্র গামা সম্পর্কে কী সাক্ষ্য দেয়?
5. ভারতবর্ষের মানুষের প্রতি গামার নিষ্ঠুরতার দুটি দৃষ্টান্ত দিন।
6. গামা মালাবারের মুসলমানদের সঙ্গে বিরোধকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখেছেন?
7. হাজিরা প্রাণভিক্ষা চেয়েছিলেন, কিন্তু গামা কী করলেন?
8. গামা কেন প্রাণভিক্ষার আবেদনে সাড়া দেননি?
9. মুসলমান তীর্থযাত্রীদের ওপর ভাস্কো ডা গামার অত্যাচার সম্পর্কে একজন লেখক কী বলেছেন?

5. গরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাং-ওটাং এবং গিবন— প্রাণীজগতে আমাদের সবচেয়ে কাছের আত্মীয়। এই চারটি প্রাণীকে নর-বানর নাম দেওয়া হয়েছে। তবে গরিলারা অন্যদের থেকে অনেকটা আলাদা। জঙ্গলের মধ্যে একটি গরিলাদলের সঙ্গে আর-একটি দলের দেখা হলে বিবাদ ঘটার সম্ভাবনা থাকে না। সম্পর্কটি থাকে শান্তিপূর্ণ, যেহেতু নিজেদের এলাকা বলে কর্তৃত্ব জাহির করার ঝোঁক ওদের নেই। এ-ব্যাপারটা অন্য নর-বানরদের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। গরিলাদের দু-টো দল কাছাকাছি এলে একদলের কোনো সদস্য ইচ্ছে করলে স্থায়ীভাবে অন্যদলেও যোগ দিতে পারে। গরিলাদের দলগুলোর মধ্যে স্থিতিশীলতাই অবশ্য স্বাভাবিক ব্যাপার। দলপতি যদি হঠাৎ দল ছেড়ে বেরিয়ে যায় বা মারা পড়ে, তাহলেই ঘটে বিপত্তি। দলের অন্য সদস্যরা তখন দিশাহারা হয়ে পড়ে। ঘুরতে ঘুরতে অন্য কোনো দলের সদস্যভুক্ত হবার পর নতুন দলপতির অধীনে তারা মানসিক শান্তি ফিরে পায়। দলবদ্ধ জীবনযাপনের এই সুশৃঙ্খল প্রবণতা অন্য তিনটি নর-বানরের ক্ষেত্রে দেখা যায় না।

অর্থবোধক শব্দের মাধ্যমে কথা বলার ক্ষমতা গরিলাদের নেই। কথা বলার জন্য প্রয়োজনীয় বাগ্‌যন্ত্র ওদের আছে। নেই শুধু মগজের মধ্যে কথাবলার সেই বিশেষ এলাকাটি, চিন্তাভাবনাকে যা বাঙ্ময় রূপ দেবে। একমাত্র খাদ্য-সংগ্রহ করা ছাড়া গরিলাদের জীবনে আর-কোনো সমস্যা নেই। গরিলাদের

শব্দার্থ ও টীকা

মগজের আয়তন মাত্র ৬০০ থেকে ৬৫০ ঘন সেন্টিমিটার, মানুষের হল ১৬০০। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী জে.বি.এস. হলডেন বলেছিলেন, ''একদল শিম্পাঞ্জিকে একটি জঙ্গলের মধ্যে ছেড়ে দাও, যেখানে ওদের প্রচুর খাদ্য প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। দেখবে, ওদের জীবনে কোনো সমস্যা দেখা দেবে না। কিন্তু দুটো মানুষকে একটি ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখো, দেখবে আধঘন্টার মধ্যেই অসংখ্য সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।'' মানুষের সবচেয়ে বড়ো বিশেষত্ব হল সমস্যা সৃষ্টি করা।

(শংকর চক্রবর্তী: বিবর্তনের পথে মানুষ)

প্রশ্ন :

1. একটি বাক্যে উত্তর দিন—
   - ক) কোন্ কোন্ প্রাণীকে নর-বানর বলা হয়?
   - খ) কোন্ নর-বানর অন্য সমজাতীয় প্রাণীর চেয়ে আলাদা?
   - গ) গরিলাদের দুটো দলের মধ্যে দেখা হলে এমন কোন্ ঘটনা ঘটে যা অন্য নর-বানরদের চেয়ে পৃথক?
   - ঘ) গরিলাদের জীবনের একমাত্র সমস্যা কী?
2. পাঠে উদ্ধৃত অংশ থেকে শব্দ বেছে নিয়ে একশব্দে পরিরত করুন—
   - ক) ভাষা বা বাক্যে রূপান্তরিত
   - খ) স্থায়ী অবস্থা
   - গ) দিক হারিয়েছে যে
3. গরিলাদের দলে স্থিতিশীলতায় কখন বিঘ্ন ঘটে?
4. স্থিতিশীলতায় বিঘ্ন ঘটলে গরিলারা কীভাবে তা ফিরে পায়?
5. গরিলাদের দুটি দলের মধ্যে বিবাদ ঘটে না কেন?
6. মগজের আয়তনের দিক থেকে গরিলা ও মানুষের তফাত কী?
7. গরিলাদের কথা বলার ক্ষমতা নেই কেন?
8. মানুষের সবচেয়ে বড়ো বিশেষত্ব কী?
9. শিম্পাঞ্জি ও মানুষের মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে হলডেন কী দৃষ্টান্ত দিয়েছেন?

6. একসময় বাউলগান সম্পর্কে আমার খুব আগ্রহ জেগেছিল। বারবার ছুটে গেছি কেঁদুলির মেলায়, শীতের মধ্যে সারা রাত জেগে বসে থেকেছি অজয় নদীর ধারে ছোটো ছোটো আখড়ায়। খুবই দুঃখের কথা, কয়েক বছরের মধ্যেই আমি বাউলগান সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ি। মন দিয়ে বারবার শুনলে বাউলগানেও একঘেয়েমি এসে যায়। তিন-চার রকমের বেশি সুরবৈচিত্র্য নেই। গানের মাঝে মাঝে 'ও ভোলামন' বলে একটি দমফাটানো তান আসলে শ্রোতাদের চমকে দেবার একটা কায়দা মাত্র। একসঙ্গে তিন চারটের বেশি বাউল-গান শোনা যায় না, তখন হাই ওঠে, কিংবা ফ্যাসানের বশবর্তী হয়ে কৃত্রিম বাহবা দিতে হয়। আসলে বাউলগানের কাছে আমাদের খুব বেশি প্রত্যাশা করাটাই ভুল। বাউলগান বাউলগানেরই মতন। আমরা তার থেকে আংশিক আনন্দ পেতে পারি মাত্র। সমস্ত পৃথিবীর সভ্যতাই নগরকেন্দ্রিক। আমরা আর ইচ্ছে করলেই গ্রামীণ হয়ে যেতে পারি না। স্বতঃস্ফূর্ত গানের প্রতি আমাদের অন্তরীণ (অন্তর্নিহিত) বাসনা আছে বলেই আমরা বাউলগান বা লোকসঙ্গীতের কাছে গেছি বারবার। কিন্তু মন্দিরের সিঁড়িতে-বসা একান্ত বাউলগান বা ভেসে-যাওয়া নৌকোয় মাঝির গান শোনবার সৌভাগ্য

শব্দার্থ ও টীকা

আমাদের দু-একবারই হয়। বারবার পেতে গেলে সবকিছুর মধ্যেই একটা সাজানো ব্যাপার এসে পড়ে। মঞ্চে ওঠবার আগে বাউল প্যান্ট-শার্ট ছেড়ে পরে নেয় গেরুয়া পোশাক, শ্রোতাদের দাবিতে মজার গান হিসেবে পরিবেশন করে এইরকম গান: 'এঁড়ে গোরু বেড়া ভেঙে খেজুর গাছে চড়েছে'। অতি উৎসাহে বাউল বা লোকসংগীত শিল্পীকে আমরা সরিয়ে আনি তার জীবনচর্যা থেকে। তার ফলে স্বতঃস্ফূর্ততা নষ্ট হয়ে যায়। ক্রমশ সেও আমাদের কৃত্রিম দ্রব্য সরবরাহ করতে থাকে।

(সুধীর চক্রবর্তী: বাউল ফকির কথা)

প্রশ্ন :

1. একসঙ্গে প্রকাশ করুন—
   - ক) নগরকে কেন্দ্র করে যা গড়ে ওঠে।
   - খ) যা আপনা থেকেই বিকশিত হয়।
   - গ) জীবনব্যাপী পালনীয় রীতি।
   - ঘ) বৈরাগীদের আশ্রম।
2. একটি বাক্যে উত্তর দিন—
   - ক) বাউলরা মাঝে মাঝে 'ও ভোলামন' গেয়ে ওঠে কী উদ্দেশ্যে?
   - খ) লেখক অজয় নদীর ধারে কোথায় বসে থেকেছেন?
   - গ) গান শুনতে শুনতে কখন হাই ওঠে?
3. বাউলগান শোনার আগ্রহে লেখক কী করেছেন?
4. গান শুনতে শুনতে একঘেয়েমি এসে যায় কেন?
5. মঞ্চে ওঠার আগে বাউল কী করে?
6. মঞ্চে শ্রোতাদের দাবি বাউলরা কীভাবে মেটায়?
7. বাউলগানের কাছে খুব বেশি প্রত্যাশা করা উচিত নয় কেন?
8. উদ্ধৃতাংশে কৃত্রিম দ্রব্য বলতে কী বোঝান হয়েছে বুঝিয়ে দিন।

30.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

30.1

1. মুখস্থ নয়, নিজের ভাষায়— সাধুভাষা থেকে চলিতে রূপান্তর— প্রত্যক্ষ উক্তি থেকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন— উত্তর হবে সংক্ষিপ্ত;
2. লেখা এলোমেলো হবে— লেখা আটকে যাবে।

31

বক্তব্যের নোট নেওয়া ও দেওয়া

31.1 প্রস্তাবনা

নোট করা একটি অতি প্রয়োজনীয় দক্ষতা। এই দক্ষতা আমাদের খুবই সাহায্য করে। সব কিছু আমরা মনে রাখতে পারি না। শব্দ ধরে ধরে কোনো পঠিত অংশকে স্মৃতিতে ধরে রাখা অসম্ভব। নোট আমাদের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সংগ্রহ করে তাকেও স্মৃতিতে ধরে রাখতে সাহায্য করে।

31.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়লে আপনারা—

- নোট কেন করব তা জানতে পারবেন;
- উক্ত বিষয়-ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন;
- নোট করার কৌশল অর্জন করতে পারবেন।

31.3 বিষয়ের রূপরেখা

নোট করা কী?

বিষয় একক ধরে ধরে মূল ও তার সহায়কভাবকে সংক্ষেপ করাই হল নোট। মনে রাখতে হবে নোট যেন সহজ হয়। নোট করার কয়েক মাস পরে যদি তা পড়ে কিছুই না বোঝা যায় তাহলে সেগুলিকে আদর্শ নোট বলে না।

কেমন করে নোট করতে হয়?

- কেন্দ্রীয় ভাবটি বুঝতে গোটা অনুচ্ছেদটি পড়ুন।
- মূলভাব বা ভাবগুলিকে সুনির্দিষ্ট করতে একাধিকবার পড়ুন।
- মূলভাবের সঙ্গে যুক্ত বিষয় এককগুলি বাছুন।

যে বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে।

- পাঠ্য বিষয় ভালোভাবে বুঝতে হবে।
- নোট ছোটো হবে।
- বিষয় ধরে ধরে নোট করতে হবে। পুরো বাক্যে নোট করা চলবে না।
- জানা শব্দসংক্ষেপ ও প্রতীক দরকারে ব্যবহার করুন।
- পরপর যুক্তি বসিয়ে বিষয়টি সাজান।
- অলংকার ও বিশেষ অর্থসূচক শব্দগুচ্ছ প্রয়োগ করবেন না।
- উদাহরণ ও উদ্ধৃতি প্রয়োগ করবেন না।

31.4 নোট করার দুটি নমুনা

১ম নমুনা:

ভুল এমনই একটা চিরন্তন ব্যাপার, যে সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা মুনি-ঋষিরাও এর হাত থেকে রেহাই পাননি। সত্যি ভুল একটা মানবীয় ধর্ম। সুতরাং ধর্মই যদি হল, তাহলে 'ভুল কী করে হয়' এ ধরনের প্রশ্নে নিজেকে বা অপরকে বিব্রত করা বিলাস বলে মনে হতে পারে। কিন্তু মানুষের জীবনে এই ভুল মাঝে মাঝে এতো দুঃখ, কষ্ট, অশান্তির কারণ হয়, ভুলের মাশুল এত বেশি ভার বোঝা এমনকি মারাত্মক হয়ে পড়ে যে, তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য সে কেবল উদ্‌গ্রীব নয়, রীতিমতো উৎকণ্ঠিত না হয়ে পারে না। ভুলটা কী করে হল, কেমন করে এর পুনরাবৃত্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে, সেটা সে জানতে চায়, বুঝতে চায়।

ভুল অনেক রকমের হয়— সীমিত বা অসম্পূর্ণ জ্ঞান অথবা বিচারবুদ্ধির ত্রুটির জন্যে আমরা ভুল করে বসি। সতর্কতা বা চেষ্টা থাকলে সেই সব ভুল হয়তো এড়ানো খুব কঠিন নয় ; আবার চেষ্টা করলেই যে সব সময় ভুল এড়ানো যায় তা তো নয়, 'পেটে আসছে মুখে আসছে না' অবস্থা আমাদের আরও বিপাকে ফেলে। অথবা এক ভুল শোধরাতে গিয়ে আর-এক ভুল করে বসি।

আলোচনা :

আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে ভুল করা যে মানুষের ধর্ম সে সম্পর্কেই এই অনুচ্ছেদ দুটিতে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অনুচ্ছেদটি আমরা আরও একবার পড়ে এই অংশের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য চিহ্নিত করব।

প্রথম অনুচ্ছেদটির গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হল :

ভুল মানুষের ধর্ম—এবার দেখা যাক্ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের মূলভাবটি কী।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রধান ভাবটি হল : ভুল হয় অনেক রকমের। যেমন—

(ক) সীমিত বা অসম্পূর্ণ জ্ঞানের জন্য মানুষের ভুল হয়।

(খ) বিচারবিবেচনায় ত্রুটি থাকার জন্যও ভুল হয়।

(গ) চেষ্টা করলে এসব ভুল মানুষ এড়াতেও পারে।

(ঘ) আবার অনেক সময় চেষ্টা করেও এ ভুল এড়ানো সম্ভব হয় না।

শব্দার্থ ও টীকা

অনুচ্ছেদ দুটির নোট

1. নামকরণ : ভুল করাই মানুষের ধর্ম।
2. ভুলের কারণ : সীমিত জ্ঞান বা বিচারবিবেচনায় ত্রুটি।
3. ভুলের মাশুল : চরম ভুলে জীবন বিপন্ন।
4. ভুল দূরীকরণের চেষ্টা : একশ ভাগ ভুল সংশোধন অসম্ভব। সব সময় সফল হয় না।

২য় নমুনা :

কোনো স্থান সম্পর্কেই সাধারণ কাকেদের কোনো বিশেষ আকর্ষণ না থাকলেও শহরের প্রতি তাদের আকর্ষণ বেশি দেখা গেছে। ঝোপ-জঙ্গল বা সভ্য মানুষের বসতি বর্জিত অঞ্চলগুলিতে তাদের সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। সুদূর পল্লি অঞ্চল এবং কৃষিপ্রধান স্থানগুলিতেও তারা মানুষের খুব সান্নিধ্যে থাকে। এখানে প্রধানত মাঠে-খেতে তাদের দেখা যায়। তারা দল বেঁধে প্রত্যহ আহারের সন্ধানে বের হয় এবং দিনের শেষে সদলবলে নিজেদের বাসায় ফিরে আসে। কিন্তু নগর এলাকায় এরা যেন এক স্বতন্ত্র জীব—তখন এরা দাম্ভিক, আত্মকেন্দ্রিক এবং আত্মপ্রত্যয়ে অটল। মানুষকে তাদের বিন্দুমাত্র ভয় নেই—মানুষের সঙ্গে চাতুরি করতেও তাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। মফস্‌সল অঞ্চলে থাকতে দলবদ্ধ হয়ে থাকার যে অভ্যাস তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে, এখানে তারা তা ঝেড়ে ফেলে দেয়। কারণ শহরে তারা নিজেদের বেশি নিরাপদ বলে মনে করে। শহরাঞ্চলে এরা মূলত আবর্জনা থেকেই খাদ্য আহরণ করে জীবনধারণ করে এবং সেইদিক থেকে এদের উপকারিতার তুলনা হয় না। তরি-তরকারি এবং মাছ-মাংসের ফেলে দেওয়া অংশ থেকে শুরু করে ডিমের খোসা, অন্যান্য পাখির ছানা এবং রান্নাঘরের জঞ্জাল সবকিছু থেকেই এরা খাদ্যবস্তু আহরণ করে থাকে।

আলোচনা :

অনুচ্ছেদটি পাঠ করে আপনারা বুঝেছেন যে সাধারণ কাকদের স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। সে চরিত্র পল্লি অঞ্চলে একরকম, শহরাঞ্চলে ভিন্ন।

অনুচ্ছেদটি আমরা আরও একবার পড়ে এর মূল বক্তব্য বা বক্তব্যসমূহ চিহ্নিত করব।

অনুচ্ছেদটির প্রধান বক্তব্য হল :

ক। কাকেদের নির্দিষ্ট কোনও স্থানের প্রতি কোনও বিশেষ আকর্ষণ না থাকলেও শহরের প্রতি আকর্ষণ লক্ষ করা যায়।

খ। পল্লি অঞ্চল এবং কৃষিপ্রধান স্থানগুলিতে মানুষের কাছাকাছি তারা থাকে।

গ। পল্লি অঞ্চলে দল বেঁধে তারা খাদ্যের সন্ধানে যায় এবং সদলবলেই ফিরে আসে।

ঘ। শহরে তাদের চরিত্র ভিন্ন—মানুষকে ভয় পায় না। মানুষের সঙ্গে চাতুরি করে।

ঙ। শহরে প্রধানত আবর্জনা থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে মানুষের উপকার করে।

অনুচ্ছেদটির নোট

নামকরণ : **কাক-চরিত**

1. কাকেদের পল্লি অঞ্চল থেকে শহর অধিকতর পছন্দ।
2. পল্লি অঞ্চলে : (ক) এদের দলবদ্ধ গতিবিধি। (খ) মাঠে-খেতেই এদের চলাফেরা বেশি।
3. শহরাঞ্চলে : (ক) মানুষ থেকে ভয় নেই। (খ) দাম্ভিক (গ) আত্মকেন্দ্রিক (ঘ) আত্মপ্রত্যয়ে অটল।

শব্দার্থ ও টীকা

4. কিছু ক্ষেত্রে মানুষের উপকারী।
5. **এরা খায় :** (ক) তরি-তরকারির খোসা। (খ) মাছ-মাংসের নোংরা। (গ) ডিমের খোসা। (ঘ) অন্যান্য পাখির ছানা।

পাঠগত প্রশ্ন : 31.1

1. নোট করার দক্ষতা জানা কেন দরকার তা তিনটি বাক্যে লিখুন।
2. নোট করা সম্বন্ধে অনধিক দুটি বাক্যে লিখুন।
3. কেমন করে নোট করতে হয় তা তিনটি বাক্যে লিখুন।

31.5 আপনি যা শিখলেন

- বিষয় এককগুলি বার করতে।
- সহায়ক ভাবকে চিহ্নিত করতে।
- মূল ভাবের সঙ্গে যুক্ত বিষয়-এককগুলি বুঝতে।

31.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে নোট তৈরি করুন :

দর্শন হল এমন এক শাস্ত্র যা সমগ্র জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সামগ্রিক সুসংবদ্ধ জ্ঞান দান করে। দর্শনের সঙ্গে জীবনের এক নিগূঢ় সম্পর্ক বর্তমান। দর্শন জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। জগৎ ও জীবনকে কেন্দ্র করেই দর্শনের উদ্ভব হয়েছে। যে-কোনো সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কোনো-না-কোনো ধারণা আছে। মানবজীবনের সমস্যা থেকে মুক্ত কোনো দার্শনিক মতের যথার্থ কোনো মূল্য নেই। আজকাল অনেকে বলেন আমাদের ব্যবহারিক জীবনে দর্শনের কোনো মূল্য নেই। কিন্তু এরূপ বক্তব্য যথার্থ নয়। দার্শনিক অনুসন্ধান আমাদের অন্নবস্ত্রের সমস্যা মেটায় না ঠিকই, কিন্তু তাই বলে দর্শনকে চিন্তার এক বিলাসিতা মাত্র বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। দার্শনিক সত্যানুসন্ধানের এক স্বতঃমূল্য আছে। দর্শন শাস্ত্রের পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে মানুষ উচ্চ মননশক্তির অধিকারী হয়। ফলে যে-কোনো জটিল বিতর্কমূলক বিষয় সে সহজেই অনুধাবন করতে পারে এবং সে-সম্পর্কে তার বিচারসম্মত অভিমত ব্যক্ত করতে পারে। দর্শন জীবনের গভীরতম প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িত। দার্শনিক চিন্তা সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে সুস্থ ও বুদ্ধিদীপ্ত জীবনযাপন সম্ভব নয়। জ্ঞানপিপাসা মানুষের চিরন্তন স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য এবং যতদিন তার এই জ্ঞানপিপাসা থাকবে ততদিন দর্শনের মূল্য থাকবে। সুতরাং, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দর্শনের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। এই বিচারে দর্শন আমাদের জীবনের দিগ্‌দর্শন।

31.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

31.1

1. বিষয় সংগ্রহ ও স্মৃতিতে ধরে রাখা।
2. মূল ও সহায়ক ভাবকে সহজে ও সংক্ষেপে লেখা।
3. অনুচ্ছেদটি একাধিকবার পড়া, চিহ্নিত করা ও মূল ভাবের সঙ্গে যুক্ত বিষয়-এককগুলি বাছা।